যাকাতের আইন ও দর্শন

ফারিশ্‌তা জ. দ. যায়াস

যাকাতের আইন ও দর্শন

[ইসলামী সমাজ কল্যাণ পদ্ধতি]

ফারিশ্‌তা জ. দ. যায়াস

অনুবাদ

হুমায়ুন খান

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

www.pathagar.com

যাকাতের আইন ও দর্শন ॥ মূল ঃ ফারিশ্‌তা জ. দ. যায়াস ॥ অনুবাদ ঃ হুমায়ুন খান ॥ ইফাবা প্রকাশনা ঃ ১১৬১/১ ॥ ইফাবা গ্রন্থাগার ঃ ২৯৭.৫৪ ঃ ISBN—984—06—0078—4 প্রথম প্রকাশ ঃ জুন ১৯৮৪ ॥ দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ আষাঢ় ১৩৯৯, জিলহজ্জ ১৪১২, জুন ১৯৯২ ॥ প্রকাশনায় ঃ পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, বায়তুল মুকার্‌রম, ঢাকা-১০০০ ॥ প্রচ্ছদ অংকনে ঃ মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম ॥ মুদ্রণ ও বাঁধাইয়ে ঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন প্রেস, বায়তুল মুকার্‌রম। ঢাকা-১০০০

মূল্য ঃ ৮৬.০০ টাকা

ZAKATER AIN-O-DARSHAN : Law and Philosophy of Zakat, original in English by Farishta G. de Zayas, translated into Bengali by Humayun Khan and published by the Islamic Foundation Bangladesh. June 1992

Price : Tk 86·00
U S Dollar : 4·00

www.pathagar.com

উৎসর্গ

আমার মা সৈয়দা মাহ্‌মুদা খানমের হাতে—

হুমায়ুন খান

www.pathagar.com

www.pathagar.com

আমাদের কথা

করুণাময় আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় 'যাকাতের আইন ও দর্শন' বইটির প্রথম সংস্করণ প্রকাশের অল্পদিনের মধ্যেই সব কপি বিক্রি হয়ে যায়। ইতিমধ্যে দেশে যাকাত বোর্ডও স্থাপিত হয়। এই দ্বিতীয় সংস্করণ যখন প্রকাশিত হচ্ছে তখন সারা দেশের মুসলমানগণের মধ্যে ইসলামের পদ্ধতিগত যাকাত প্রদানের বিষয়ে বিশেষ সচেতনতা সৃষ্টি হয়েছে। এই চেতনা সর্বব্যাপী হবে এবং দেশের অবস্থাপন্ন মুসলমানগণের এই ফরয আদায়ের মাধ্যমে সমাজের দারিদ্র্য একদিন দূর হয়ে যাবে, তাই আমাদের ঐকান্তিক কামনা।

বিশ্ববিখ্যাত মহিলা ইসলামী চিন্তাবিদ ফারিশ্‌তা জ. দ. যায়াস-এর বহু বছরের পরিশ্রমের ফল দেশের খ্যাতনামা অনুবাদক জনাব হুমায়ুন খান-এর সহজ অনুবাদের মাধ্যমে দ্বিতীয়বারের মতো দেশবাসীর নিকট পৌঁছে দিতে পেরে আমরা আল্লাহ্‌ রাব্বুল আলামীন-এর কাছে অশেষ শুকরিয়া আদায় করছি।

এই বই পড়ে দেশের মুসলমানগণ নিজের যাকাত নিজেই আদায় করতে পারবেন এবং সেই সঙ্গে ইসলামের কল্যাণকর রীতি-পদ্ধতিগুলো সম্বন্ধেও ভাল ধারণা লাভ করতে পারবেন। প্রতিটি মসজিদে এই বইটি থাকলে সমগ্র এলাকাবাসী উপকৃত হতে পারবেন।

সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র। আমীন ॥

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

জুন, ১৯৯২ — পরিচালক প্রকাশনা

www.pathagar.com

www.pathagar.com

অনুবাদকের কথা

যাকাতের আইন ও দর্শন বইখানি প্রথম প্রকাশের অল্পদিনের মধ্যে বিক্রি হয়ে যায়। ইসলামের আইন ও রীতিনীতিগুলো সম্বন্ধে জানতে আগ্রহী মুসলমান এই দেশে অনেক রয়েছেন অথচ যাকাত বিষয়ে সহজ-পাঠ্য বইয়ের সংখ্যা কম ছিল। এই বইটি সেই অভাব নিশ্চয়ই পূরণ করেছে; যাকাত ইসলামের তৃতীয় ফরয। যাকাত কারো দান নয়, এ ধনীর ফরয, গরীবের হক। ভালভাবে যাকাত প্রচলিত আছে এমন সমাজ কখনো চিরদরিদ্র থাকতে পারে না।

বাংলায় অনুবাদের জন্যে মূল ইংরাজী বইটি আমাকে দিয়েছিলেন ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের সাবেক সুখ্যাত মহাপরিচালক জনাব আ. জ. ম. শামসুল আলম। এবারে আমার এলাকাবাসী আত্মীয় এবং বাল্যকালের খেলার সাথী, বর্তমান সুযোগ্য মহাপরিচালক জনাব মনসুরুল হক খান-এর বিশেষ আগ্রহে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হল। বিদুষী ইসলামী চিন্তাবিদ মহিলা ফারিশ্‌তা জ. দ. যায়াস-এর অনেক পরিশ্রমের সুফল এই বইখানি পড়ে সকলে নিজের যাকাত নিজেই আদায় করতে পারবেন। এরই মধ্যে আমাদের দেশে মুসলমানগণের মধ্যে পদ্ধতিগতভাবে যাকাত প্রদানের প্রবণতা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে!

সাধ্যমত নিষ্ঠার সঙ্গে আমি বইখানি বাংলায় অনুবাদ করেছি। বর্তমান সংস্করণের ভাষা যতদূর সম্ভব সহজ করে দিয়েছি, যাতে সাধারণ শিক্ষিত মানুষও এই ধর্মীয় আইন বুঝতে পারেন।

যাকাতের ওযন, গণনা, পরিমাণ, ইত্যাদি যাতে নির্ভুল থাকে সে বিষয়ে সাধ্যমত যত্নবান থেকেছি। তার পরেও কোন ভুল থেকে থাকলে সেজন্যে আমি ক্ষমাপ্রার্থী।

www.pathagar.com

ফাউণ্ডেশনের প্রকাশনা, মুদ্রণ ও প্রুফ বিভাগের কর্মকর্তা ও কর্মচারিগণ যাঁরা এই সংস্করণে বইটি সুষ্ঠু ও নির্ভুলভাবে ছাপার বিষয়ে পরিশ্রম করেছেন ও যত্নবান হয়েছেন তাঁদের সবাইকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। প্রচ্ছদ শিল্পীকেও আমার ধন্যবাদ, তাঁর আঁকা প্রথম সংস্করণের সুন্দর প্রচ্ছদটি আমি এবারেও রাখলাম।

এই দেশের সচ্ছল মুসলমানগণের মনের পবিত্রতা যাকাত প্রদানের মাধ্যমে বৃদ্ধি পাক এবং গরীব হকদারগণ যাকাতলাভ করে সচ্ছল হয়ে উঠুক, দেশ থেকে দারিদ্র্য দূর হয়ে যাক, আল্লাহর কাছে এই কামনা করি।

আষাঢ় ১৩৯৯
যিলহজ্জ ১৪১২
জুন ১৯৯২

হুমায়ূন খান
প্রান্তিক ১২, পুবালী কলোনী,
সার্কিট হাউজ রোড, ঢাকা।

www.pathagar.com

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

মূল বই-এ ব্যবহৃত কুরআন শরীফের আয়াতের বাংলা অনুবাদ আমি, প্রায় সব ক্ষেত্রেই, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ প্রকাশিত বাংলা কুর-আনুল-করীম-এর চলিত রূপ গ্রহণ করেছি। মূল বই-এ উল্লিখিত আয়াত-সংখ্যা এবং বাংলা কুরআনের আয়াত-সংখ্যা নির্দেশে যেখানে গরমিল রয়েছে সেখানে দুইটি সংখ্যাই—একটি বন্ধনীর মধ্যে লিখে উল্লেখ করেছি, যেমন [সূরা বাকারা ২ : ২৬৬ (২৬৭)], এরূপ।

ফারিশ্তা জ. দ. যায়্যাস ইসলামী শাস্ত্রে অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারিণী, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্না বিদুষী। 'ল অ্যাণ্ড ফিলসফি অব যাকাত' তাঁর দীর্ঘ পাঁচ বছরের পরিশ্রমলব্ধ গবেষণার ফল। বইটি পরিমিত সংখ্যায় দামেস্ক-এর আল-জাদিদা প্রিন্টিং প্রেস থেকে ছাপা হয়। ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের মহাপরিচালক জনাব আ. জ. ম. শামসুল আলম সেটি বাংলা অনুবাদের জন্যে আমাকে দেন। ইসলামের তৃতীয় ফরয এবং নামাযের পরি-পূরক, যাকাতের গুরুত্ব সম্বন্ধে সদা-সচেতন থেকে আমি সাধ্যমত নিষ্ঠার সঙ্গে বাংলাতে প্রায় শব্দানুবাদ করেছি।

আমার দেশবাসী সচ্ছল মুসলমান ভাইবোনগণের যাকাত আদায় এবং নিঃস্ব গরীব ও অন্যান্য হকদারের মধ্যে সুষ্ঠু বিতরণের মাধ্যমে সঞ্চিত সম্পদ চলমান হয়ে গরীব-ধনী নির্বিশেষে সকলেরই ভাগ্য পরিবর্তনের কাজে বইটি যদি সহায়ক হয় তাহলেই আমার দেড় বছরের পরিশ্রম সফল হয়েছে বলে মনে করব।

ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের যে সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী বইখানির প্রকাশনা, মুদ্রণ ও প্রুফ সংশোধনের জন্যে পরিশ্রম করেছেন তাঁদের সবাইকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

ঢাকা — হুমায়ুন খান

জানুয়ারী ১৯৮১ ইং

রবিউল-আউয়াল ১৪০১ হি.

www.pathagar.com

মূল ইংরাজী বই-এর ভূমিকা

ইসলাম দুনিয়াতে এসেছিল জান্নাতী অনুপ্রেরণাজাত গঠনতন্ত্র নিয়ে বিশ্বমানবের ধর্ম হিসাবে। সেই গঠনতন্ত্রে ছিল মানব জাতির সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক সমস্যা ও প্রয়োজনের নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক সমাধান ও নির্দেশ এবং এই মহত্তম গঠনতান্ত্রিক আদর্শসমূহকে মানব জাতির নিকট প্রচার করার জন্যেই আল্লাহ্ তাঁর রসূল মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (সাঃ)-কে প্রেরণ করেছিলেন, যাতে মানুষ তাদের জীবনকে সেভাবে সুশৃঙ্খল করতে পারে এবং উভয় জগতে সর্বোত্তম ফললাভ করতে পারে।

এক সৎ আত্মনিবেদনের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে আমাদের পূর্বপুরুষ, প্রথম যুগের মুসলমানগণ পবিত্র কুরআনে বিধৃত ইসলামী গঠনতান্ত্রিক আদর্শের ভিত্তিতে নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক এবং আল্লাহ্‌র সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। সেভাবেই তাঁরা মানুষ হিসাবে এবং জাতি হিসাবে আত্মমর্যাদালাভ করেছিলেন এবং জীবনপ্রচেষ্টা ও কর্ম-প্রেরণার সকল ক্ষেত্রে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা দ্বারা তাঁদের সমসাময়িক সকল মানুষের উপর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছিলেন। তাঁরা এমনি এক অত্যুজ্জ্বল সাফল্য-লাভ করেছিলেন যা বিশ্ব-সভ্যতার ইতিহাসে আজো তুলনাহীন। মানব ইতিহাসের ধারায় স্বল্প সময়ের জন্যে অজ্ঞানতার কুফল, দারিদ্র্য এবং দুঃখ-দুর্দশা স্তিমিত হয়ে গিয়েছিল।

তারপরেই আসে পতনের যুগ, যখন মানুষ ব্যক্তিস্বার্থ এবং লোভ-লালসার বশবর্তী হয়ে এবং ইসলামের উন্নত ও সত্য শিক্ষাকে উপেক্ষা করে এর গঠন-তান্ত্রিক নির্দেশ পালন করতে ব্যর্থ হয়, ফলে পতন সূচিত হয় এবং সেই পতন ক্রমে মুসলিম জগতের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। দারিদ্র্য ও অজ্ঞানতা আবার আধিপত্য বিস্তার করে এবং অধিকাংশ মুসলমান কুরআন শরীফের নির্দেশ পালনে হয়ে পড়ে অমনোযোগী। মুসলমানগণ যখনি কুরআন শরীফের আদেশ-নিষেধ পালন করতে, বিশেষভাবে ইসলামের তৃতীয় স্তম্ভ যাকাতের দায়িত্ব পালন করতে গেছে তখনি চতুর্মুখী প্রবঞ্চনা ও প্রতারণার সম্মুখীন হয়েছে।

www.pathagar.com

গভীর আনন্দের বিষয় যে, বিভিন্ন মুসলিম দেশের সরকার অবশেষে সচেতনতার সঙ্গে উপলব্ধি করতে শুরু করেছেন যে, যাকাত কেবলমাত্র ধর্মীয় দায়িত্বই নয়, ইসলামের একটি সামাজিক এবং অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানও এবং তা দ্বারা ব্যক্তির এবং সামগ্রিকভাবে সমাজের বাস্তব কল্যাণ সাধিত হয়।

অত্যন্ত সুখের বিষয় যে, খ্যাতনাম্নী পাকিস্তানী মুসলিম বিদুষী ফারিশ্‌তা জ. দ. যায়াস যাকাত প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে বিশেষ আগ্রহের সাথে যথাযথ আনুপূর্বিকভাবে পড়াশোনা করেছেন। তিনি আরবী পড়েছেন এবং অতি নিষ্ঠার সঙ্গে অনেক বছর ধরে ইসলামী আইনশাস্ত্র এবং বিশেষভাবে ইসলামী সামাজিক-অর্থনৈতিক বিষয়াদি অধ্যয়ন করেছেন। পাঁচ বছরেরও বেশী সময় যাবত গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে গবেষণা করে তিনি এই 'যাকাতের আইন ও দর্শন' বইখানি লিখেছেন; এর জন্যে তিনি মুসলিম জনগণের নিকট গভীর কৃতজ্ঞতাভাজন হয়ে থাকবেন।

এই বইখানি কুরআন শরীফ ও সহীহ্ হাদীসের মূলনীতি ও মৌলিক আইনসমূহ ভিত্তি করে রচিত; এতে ইসলামের বিভিন্ন মাযহাব কর্তৃক বিধিবদ্ধ যাকাত আইন, যাকাত কর সংগ্রহ এবং ন্যায্য হকদারদের মধ্যে যাকাত বিতরণ সংক্রান্ত আইনসমূহ বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, আজকের যুগের প্রয়োজনের উপযোগী করে বিশ্লেষণ করা হয়েছে এবং বর্তমানকালের মূল্যবোধেরও উপযোগী করা হয়েছে। প্রত্যেক ধরনের করোপযোগী সম্পদের যাকাত-করের সীমা ও করের হার ব্যাখ্যা করে বুঝানো হয়েছে এবং এ-ও দেখানো হয়েছে যে, আধুনিক মুসলিম জাতির সামাজিক-অর্থনৈতিক জীবনে যাকাত প্রতিষ্ঠানকে কিভাবে প্রয়োগ করা যেতে পারে, যাতে নাকি প্রতিজন মুসলিম নাগরিকের জন্যে কার্যকরভাবে পার্থিব সচ্ছলতার মান অর্জন করা যায়।

বিভিন্ন ইসলামী মাযহাবের মধ্যে যে মতপার্থক্য, রয়েছে লেখিকা তা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন, আধুনিক কালের পণ্ডিতগণের বিভিন্ন মতামতও আলোচনা করেছেন এবং সেই সব বিরোধী মতই তিনি কুরআন শরীফ ও হাদীস শরীফের আলোকে মীমাংসা করার চেষ্টা করেছেন। উদাহরণস্বরূপ, হানাফী মাযহাব কৃষিজ সম্পদের কোন নিসাব স্বীকার করে না, কিন্তু লেখিকা রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর ঐতিহ্য অনুসারে তা প্রতিষ্ঠা করতে

www.pathagar.com

চেয়েছেন। ঘোড়ার করোপযোগিতা শুধুমাত্র ইমাম আবু হানীফা, ইমাম জাফর এবং ইমাম আবু বকর আর্-রাযী (র.) স্বীকার করেন, লেখিকা মাঠে চরানো ঘোড়ার যাকাত সংক্রান্ত হাদীস অনুসারে তা প্রতিষ্ঠিত করেছেন। ইমাম শাফিঈ, ইমাম মালিক এবং ইমাম আল-গায্যালী (র.) মেয়েদের সোনা-রূপার অলঙ্কারের যাকাত মানেন না, লেখিকা হাদীসের ভিত্তিতে অলঙ্কারের যাকাত প্রতিষ্ঠিত করেছেন; মণিমুক্তার যাকাতের বিষয়টিও পুনরালোচনা করে যাকাতের মৌলিক আইনের আলোকে দেখিয়েছেন যে, এগুলোর যাকাত নির্ধারিত হওয়া উচিত।

বর্তমান দিনের মুসলমানগণ যাঁরা মুসলিম সমাজ ও সরকারকে ইসলামী রীতিতে ঢেলে সাজাতে চান—এই বইটি প্রথমতঃ তাঁদের তথ্য সরবরাহের উদ্দেশ্যে লেখা, তাঁরা এ থেকে নিঃশেষ সহায়ক-তথ্য লাভ করবেন। অমুসলিমগণ ও যাঁরা আধুনিক সমাজ কল্যাণ বিষয়ে এবং যুগ যুগ ধরে বিরাজমান প্রকট দারিদ্র্যের সমস্যা সম্বন্ধে সচেতন—যা যথাযথভাবে বাস্তবায়িত যাকাত প্রতিষ্ঠান দ্বারা স্থায়ীভাবে দূর করা সম্ভব—তাঁরাও এই বইটি থেকে উপকারলাভ করবেন। সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবিচারের ফলে সমাজে যে অশান্তি ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয় এই বইয়ে তার পরিষ্কার, বাস্তব সমাধান রয়েছে।

দামেস্ক, জানুয়ারী, ১৯৬০

আবদুল হামিদ আল-খাতীব
(সাবেক) পাকিস্তানে নিযুক্ত
সৌদী আরবের রাষ্ট্রদূত
এবং মক্কা শরীফের পবিত্র
মসজিদের অধ্যাপক।

www.pathagar.com

সূচীপত্র

এক

যাকাত আইনের মূলনীতি

যাকাত কাকে বলে ১
যাকাত কার উপর ফরয ৪
যাকাত আদায়ের দায়িত্ব ও সম্পদের করোপযোগিতা ৬
যথাসময়ে কর আদায় করা এবং মৃত ব্যক্তির যাকাত প্রদান ৩৯
অগ্রিম যাকাত আদায় ৪৩
ব্যক্তিগত দায়িত্ব এবং দায়িত্বের দায় ভাগ ৪৫

দুই

যাকাতের হার এবং করের সীমা

মাদানী (মদীনা) পদ্ধতির ওযন ও মাপ ৫৭
রূপা ও সোনার করোপযোগিতার সীমা এবং যাকাতের হার ৬৫
আধুনিক কালে রূপা ও সোনার নিসাব ৬৭
রূপা ও সোনার যাকাত আদায়ের আইন ৬৭
কাগজের নোট যাকাতাধীন কি না ৭৬
কাগজের নোটের করের সীমা এবং যাকাতের হার ৮১
মণিমুক্তার করোপযোগিতা ৮৩
মণিমুক্তার করের সীমা এবং যাকাতের হার ৮৬
মণিমুক্তার যাকাত আদায়ের আইন ৮৭
খনিজ রূপা ও সোনার যাকাত ৮৮
খনিজ রূপা ও সোনার যাকাতের হার ৯৬
খনিজ রূপা ও সোনার যাকাত আদায় নিয়ন্ত্রণের আইন ৯৬

www.pathagar.com

রাষ্ট্রায়ত্ত রূপা ও সোনার খনির যাকাত আদায়ের পরিপূরক আইন ১০২
গুপ্তধনের যাকাত ১০৪
যুদ্ধলব্ধ মালের যাকাত ১১২
যুদ্ধলব্ধ মালের যাকাতের হার ১১৪
যুদ্ধলব্ধ মালের যাকাত নিয়ন্ত্রণের আইন ১১৪
ব্যবসায়ের যাকাত ১১৫
করের সীমা এবং ব্যবসায়ে খাটানো সম্পদের যাকাতের হার ১২২
গৃহপালিত পশুর যাকাত ১৩৫
মাঠে চরানো উটের যাকাত করের সীমা এবং যাকাতের হার ১৪২
মাঠে চরানো ভেড়া ও বকরীর করের সীমা এবং যাকাতের হার ১৪৬
মাঠে চরানো ষাঁড়ের করের সীমা এবং যাকাতের হার ১৪৮
মাঠে চরানো গৃহপালিত পশুর যাকাতের আইন ১৫২
মাঠে চরানো ঘোড়ার যাকাত ১৬২
মাঠে চরানো ঘোড়ার করের সীমা এবং যাকাতের হার ১৭০
মাঠে চরানো ঘোড়ার যাকাতের আইন ১৭১
কৃষিজ সম্পদের যাকাত ১৭৮
শস্যের মূল্যায়ন ১৮২
উশর ও খারাজ যমি ১৮৫
করোপযোগী কৃষিজ সম্পদের প্রকারভেদ ১৯২
কৃষিজ সম্পদের নিসাব এবং যাকাতের হার ১৯২
কৃষিজ সম্পদের যাকাতের আইন ১৯৫
করমুক্ত কৃষিজ সম্পদের তালিকা ১৯৫
করোপযোগী কৃষিজ সম্পদ ১৯৭
মধু ও রেশমের যাকাত ২০৫
মধু ও কাঁচা রেশমের নিসাব এবং যাকাতের হার ২০৯
মধু ও কাঁচা রেশমের যাকাতের আইন ২০৯
ঈদুল-ফিতরের যাকাত ২১৩
ঈদুল-ফিতরের যাকাতের আইন ২২১
করোপযোগী সম্পদের বিনিময় ২২৬
করোপযোগী ব্যক্তিগত সম্পদ বিনিময়ের আইন ২২৭
ব্যবসায়ে খাটানো করোপযোগী সম্পদ বিনিময়ের আইন ২৩৪

www.pathagar.com

যৌথ মালিকানাধীন (অংশীদারিত্ব) সম্পদের যাকাত ২৩৫
যৌথ মালিকানাধীন সম্পদের যাকাতের আইন ২৪০
যাকাতমুক্ত সম্পদ ২৪৭

তিন

যাকাত প্রশাসন

যাকাতের হকদার ২৫৬
১. স্বল্প সামর্থ্যের দরিদ্ররা ২৫৯
২. অসহায় দরিদ্র ২৫৯
৩. যাকাত কর্মচারীগণ ২৬০
৪. যাদের হৃদয় [illegible] ২৬৩
৫. ক্রীতদাস ও বন্দী ২৬৫
৬. ঋণগ্রস্তরা ২৬৭
৭. যারা আল্লাহ্র পথে ২৬৮
৮. পথিক বা ভ্রমণকারিগণ ২৭৩
যাকাতের হকদারগণের দুই শ্রেণী ২৭৫
যাকাত প্রশাসনের আইন ২৭৯
যাকাতের হকদারগণের শ্রেণীবিভাগ ও যাকাত তহবিল বিতরণের সাধারণ প্রকল্পসমূহ (৬২ নং আইন) ৩১৪
যাকাত তহবিল ব্যবসায়ে খাটানো যাবে না (৭৬ নং আইন) ৩২২
যে যে প্রয়োজনে যাকাত তহবিল কাজে লাগানো যাবে না (৭৮ নং আইন) ৩৩১
ঈদুল-ফিতরের যাকাত আদায় ও বিতরণ (৮১—৮৮ নং আইন) ৩৩৩
যুদ্ধজয়ের মালের যাকাত আদায় ও বিতরণ (৮৯—১০০ নং আইন) ৩৩৫
যুদ্ধজয়ের মালের যাকাতের হকদারগণ ৩৩৭
শেষ কথা ৩৪৪
সহায়ক বইসমূহ ৩৪৬
পরিশিষ্ট ৩৪৯

www.pathagar.com

এই বইয়ে উল্লেখিত টাকা
বাংলাদেশে ১৯৬০ সালে
প্রচলিত টাকার সমমানের

www.pathagar.com

এক

যাকাত আইনের মূলনীতি

যাকাত কাকে বলে

আরবী 'যাকাত' (زكوة) শব্দের সঠিক অর্থ বৃদ্ধি। একে আরেকটু বাড়ালে অর্থ দাঁড়ায় সৎ কাজ ও ব্যবহারের মাধ্যমে আত্মার পবিত্রতা বৃদ্ধি। কুরআন শরীফে 'যাকাত' শব্দটি এই অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। এর মর্মার্থ দ্বারা বুঝায়, সচ্ছল মুসলিম নারী ও পুরুষ বাধ্যতামূলকভাবে সামাজিক সহায়তা জন্যে, জনকল্যাণের উদ্দেশ্যে যে অর্থ প্রদান করেন, তা। সেটিও উপকার এবং অগ্রগতিরই জন্যে, অর্থাৎ ইসলামী জাতীয়তার বৃদ্ধির জন্যে।

"মু'মিন নারীগণ ও মু'মিন পুরুষগণ পরস্পর একে অপরের বন্ধু; তারা সৎ কাজের নির্দেশ দেয় এবং অসৎ কাজ করতে নিষেধ করে, নামায কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য স্বীকার করে, এদের প্রতি আল্লাহ্ পাক রহমত বর্ষণ করবেন এবং আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।"

(সূরা তওবা : ৭১)

আরবী 'সদকা' (صدقة) অর্থ দান বা সাধারণ ভিক্ষা। এটিও কুরআন শরীফে আছে এবং যাকাত আইনের পুরানো সংস্করণ অনুযায়ী এর অর্থ ধরাহয়েছে 'যাকাতের বলে বাধ্যতামূলক দান।' সচেতন থাকা উচিত, 'সদকা' শব্দটি দ্বারা আমরা যেন স্বেচ্ছায় দান (صدقة التطوع) এবং বাধ্যতামূলক দান (صدقة الفرض) এই দুটি জিনিসকে এক না করে ফেলি। কারণ 'সদকা' শব্দ দিয়ে উক্ত উভয়বিধ দানকে বুঝানো গেলেও একমাত্র 'যাকাত' কথাটি দিয়েই আমরা বাধ্যতামূলকভাবে দেয় সম্পদ বুঝব।

যাকাত আয়কর নয়। এটা যাকাত প্রদানের রীতি থেকেই পরিষ্কার বুঝা যাবে। আসলে যাকাত দ্বারা আধুনিক সরকার করা জাতীয় কিছুই

www.pathagar.com

বুঝায় না। এটা, সঠিকভাবে বলতে গেলে, বাধ্যতামূলক সামাজিক কর যা একমাত্র যুদ্ধজয়ের মাল ব্যতীত, স্থায়ী মূল্যের উদ্বৃত্ত সম্পদ হিসাবে অবশ্যই প্রদান করতে হবে। উদ্বৃত্ত সম্পদ বলতে বুঝায় কোন ব্যক্তির এবং তাঁর উপর নির্ভরশীলগণের ন্যায়সঙ্গত অত্যাবশ্যক সম্পদের বাড়তি অংশ। সেই ব্যক্তি সমাজের যে স্তরের মানুষ সেই স্তরের বিচারেই তাঁর অত্যাবশ্যক প্রয়োজন মিটাতে হবে। কুরআন শরীফের এই আয়াত দ্বারা বিষয়টি পরিষ্কার করে দেওয়া হয়েছেঃ

"আর লোকে তোমাকে জিজ্ঞেস করে যে, তারা (অপরের জন্য) কি পরিমাণ ব্যয় করবে? বল যে, 'যা উদ্বৃত্ত।' এইভাবে আল্লাহ্ তাঁর নিদর্শন তোমাদের জন্যে সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করেন যাতে তোমরা চিন্তা কর ইহকাল ও পরকাল সম্বন্ধে।" (সূরা বাকারা ঃ ২১৯)

জনাব এস. এ. সিদ্দিকী যাকাতের যে সংজ্ঞা দিয়েছেন, "কোন ইসলামী রাষ্ট্র তার মুসলিম অধিবাসীগণের কাছ থেকে সকল রকম বাধ্যতামূলকভাবে দেয় অর্থ হিসাবে যা আদায় করে সাধারণভাবে তাই", তা বিপজ্জনকভাবে বিভ্রান্তিকর। এই সংজ্ঞা দ্বারা যাকাতের সঠিক রীতি-পদ্ধতি কি সে সম্বন্ধে সহজেই বিভ্রান্তির সৃষ্টি হবে এবং ইসলামী রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার গঠনরীতিতে এই অন্যতম প্রধান স্তম্ভটির সঠিক স্থানই বা কোথায়, তাকেও জটিলতর করবে।

আমরা দেখব যে, যাকাতের পরিসীমা সম্বন্ধে কুরআন শরীফে পরিষ্কারভাবে বলা রয়েছে যার ফলে এই অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থাটিকে কোন অবস্থাতেই ইসলামী রাষ্ট্র কর্তৃক তার মুসলিম অধিবাসীগণের উপর ধার্য কোন প্রকার বাধ্যতামূলক করের সঙ্গেই ঘুলিয়ে ফেলা যায় না। প্রথমতঃ যাকাত রাষ্ট্র কর্তৃক ধার্য কোন কর নয়। যাকাত রাষ্ট্রের কোন পাওনাই নয়। তদুপরি যাকাত আদায় বা প্রদান করা কোনটির কার্যকর করার জন্যে এমন কি প্রাথমিকভাবেও রাষ্ট্রের উপর নির্ভরশীল নয়; কুরআনের আইন এবং রসূল (সা.)-এর নির্দেশ অনুযায়ী যাকাত আদায় ব্যবস্থা একবার করে নিতে পারলে যাকাতের পদ্ধতিগত কারণেই রাষ্ট্রের আর যা দায়িত্ব থাকে তা কেবল তত্ত্বাবধানের। সরকারের অন্যান্য কর আদায়ের জন্যে যেমন পুরাপুরি নিয়ন্ত্রণের দরকার হয়, যাকাতের বেলায় তারও প্রয়োজন হয় না। সত্যিকারভাবে ইসলামে অবশ্য করণীয় দায়িত্বগুলো পালনের ভার ব্যক্তির উপরে বর্তায়, রাষ্ট্রের উপরে নয়। অতএব যাকাত বিষয়ে কুরআন শরীফের

www.pathagar.com

সূরা আ'রাফে রাষ্ট্রকে যে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে তা হল, প্রত্যেক মুসলিম নারী ও পুরুষকে কুরআনের আদেশ পালনের জন্যে দায়ী করা।

"আর যারা দৃঢ়ভাবে কিতাবকে (তাওরাত) ধারণ করে ও নামায কায়েম রাখে নিশ্চয় আমি এরূপ লোকদের শ্রমের ফল নষ্ট করি না, যারা নিজেদের সংশোধন করে নেয়। (সূরা আ'রাফ : ১৭০)

অতএব পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ এবং তত্ত্বাবধানের মধ্যে যে মৌলিক তফাত রয়েছে তা নিয়ে বাড়াবাড়ি করার অবকাশ নেই। 'নিয়ন্ত্রণ' অর্থে কর বাড়ানো বা সংশোধন করা বা তার সীমা বাড়ানো-কমানো চলে, কর তুলেও দেওয়া যায়, করের বিধি লঙ্ঘনও করা যায়। কিন্তু তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব দ্বারা রাষ্ট্র কর্তৃক কুরআনের আইন জারী করার অধিকার ও নির্দেশ যথাযথভাবে কার্যকর হল কিনা তার পর্যবেক্ষণ বুঝায়। এক্ষেত্রে রাষ্ট্রেরও আইনগত বাধ্যবাধকতা রয়েছে। (সূরা আ'রাফ, ৭ : ১৭০)। রাষ্ট্র কেবলমাত্র এই আইনের প্রয়োজনীয় বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদানের ক্ষেত্রেই সংশোধনের অধিকারী, কিন্তু তা অবশ্যই কুরআনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে।

যাকাতের বাস্তব প্রয়োগ বিষয়ে ইসলামের সকল মাযহাব এবং মতাবলম্বীগণই[১] রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নির্দেশ অনুসরণ করেছেন। সকলেই বলেছেন যে, যাকাত কেবলমাত্র উৎপাদনমুখী সম্পদের (مال نماء) উপরই ধার্য হবে,[২] অর্থাৎ যে সম্পদ :

ক. কৃষিজ উৎপাদন।

খ. গৃহপালিত পশু, যেগুলো চারণ করা হয়।

গ. যে দ্রব্য তৎক্ষণাৎ বিনিময় করা যায় : যেমন রূপা, সোনা ও বিনিয়োগকৃত টাকা (যথা : ব্যবসায়ে নগদ পুঁজি ও বাণিজ্য দ্রব্যাদি) অথবা নগদ অর্থ, সোনা-রূপার অলংকার বা মণিমুক্তা যেগুলো নাকি সঞ্চয় হিসাবে গচ্ছিত রাখা হয়েছে।

যাকাতের আইন সম্পদের উৎপাদিকা ক্ষমতাকে সম্ভাব্য (نماء تقديرى) অথবা প্রকৃত (نماء تحقيقى) বলে ধরে নেয়। সম্ভাব্য উৎপাদিকা বলতে রূপা, সোনা, টাকা ইত্যাদি গচ্ছিত রাখাকে ধরা হয়। প্রকৃত উৎপাদিকা বলতে কৃষিজ উৎপাদন, গৃহপালিত পশু এবং বিনিয়োগকৃত অর্থকে (যথা, ব্যবসায়ে খাটানো নগদ টাকা, বাণিজ্য দ্রব্যাদি) ধরা হয়।

---

১. এ বিষয়ে ইসলামের বড় বড় আইন ব্যাখ্যাতাগণ সকলেই একমত।

২. আধুনিক আরবী অর্থনৈতিক ভাষায় : الثروة الانتاجية

www.pathagar.com

যাকাতের আইন যথার্থ প্রয়োগের জন্যে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল যাকাত আইনের কারণ এবং উদ্দেশ্যের বিষয়ে সঠিক ধারণা থাকা। আইনের ভিত্তিগুলো থেকে যে নিয়ম উৎসারিত হয়েছে—যা মুসলিম আইন ব্যাখ্যাতাগণ সকলেই স্বীকার করে নিয়েছেন—তা হল : যাকাত আইনের কারণ হচ্ছে সম্পদের উৎপাদিকা শক্তির একটি বিশেষ পরিমাণ বা সংখ্যা, যা ন্যুনতম পরিসীমার সমপরিমাণ বা অতিরিক্ত মূল্য, অর্থাৎ মানুষের দড়পড়তা প্রয়োজনের অতিরিক্ত যা তাই। যাকাতের লক্ষ্য হল সম্পদের ন্যায্য মালিক বা কর প্রদাতা যিনি তিনি ইসলাম ধর্মাবলম্বী হবেন। ধর্মের কারণেই তিনি যাকাত দিবেন।

এখানে উল্লেখ করা আবশ্যক যে, হানাফী মাযহাবপন্থী আইনজ্ঞগণ যদিও অন্যান্য করোপযোগী সম্পদের পরিপ্রেক্ষিতে এই আইনটি তুলে ধরেন, তথাপি কৃষিজ পণ্যের জন্যে তাঁরা ভিন্ন ধরনের কর পদ্ধতি প্রয়োগ করে থাকেন। এই পদ্ধতিটি আমরা কৃষিজ পণ্যের যাকাত আইন বিশ্লেষণ করার সময়ে বিস্তারিত আলোচনা করব। এই পদ্ধতিতে যাকাতের রীতি-প্রকৃতি 'খারাজ'-এর সঙ্গে গোল পাকিয়ে যায় এবং অপরিবর্তনীয়ভাবে যাকাত এবং খারাজ কর (খারাজ কেবলমাত্র অমুসলিমদেরই দেয়) যমিনের উপর ধার্য করা হয়।[১] আর তা করতে গিয়ে যাকাত আইনের উদ্দেশ্যই নস্যাৎ করে দেওয়া হয়, কেননা যাকাতদাতার ধর্ম যে ইসলাম সেটা না বিবেচনা করে তার যমিনকে বিবেচনা করা হয়।

যাকাত কার উপর ফরয

সম্পদের মালিক এবং যাকাত আইন অনুযায়ী কর ধার্য করা চলে এরূপ সুস্থ মনের যেকোন প্রাপ্তবয়স্ক মুসলিম নারী বা পুরুষেরই যাকাত দেওয়া ফরয।

একইভাবে নাবালেগ মুসলিম ছেলে বা মেয়ে, য়াতীম এবং বিকৃত-মস্তিষ্ক মুসলিমেরও সম্পদ যদি করোপযোগী হয় তাহলে[২] তার পক্ষ থেকে যাকাত দিতে হবে।

---

১. যাকাত কেবলমাত্র মুসলমান মালিকের ঘরে রাখা যায় এমন শস্যের উপরই প্রযোজ্য। খারাজ যমিনের উর্বরতার উপর ধার্য করা হয় এবং তা কেবলমাত্র অমুসলমানদের উপরই করা হয়।

২. এ কারণে যে যাকাত ইবাদততুল্য, অতএব তা স্বেচ্ছামূলকভাবে আদায় করতেই হবে। হানাফী মতে ঈদুল-ফিতরের ফিতরা ব্যতীত নাবালেগের (য়াতীম হোক বা না হোক)

www.pathagar.com

নাবালেগের ন্যায্য সম্পদের যাকাত প্রদানের দায়িত্ব তার তত্ত্বাবধান-কারীর (বাবা, মা অথবা যে কোন দায়িত্বশীল বিশ্বাসী ব্যক্তি), কিন্তু নাবালেগ পূর্ণবয়স্ক হলে যখন সম্পত্তির তত্ত্বাবধান তিনি নিজেই করতে পারবেন, তখন যাকাত আদায়ের দায়িত্ব তাঁর নিজের।

য়াতীম নাবালেগের যাকাত প্রদানের দায়িত্ব, যতদিন সে নাবালেগ থাকবে ততদিন পর্যন্ত, তার আইনসঙ্গত তত্ত্বাবধানকারীর। নাবালেগ য়াতীম যখন সাবালেগ হবেন এবং আইন মুতাবেক নিজের সম্পদ নিজেই দেখাশোনা ও পরিচালনা করতে পারবেন তখন যাকাত আদায়ের দায়িত্ব তাঁর নিজের।

বিকৃতমস্তিষ্ক মুসলিম নারী বা পুরুষের সম্পদের যাকাতের ক্ষেত্রেও য়াতীমের কথাই প্রযোজ্য, অর্থাৎ এক্ষেত্রে তার তত্ত্বাবধানকারী তার পক্ষ থেকে যাকাত আদায় করবেন।

ব্যবসায়ের মূলধন অর্থাৎ সঞ্চিত মূলধন বা খাটানো মূলধন দুই-এরই (নগদ অর্থ এবং ব্যবসায়ের অন্যান্য সম্পদ) ব্যক্তি মালিকানাধীন বা কোম্পানীর মালিকানাধীন যেভাবেই থাকুক না কেন, যাকাত আদায় করতে হবে। তবে এর মূল্য যাকাত কর প্রদানের জন্যে নির্ধারিত ন্যূনতম পরিমাণের হতে হবে বা তার চেয়ে বেশী হতে হবে।

একইভাবে ব্যক্তি মালিকানাধীন (ব্যক্তিগত বা কোম্পানীর) অথবা প্রদত্ত প্রতিষ্ঠান যা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের অনুরূপ, (যথা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল হোটেল, সব রকম যানবাহন, কোম্পানী, কৃষিফার্ম, কারখানা, ইত্যাদি) তাদের সম্পদ (সঞ্চিত বা খাটানো মূলধন) যখনি করোপযোগী হবে তখন তার যাকাত আদায় করতে হবে।

ব্যক্তি মালিকানাধীন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের যাকাত আদায়ের দায়িত্ব প্রতিষ্ঠানের মালিকের বা মালিকগণের। প্রদত্ত (endowed) প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেও এ দায়িত্ব ব্যক্তি বিশেষের বা যে কমিটি তা পরিচালনা করে সেই কমিটির। ব্যক্তি মালিকানাধীন হোক বা প্রদত্ত হোক, সকল দাতব্য সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান (যথা, হাসপাতাল, য়াতীমখানা, গরীবখানা, পঙ্গু ও বৃদ্ধদের

যাকাত নেই। তার পক্ষ থেকেও যাকাত দিতে হবে না। পাগলের ক্ষেত্রে স্বেচ্ছামূলক যাকাত থাকতে পারে না, কেননা পাগলের উচিত-অনুচিত জ্ঞান থাকে না। শাফিয়ী মতে যাকাত যে ইবাদতের তুল্য তাতে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু মুসলমানের মালিকানাধীন সম্পদের যাকাত আদায় করতেই হবে—তার বয়স বা মানসিক অবস্থা যা-ই হোক না কেন।

www.pathagar.com

আবাস ইত্যাদি), অথবা মানবতার সেবায় নিবেদিত প্রতিষ্ঠান (যথা বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার, অবৈতনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি) যাকাত প্রদানের দায়িত্ব থেকে মুক্ত থাকবে, কারণ এগুলো যে উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত তা দ্বারাই যাকাতের উদ্দেশ্য সফল হয়ে যায়।

কা'বা শরীফে প্রথমবার হজ্জ করার নিয়তে খরচ বাবদ আলাদা করে রাখা অর্থ যাকাত আইন অনুযায়ী করমুক্ত, সেই টাকা মালিকের নিকট যতদিন ধরেই থাকুক না কেন। কারণ ইসলামী আইন অনুযায়ী দৈহিক ও মানসিকভাবে সক্ষম ও স্বাভাবিক প্রত্যেক মুসলমান নারী ও পুরুষের জীবনে একবার হজ্জ করা ফরয। দ্বিতীয় বা তার পরবর্তী হজ্জ একান্তই স্বেচ্ছামূলক বিধায় তার জন্যে নিয়ত করে আলাদা রাখা অর্থ সঞ্চয় বলে গণ্য হয়। তাই সেই অর্থ পরিমাণে করোপযোগী হলেই তার যাকাত আদায় করতে হবে।

যাকাত আদায়ের দায়িত্ব ও সম্পদের করোপযোগিতা

যাকাত আইন কর প্রদানের দায়িত্ব হিসাবে তিনটি শর্ত আরোপ করে:

ক. করদাতা ব্যক্তি—পুরুষ বা নারী অবশ্যই একজন বিশ্বাসী মুসলমান হবেন। তিনি প্রাপ্তবয়স্ক হবেন। নাবালেগ ও য়াতীমের ক্ষেত্রে সম্পদের প্রকৃত মালিক অল্পবয়স্ক বিধায় তার সম্পত্তির অভিভাবক যদি যাকাত আদায় করতে ব্যর্থ হন তবে সেজন্যে উক্ত ছেলে বা মেয়ে দায়ী হবে না।

খ. যাকাতদাতা অবশ্যই সুস্থ মস্তিষ্কসম্পন্ন হবেন অর্থাৎ আল্লাহ্‌র প্রতি তাঁর দায়িত্বের আইন ও প্রকৃতি কি এবং প্রতিবেশীর প্রতিই বা তাঁর দায়িত্ব কি, সে সম্বন্ধে পূর্ণ জ্ঞান থাকতে হবে। সম্পদের প্রকৃত মালিক যদি পাগল হয় এবং সে কারণে কর প্রদানে আইনতঃ অসমর্থ হয়, তাহলে তার অভিভাবক বা তত্ত্বাবধায়ক কর প্রদানে ব্যর্থ হলে সেজন্যে তাকে দায়ী করা হবে না।

গ. যাকাত করদাতা ব্যক্তির নিজ সম্পদ বিক্রি করার পূর্ণ স্বাধীনতা থাকতে হবে। যদি কোন কারণে বা কোনভাবে তাঁর বাধ্যবাধকতা থাকে তাহলে সম্পদের উপর পূর্ণ স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত তাঁর যাকাত প্রদান স্থগিত থাকবে। তাঁর সেই বাধ্যবাধকতামূলক অবস্থা যদি এক বছর কি তারও বেশী সময়ব্যাপী হয়, তবে উক্ত সম্পূর্ণ সময়ের যাকাত পরবর্তীতে পিছনের তারিখে কার্যকরভাবে আদায় করতে হবে। তবে শর্ত

www.pathagar.com

যে, তাঁর সম্পদ যা ছিল তাই থাকবে এবং প্রকৃত মালিকরূপে স্বাধীনতা লাভকালে সম্পদের পরিমাণ যাকাত করোপযোগী থাকবে। কিন্তু বাধ্যবাধকতা বা জবরদস্তির সময়ে যদি প্রকৃত মালিকের সম্পদের কোন মারাত্মক ক্ষতি সাধিত হয়ে থাকে—তাঁর নিজের দোষে নয়, অপরের দোষে—তাহলে অতীতে কার্যকরভাবে যাকাত আদায়ের প্রয়োজন হবে না।

অপরপক্ষে, যাকাত আইন অনুযায়ী সম্পদ করোপযোগী কিনা তার নির্ধারণ আটটি শর্তের উপর নির্ভর করে। নিয়মকানুনসমেত সেগুলো উল্লেখ করা গেল ঃ

১. প্রকৃত মালিকানা

যাকাত আইন অনুযায়ী কর আরোপের প্রথম শর্তই হল প্রকৃত মালিকানা। ইসলামী আইন-মতে প্রকৃত মালিকানা বলতে বুঝায় যে সম্পদ আইনসঙ্গতভাবে হস্তান্তর করা হয়েছে এবং বর্তমান মালিক কুরআন-আইনের যথার্থ সীমা অনুযায়ী নিজের ইচ্ছামত সেই সম্পদ ব্যবহার ও বিক্রি করার অধিকার রাখেন।

২. মূল্যের স্থায়িত্ব

সম্পদ করোপযোগী কি না তা নির্ধারণের দ্বিতীয় শর্ত হল সম্পদের সত্যিকারের উৎপাদিকা শক্তি, অর্থাৎ সম্পদের মূল্যের স্থায়িত্ব (مال نماء) থাকতে হবে। মূল্যের স্থায়িত্ব বলতে বুঝায় ঃ

ক, যেসব জিনিস দুনিয়ার সর্বত্র মূল্যবান বলে বিবেচিত এবং যেগুলো ব্যবহারের ফলে বা কিছু সময় পরে মূল্য হারায় না, যেমন রূপা, সোনা, মণি-মাণিক্য, সঞ্চিত টাকা, যেগুলো আরো সম্পদ অর্জন বা বৃদ্ধির যথার্থ মাধ্যম (نماء تقديری) হতে পারে।

খ. যে সম্পদ যমিনের স্থায়ী মূল্যমান থেকে স্বাভাবিকভাবে উৎসারিত হয়, যেমন কৃষিজ সম্পদ (نماء تحقيقی)।

গ. চারণ করা গৃহপালিত পশুর পাল, যেগুলোর জন্যে প্রকৃত মালিককে নামমাত্র ব্যয় বহন করতে হয় এবং বাচ্চা দিয়ে যেগুলো স্থায়ী মূল্যের (نماء تحقيقی) সম্পদে পরিণত হয়।

ঘ. যে সব জিনিস ভবিষ্যতে আরো সম্পদ উৎপাদন করবে বা অধিকারে আনার প্রকৃত মাধ্যম হতে পারে, যেমন ব্যবসায়ের পুঁজি (নগদ টাকা এবং ব্যবসায়ের দ্রব্যাদি)।

www.pathagar.com

৩. যাকাত আইনে অনুযায়ী করাধীন সম্পদ ও করারোপ মাত্রা

এই আইন দ্বারা বুঝায় যে, নির্দিষ্ট সম্পদের মূল্য অবশ্যই করারোপ-যোগী বলে নির্ধারিত পরিমাণের সমান বা তার বেশী হতে হবে। যাকাত আইন অনুযায়ী সম্পদ উক্ত স্থিরীকৃত পরিমাণের কম হলে বা কম মূল্যের হলে কোন অবস্থায়ই তার যাকাত আদায় করা যাবে না।

ইসলামী আইনশাস্ত্র অনুযায়ী ন্যূনতম করযোগ্য সীমাকে বলা হয়েছে 'নিসাব' (النصاب) অর্থাৎ মূল বা শুরু বা সীমা—যেখান থেকে যাকাতের করারোপ শুরু হয়। (এই একটি শব্দ যেহেতু 'ন্যূনতম করযোগ্য-সীমা' কথাটির অর্থ সঠিকভাবে প্রকাশ করে এবং দুনিয়ার সকল মুসলিম এই শব্দটির সঙ্গে পরিচিত, তাই নিয়মানুযায়ী অনুবাদেও আমরা 'নিসাব' শব্দটিই ব্যবহার করব)।

এই নিসাব বা ন্যূনতম করসীমাকে স্বয়ং রসূলুল্লাহ্ (সা.) যাকাত আইনের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ আদর্শ বলে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। নিসাব নানারকম করযোগ্য সম্পদেরই হতে পারে। সকল ক্ষেত্রেই একটি গড়পড়তা পরিবারের স্বাভাবিক ও ন্যায়সঙ্গত বাৎসরিক প্রয়োজন মিটানোর মত করমুক্ত দ্রব্যাদি ব্যবহারের সুযোগ রাখা হয়েছে। ফলে এই প্রতিষ্ঠিত 'নিসাব' অত্যন্ত কম আয়সীমার মুসলমানকে রক্ষা করে এবং তিনি যাতে যাকাত আদায় করাহেতু কোনরকম আর্থিক দুর্গতি ভোগ না করেন তার নিশ্চয়তা বিধান করে।

৪. পুরা এক বছর সম্পদের মালিকানা ভোগ এবং পিছনের তারিখ থেকে বহুগুণ হিসাব

রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, 'মালিকানাধীন মালের উপর এক বছরকাল অতিবাহিত না হলে যাকাত ওয়াজিব হবে না।' এই পুরা এক বছরকাল সম্পদের মালিকানা ভোগ করা যে যাকাতের আবশ্যিক শর্ত, এ কথাটি যাকাত আইনের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। নবী করীম (সা.) কর্তৃক আদিষ্ট এবং কুরআন পাকের সূরা বাকারার ২১৯ সংখ্যক আয়াতের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ এই আইন —যা কৃষিজ উৎপাদন, খনিজ রূপা ও সোনা, মাটির তলা থেকে প্রাপ্ত গুপ্তধন এবং যুদ্ধজয়ের মাল ব্যতীত আর সকল করাধীন সম্পদের উপরই প্রযোজ্য হয়, —যাকাত করকে উদ্বৃত্ত সম্পদের উপর প্রযোজ্য আইন বলে বিশেষভাবে চিহ্নিত করেছে।

www.pathagar.com

এই আইনের মৌলিক গুরুত্বকে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবন উমর ইবনুল-খাত্তাব বর্ণিত হাদীস আরো বেশী জোরদার করেছে:

"ইব্‌ন উমর থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, 'যারই ধনসম্পদ থাকুক সেই সম্পদ পুরা এক বছরকাল মালিকের অধিকারে না থাকলে তার যাকাত আদায় করার কোন বাধ্যবাধকতা নেই।'—তিরমিযী।

এই আইন কর আদায়ের শর্ত হিসাবে যেহেতু কৃষিজ উৎপাদন, খনিজ রূপা ও সোনা, মাটির তলা থেকে প্রাপ্ত গুপ্তধন এবং যুদ্ধজয়ের মালের প্রতি প্রযোজ্য হয় না, অতএব প্রশ্ন উঠতে পারে যে, উক্ত কতকগুলো ক্ষেত্রে রেয়াত থাকাহেতু যাকাত আইন কতকটা আয়করের সামিল হয়ে পড়ে। কিন্তু ভালভাবে লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে, উক্ত চার প্রকার সম্পদ বাদ দিলেও যাকাত কর প্রকৃতপক্ষে সম্পদের উপর ধার্য উদ্বৃত্ত করই থেকে যায়।

কথাটা কৃষিজ পণ্যের ক্ষেত্রে যথার্থই প্রযোজ্য হয় এ কারণে যে, যে সব দ্রব্য পচনশীল নয় এবং ভাল অবস্থায় কমপক্ষে এক বছর যাবত ঘরে রাখা যায় কেবলমাত্র সেগুলোই করযোগ্য। সেগুলো হল: গম, যব, ধান ইত্যাদি এবং ডাল, নারিকেল সুপারি, বাদাম, শুকনা ফল, তুলা, কোকো, কফি ইত্যাদি। পচনশীল ফল ও ফসল, যেমন তাজা ফলমূল, শাক-সব্জি ইত্যাদির উপর যাকাত কর নেই, কারণ এগুলোর এক বছরকাল সময়ের স্থায়িত্ব নেই।

তদুপরি যাকাত আইন অনুযায়ী কেবলমাত্র সেই পরিমাণ ফসলই করাধীন, যা নাকি একটি গড়পড়তা পরিবারের বাৎসরিক প্রয়োজন মিটিয়ে উদ্বৃত্ত থাকবে। অতএব এ বিষয়টি পরিষ্কার হল যে, কৃষিজ ফসলের বিষয়ে কেবলমাত্র সংরক্ষণ করা যায় সে রকমগুলোই করযোগ্য।

—খনিজ রূপা, সোনা এবং মাটির তলা থেকে প্রাপ্ত গুপ্তধন বিষয়ে যাকাত আইন যুদ্ধজয়ের পাওনার মতই সমরূপে প্রযোজ্য হয়। অতএব এগুলোর ক্ষেত্রে কুরআন শরীফের সূরা আনফালের ৪১ সংখ্যক আয়াতের হুকুম প্রযোজ্য হবে:

"আর তোমরা আরো জেনে রাখ যে, যুদ্ধে যা লাভ কর তার এক-পঞ্চমাংশ আল্লাহ্‌র, তাঁর রসূলের, রসূলের আত্মীয়-স্বজনগণের, পিতৃহীনগণের, দরিদ্রগণের এবং পর্যটকদের, যদি তোমরা দৃঢ় বিশ্বাস কর আল্লাহ্‌র প্রতি এবং সে বিষয়ের প্রতি যা আমি আমার বান্দার প্রতি অবতীর্ণ করেছিলাম মীমাংসার দিনে, যেদিন দুই দল পরস্পরের মুখামুখি হয়েছিল এবং আল্লাহ্ সকল বিষয়ের উপরে শক্তিমান। (সূরা আনফাল: ৪১)

www.pathagar.com

বাস্তবিক, যুদ্ধজয়ের সম্পদের মতই গুপ্তধনও ঘটনাক্রমে পাওয়া উপহার। কাজেই এগুলো মূলত উদ্বৃত্ত সম্পদ। শুধু এ কারণেই এর উপর যাকাত প্রযোজ্য হয়ে পড়ে।

এটা সত্য যে, খনিজ রূপা ও সোনা যথার্থ পরিশ্রমের ফলে লাভ করা হয় এবং সে কারণে এগুলো যুদ্ধজয়ের মাল বা গুপ্তধন লাভের সমপর্যায়ভুক্ত নয়। কিন্তু খনিজ সম্পদ মূল্যবান ধাতু হলে শ্রম এবং শ্রমের লভ্য ফলের মধ্যে লাভের যে বিপুল ব্যবধান হয়, তাতে এগুলোও যুদ্ধজয়ের মাল এবং গুপ্ত-ধনের মতই উদ্বৃত্ত সম্পদরূপে গণ্য হয়ে পড়ে। এর ফলে এগুলোর উপর যাকাত আইন পুরাপুরি ন্যায়সঙ্গতভাবেই প্রযোজ্য হয়।

কোন সম্পদ করের উপযোগী হওয়ার জন্য যে অবশ্যই এক বছরকাল মালিকের দখলে থাকতে হবে তার আইনগুলো নিম্নরূপ :

১. সকল ক্ষেত্রে করোপযোগী হবার জন্যে সম্পদ অবশ্যই এক বছর-কাল যে মালিকানাধীন থাকতে হবে সেই বছর সৌর বছর হবে।

২. যখন করাধীন সম্পদের মূল্য বছরের শুরুতে যা ছিল, বছরের শেষে দেখা গেল যে তার চেয়ে কম, তখন বছরান্তে যে সম্পদ বাস্তবে বর্তমান থাকবে তার উপরেই যাকাত ধার্য করতে হবে, অর্থাৎ যে পরিমাণ সম্পদ সারা বছর যাবত মালিকের হাতে ছিল ঠিক ততটুকু।

৩. অপরপক্ষে যদি এমন হয় যে, করাধীন সম্পদের মূল্য বছরের শুরুতে যা ছিল বছরের শেষে তার চেয়ে বেশী হয়ে গেছে, তাহলে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নির্দেশের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে যাকাত নির্ধারণ করতে হবে অর্থাৎ পুরা এক বছরকাল সম্পদ মালিকের দখলে থাকতে হবে। ঐ সময়ের মধ্যে কর-প্রযোজ্য যে পরিমাণ বা যত মূল্যের সম্পদই তার সঙ্গে যোগ হোক না কেন, এক বছরকাল ধরে মালিকানাধীন না থাকলে তার উপর যাকাত প্রযোজ্য হবে না।

৪. যদি এক বছর সময়ের মধ্যে করাধীন সম্পদ কোন কারণে পরি-মাণে বা মূল্যের দিক থেকে কমে গিয়ে থাকে, কিন্তু বছর পুরা হলে আবার বছর শুরুর সমানে গিয়েই দাঁড়ায়, তাহলে উক্ত পরিমাণের মূল্যের উপর যাকাত ধার্য হবে। কিন্তু সুবিচারের খাতিরে এই নিয়ম কেবল তখনই প্রয়োগ করা উচিত, যখন সম্পদের পরিমাণ বা মূল্য কেবল অতি অল্প সময়ের জন্যে কমেছিল, এমন হয়; নতুবা সম্পদ বা মূল্য হ্রাসের সময় বেশী দীর্ঘায়িত হলে পুরা সম্পদের হিসাব করতে গিয়ে বছরকে ভেঙে

www.pathagar.com

ভেঙে ধরতে হবে। সময়কে তখন নতুন হিসেবে ভাগ করতে হবে। প্রথম হিসাব অনুযায়ী যে সম্পদটুকু বা তার মূল্য পুরা বছরব্যাপী একরূপ ছিল সেটুকু ধরে তার যাকাত নির্ধারিত হবে। আর তার সঙ্গে যে অংশ পরে যোগ হয়েছে সেটুকুর আলাদা হিসাব করে তার জন্যে আলাদা যাকাত ধরতে হবে। এটুকু আল্লাহ্র প্রতি নিজ নিজ দায়িত্বের কথা স্মরণ রেখে যাকাতদাতা নিজেই মীমাংসা করবেন।

"যারা দৃষ্টির অগোচরে স্বীয় প্রতিপালককে ভয় করে তাদের জন্যে রয়েছে ক্ষমা ও মহাপ্রতিদান। তোমরা গোপনেই বল বা প্রকাশ্যেই বল, তিনি তো অন্তর্যামী।" (সূরা মুলক ঃ ১২-১৩)

এ ধরনের ক্ষেত্রে যেহেতু এক বছরের দখলী সম্পদের কার্যকরভাবে হিসাব ভেঙে বের করতে হবে, তাই সম্পদের ভাঙা অংশের অর্থাৎ যে অংশটুকু সারা বছর ধরে দখল ছিল না, যাকাত প্রদান বাধ্যতামূলক নাও করা যেতে পারে।

যাকাত আদায়ের আবশ্যিক শর্ত হিসাবে একটি পুরা বছরকাল যাবত সম্পদ ভোগদখলে থাকতে হয়, তার সঙ্গে এই বিষয়টি মিলিয়ে দেখা যে, যে-বছরের সময় গণনা করা হয় তা পঞ্জিকার এক বছর নয়, বরং সেই সময়টা যখন থেকে সম্পদ দখলে এসেছে বা করাধীন হয়েছে। তাহলে একই ব্যক্তির বছরের সম্পদকে বাধ্য হয়েই একাধিকবারে হিসাব করে বের করতে হয়। এই গোলযোগ মিটানোর জন্যে অবশ্যই কতকগুলো আইন বের করে নিতে হয় যার দ্বারা উদ্ভূত পরিস্থিতিতে হিসাবের জটিলতা নিরসন করা যায় এবং যাকাত আইনের সঙ্গে পুরাপুরি সঙ্গতিপূর্ণ একটি হিসাব পদ্ধতি নিরূপণ করা যায়।

যাকাত আইনের পুরানো সংস্করণ অনুযায়ী এ ধরনের যৌগিক হিসাব বাতিল করে দেওয়া হয়েছিল এবং এরূপ আইন বলবৎ ছিল যে, এক বছর সময়কালের মধ্যে অর্জিত সম্পদ তৎক্ষণাৎ হিসাবাধীন সম্পদের সঙ্গে যোগ করে নিতে হবে এবং একে মূল সম্পদের এক বছরের হিসাবের সঙ্গে ধরে নিয়ে এরও যাকাত আদায় করতে হবে—যদিও বা নতুন সম্পদ অর্জনের সময় পুরাপুরি এক বছর না হয়ে থাকে।

কিন্তু যাকাতের মৌলিক আইনই হল এই যে, এই জাতীয় সম্পদ পুরা এক বছরকাল যাবত মালিকানাধীন না থাকলে তা করাধীন হবে না—এই মৌলিক আইন উপরের মতকে বাতিল করে দেয়।

www.pathagar.com

যৌগিক বা বহুগুণ হিসাবকে তাহলে কোন অবস্থাতেই অবাঞ্ছনীয় মনে করা উচিত নয় বা এ-ও মনে করা উচিত নয় যে, এর দ্বারা মুসলমানগণের জীবনকে অনর্থক জটিল করা হয়। বরং তার উল্টাটাই ঘটে। যৌগিক হিসাবের সুফল দ্বারা করাধীন সম্পদ থেকে যাকাত তহবিলে যে নিয়মিত অর্থাগম হয়, তাকে খুব বড় জ্ঞান করা যায় না। এটা স্বীকৃত সত্য যে, একই ধরনের সম্পদের ক্ষেত্রে বহুগুণ হিসাবের জন্যে প্রকৃত মালিকের অন্য হিসাব অপেক্ষা বেশী সাবধানতার প্রয়োজন হয়—যে কোন্ তারিখে সেই সম্পদ দখলে এসেছিল আর কোন্ তারিখেই বা হস্তান্তর করা হয়েছিল, যাকাত আইনের অন্যতম লক্ষ্যই হল এ ধরনের পূর্ব-সচেতনতা।

ইসলাম প্রত্যেক মানুষের মধ্যে জীবনের সকল ক্ষেত্রে তীক্ষ্ণ কর্তব্য ও দায়িত্ববোধ আরোপ করে। ইসলাম কখনো এরূপ ধারণা প্রদান করে না যে সম্পদ কোন ব্যক্তির সম্পূর্ণ একক অধিকারের জিনিস এবং তিনি নিজের খেয়াল-খুশীমত তা ব্যয় করতে পারবেন। সেরূপ ধারণা সমাজের আর সকলের উপর অনাকাঙ্ক্ষিত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে। ইসলামের মতে মানুষের ধন-সম্পদ আল্লাহ্ প্রদত্ত আমানত মাত্র, এ দ্বারা তাঁর প্রজ্ঞা ও বৈষয়িক যোগ্যতার পরীক্ষা হয়।

প্রত্যেক মুসলমান—নারী ও পুরুষ —তাঁর পার্থিব সম্পদের কড়াকড়ি হিসাব রেখে চলবেন, ইসলাম তাই চায়। প্রতিজন মুসলমানের সঠিকভাবে জানা উচিত যে, তাঁর আয় কত, ব্যয় কত এবং উদ্বৃত্তই বা কত। তাই একেবারে যথাযথভাবে জানা দরকার যে, নিজ সম্পত্তির কোন্‌টি স্বাভাবিকভাবে যাকাত আইনের অধীন আর কোন্‌টিই বা নয়। জানা উচিত যে, তাঁর করাধীন সম্পদসমূহের কোন্‌টির করের হার কত। জানা উচিত কোন্ তারিখে তাঁর যাকাত দিতে হবে এবং কত দিতে হবে এবং সেই দায়িত্ব কর্তব্যপরায়ণ ব্যক্তির মত নিয়মমত ও হাসিমুখে পালন করাও তাঁর কর্তব্য। তা করতে অসমর্থ হলে বা অনিচ্ছুক হলেও আল্লাহ্ তাঁকে ধন-সম্পদের প্রাচুর্য প্রদান করবেন, তাঁর পক্ষে এটা আশা করা উচিত নয়।

নিজের পাওনা 'আধসের গোশ্‌ত' আদায় করার জন্যে এমন কি তার ভাই-এর বুকের রক্তটুকুও শুষে নেওয়ার জন্যে মানুষ স্বীয় চাতুর্য, ধৈর্য ও অবিশ্বাস্য হিসাবশক্তির পরিচয় দিয়ে চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ আদায়ের জটিলতাকে আয়ত্ত করেছে। মুসলমান তাহলে কেন তার চেয়ে অনেক কম

www.pathagar.com

জটিল তাঁর সম্পদের করের বহুগুণ হিসাব করতে কুণ্ঠিত হবেন যার দ্বারা তাঁর হতভাগ্য ভাইদের গায়ে একটু গোশ্ত এবং রক্ত সংযোজিত হবে?

"আল্লাহ্ পাক মু'মিন বান্দাদের নিকট থেকে তাদের জীবন ও সম্পদ ক্রয় করে নিয়েছেন, কারণ বিনিময়ে তাদের জন্যে রয়েছে জান্নাত।"

(সূরা তওবা ঃ ১১১)

হতে পারে যে, আপাতদৃষ্টিতে বহুগুণ হিসাবকে খুবই জটিল বলে মনে হবে, কিন্তু আসলে এটা মোটেই জটিল নয়। মানুষের একটি প্রবণতা আছে যে, সে সব সময় দায়িত্ব এড়িয়ে সহজ পথ ধরতে চায়, নিয়ম যাই থাকুক না কেন, ফলাফল যাই হোক না কেন। এই ধরনের অলস মনোভাব মানুষের অন্যতম অভ্যাসগত পাপ।

বহুগুণ গণনা বা হিসাব যে কেবল যাকাতের প্রশাসনিক দিক থেকে উপকারী তাই নয়, যে ভিত্তির উপর যাকাত আইন প্রতিষ্ঠিত তার অনুশাসনই এই নিয়মের জন্ম দিয়েছে। যে বিশেষ নিয়মাবলী অনুযায়ী বহুগুণ হিসাব করতে হবে এবং যে যে অবস্থায় সেই নিয়মাবলী প্রয়োগ করতে হবে, তা হল ঃ

১. যখন যাকাত ধার্য করার জন্যে কোন করাধীন সম্পদ পুরা এক বছর দখলে ছিল কিনা সেই আইন প্রয়োগের প্রয়োজন হয় এবং সম্পদ যখন পরিমাণ ও মূল্যের দিক থেকে ঐ ধরনের সম্পদের জন্যে নির্ধারিত নিসাবের সমপরিমাণ হয় অথবা এক সময়ে এমন পরিমাণে ছিল যা নিসাবের সমপরিমাণ বা তার চেয়ে বেশী, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে হিসাব শুরু করতে হবে। অবশ্য সেই এক বছরকাল সময় শেষ হওয়া পর্যন্ত সম্পত্তি মালিকের নিরাপদ দখলে থাকতে হবে। থাকলে সেই পরিমাণ বা মূল্যের উপর নির্ধারিত যাকাত দিতে হবে।

২. একই ধরনের যে সম্পদের পুরা এক বছরের হিসাব ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে, তার সঙ্গে যে সম্পদ বছরকাল সময়ের মধ্যে অর্জিত হয়েছে এবং যা পরিমাণ বা মূল্যের দিক থেকে করাধীন হয় না অর্থাৎ নিসাব পরিমাণের কম, তার এক বছর সময় পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত যাকাত ধরতে হবে না। কেননা তার পরিমাণ নিসাবের সমপরিমাণ হয় না এবং তা এক বছরের কম সময় ধরে অর্জন করা হয়েছে।

মূল সম্পদের এক বছরকাল সময়ের যাকাত ধরা হয়ে গেলে তখন সম্পদের যা বাকী রইল, তার সঙ্গে উক্ত—পরবর্তীতে অর্জিত সম্পদ—যোগ

www.pathagar.com

করে নিতে হবে এবং সেই মিলিত সম্পদকে একক সম্পদ ধরে তার জন্যে পরবর্তী বছরের নতুন যাকাতের হিসাব ধরতে হবে। মূল সম্পদের যাকাত প্রদানের পরদিন থেকেই এই হিসাব শুরু করতে হবে।

মূল সম্পদ যদি নিসাবের সমপরিমাণ হয় এবং যাকাত প্রদানের ফলে তার পরিমাণ নিসাবের চেয়ে কম হয়ে পড়ে এবং সংযোজিত সম্পদ মিলিয়েও তা আর করোপযোগী না হয়, তাহলে পুনরায় যাকাত প্রদানের আর প্রশ্ন উঠবে না।

বিষয়টি আরো পরিষ্কার করার জন্যে আমরা রূপার উপর ধার্য মূল নিসাবের উদাহরণ প্রদান করব (নিসাব ছিল ২০০ দিরহাম[১] এবং প্রতি ৪০ দিরহামে যাকাত মুক্ত অবকাশ)। গৃহপালিত পশু, বাণিজ্য দ্রব্যাদি, ইত্যাদির ক্ষেত্রেও হুবহু একই পদ্ধতি প্রযোজ্য হবে।

ধরে নেওয়া যাক যে, ১৯৪৯ সালের ১লা এপ্রিল ২০০ দিরহাম অর্জন করা হল। এর হিসাবের এক বছর পুরা হবে ১৯৫০ সালের ৩১শে মার্চ পার হয়ে। তারপরে ১৯৯ দিরহাম বা তার কম অর্জন করা হল, ধরা যাক, ১৯৪৯ সালের ১লা সেপ্টেম্বর তারিখে। ১৯৫০ সালের ৩১শে মার্চ ২০০ দিরহামের যাকাত হিসাবে ৫ দিরহাম দিতে হবে। এর ফলে মূল অর্থের পরিমাণ নিসাবের নীচে (অর্থাৎ ১৯৫ দিরহামে) নেমে আসবে। তারপর ১৯৫০ সালের ১লা এপ্রিল তারিখে মূল অর্থের (অর্থাৎ ১৯৫ দিরহাম) সঙ্গে ১৯৯ দিরহাম যোগ হবে এবং এই মিলিত অর্থ একত্রে ধরে পরবর্তী এক বছরের জন্যে নতুন হিসাব ধরতে হবে। বছরান্তে অর্থাৎ ১৯৫১ সালের ৩১শে মার্চ তারিখে (১৯৯+১৯৫=৩৯৪ দিরহাম) মিলিত অর্থের যাকাত বাবদ ৯ দিরহাম ধার্য হবে, ৩৪ দিরহাম যাকাত মুক্ত অবকাশ লাভ করবে।

যাকাত প্রদানের পর বাকী অর্থ (অর্থাৎ ৩৬০—৯+৩৪=৩৮৫ দিরহাম) ঐ বছরের কর-বহির্ভূত অর্জিত অর্থ, অর্থাৎ ১৯৫১ সালের ১লা এপ্রিল থেকে ১৯৫২ সালের ৩১শে মার্চ তারিখ পর্যন্ত অর্জিত অর্থের সঙ্গে আবার যুক্ত হবে। এই মিলিত অর্থের জন্যে আবার নতুন হিসাব শুরু করতে হবে। এরূপ চলতে থাকবে।

অপর পক্ষে ২০০ দিরহামের যাকাত আদায় করার পর বাদবাকী অর্থের (অর্থাৎ ১৯৫ দিরহাম) সঙ্গে কর-বহির্ভূত যুক্ত অর্থের পরিমাণ

---

১. রসুলুল্লাহ (সা.)-এর সময়ে মুদ্রা ছিল দিরহাম।

www.pathagar.com

যদি হয় মাত্র, ধরা যাক, ৪ দিরহাম, তাহলে এই মোট অর্থ (অর্থাৎ ১৯৫+৪=১৯৯ দিরহাম) করাধীন হবে না।

৩. কোন সম্পদের জন্যে যাকাতের হিসাব শুরু হয়ে গেলে তার মধ্যে সেই বছরকালের ভিতরেই যদি একই ধরনের আরো সম্পদ যোগ হয়, এবং সেই নতুন সম্পদও এককভাবে করাধীন হবার যোগ্য হয় এবং তা সেই ধরনের সম্পদের জন্যে নির্ধারিত নিসাবের সমান বা তার বেশী হয়, তখন বছরের সম্পদ নির্ধারণের জন্যে তৎক্ষণাৎ আবার আলাদা হিসাব ধরতে হবে। এভাবে একজন ব্যক্তির একই ধরনের সম্পদ নির্ধারণের জন্যে কয়েকটি হিসাবের প্রয়োজন হতে পারে; একেক হিসাব বিভিন্ন সময়ে শুরু ও শেষ হবে।[১]

যতক্ষণ পর্যন্ত প্রতিটি ভিন্ন সম্পদই করোপযোগী থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত বিভিন্ন তারিখে অর্জিত করোপযোগী সম্পদ কোন অবস্থাতেই একত্রীভূত করে একটিমাত্র হিসাবের ভিতরে আনা যায় না। নীচের নিয়মাবলী থেকে বুঝা যাবে যে, যাকাত আইনের মৌলিক নীতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ করে সে রকম হিসাব গ্রহণের জন্যে প্রয়োজন হয়; একটির বেশী সংযোজিত সম্পদ যেন নিসাবের সমান বা তার চেয়ে বেশী না হয় এবং অন্যগুলো বা সেগুলোর সমষ্টি যেন নিসাবের চেয়ে কম হয়ঃ

ক. যখন মূল সম্পদ (যার জন্যে ইতিমধ্যেই হিসাব করা শুরু হয়ে গেছে) এবং বছরকালের মধ্যে অর্জিত সম্পদ পরিমাণ বা মূল্যের দিক থেকে নিসাবের সমান হয়, তখন শেষোক্তটির জন্যে একটি ভিন্ন হিসাব ধরতে হবে। এ হিসাব শেষ হলে যাকাত স্বাভাবিকভাবে দেয় হবে। এক্ষেত্রে যাকাত প্রদানের পরে উভয় গৃহীত পরিমাণই নিসাব অপেক্ষা কম হবে।

তারপর দ্বিতীয় পরিমাণ সম্পদের যাকাত দেয় হবার পূর্বে যদি একই ধরনের কোন সম্পদ অর্জিত না হয়ে থাকে এবং দ্বিতীয় সম্পদ, তার পরিমাণ ও মূল্যের দ্বারা যদি মূল সম্পদকে (তার যাকাত দানের পরে) করোপযোগী করে তোলে, তাহলে দ্বিতীয় পরিমাণের কর-বহির্ভূত অবশিষ্ট মূল পরিমাণের কর-বহির্ভূত অবশিষ্টের সঙ্গে যুক্ত হবে এবং সেই একত্রীভূত পরিমাণের জন্যে নতুন একটি হিসাব ধরতে হবে এবং তা দ্বিতীয় পরিমাণ সম্পদের বছরকালের হিসাবের পরদিন থেকে।

---

১. গৃহপালিত পশুর ক্ষেত্রে হিসাব নিয়মিত তারিখ থেকেই শুরু করতে হবে। গৃহপালিত পশুর যাকাতের নিয়ম দ্রষ্টব্য।

www.pathagar.com

উদাহরণঃ ১৯৪৯ সালের ১লা এপ্রিল তারিখে ২০০ দিরহাম অর্জন করা হল এবং এর জন্যে ৩১শে মার্চ, ১৯৫০ পর্যন্ত এক বছর সময়ের হিসাব করা শুরু হল। ১৯৪৯ সালের ১৫ই আগস্টের মধ্যে আরো ২০০ দিরহাম অর্জন করা হল এবং এর জন্যে দ্বিতীয় আরেকটি হিসাব শুরু করা হল ১৯৫০ সালের ১৪ই আগস্ট পর্যন্ত এক বছর সময়কালের।

১৯৫০ সালের ৩১শে মার্চ তারিখে প্রথমে উপার্জিত ২০০ দিরহামের জন্যে ৫ দিরহাম যাকাত দেয় হবে; এই যাকাত দিলে সম্পদের পরিমাণ কমে নিসাবের কম অর্থাৎ ১৯৫ দিরহাম হবে।

একইভাবে ১৯৫০ সালের ১৪ই আগস্ট দ্বিতীয় ২০০ দিরহামও ৫ দিরহাম যাকাত প্রদানের ফলে কমে ১৯৫ দিরহাম হয়ে যাবে।

তারপর ১লা এপ্রিল এবং ১৪ই আগস্ট, ১৯৫০ সালের মধ্যে একই ধরনের আর কোন সম্পদ যুক্ত না হলে প্রথম ১৯৫ দিরহাম দ্বিতীয় ১৯৫ দিরহামের সঙ্গে যুক্ত হবে এবং এই মিলিত ৩৯০ দিরহামের জন্যে ১৪ই আগস্ট ১৯৫১ পর্যন্ত নতুন আরেকটি হিসাব শুরু করতে হবে।

খ. অপরপক্ষে, দ্বিতীয় সম্পদের যাকাত দেয় হবার আগে যদি আরো সম্পদ অর্জন করা হয় এবং এই অর্জিত সম্পদ পরিমাণ বা মূল্যের কারণে মূল সম্পদের সঙ্গে মিলিত হয়ে তাকে করোপযোগী করে তোলে (অর্জিত অংশটুকু এককভাবে করোপযোগী হোক বা না হোক), তাহলে তৎক্ষণাৎ এক বছরকাল দখলের বাবদ নতুন যাকাতের হিসাব শুরু করতে হবে। এই সম্পদের হিসাব ভিন্নভাবে চলতে থাকবে। এক্ষেত্রে দ্বিতীয় সম্পদের কর-বহির্ভূত অবশিষ্টটুকু যাকাত প্রদানের ঠিক পরেই উক্ত সম্পদের সঙ্গে যুক্ত হবে না। বরং যতদিন পর্যন্ত না প্রথম সম্পদের নতুন হিসাব শুরু হবে এবং তৎসংযুক্ত সম্পদের একত্রীকরণ সম্পন্ন না হবে (এবং তাদের যাকাত প্রদেয় না হবে) ততদিন পর্যন্ত আলাদা ও মুক্ত থাকবে। তারপরে উক্ত সম্পদের অবশিষ্টাংশের সঙ্গে দ্বিতীয় সম্পদের অবশিষ্টাংশ যুক্ত হবে এবং এভাবে সম্মিলিত সম্পদের জন্যে একটি নতুন হিসাব শুরু করতে হবে।

কিন্তু প্রথম সম্পদের দ্বিতীয় হিসাব চলাকালে যে কোন সময়ে দ্বিতীয় সম্পদের সঙ্গে ঐ একই জাতীয় সম্পদের সংযোজনের ফলে যদি তা করোপযোগী হয়ে দাঁড়ায়, তাহলে ঐ সংযুক্ত সম্পদের জন্যে সঙ্গে সঙ্গে একটি নতুন হিসাব শুরু করতে হবে।

www.pathagar.com

উদাহরণঃ ১৯৫০ সালের ৩১শে মার্চ তারিখে ২০০ দিরহামের জন্যে যাকাত হিসাবে ৫ দিরহাম প্রদানের ফলে বাকী ১৯৫ দিরহাম নিসাবের চেয়ে কম হয়ে গেল। তারপর ১৯৫০ সালের ১লা এপ্রিল ও ১৪ই আগস্টের মধ্যে (ধরা যাক, ১৫ই জুলাই-এর মধ্যে) আরো ৫০ দিরহাম অর্জিত হল—যার দ্বারা সম্পদের মোট পরিমাণ দাঁড়াল ২৪৫ দিরহামে এবং তা করোপযোগী হয়ে গেল। এ ক্ষেত্রে সঙ্গে সঙ্গে এক বছর সময়ের হিসাব শুরু করতে হবে। এই বছর শেষ হবে ১৪ই জুলাই, ১৯৫১।

দ্বিতীয় ২০০ দিরহামের যাকাত দেওয়া হল ১৯৫০ সালের ১৪ই আগস্ট তারিখে। এতে ২০০ দিরহাম কমে গিয়ে হল ১৯৫ দিরহাম। নিসাব অপেক্ষা কম হওয়ায় এই অর্থ ১৯৫১ সালের ১৪ই জুলাই তারিখ পর্যন্ত যাকাতমুক্ত থাকবে। তখন ২৪৫ দিরহামের দ্বিতীয় হিসাব শেষ হবে এবং ২৪০ দিরহামের যাকাত ৬ দিরহাম ধার্য হবে—৫ দিরহাম যাকাত করমুক্ত বলে গণ্য হবে। প্রথম সম্পদ যাকাত প্রদানের শেষে গিয়ে দাঁড়াবে ২৪০—৬=২৩৪+৫ (যাকাত করমুক্ত ৫ দিরহাম)=২৩৯ দিরহামে।

যদি ১৯৫০ সালের ১৫ই জুলাই এবং ১৯৫১ সালের ১৪ই জুলাই-এর মধ্যে, অর্থাৎ প্রথম সম্পদের দ্বিতীয় হিসাবকালে, সেই একই শ্রেণীর আর কোন সম্পদ যুক্ত না হয়—যে সংযোজনের দ্বারা পরিমাণ বা মূল্যের কারণে ১৫ই জুলাই, ১৯৫১ তারিখের দ্বিতীয় সম্পদের অবশিষ্ট ১৯৫ দিরহাম করোপযোগী হতে পারত—তাহলে সেই পরিমাণ প্রথম সম্পদের অবশিষ্ট ২৩৯ দিরহামের সঙ্গে যুক্ত হবে এবং এই মিলিত সম্পদের (অর্থাৎ ২৩৯+১৯৫=৪৩৪ দিরহাম) জন্যে ১৪ই জুলাই, ১৯৫২ তারিখ পর্যন্ত বছরকালের একটি নতুন হিসাব ধরতে হবে। তখন ৪০০ দিরহামের জন্যে যাকাত ধার্য হবে ১০ দিরহাম—৩৪ দিরহাম যাকাত-মুক্ত অবকাশরূপে গণ্য হবে।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৫০ সালের ১৫ই জুলাই এবং ১৯৫১ সালের ১৪ই জুলাই, এই এক বছরের মধ্যে একই ধরনের যে সম্পদই অর্জিত হোক না কেন, তা সঙ্গে সঙ্গে ১৯৫ দিরহামের সঙ্গে যোগ করতে হবে; হয় ১৯৫০ সালের ১৫ই আগস্ট তারিখে অথবা তার পরে যে তারিখে সম্পদ অর্জন করা হয় সেই তারিখে। এ দ্বারা ১৯৫ দিরহাম করোপযোগী হোক বা না হোক এই অতিরিক্ত অর্থ ১৯৫১ সালের ১৫ই জুলাই পর্যন্ত আলাদা রাখা চলবে না—যে কেবলমাত্র তখন পর্যন্ত সম্পদের দ্বিতীয়বার যাকাত প্রদানের পরে (২৩৯ দিরহামের) তার অবশিষ্টাংশের সঙ্গে যুক্ত করা হবে।

www.pathagar.com

এই অতিরিক্ত অর্থ যদি ১৯৫ দিরহামকে করোপযোগী করে তাহলে এক বছর মালিকানা সময়কালের জন্যে একটি আলাদা হিসাব সঙ্গে সঙ্গে শুরু করতে হবে।

কিন্তু অতিরিক্ত অর্থ যদি খুবই কম হয় এবং তা ১৯৫ দিরহামের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তাকে করোপযোগী না করে (অর্থাৎ ৫ দিরহামের কম হয়) তাহলে একত্রিত করমুক্ত পরিমাণের অর্থ ১৫ই জুলাই, ১৯৫১ তারিখে প্রথম সম্পদের অবশিষ্টাংশের সঙ্গে যুক্ত হবে।

গ. যে সম্পদের এক বছরের যাকাতের হিসাব শুরু করা হয়েছে তা যদি সেই ধরনের জন্যে নির্ধারিত নিসাবের সমান হয় এবং সেই বছর-কালে অর্জিত সম্পদের পরিমাণ যদি নিসাবের চেয়ে বেশী হয়, সেক্ষেত্রে উভয় সম্পদের জন্যে আলাদা আলাদা হিসাব ধরতে হবে এবং শেষ পর্যন্ত সেভাবেই হিসাব করে যেতে হবে। তারপর প্রথম সম্পদের পরিমাণ যাকাত আদায় করতে করতে নিসাবের নীচে নেমে এলে যখন আর করো-পযোগী থাকবে না, তখন তা মুক্ত থাকবে। অতঃপর দ্বিতীয় সম্পদের যাকাতের হিসাব হয়ে গেলে যাকাত আদায়ের পরে যা অবশিষ্ট থাকবে তার সঙ্গে যুক্ত হবে, তখন সেই মিলিত সম্পদের জন্যে ভিন্ন হিসাব শুরু হবে।

'খ' নিয়মের ক্ষেত্রে যেমন, দ্বিতীয় সম্পদের যাকাত ন্যায্য হবার আগে একই ধরনের সম্পদ অর্জিত হলে তা যদি পরিমাণ বা মূল্যের দিক থেকে প্রথম সম্পদের অবশিষ্ট অংশকে করোপযোগী করে তোলে, তবে সেই মিলিত সম্পদের জন্যে সঙ্গে সঙ্গে আলাদা হিসাব শুরু করতে হবে।

উদাহরণ ঃ ১৫ই জানুয়ারী, ১৯৪৯ তারিখে ২০০ দিরহাম অর্জিত হল। এর জন্যে ১৪ই জানুয়ারী, ১৯৫০ পর্যন্ত এক বছর সময়ের হিসাব শুরু করা হল। তারপর ১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৪৯ তারিখে আরো ৩২০ দিরহাম অর্জিত হল। এর জন্য ৩১শে আগস্ট, ১৯৫০ পর্যন্ত এক বছর সময়ের একটি ভিন্ন হিসাব সঙ্গে সঙ্গে শুরু করতে হবে।

১৪ই জানুয়ারী, ১৯৫০ তারিখে ২০০ দিরহামের জন্যে ৫ দিরহাম যাকাত জায়েয হবে এবং যাকাত আদায়ের পরে এই অর্থ নিসাবের নীচে পড়ে যাবে অর্থাৎ ১৯৫ দিরহামে নেমে আসবে। তারপরে ৩১শে আগস্ট, ১৯৫০ তারিখে ৩২০ দিরহামের যাকাত দেনা হবে ৮ দিরহাম এবং এর কোন অংশ যাকাতমুক্ত অবকাশ পাবে না। যাকাত আদায়ের পরে দ্বিতীয় সম্পদ কমে ৩১২ দিরহাম হবে। পরদিন (অর্থাৎ ১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৫০

www.pathagar.com

তারিখে) ১৯৫ দিরহাম—যা ১৫ই জানুয়ারী থেকে ৩১শে আগস্ট, ১৯৫০ পর্যন্ত করমুক্ত ছিল—৩১২ দিরহামের সঙ্গে যুক্ত হবে এবং সেই মিলিত সম্পদের জন্যে (অর্থাৎ ৩১২+১৯৫ = ৫০৭ দিরহাম) একটি আলাদা হিসাব শুরু করতে হবে। হিসাবান্তে ৪৮০ দিরহামের জন্যে যাকাত ধার্য হবে ১২ দিরহাম আর ২৭ দিরহাম যাকাতমুক্ত অবকাশ বলে গণ্য হবে।

'খ'-এর অধীনে উল্লিখিত আইন অনুযায়ী ১৫ই জানুয়ারী, ১৯৫০ এবং ৩১শে আগস্ট, ১৯৫১ এই সময়ের মধ্যে একই ধরনের সম্পদ অর্জিত হয়ে থাকলে তা অবশ্যই কর-বহির্ভূত সম্পদের (অর্থাৎ ১৯৫ দিরহাম) সঙ্গে যুক্ত হবে এবং তা দ্বারা যদি এই যুক্ত-সম্পদ করোপযোগী হয়, তাহলে এভাবে গঠিত সম্পদের জন্যে এক বছর সময়ের ভিন্ন একটি হিসাব সঙ্গে সঙ্গে ধরতে হবে।

ঘ. 'গ'-এর অধীনে যে ব্যাখ্যা করা হয়েছে তার বিপরীত ঘটলে, অর্থাৎ যদি এমন হয় যে, যে সম্পদের এক বছরকালের জন্যে যাকাতের হিসাব শুরু হয়ে গেছে তা সেই ধরনের সম্পদের নির্ধারিত নিসাবের চেয়ে বেশী এবং হিসাবাধীন বছরের মধ্যে অর্জিত সম্পদও নিসাবের সমতুল্য, তাহলে উভয় সম্পদের জন্যে ভিন্ন ভিন্ন হিসাব শেষ অবধি চলতে থাকবে। তারপর প্রথম সম্পদের হিসাব সমাপ্ত হলে যাকাত যখন ন্যায্য হবে, তখন সঙ্গে সঙ্গে তার অবশিষ্টাংশের জন্যে নতুন হিসাব শুরু করতে হবে। বিগত বছর সময়ের মধ্যে কোন কর-বহির্ভূত সম্পদ অর্জিত হয়ে থাকলে তাও তার সঙ্গে ধরে নিতে হবে।

দ্বিতীয় সম্পদের হিসাব যখন শেষ হবে—যাকাত প্রদানের ফলে যেহেতু তা নিসাবের কম হবে—তখন তার অবশিষ্টাংশ যতদিন না প্রথম সম্পদের দ্বিতীয় হিসাব শেষ হয় ততদিন পর্যন্ত করমুক্ত থাকবে, তারপর তা প্রথম সম্পদের যাকাত আদায় করার পর যা অবশিষ্ট থাকবে তার সঙ্গে যুক্ত হবে—যদি না সেই সময়ের পূর্বে প্রথম সম্পদের দ্বিতীয় হিসাব কালে একই ধরনের অন্যান্য সম্পদের সংযোজন দ্বারা তা করোপযোগী হয়। তদ্রূপ ক্ষেত্রে সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় সম্পদের জন্যে একটি ভিন্ন হিসাব শুরু করতে হবে।

উদাহরণ: ১৯৪৯ সালের ১০ই মার্চ তারিখে ৩০০ দিরহাম অর্জন করা হল এবং এর জন্যে ৯ই মার্চ, ১৯৫০ তারিখ পর্যন্ত এক বছরকাল সময়ের হিসাব শুরু করা হল। তারপর, ধরা যাক, ১৫ই জুলাই, ১৯৪৯ তারিখের মধ্যে আরো ২০০ দিরহাম অর্জন করা হল এবং এর জন্যে

www.pathagar.com

১৪ই জুলাই, ১৯৫০ তারিখ পর্যন্ত একটি হিসাব শুরু করা হল। ৯ই মার্চ, ১৯৫০ তারিখে ৭ দিরহাম যাকাত ধার্য হবে ২৮০ দিরহামের জন্যে (২০ দিরহাম করমুক্ত অবকাশ)। এই যাকাত আদায়ের পরে ৩০০ দিরহাম কমে গিয়ে হবে ২৮০—৭=২৭৩+২০=২৯৩ দিরহাম। যদি ১৪ই জুলাই ১৯৪৯ এবং ৯ই মার্চ, ১৯৫০ তারিখের মধ্যে একই ধরনের কোন কর-বহির্ভূত অর্থ—ধরা যাক ১৬০ দিরহাম অর্জন করা হয়—তাহলে এটাও ২৯৩ দিরহামের সঙ্গে যুক্ত হবে ঠিক পরদিনই অর্থাৎ ১০ই মার্চ, ১৯৫০ তারিখে এবং ৯ই মার্চ, ১৯৫১ তারিখ পর্যন্ত এই মিলিত অংকের জন্যে (অর্থাৎ ২৯৩+১৬০=৪৫৩ দিরহাম) একটি নতুন হিসাব শুরু করতে হবে।

১৪ই জুলাই, ১৯৫০ তারিখে ২০০ দিরহামের উপর ৫ দিরহাম যাকাত ধার্য হবে। যাকাত আদায়ের পর এই অর্থের পরিমাণ নিসাবের কম হয়ে যাবে (১৯৫ দিরহাম)। তারপর ১০ই মার্চ, ১৯৫০ ও ৯ই মার্চ, ১৯৫১ এই সময়ের মধ্যে ঐ একই ধরনের কর-বহির্ভূত কোন সম্পদ যুক্ত না হলে—যা নাকি ১৯৫ দিরহামের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যাকাত দানের পরে তক্ষুণি একটি করোপযোগী পরিমাণের অর্থ হতে পারত, অথবা ৯ই মার্চ, ১৯৫১-এর আগে যে কোন সময়ে উক্ত পরিমাণকে করোপযোগী করে তুলত, ততদিন পর্যন্ত ১৯৫ দিরহাম কর-মুক্ত থাকবে। তারপর ৪৫৩ দিরহামের মধ্যে মাত্র ৪৪০ দিরহামের উপর ১১ দিরহাম যাকাত ধার্য হবে (১৩ দিরহাম যাকাত করমুক্ত অবকাশ), আর তাতে অর্থের পরিমাণ এসে দাঁড়াবে ৪৪০-১১=৪২৯+১৩=৪৪২ দিরহামে। তারপর তার সঙ্গে ঐ ১৯৫ দিরহাম যুক্ত হবে এবং এই মিলিত অর্থের জন্যে (অর্থাৎ ৪৪২+১৯৫=৬৩৭ দিরহাম) ১০ই মার্চ, ১৯৫১ তারিখ থেকে একটি নতুন হিসাব শুরু করতে হবে।

ঙ. এক বছর সময়ের জন্যে ইতিমধ্যেই হিসাব শুরু হয়ে গেছে এমন কোন সম্পদ যদি পরিমাণ বা মূল্যের দিক থেকে ঐ শ্রেণীর জন্যে নির্ধারিত নিসাব অপেক্ষা অধিক হয় এবং হিসাবের বছর সময়ের মধ্যে অর্জিত সম্পদও নিসাব অপেক্ষা অধিক হয়, তাহলে ঐ দুই পরিমাণের জন্যেই আলাদাভাবে বাৎসরিক হিসাব করতে হবে। এদের কোন একটি সম্পদ কমতে কমতে নিসাবের নীচে নেমে এলে তখন, অবস্থা বিবেচনা করে, পূর্ব-প্রচলিত নিয়ম প্রয়োগ করতে হবে।

চ. যখন এমন হয় যে, একই ধরনের তিন বা ততোধিক সংখ্যক করোপযোগী সম্পদ বিভিন্ন সময়ে অর্জন করা হয়েছে, তখন সেগুলোর

www.pathagar.com

একত্রীকরণও একইভাবে পূর্ব-প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী করতে হবে। উদাহরণ-স্বরূপ, যে কোন সম্পদ যা পরিমাণ বা মূল্যের দিক থেকে সেই ধরনের জন্যে নির্ধারিত নিসাব অপেক্ষা কম, তা সম্পদ অর্জনের সময়েই কম হোক বা যাকাত দানের ফলে নিসাবের চেয়ে কম পড়ে গিয়েই হোক, বা সম্পদের কোন অংশ বিক্রি করার ফলেই হোক—তা যদি আর যাকাত করোপযোগী না হয় (২নং নিয়ম অনুযায়ী) তবে হিসাবাধীন সম্পদের যতটুকু বছরান্তে বর্তমান থাকবে তার সঙ্গে যুক্ত হবে। অবশ্য সেই সময়ের আগেই সম্পদ করোপযোগী হয়ে গেলে তখন ৩ খ এবং ৩ গ নিয়ম প্রয়োগ করতে হবে।

যাকাতের হিসাব ঠিক কোন্ তারিখে শুরু করতে হবে তা নির্ভর করবে কোন্ পরিস্থিতিতে উদ্বৃত্ত সম্পদ অর্জন করা হয়েছে তার উপর। যেমন, কোন ব্যক্তির উপার্জন যদি মাসিক বেতন আকারে হয়, তাহলে তাঁর খরচ বাদ দিয়ে যে উদ্বৃত্ত অর্থ থাকবে, করোপযোগী হলে তার হিসাব বেতন গ্রহণের তারিখ থেকে ধরতে হবে।

অপর পক্ষে, উপার্জন যদি ক্রমিক হয়, যেমন ব্যবসায়ীর ক্ষেত্রে, অথবা যদি হয় দৈনিক মজুরীর ভিত্তিতে, তাহলে উদ্বৃত্ত সম্পদের পরিমাণ যে দিন নিসাবের সমপরিমাণ হবে সেদিন থেকে, অথবা উদ্বৃত্ত অংশ যদি করোপযোগী হয় তবে মাস যেদিন শেষ হবে সেদিন থেকে। কেন না মাসের শেষ দিনে সেই মাসের আয়ও ব্যয় হিসাব করে কত উদ্বৃত্ত রইল তার পরিষ্কার হিসাব পাওয়া যায়।

উদ্বৃত্ত সম্পদের উপার্জন যখন নিয়মিত ও চলমান (continuous) হয়, যেমন—মাসিক হিসাবে, তখন প্রতি বছরের একই দিন ও মাসে যে উদ্বৃত্ত সম্পদ আলাদা করে রাখা হয় তা সঙ্গে সঙ্গে সেই সম্পদের অব-শিষ্টাংশের সঙ্গে যুক্ত হবে যার হিসাব মাত্র সমাপ্ত হয়েছে। তা এই ক্ষেত্রে স্বভাবতঃই এর নিজস্ব হিসাবে পরিণত হবে। সংশ্লিষ্ট প্রতিটি সম্পদের জন্যে যেহেতু যাকাত ন্যায্য হয় তাই এই পদ্ধতি অনুযায়ী প্রতি মাসে যাকাত তহবিলে অর্থ প্রদান করতে হবে। যাকাত তহবিলের প্রশা-সকের নিকট এই ঘটনা একটি বিশেষ সম্পদ বলেই বিবেচিত হতে পারে।

ছ. [১] সবশেষে কোন একই ব্যক্তির একই ধরনের সম্পদের যখন একাধিক হিসাব গ্রহণ করা হয় এবং সেই ব্যক্তি যদি তাঁর সম্পদের অংশবিশেষ বিক্রি

১. করোপযোগী ব্যক্তিগত সম্পদের পরিবর্তন পদ্ধতির জন্যে ৬নং নিয়ম দেখুন।

www.pathagar.com

করে দিতে চান, তাহলে তিনি সম্পদের সেই অংশই আগে বিক্রি করবেন যার বাৎসরিক যাকাতের হিসাব সবশেষে শুরু হয়েছে। নগদ অর্থের ক্ষেত্রে এটি বিশেষভাবে প্রযোজ্য। পূর্বচলিত নিয়মাবলী, যা বহুগণন পদ্ধতির নিয়ন্ত্রক, নিম্নে বর্ণিত যে কোন ধরনের করোপযোগী সম্পদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য—যদি সম্পদ এক বছরকাল যাবত মালিকানাধীন থাকে। এই বছরকাল মালিকাধীন থাকাটা যাকাত আইনের অত্যাবশক শর্ত। সম্পদগুলো হল: সোনা, রূপা, মুক্তা ও মূল্যবান পাথর, নগদ টাকা, ব্যবসায়ের সম্পদ ও গৃহপালিত পশু—যদি এসব সম্পদ উপার্জন দ্বারা অধিকারে আনা হয়ে থাকে (যথা, লাভ বা বেতন বা মজুরি), উপহার হিসাবে পাওয়া হয়ে থাকে, উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া হয় বা কর-বহির্ভূত সম্পদের বিক্রয়লব্ধ হয়।

৪র্থ আইনের সম্পত্তি হস্তান্তরের বিধি অনুযায়ী করোপযোগী কোন সম্পদের বিনিময়ে যখন একই ধরনের করোপযোগী কোন নতুন সম্পদ লাভ করা হয় তখন এই নিয়মগুলো প্রযোজ্য হবে না। এ ক্ষেত্রে হস্তান্তরিত সম্পদের হিসাব হস্তান্তরহেতু ভঙ্গ হয় না, কেবলমাত্র তা নবলব্ধ সম্পদের প্রতি প্রযোজ্য হয়।

৫. ঋণ থেকে মুক্তি

হানাফী এবং মালিকী মাযহাবের বিরোধিতা করে শাফিঈ মাযহাব নির্দেশ দেয় যে, সম্পদের প্রকৃত মালিক ঋণগ্রস্ত থাকলেও যাকাত ও কর সমভাবেই প্রযোজ্য হবে।

প্রথম দৃষ্টিতে এই মত হয়ত বা সমর্থন লাভ করতে পারে যে, কোন ব্যক্তির যখন যাকাত প্রদান করার মত সম্পদ রয়েছে, তখন প্রয়োজনের অধিক সম্পদ থাকতে তিনি ঋণের বোঝা বহন করবেন কেন? তদুপরি যদিও বা তিনি ঋণী হয়ে থাকেন, করোপযোগী উদ্বৃত্ত সম্পদ থাকতে তাঁর যাকাত আদায় না করার কোন সঙ্গত কারণ থাকতে পারে না। ঋণ হয়ত বা তিনি প্রয়োজনের জন্যে গ্রহণ না করে সুবিধার জন্যেও গ্রহণ করে থাকতে পারেন।

যা হোক, ভাল করে বিবেচনা করলে দেখা যাবে যে, প্রথমতঃ ঋণের দ্বারা সম্পদের করোপযোগিতা বাধাগ্রস্ত হয়, এবং দ্বিতীয়তঃ সম্পদ থাকা সত্ত্বেও কোন ব্যক্তি সঙ্গত কারণেই ঋণগ্রস্ত হতে পারেন। উদাহরণস্বরূপ, কোন ব্যক্তির করোপযোগী সংখ্যক গৃহপালিত পশু থাকা সত্ত্বেও জরুরী

www.pathagar.com

নগদ টাকার প্রয়োজনে পড়তে পারে এবং তিনি নিজের পশুগুলো বিক্রি করতে অনিচ্ছুক বা অসমর্থ হতে পারেন। তখন হয়ত সঙ্গত কারণেই তিনি করোপযোগী পশুগুলো বন্ধক রেখে প্রয়োজনীয় ঋণের দরখাস্ত করতে পারেন। আরেকটি উদাহরণ হতে পারে যে, কোন মালিকের করোপযোগী পরিমাণের রূপা বা সোনা আছে। কিন্তু সেই পরিমাণ তাঁর ব্যবসায়ের প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট নাও হতে পারে, অথবা এমনও হতে পারে যে, সেগুলো হয়ত অলঙ্কার জাতীয় কোন প্রিয় জিনিসের আকারে আছে, তাই মালিক সেগুলো বিক্রি করতে ইচ্ছুক নন। এ ক্ষেত্রেও মালিক সঙ্গত কারণেই ঋণ গ্রহণ করতে পারেন এবং তাঁর করোপযোগী সম্পদ বন্ধক রেখে ঋণের জন্যে আবেদন করতে পারেন।

আরো একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। যেমন, কোন ব্যক্তি বাড়ী থেকে দূরে কোথাও সফরে বের হয়ে অকস্মাৎ অসুবিধায় পড়ে নিজ সুবিধার জন্যে ঋণ গ্রহণ করলেন, কারণ সেই মুহূর্তে তাঁর পক্ষে নিজ বাড়ীর সম্পদ ব্যবহার করা সম্ভব নয়। এক্ষেত্রেও তাঁর মালিকানাধীন করোপযোগী সম্পদ ঋণের পরিমাণ অনুযায়ী দায়বদ্ধ হবে এবং সাময়িক-ভাবে তিনি যাকাত কর ধার্য থেকে রেহাই পাবেন।

ঋণ করোপযোগী সম্পদের উপর যে প্রভাব সৃষ্টি করে তা হল এই যে, যতদিন পর্যন্ত ঋণ থাকে ততদিন সম্পদের পরিপূর্ণ মালিকানা বাধা-গ্রস্ত হয় এবং সে কারণে সম্পদের স্বাধীন হস্তান্তরকরণও প্রভাবিত হয়। শুধু এই কারণেই ঋণ সমপরিমাণ সম্পদকে যাকাত করমুক্ত করে, কেন না সম্পদের পরিপূর্ণ কর্তৃত্ব এবং সম্পদ হস্তান্তরের অধিকার থাকা যাকাত আইনের অত্যাবশ্যক শর্ত।

অবস্থাটিকে সাধারণভাবে নিম্নলিখিতরূপে সংক্ষেপ করা যায়ঃ

১. ঋণী ব্যক্তির ঋণের পরিমাণ যদি তাঁর করোপযোগী সম্পদের চেয়ে বেশী হয় তাহলে যতদিন পর্যন্ত তিনি ঋণমুক্ত না হবেন ততদিন তিনি যাকাতের দায় থেকে মুক্ত থাকবেন। এর আইনগত ভিত্তি এই যে, যতদিন ঋণ থাকে ততদিন পর্যন্ত ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি পূর্ণ মালিকানা থেকে সাময়িক-ভাবে বঞ্চিত থাকেন। ফলে করোপযোগী বর্তমান সম্পদ, তা বন্ধক রাখা হয়ে থাকুক বা না থাকুক, উদ্বৃত্ত সম্পদ বলে গণ্য হয় না, কেন না ঋণ পরিশোধ না করা পর্যন্ত আইনতঃ তা দায়বদ্ধ।

www.pathagar.com

২. ঋণের পরিমাণ যদি করোপযোগী সম্পদের মূল্য অপেক্ষা কম হয় তাহলে ঋণ বাবদ সেই পরিমাণ সম্পদ যাকাত কর থেকে রেহাই পাবে। বাদবাকী করোপযোগী সম্পদের (অর্থাৎ যে পরিমাণ সম্পদ ঋণের মোট পরিমাণের অধিক) উপর স্বাভাবিক যাকাত কর ধার্য হবে।

৩. যাকাত আইন অনুযায়ী এটি প্রয়োজনীয় যে, যখনই পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে তখনই ঋণকে উৎপাদনশীল সম্পদের জন্যে প্রয়োগ করতে হবে; সেই সম্পদ যার স্থায়ী উৎপাদন-মূল্য রয়েছে।

এই নিয়ম দ্বারা এটাই বোঝায় যে, কখনো এবং কোন অবস্থাতেই ঋণের দায়বদ্ধতা ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির যাকাত-মুক্ত সম্পদের উপর (যথা গৃহস্থালীর আসবাবপত্র, যমিন অথবা আয়) বর্তানো যাবে না, যাতে সেরূপ সম্পদের উপর থেকেই ঋণ বাবদ যাকাত আদায় করা হয় যা থেকে নাকি স্বাভাবিকভাবে যাকাত আদায় হত।

৪. যে কোন ধরনের করোপযোগী সম্পদ ঋণের জন্যে দায়বদ্ধ হতে পারে এবং তাহলে সেই সম্পদ সাময়িকভাবে যাকাত-কর মওকুফ পাবে।

৫. ঋণ পরিশোধ করা হয়ে গেলে দায়বদ্ধতা এবং তার ফলে যে সম্পদের উপর যাকাত-কর মওকুফ ছিল, তা আর থাকবে না।

৬. সম্পদ যদি ঋণের কারণে এক বা একাধিক বছরের জন্যে দায়বদ্ধ থেকেও থাকে ঋণ পরিশোধের পরে তা থেকে আর অতীতে কার্যকরভাবে যাকাত আদায় করা যাবে না। এর কারণ, যাকাত মওকুফের সমস্ত কাল-ব্যাপী দায়বদ্ধতাহেতু সম্পদের উপর পূর্ণ মালিকানা বাধাগ্রস্ত হয়েছিল।

৭. দায়বদ্ধতাহেতু সম্পদের এক বছরকাল সময়ের হিসাব যেহেতু কার্যকরভাবে ভঙ্গ হয়েছে, তাই ঋণ একবার পরিশোধ হয়ে গেলে নতুন করে হিসাব শুরু করতে হবে এবং নির্ধারিত সময়ান্তে স্বাভাবিকভাবে যাকাত আদায় করতে হবে।

৮. সম্পদের উপর যাকাত ধার্য হবার পরে ঋণ গ্রহণ করলে তা পিছনের যাকাত-কর মওকুফের কোন কারণ বলে গণ্য হবে না। উপরন্তু ঋণ যদি পরের এক বছর বা তারও বেশী সময় পর্যন্ত চলতে থাকে তাহলে তার জন্যে দায়বদ্ধ সম্পদ ঋণ পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত যাকাত করমুক্ত থাকবে।

৯. ঋণী ব্যক্তি যদি কিস্তিতে তাঁর ঋণ পরিশোধ করেন, তাহলে তাঁর সম্পদের দায়বদ্ধতা ঋণ পরিশোধের পরিমাণানুযায়ী কমতে থাকবে এবং এভাবে মুক্ত সম্পদ পুনরায় স্বাভাবিকভাবে যাকাতাধীন হবে।

www.pathagar.com

১০. পারস্পরিক চুক্তির দ্বারা কোন নারীর বিবাহের দেনমোহর (مهر) যা মূল্যের দিক থেকে করোপযোগী, পরিশোধ যদি বিলম্বিত হয়, সেই পরিমাণ অর্থ যেহেতু স্বামীর ঋণরূপে গণ্য হয়, তিনি (স্বামী) তাই তার যাকাত প্রদান থেকে অব্যাহতি লাভ করেন; কেননা দেনমোহরের সম্পদ আইনগতভাবে দায়বদ্ধ।

দেনমোহর স্ত্রীকে পরিশোধ করা হলে সেই সম্পদ বা অর্থের কর-ওকুফ বাতিল হয়ে যাবে এবং তখন যাকাত দেয় হওয়া মাত্র তা আদায় করা কেবল-মাত্র স্ত্রীর একার দায়িত্ব।

১১. ঋণ সুবিধাহেতু, এবং উদ্দেশ্য আইনসঙ্গত হলে তা গ্রহণযোগ্য। তথাপি দীর্ঘস্থায়ী ঋণ (যথাঃ এক বছরেরও অধিক সময়ের জন্যে নেওয়া ঋণ) যতদূর সম্ভব গ্রহণ না করাই ভাল। এ কারণে যে, ঋণ গ্রহীতার একার আয় দ্বারা ঋণ পরিশোধ করা সম্ভব হয় না, অথচ তিনি করোপযোগী সম্পদের প্রকৃত মালিক। তাঁর উচিত যাকাত ন্যায্য হওয়ার আগে সম্পদ থেকে পুরা না হলেও অন্ততঃ আংশিক ঋণ পরিশোধ করে দেওয়া। সেক্ষেত্রে যাকাত কেবল অবশিষ্ট করোপযোগী সম্পদের (যদি থাকে) উপরই ধার্য হয়। ঋণ যদি বছরকাল পূর্ণ হওয়ার একদিন মাত্র আগেও পরিশোধ করা হয়, তাহলেও ঐ অবশিষ্ট সম্পদের উপরই কর ধার্য হবে।

সম্পদ যদি কৃষিজ উৎপাদন নিয়ে গঠিত হয়, তাহলে সম্পদের মালিককে স্বাধীনতা দেওয়া উচিত। তিনি নিজ ইচ্ছা অনুসারে যতটুকু খুশী ততটুকুর বদলে সম্পূর্ণ ঋণ বা ঋণের অংশবিশেষ পরিশোধ করবেন এবং তার পরে সম্পদের বাদবাকী অংশ যদি করোপযোগী থাকে তবে সেটুকুর যাকাত আদায় করবেন।

১২. কুরআন শরীফের আইন অনুসারে একজন মুসলিম ঋণদাতা কখনো এবং কোন অবস্থাতেই এমন পরিস্থিতিতে ঋণ আদায় করতে পারেন না, যার ফলে ঋণগ্রহীতা অবধারিতভাবে কষ্টকর অবস্থায় পতিত হতে পারেন। এমন কি ঋণগ্রহীতা কোনও রকম অবাঞ্ছিত, অপ্রীতিকর অবস্থায় পতিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকলেও না।

"যদি ঋণগ্রহীতা অভাবী হয় তবে সচ্ছলতা পর্যন্ত তাকে অবকাশ দেওয়া বিধেয়। আর যদি তোমরা মাফ করে দাও তবে তা তোমাদের জন্যে কল্যাণকর, যদি তোমরা জানতে।" (সূরা বাকারা : ২৮০)

www.pathagar.com

কুরআনে পাকের এই আয়াতের নির্দেশ অনুযায়ী ঋণদাতাকে জবরদস্তি ঋণ আদায় করার বিষয়ে সর্বাধিক সচেতনতা অবলম্বনের কথা বলা হয়েছে ; বিশেষ করে দাবীকৃত সম্পদ যদি কৃষিজ উৎপাদন হয়, যা হয়ত ঋণগ্রহীতার একমাত্র জীবিকার সম্বল।

ঋণদাতা যদি খুবই প্রয়োজনে পড়েন যে ঋণগ্রহীতার সুবিধা-অসুবিধা বিবেচনা করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়, তাহলে যাকাত আইন অনুযায়ী তিনি আশু প্রয়োজন মত যাকাত তহবিল থেকে টাকা গ্রহণ করতে পারেন, ঋণ যদি ক্ষুদ্র হয় এবং যাকাত তহবিলে প্রাচুর্য থাকে তাহলে পুরা টাকার হয়ত বন্দোবস্ত হয়ে যেতে পারে। কিন্তু বড় অংকের ঋণ হলে অথবা ঋণদাতার আশু প্রয়োজন প্রদত্ত ঋণের পরিমাণ থেকে কম হলে, ঋণগ্রহীতা যাকাত তহবিল থেকে কেবল তাঁর নিতান্ত প্রয়োজন মিটানোর মত অর্থ গ্রহণ করতে পারেন।

যাকাত তহবিল থেকে ঋণের আংশিক পরিশোধ পরিমাণ টাকা গ্রহণ করলে যা বাকী থাকবে (যাকাত তহবিল থেকে গৃহীত অর্থ এবং সম্পূর্ণ ঋণের মধ্যে যা তফাৎ) তা যতদূর সম্ভব তাড়াতাড়ি পরিশোধ করার দায়িত্ব ঋণ গ্রহীতার।

কুরআন শরীফের নির্দেশ এই যে, প্রত্যেক মুসলমানের আন্তরিকভাবে সামাজিক দায়িত্ববোধ থাকবে এবং প্রাত্যহিক জীবনের বিষয়গুলোর পরিকল্পনা সম্বন্ধে তাঁর দূরদর্শিতা থাকবে। অপরের সুবিধা-অসুবিধা উপেক্ষা করে নিজের স্বার্থ উদ্ধার করা, ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও সুখ-সুবিধার জন্যে সকলের মঙ্গলকে বিনষ্ট করা একজন মুসলমানের পক্ষে কেবল যে অশোভন তাই নয়, এটা কুরআনের সামাজিক, অর্থনৈতিক আদর্শেরও বিরোধী।

এ কারণেই সম্পদের স্বাধীন, বাধাহীন ও অবিরত প্রবহমানতার যে অর্থনৈতিক পদ্ধতি তারই পরিপূরকরূপে কুরআন মুসলমানকে এই নির্দেশ দেয় যে, সে যেন তার আয়-সীমার মধ্যে জীবন যাপন করে এবং ধনসম্পদ এমনভাবে ব্যয় করে, যাতে নাকি সে নিজে এবং সমাজের আর সবাই উপকৃত হতে পারে। তদুপরি মুদ্রাস্ফীতির বিরুদ্ধে বাস্তব পদক্ষেপ হিসাবে কুরআন সকল মুসলমানকে জোর দিয়ে বলে যে, তারা যেন অহেতুক ব্যয় না করে এবং সর্বোপরি নিজ সম্পদের অতিরিক্ত যেন ব্যয় না করে। সুদসমেত ঋণ এবং অপ্রয়োজনে ঋণ গ্রহণ এই দুই-ই কুরআনে নিষিদ্ধ। বিনা প্রয়োজনে ঋণ গ্রহণ—নিজের যা নেই অপরের বিনিময়ে তা ব্যয় করারই নামান্তর এবং অপর ব্যক্তিও অনেক সময় সহানুভূতির বশবর্তী

www.pathagar.com

হয়ে নিজের আংশিক সম্পদ ব্যয় করে একটি অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতির সৃষ্টি করে, অথবা কোন দায়িত্বহীন ব্যয় প্রকল্পকে আর্থিক মদদ যোগায় যা নাকি প্রায়শঃই মারাত্মক পরিণতিতে পর্যবসিত হয়।

একেবারে পাকাপোক্ত আইনসঙ্গত প্রয়োজনেও যখন ঋণ গ্রহণ করা হয়—সত্যিকারের কোন দারিদ্র্য দূর করার জন্যে কি অন্য কোন সঙ্গত কারণে—ইসলামী আইন তখন বিষয়টি অতি গুরুতরভাবে গ্রহণ করে থাকে এবং গ্রহীতাকে সুযোগ পাওয়ামাত্রই ঋণ পরিশোধ করে দিতে তাগিদ দেয় অর্থাৎ নিজেকে কোন জটিল অবস্থার সম্মুখীন না করে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ঋণ পরিশোধ করে দেওয়া উচিত।

কুরআনে যে কোন আকারে সুদ গ্রহণ সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ। তাই সুদ—প্রচলিত সমাজে যে রকম বর্তমান, ঠিক সে রকম অর্থ লাভের উদ্দেশ্যে টাকা খাটানোর সুযোগ ইসলামী সমাজে নেই। মুসলমান ঋণদাতা সহানুভূতি ও দয়াপরবশ হয়ে এবং সামাজিক দায়িত্ববোধের বশবর্তী হয়েই ঋণ প্রদান করে থাকেন। এ ধরনের সমাজদরদী নিঃস্বার্থপরায়ণ ব্যক্তি যেরূপ ঋণদান করে থাকেন, ঋণগ্রহীতারও তেমনি উচিত সামাজিকভাবে দায়িত্বশীল হওয়া, তাঁরও উচিত ঋণদাতার অবস্থা বিবেচনা করা এবং শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁর স্বার্থ রক্ষা করা।

"আমানত তার মালিককে ফেরত দেওয়ার জন্যে আল্লাহ্ তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন।" (সূরা নিসা ঃ ৫৮)

"হে মু'মিনগণ, তোমরা আল্লাহ্ ও রসূলের হুকুমসমূহের ব্যতিক্রম করো না আর নিজেদের রক্ষণযোগ্য বস্তুগুলোতে বিশ্বাসঘাতকতা করো না, অথচ তোমরা অবগত আছ।" (সূরা আনফাল ঃ ২৭)

তাই আওকাতে কুলানোমাত্রই দায়মুক্ত হয়ে যাওয়া ঋণগ্রহীতার জন্যে এক পবিত্র নৈতিক দায়িত্ব, যাতে ঋণদাতা স্বল্পতম সম্ভব সময়ের জন্যেই তাঁর সম্পদের স্বাধীন ব্যবহার থেকে বঞ্চিত থাকেন।

৬. ঋণমুক্তি এবং ঋণবদ্ধ সম্পদের যাকাত

যাকাত আইন অনুযায়ী যাকাত ধার্য হবার সময়ে সম্পদ তার প্রকৃত মালিকের পরিপূর্ণ অধিকারে থাকা বাঞ্ছনীয়। এর ব্যতিক্রম যখন ঘটে তখনো যাকাত আদায়ের দায়দায়িত্ব মূলতঃ চলে যায় না; সম্পদ পুনরায় প্রকৃত মালিকের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে না থাকা পর্যন্ত স্থগিত থাকে মাত্র।

www.pathagar.com

অতএব করোপযোগী সম্পদ যদি ঋণের দায়বদ্ধ থাকে এবং সে কারণে তা সাময়িকভাবে প্রকৃত মালিকের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণের বাইরে থাকে, তথাপি সম্পদের উপরে মালিকের স্বত্ব চলে যায় না, সম্পদ সংরক্ষিত সম্পদের মত হয়ে থাকে এবং নিম্নলিখিত শর্তাবলী সাপেক্ষ তা যাকাত করাধীন হয়।

১. ঋণ যদি করোপযোগী হয় অর্থাৎ পরিমাণ বা মূল্যের দিক থেকে সেই ধরনের সম্পদের জন্যে নির্ধারিত নিসাবের সমপরিমাণ বা তার বেশী হয় এবং ঋণ ভোগের চলতি বছরের মধ্যে যদি তা পরিশোধ করে দেওয়া হয় তবে স্বাভাবিকভাবে যথাসময়ে যাকাত আদায় করতে হবে।

২. ঋণ যদি পুরা এক বছর যাবত অনাদায়ী থাকে এবং যাকাত হিসাবের চলতি বছরের শেষ তারিখ মুতাবিক পরিশোধ করা হয় তাহলে যাকাত স্বাভাবিকভাবে যথাসময়ে আদায় করতে হবে।

৩. ঋণের সময়সীমা যখন এক বছরের বেশী হয় সেক্ষেত্রে ঋণ পরিশোধের সময়ে (পরিশোধের আগে নয়) পিছনের তারিখে কার্যকরভাবে সমগ্র ঋণকালের জন্যে যাকাত আদায় করতে হবে।[১] পরিশোধিত অর্থের পরিমাণ যদি সম্পূর্ণ পরিমাণের চেয়ে কম হয় তাহলে ৯ নং (নীচে দেখুন) নিয়ম অনুযায়ী যাকাত আদায় করতে হবে।

৪. ঋণ প্রদত্ত সম্পদ যখন পরিমাণ বা মূল্যের দিক থেকে উক্ত ধরনের সম্পদের জন্যে নির্ধারিত নিসাব অপেক্ষা কম হয় এবং তা প্রকৃত মালিকের ঐ ধরনের একমাত্র সম্পদ হয়, স্বাভাবিকভাবেই তাহলে যাকাত আদায়ের প্রশ্ন উঠবে না। কিন্তু ঋণ-কালের মধ্যে যে কোন সময়ে ঐ ধরনের সম্পদ পরিমাণ বা মূল্যের দিক থেকে যথেষ্ট অর্জন করা হলে এবং এই অর্জনের ফলে মোট সম্পদ করোপযোগী হলে (অর্থাৎ নিসাবের সমপরিমাণ বা তার চেয়ে বেশী হলে) উভয় সম্পদের একত্রে দখলীকৃত থাকার এক বছরের হিসাব শুরু করতে হবে। শুরু হবে সেই থেকে যে তারিখে নতুন সম্পদ অর্জন করা হয়েছে। তারপরে নতুন অর্জিত সম্পদ যদি পরিমাণে আর করোপযোগী না হয়, তাহলে ঋণের অর্থ প্রকৃত মালিকের

১. হানাফী মাযহাব ঋণ-প্রদত্ত সম্পদকে হারানো সম্পদের সমদৃষ্টিতে বিবেচনা করে থাকে (المال الضماء), তাই পরিশোধকালে সেই সম্পদকে যাকাত করোপযোগী বিবেচনা করে না, ঋণের কাল যা-ই থাকুক না কেন। ইমাম মালিক, ইমাম শাফি'ঈ ও ইমাম জাফর এই মতের বিরোধিতা করেন এবং বলেন যে, ঋণপ্রদত্ত সম্পদ যাকাত-কর মওকুফ পাবে না।

www.pathagar.com

নিকট প্রত্যর্পিত না হওয়া পর্যন্ত তার উপর যাকাত ধার্য হবে না। ঋণ আদায়ের পর উভয় মিলিত সম্পদের উপর পিছনের তারিখে কার্যকরভাবে যাকাত আদায় করতে হবে।

আলোচ্য সম্পদের এক বছরকাল দখলীর জন্যে যেহেতু হিসাব শুরু হয়ে থাকবে, যদিও সম্পদের একটা অংশমাত্র সাময়িকভাবে প্রকৃত মালিকের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে ছিল, তার পরবর্তীতে সংযোজিত ঐ একই ধরনের যে কোন করোপযোগী পরিমাণ সম্পদের জন্যে ভিন্ন হিসাব শুরু করতে হবে এবং যে কোন কর-বহির্ভূত পরিমাণ সম্পদ সংযোজন দ্বারা করোপযোগী না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষমান থাকবে, তারপর তা করাধীন সম্পদের যাকাত প্রদানের পরে যা অবশিষ্ট থাকবে তার সঙ্গে যুক্ত হবে।

অপরপক্ষে, নতুন অর্জিত সম্পদ যদি এককভাবেই করোপযোগী হয় তাহলে তার বাবদ যাকাত যথাসময়ে দেয় হবে। আর ঋণ হিসাবে প্রদত্ত টাকা যা এককভাবে করোপযোগী নয়, অতিরিক্ত সম্পদ সংযোজনের দ্বারা করোপযোগী হয়েছে এবং তৎপরবর্তীকাল থেকে একটি করোপযোগী একক সম্পদের অংশ গঠন করেছে, তা প্রকৃত মালিকের নিকট পরিশোধিত না হওয়া পর্যন্ত যাকাত করোপযোগী হবে না। পরিশোধের পর উক্ত সম্পদের যাকাত পিছনের তারিখে কার্যকরভাবে (যে তারিখে তা নতুন সম্পদ সংযোজনের ফলে করোপযোগী হয়েছে সেই তারিখ থেকে) ধার্য করতে হবে এবং উভয় সম্পদের মিলিতভাবে এক বছরকাল দখলে থাকার হিসাব ধরতে হবে অর্থাৎ হিসাব চলাকালীন সময়ে যদি ঋণ পরিশোধ করা হয়ে থাকে, তাহলে যাকাত পিছনের তারিখে কার্যকরভাবে ধার্য করতে হবে—ঋণ পরিশোধের পূর্বে শেষ হিসাবের তারিখ পর্যন্ত সময়ের জন্যে। যাকাত প্রদানের পরে সম্পদের (পরিশোধিত ঋণের) যা অবশিষ্ট থাকবে তা একই হিসাবাধীন অন্যান্য সম্পদের সঙ্গে যুক্ত হবে এবং সেই সম্মিলিত সম্পদের যাকাত স্বাভাবিকভাবে চলতি হিসাবান্তে নির্ধারিত সময়ে দেয় হবে।

৫. করোপযোগী বা কর-বহির্ভূত কোন সম্পদের ঋণ প্রদানের ফলে যদি যাকাত স্থগিত হয়ে যায় অর্থাৎ প্রকৃত মালিকের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণাধীন সম্পদ যখন ঋণ প্রদানহেতু নিসাবের চেয়ে কম হয়, তখন ঋণ পরিশোধ না করা পর্যন্ত তা যাকাত করোপযোগী হবে না। ঋণ পরিশোধিত হলে পিছনে কার্যকরভাবে (৪নং নিয়মের যেরূপ ব্যাখ্যা করা হয়েছে) মূল হিসাবের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে উভয় মিলিত সম্পদের যাকাত আদায় করতে হবে।

www.pathagar.com

৬. ঋণের পরিমাণ যদি করোপযোগী হয় ও তা প্রকৃত মালিকের ঐ ধরনের একমাত্র সম্পদ হয়ে থাকে এবং পরবর্তীকালে যদি কর-বহির্ভূত পরিমাণের আরো সম্পদ অর্জন করা হয়, তাহলে ঐ অর্জিত সম্পদকে ঋণের পরিমাণের সঙ্গে একত্রে তার চলতি হিসাবের শেষ থেকে ধরতে হবে। ঋণ পরিশোধিত হয়ে গেলে যাকাত পিছনের তারিখে কার্যকরভাবে (ক) যে পরিমাণ সম্পদ ঋণে ছিল, করমুক্ত সম্পদ অর্জনকালে চলতি হিসাবের শেষ সময় পর্যন্ত তার, এবং (খ) উক্ত তারিখ থেকে উভয় অংকের পরিমাণের জন্যে (এখন থেকে করোপযোগী একক সম্পদ) পরিশোধের আগে হিসাব শেষ না হওয়া পর্যন্ত (যদি হিসাব শুরু হয়ে থাকে), আদায় করতে হবে। পিছনের ধার্য কর পরিশোধিত হয়ে গেলে অবশিষ্ট অংশের উপর চলতি হিসাবের শেষে স্বাভাবিক কর ধার্য হবে।

৭. ঋণ প্রদানের পরেও করোপযোগী বা কর-বহির্ভূত পরিমাণ যাই হোক না কেন, প্রকৃত মালিকের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণাধীন সম্পদের করোপযোগিতা যদি বলবৎ থাকে, তবে শেষোক্ত সম্পদের যাকাত স্বাভাবিকভাবে যখন প্রদেয় হবে তখনই দিতে হবে। ঋণ প্রদত্ত পরিমাণ প্রত্যর্পিত হলে অতঃপর যাকাত হিসাব অনুযায়ী পিছনে কার্যকরভাবে প্রদত্ত হবে। কারণ, যে সম্পদের এটি অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল তা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়নি। স্বাভাবিকভাবে যে তারিখে এর যাকাত দেয়া হত, সে তারিখ অনুযায়ীই যাকাত ধরতে হবে।

যাকাত প্রদানের পরে আদায়কৃত সম্পদের যা অবশিষ্ট থাকে (করোপযোগী বা করমুক্ত) অতীতে কার্যকরভাবে যাকাত আদায়ের পর, আরেকবার এটা যে সম্পদের অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল তার সঙ্গেই যুক্ত হবে এবং এই যুক্ত সম্পদের পরিমাণ যা হবে তার প্রচলিত হিসাব অনুযায়ী স্বাভাবিক যাকাত আদায় করতে হবে।

৮. বিভিন্ন সময়ে অর্জিত সম্পদ থেকে যদি ঋণ দেওয়া হয়, যার ফলে ভিন্ন ভিন্ন হিসাব ধরতে হয় (বহুগণন পদ্ধতি নিয়ন্ত্রণের ৩-ছ নিয়ম অনুযায়ী) তাহলে তারিখের ক্রম অনুযায়ী দেওয়া উচিত এবং সেই পরিমাণ সম্পদ থেকে যার বছরকালের হিসাব সবশেষে শুরু হয়েছে। নগদ অর্থের ক্ষেত্রে বিশেষ করে এটি প্রযোজ্য হবে।

এ ক্ষেত্রে উক্ত ঋণ সেই সম্পদকেই প্রভাবিত করবে যার সঙ্গে নাকি তার যুক্ত হিসাব রয়েছে। ঋণের অংক যদি ভিন্ন ভিন্ন হিসাবের হয় তবে প্রতিটি অংশকে তার স্ব স্ব হিসাব অনুযায়ী ধরে নিতে হবে।

www.pathagar.com

৯. ঋণের সম্পদ যদি প্রকৃত মালিককে কিস্তিতে পরিশোধ করা হয় তাহলে অতীতে কার্যকরভাবে প্রদেয় যাকাত নিম্নলিখিতভাবে ধরতে হবে:

ক. কিস্তি যখন পরিমাণ বা মূল্যের দিক থেকে নিসাব অপেক্ষা কম হয়, এবং এটা যে সম্পদের অবিচ্ছেদ্য অংশ (অর্থাৎ যে অংশ প্রকৃত মালিকের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রয়েছে) তা যদি নিসাবের সমপরিমাণ বা তার চেয়ে বেশী হয়;

খ. কিস্তির পরিমাণ যখন নিসাবের সমপরিমাণ বা তার চেয়ে বেশী হয় এবং যে সম্পদের তা অবিচ্ছেদ্য অংশ তা নিসাব অপেক্ষা কম হয়;

গ. যখন কিস্তি এবং যে-সম্পদের তা অবিচ্ছেদ্য অংশ তা উভয়ই আলাদা আলাদাভাবে নিসাবের সমপরিমাণ বা তার চেয়ে বেশী হয়;

ঘ. যখন কিস্তি এবং যে সম্পদের তা অবিচ্ছেদ্য অংশ উভয়ই আলাদা আলাদাভাবে নিসাব অপেক্ষা কম হয় কিন্তু যুক্তভাবে নিসাবের সমপরিমাণ বা তার অধিক হয়। এভাবে গঠিত সম্পদ, তাই, স্বাভাবিক যাকাতের অধীন হবে।

দ্বিতীয়ত: কিস্তি যদি প্রকৃত মালিকের একই ধরনের সম্পদের সঙ্গে একই হিসাবের অন্তর্গত হয়ে যুক্ত হয় এবং তা নিসাব অপেক্ষা কম হয়— যদিও সম্পূর্ণ সম্পদের যোগফল (অর্থাৎ ঋণে প্রদত্ত অংক এবং মালিকের হাতের অবশিষ্ট) নিসাবের বেশী হতে পারে, কিস্তির মারফত ফিরে পাওয়া সম্পদ সঙ্গে সঙ্গেই অতীতে কার্যকরভাবে যাকাতাধীন হবে না, বরং অপেক্ষমান থাকবে যতদিন না ফিরে পেয়ে মালিকের নিয়ন্ত্রণাধীন সম্পদ করোপযোগী হয়ে উঠে। এভাবে সম্পদ একবার করোপযোগী বলে প্রতিষ্ঠা পেলে তার ন্যায্য যাকাত অতীতে কার্যকরভাবে আদায় করতে হবে এবং পরবর্তী কিস্তিগুলোর পরিস্থিতি অনুযায়ী উপরে উল্লেখিত ৯-ক অথবা ৯ গ-এর নিয়মানুসারে ব্যবস্থা করতে হবে।

অনুরূপভাবে ঋণ যদি ঐ ধরনের একমাত্র সম্পদ হয় এবং তা বছর-কালের জন্যে একই হিসাবাধীন হয় এবং কিস্তিতে ফেরত পাওয়া ঋণ নিসাব অপেক্ষা কম হয় তবে ফেরত পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তা অতীতে কার্যকরভাবে যাকাত-করের অধীন হবে না, বরং অপেক্ষমান থাকবে যত-দিন পর্যন্ত না আরো ফেরত পাওয়া পরিমাণের দ্বারা প্রকৃত মালিকের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণাধীন সম্পদ করোপযোগী হয়। তখন ঋণ থেকে ফেরত পাওয়া অংকের দেয় যাকাত অতীতে কার্যকরভাবে আদায় করতে হবে।

১০. অতীতে কার্যকরভাবে দেয় যাকাত আদায়ের আগেই যদি ঋণের ফেরত পাওয়া অর্থ ব্যয় হয়ে যায় তবে সেই সম্পদের অতীতে কার্যকরভাবে

www.pathagar.com

দেয় যাকাত মওকুফ হবে না এবং যতটুকুই করোপযোগী হয় তা প্রদান করার একক দায়িত্ব প্রকৃত মালিকের। যে কোন অবস্থায় তাঁকে তা আদায় করতে হবে।

১১. এটা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, ঋণে প্রদত্ত অর্থ সাময়িকভাবে প্রকৃত মালিকের নিয়ন্ত্রণের বাইরে হলেও তা থেকে মালিকানা একেবারে চলে যায় না এবং কাজে কাজেই ঋণ প্রদান করাটা কোন অবস্থাতেই সম্পদের বছরকাল সময়ের হিসাবকে প্রভাবিত করতে পারে না। অতএব বহুগুণ হিসাবের আইনসমূহ অবস্থাভেদে প্রয়োগ করতেই হবে—সম্পদের অংশবিশেষ ঋণে থাকুক বা না থাকুক।

প্রকৃত মালিকের নিকট ফেরত না আসা পর্যন্ত ঋণে প্রদত্ত অর্থের উপর যাকাত আদায় করার জন্যে কোন অবস্থাতেই কাউকে বাধ্য করা যাবে না। এই আইন কুরআন শরীফের নির্দেশের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ঃ

"যদি ঋণগ্রহীতা অভাবী হয় তবে সচ্ছলতা পর্যন্ত তাকে অবকাশ দেওয়া বিধেয়। আর যদি তোমরা মাফ করে দাও তবে তা তোমাদের জন্যে কল্যাণকর, যদি তোমরা জানতে।" (সূরা বাকারা ঃ ২৮০)

কুরআনের শিক্ষার আলোকে ঋণে প্রদত্ত বস্তু (বা তার অংশ) বাস্তবে তার প্রকৃত মালিকের নিকট ফেরত না আসা পর্যন্ত সব সময়েই তা দান করে দেওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

এ কারণে ঋণদাতাকে ফেরত দেওয়ার পরেই কেবল ঋণ 'সঞ্চিত সম্পদের' রূপলাভ করে। তাই ফেরত দেওয়ার পরেই শুধু আইনসঙ্গতভাবে যাকাত ধার্য হতে পারে।

ইমাম মালিকের মতে, যখনি কোন সঙ্গত কারণে (যথা ঃ ঋণ, চুরি, ক্ষতি সাধিত হওয়া বা প্রকৃত মালিকের দীর্ঘকাল যাবত অনুপস্থিতি) এমন হয় যে, যাকাত প্রদান কয়েক বছর যাবত বাকী পড়ে গেল, তবে সম্পদ পুনঃ প্রতিষ্ঠার পরে সম্পদের উপরে এক বছরের পরিমাণ যাকাত ধার্য হবে। যথার্থভাবে বলতে গেলে, ঋণ বা স্বেচ্ছাকৃত দীর্ঘ অনুপস্থিতির ক্ষেত্রে এ ধরনের আইন যাকাত আইনের উদ্দেশ্য ও মর্মবাণীকে সন্তোষজনকভাবে বাস্তবায়িত করে না। বস্তুতঃ ফেরত পাওয়া ঋণের ক্ষেত্রে মাত্র এক বছরের জন্যে যাকাত ধার্য করলে যাকাতের কল্যাণ লাভকারিগণের প্রতি অবিচার করা হয়। সম্পদের পরিমাণ মোটামুটি বেশী হলে এটা আরো বেশী সত্য হয়। করোপযোগী সম্পদ যা স্বেচ্ছায় ঋণে দেওয়া হয়েছে, ফেরত পাওয়ার

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

পরে প্রকৃত মালিকের (অর্থাৎ যাকাতদাতার) সঞ্চিত সম্পদের রূপ লাভ করে, কেননা এর উপর তাঁর প্রকৃত মালিকানা কখনো চলে যায়নি। কাজেই প্রকৃত মালিকের বরাবর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণাধীন সম্পদের ক্ষেত্রে যেমন, ঠিক তেমনি ঋণ প্রদত্ত অর্থের উপরও অতীতে কার্যকরভাবে যাকাত ধার্য করলেই ইসলামী ন্যায়বিচারের হিসাবে তা অধিকতর সঙ্গত হয়। মালিক স্বেচ্ছাকৃতভাবে দীর্ঘদিন অনুপস্থিত থাকলেও এই একই নিয়ম প্রযোজ্য হবে, কেননা তদ্বারা সম্পদের উপর তাঁর নিয়ন্ত্রণ চলে যায়নি। যাকাত আদায়ের ব্যবস্থা করতে পারেন নি বলে তাঁর যাকাত মওকুফ হয়ে যেতে পারে না।

উপরোক্ত ক্ষেত্রসমূহে বকেয়া যাকাত আদায় করতে হবে নিম্নলিখিতভাবে ঃ

ক. পরিমাণ বা মূল্যের দিক থেকে নিসাবের সমপরিমাণ সম্পদ পুরা এক বছর কি তার বেশী সময়ের জন্যে প্রকৃত মালিকের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণের বাইরে থাকার পর পুনরায় নিয়ন্ত্রণাধীনে এলে কেবলমাত্র প্রথম বছরের জন্যে যাকাত আদায় করতে হবে। কেননা যাকাত আদায়ের ফলে উক্ত সম্পদের পরিমাণ নিসাব অপেক্ষা কম হবে এবং তা আর করাধীন থাকবে না।

খ. সম্পদের পরিমাণ বা মূল্য ঐ ধরনের সম্পদের জন্যে নির্ধারিত নিসাবের চেয়ে বেশী হলে সমগ্র সম্পদের করোপযোগী অংশের এক বছরের যাকাত আদায় করতে হবে (অর্থাৎ যাকাত মুক্ত অবকাশ যদি থাকে, তা বাদে)। এই প্রথম অতীতে কার্যকরভাবে ধার্য যাকাতের হিসাব অবশ্যই সেই তারিখ থেকে করতে হবে যে তারিখ নাকি সম্পদ মালিকের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণাধীন থাকলে ধরা হত। যাকাতের দ্বিতীয় আদায় প্রথম আদায়ের এক বছর পরে যা ধার্য হত সেই অনুসারে করতে হবে—বাদবাকী সম্পদের মোট পরিমাণ থেকে যাকাত মুক্ত অবকাশের অংশ বাদ দিয়ে। যাকাতের সঠিক প্রদেয় নির্ধারণের জন্যে এই একই আদায় পদ্ধতি পরবর্তী প্রতি বছরের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে হবে।

কয়েক বছর যাকাত কর আদায়ের পরে সম্পদের পরিমাণ যদি নিসাব অপেক্ষা কম হয়ে যায় তবে সেই সময় থেকে আর যাকাত ধার্য হবে না।

এই পদ্ধতি দ্বারা যদিও স্বভাবতই বুঝায় যে, একই নির্ধারিত হারে কয়েক বছর ধরে যাকাত দিয়ে যেতে হবে, তবু সম্পদের পরিমাণ গুরুত্বপূর্ণ হলে বা সময় খুবই দীর্ঘ হলে যাকাত আদায়কারী পরিষ্কারই ক্রমিক দায়িত্বভার লাঘব হেতু সুবিধালাভ করবেন। আবার যাকাত গ্রহণকারী ব্যক্তিগণও উপকৃত হবে, কেননা যথার্থ পরিমাণেই যাকাত ধার্য হবে।

www.pathagar.com

উদাহরণস্বরূপ, আমরা যদি স্বর্ণের জন্যে নির্ধারিত মূল নিসাব ধরি (নিসাব ২০ মিস্‌কাল এবং পরবর্তী প্রতি ৪ মিস্‌কালে কর বৃদ্ধি) তাহলে ২৫ মিস্‌কালের জন্যে, ধরা যাক ১২ বছরের বকেয়া যাকাত, অতীতে কার্যকরভাবে ধার্য হবে নিম্নরূপ হারে ঃ

সময়	সম্পদের পরিমাণ	যাকাতমুক্ত অবকাশ	করোপযোগী সম্পদ	যাকাত	অবশিষ্ট সম্পদ
বছরান্তে	কত মিস্‌কাল স্বর্ণ	কত মিস্‌কাল স্বর্ণ	কত মিস্‌কাল স্বর্ণ	কত মিস্‌কাল স্বর্ণ	কত মিস্‌কাল স্বর্ণ
১ম বছর	২৫	১	=২৪	$\frac{৬}{১০}$	=২৩$\frac{৪}{১০}$+১ =২৪$\frac{৪}{১০}$
২য় ,,	২৪$\frac{৪}{১০}$	$\frac{৪}{১০}$	=২৪	$\frac{৬}{১০}$	=২৩$\frac{৪}{১০}$+$\frac{৪}{১০}$=২৩$\frac{৮}{১০}$
৩য় ,,	২৩$\frac{৮}{১০}$	৩$\frac{৮}{১০}$	=২০	$\frac{১}{২}$	=১৯$\frac{১}{২}$+৩$\frac{৮}{১০}$=২২$\frac{৮}{১০}$
৪র্থ ,,	২৩$\frac{৩}{১০}$	৩$\frac{৩}{১০}$	=২০	$\frac{১}{২}$	=১৯$\frac{১}{২}$+৩$\frac{৩}{১০}$=২২$\frac{৩}{১০}$
৫ম ,,	২২$\frac{৮}{১০}$	২$\frac{৮}{১০}$	=২০	$\frac{১}{২}$	=১৯$\frac{১}{২}$+২$\frac{৮}{১০}$=২২$\frac{৩}{১০}$
৬ষ্ঠ ,,	২২$\frac{৩}{১০}$	২$\frac{৩}{১০}$	=২০	$\frac{১}{২}$	=১৯$\frac{১}{২}$+২$\frac{৩}{১০}$=২১$\frac{৮}{১০}$
৭ম ,,	২১$\frac{৮}{১০}$	১$\frac{৮}{১০}$	=২০	$\frac{১}{২}$	=১৯$\frac{১}{২}$+১$\frac{৮}{১০}$=২১$\frac{৩}{১০}$
৮ম ,,	২১$\frac{৮}{১০}$	১$\frac{৩}{১০}$	=২০	$\frac{১}{২}$	=১৯$\frac{১}{২}$+১$\frac{৩}{১০}$=২০$\frac{৮}{১০}$
৯ম ,,	২০$\frac{৮}{১০}$	$\frac{৮}{১০}$	=২০	$\frac{১}{২}$	=১৯$\frac{১}{২}$+ $\frac{৮}{১০}$=২০$\frac{৩}{১০}$
১০ম ,,	২০$\frac{৩}{১০}$	$\frac{৩}{১০}$	=২০	$\frac{১}{২}$	=১৯$\frac{১}{২}$+ $\frac{৩}{১০}$=১৯$\frac{৮}{১০}$
১১শ ,,	১৯$\frac{৮}{১০}$	একাদশ বছর এবং তার পর থেকে আর যাকাত দিতে হবে না।			

উপরের উদাহরণ অনুসারে ২৫ মিস্‌কাল স্বর্ণের জন্যে ১২ বছরে যাকাত ন্যায্য হয় ৫$\frac{১}{৫}$ মিস্‌কাল। আর ইমাম মালিকের মতানুযায়ী হয় $\frac{৫}{৮}$ মিস্‌কাল, কেননা তিনি স্বর্ণের ক্ষেত্রে যাকাতমুক্ত অবকাশ বিবেচনাধীনে নেন না এবং পূর্ণ ২৫ মিস্‌কাল স্বর্ণের উপর মাত্র এক বছরের যাকাত আদায়ের নির্দেশ দেন। আর যাকাতমুক্ত অবকাশ বিবেচনা না করে পুরা ২৫ মিস্‌কাল স্বর্ণের ১২ বছরের যাকাত আদায় করলে মোট যাকাতের পরিমাণ হত ৭$\frac{১}{২}$ মিস্‌কাল।

আরো একটি উদাহরণ দেওয়া যাক। ৪,০০০ মিস্‌কাল স্বর্ণের, ধরা যাক, ৭ বছরের যাকাত হত ঃ

www.pathagar.com

সময়	সম্পদের পরিমাণ	যাকাতমুক্ত অবকাশ	করোপযোগী সম্পদ	যাকাত	অবশিষ্ট সম্পদ
বছরান্তে	কত মিসকাল স্বর্ণ	কত মিসকাল স্বর্ণ	কত মিসকাল স্বর্ণ	কত মিসকাল স্বর্ণ	কত মিসকাল স্বর্ণ
১ম বছর	৪,০০০	—	৪,০০০	১০০	= ৩,৯০০
২য় ,,	৩,৯০০	—	৩,৯০০	৯৭½	= ৩,৮০২½
৩য় ,,	৩,৮০২½	২½	৩,৮০০	৯৫	= ৩,৭০৫ + ২½ = ৩,৭০৭½
৪র্থ ,,	৩,৭০৭½	৩½	৩,৭০৪	৯৩ ৬/১০	= ৩৬,১১ ৪/১০ + ৩½ = ৩,৬১৪ ৯/১০
৫ম ,,	৩,৬১৪ ৯/১০	২ ৯/১০	৩,৬১২	৯০ ৩/১০	= ৩,৫২১ ৭/১০ + ২ ৯/১০ = ৩,৫২৪ ৬/১০
৬ষ্ঠ ,,	৩,৫২৪ ৬/১০	৬/১০	৩,৫২৪	৮৮ ১/১০	= ৩,৪৩৫ ৯/১০ + ৬/১০ = ৩,৪৩৬ ৫/১০
৭ম ,,	৩,৪৩৬ ৫/১০	৫/১০	৩,৪৩৬	৮৫ ৯/১০	= ৩,৩৫০ ১/১০ + ৫/১০ = ৩,৩৫০ ৬/১০

৩,৩৫০ ৬/১০ = সাত বছরের বকেয়া যাকাত আদায় করার পরে অবশিষ্ট সম্পদ।

এই উদাহরণ অনুসারে ৪,০০০ মিস্কাল স্বর্ণের সাত বছরের যাকাত হবে ৬৪৯ ২/৫ মিস্কাল। ইমাম মালিকের মত অনুযায়ী ১০০ মিস্কাল যাকাত মুক্ত অবকাশ বিবেচনা না করলে মোট যাকাতের পরিমাণ হত ৭০০ মিস্কাল।

সম্পদ যদি গৃহপালিত পশু হয় তবে দীর্ঘদিনের বকেয়া যাকাত হিসাব করার সময়ে পশুর শাবক দেওয়া ও মৃত্যুর বিষয় বিবেচনা করতে হবে। দৈব দুর্বিপাক এবং রোগ ও অন্যান্য দুর্ঘটনা, যে সবের ফলে সাধারণত পশুপালের সংখ্যা লোপ পায়, বাদ দিলে সাধারণত প্রতি বছরই পশুর সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, পশুর পাল নিসাবের চেয়ে নীচে নেমে গেলে বা বকেয়া যাকাতের সময়ে একেবারে সবগুলো মারা গেলে, যেদিন থেকে পশু পালের করোপযোগিতা থাকবে না সেদিন থেকে যাকাতও আর দিতে হবে না। অন্যথায় স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে যাকাতের প্রদত্ত পশুর সংখ্যা এবং/অথবা বয়স, বাৎসরিক বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পালের সংখ্যা কতটা

www.pathagar.com

কমায় বাড়ায়, তার উপর নির্ভর করবে অথবা করবে না (বাৎসরিক বৃদ্ধি বলতে বুঝাবে সে সব প্রাণী যেগুলো বছর সময়ের শেষে এক বছর বয়স্ক হয়েছে)। এ কারণে এক বা একাধিক বছরের জন্যে যদি একপাল গৃহপালিত পশুর যাকাত অনাদায়ী থাকে (তার একমাত্র সঙ্গত কারণ হবে প্রকৃত মালিকের অনুপস্থিতি, কেন না পুরা একপাল পশুই ঋণে দেওয়া হয়েছে একথা বিশ্বাসযোগ্য হতে পারে না), তবে তা যাকাত আদায়কারী কর্তৃপক্ষ ও প্রকৃত মালিকের তত্ত্বাবধায়কের দায়িত্ব হবে প্রত্যেক বছরকালের শেষে নির্ধারণ করা যে, পালে করোপযোগী আর কতগুলো পশু রইল। এভাবে হিসাব রাখলে প্রকৃত মালিকের প্রত্যাবর্তনের পরে কতগুলো ও অথবা কত বয়সের পশুর যাকাত আদায় করতে হবে তার নিশ্চিত হিসাব দেওয়া সম্ভব হবে।

বৃদ্ধির পদ্ধতি দেখানোর জন্যে আমরা যদি ২০৪টি ভেড়ার একটি পালের উদাহরণ গ্রহণ করি এবং বৃদ্ধির সম্পূর্ণ অনুমানভিত্তিক সংখ্যা গ্রহণ করি তাহলে অতীতে কার্যকরভাবে ৪ বছরের বকেয়া যাকাত নিম্নলিখিতভাবে আদায় করতে হবে ঃ

মূল পশু সম্পদ	বাৎসরিক বৃদ্ধি	মোট	যাকাতমুক্ত অবকাশ	করোপযোগী সম্পদ	যাকাত	অবশিষ্ট
২০৪ +	৪৮	=২৫২	৫২	= ২০০	৩	=১৯৭+৫২=২৪৯
২৪৯ +	৬০	=৩০৯	৯	= ৩০০	৪	=২৯৬+৯=৩০৫
৩০৫ +	৭৮	=৩৮৩	৮৩	= ৩০০	৪	=২৯৬+৮৩=৩৭৯
৩৭৯ +	৯৩	=৪৭২	৭২	= ৪০০	৫	=৩৯৫+৭২=৪৬৭

৪৬৭ = ৪র্থ বাৎসরিক যাকাত আদায়ের পরে অবশিষ্ট সম্পদ।

উপরোক্ত উদাহরণ অনুযায়ী এই বিশেষ ক্ষেত্রে ৪ বছরের বকেয়া যাকাতের পরিমাণ হবে ১৬টি ভেড়া।

বকেয়া যাকাতের সম্পদ যদি একপাল উট হয় তাহলে হিসাবের যে গরমিল দেখা দেয় তা চিত্তাকর্ষক। প্রথম ২০টি উটের প্রতি ৫টি উটের যাকাত হল ১টি ভেড়া, যার দ্বারা এই দাঁড়ায় যে, যখনি পালে উটের সংখ্যা ২৫টির কম হয় তখন যাকাত প্রদানের আগে ও পরে উটের সংখ্যা একই থাকে।

www.pathagar.com

সর্বশেষে, অতীতে কার্যকরভাবে আদায়ের যাকাতের সম্পদ যদি কৃষিজ পণ্য হয় তবে যেহেতু বছরকালের সম্পদের হিসাব বা করোপযোগিতার সীমা নির্ধারক মাপ কোনটিই গ্রহণ করার দরকার হয় না, তাই যাকাতের পরিমাণ নির্ধারণ মোটেই কঠিন হয় না। অতীতের কোন বিশেষ ধরনের প্রতিকারের করোপযোগী ফসলের পরিমাণ যেহেতু জানা রয়েছে, তাই সেই মোটামুটি হিসাবের ভিত্তিতেই যাকাত আদায় করতে হবে।

৭. চুরি বা দুর্ঘটনাহেতু ক্ষতি বাবদ যাকাতমুক্তি

করোপযোগী সম্পদ এক বছর পূর্ণ হবার আগে বা পূর্ণ হবার পরে যদি চুরি যায় বা দুর্ঘটনাক্রমে হারিয়ে যায়, তবে তার যাকাত দেয় হয়ে থাকলে প্রকৃত মালিক উক্ত সম্পদের যাকাত প্রদান থেকে অব্যাহতি পেয়ে থাকেন, কেন না চুরি বা ক্ষতি দ্বারা এ সম্পদ তাঁর হাতছাড়া হয়ে গেছে। কিন্তু সেই সম্পদ অতি অল্পদিনের মধ্যে যদি পুরাপুরি বা আংশিক পুনরুদ্ধার হয় এবং তারপর থেকে প্রকৃত মালিকের অধিকারে থাকে তবে স্বাভাবিকভাবে যাকাত ধার্য হবে এবং যথারীতি যাকাত দিতে হবে। যতটুকু সম্পদ পুনরুদ্ধার হয়েছে ততটুকুরই যাকাত দিতে হবে, যদি মূল্যের দিক থেকে তা করোপযোগী হয়।

অপরপক্ষে চুরি যাওয়া বা হারানো সম্পদ পুনরুদ্ধারে যদি দীর্ঘদিন সময় লাগে অথচ সম্পদ তখনো করোপযোগী থাকে, তাহলে পুনরুদ্ধারের তারিখ থেকে নতুন করে তার হিসাব ধরতে হবে। কেন না এই সম্পদ নতুনভাবে অর্জিত সম্পদরূপে গণ্য হবে। এই সম্পদ যদি প্রকৃত মালিকের দখলে নিরাপদে থাকে তবে পুনরুদ্ধারের পরে এক বছরকাল পুরা হলে তার যাকাত আদায় করতে হবে।

চুরি বা দুর্ঘটনাক্রমে হারানো সম্পদ যে মালিকের নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকে না সেটা যেহেতু ঋণ প্রদানের মত স্বেচ্ছাকৃত নয়, তাই পুনরুদ্ধারের পরে এসব সম্পদের যাকাত অতীতে কার্যকরভাবে আদায় করতে হবে না। ইমাম মালিকের মতে এসব সম্পদ যতদিনই প্রকৃত মালিকের নিয়ন্ত্রণের বাইরে থাকুক না কেন তার মাত্র এক বছরের যাকাত আদায় করতে হবে। উপরোক্ত মত প্রশ্নাতীত নয়, কেন না চুরি ও ক্ষতি দুই-ই এক বছরকালের অধিকারভোগকে নিশ্চিতভাবে খর্ব করে এবং পুনরুদ্ধার যদি যাকাত ন্যায্য হবার পরে পর্যন্ত বিলম্বিত হয় তাহলে সঙ্গতভাবেই তার যাকাত

www.pathagar.com

আদায়কে বাধ্যতামূলক করা উচিত নয়, সেটা একান্তই মালিকের স্বেচ্ছাধীন থাকা বাঞ্ছনীয়।

কিন্তু করোপযোগী সম্পদের প্রকৃত মালিক যদি যথাসময়ে যাকাত আদায় না করতে পারেন এবং সম্পদের হিসাবের এক বছর পূর্ণ হবার পরে যদি তা চুরি যায় বা ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাহলে সম্পদ তখন আর নিয়ন্ত্রণাধীনে নেই বলে তিনি যাকাত প্রদানের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি লাভ করবেন না। এক্ষেত্রে মালিক গুনাহ্গার বলে গণ্য হবেন এবং ফরয অনাদায়ের দায়ে অবশ্য শাস্তি ভোগ করবেন।

৮. করোপযোগী সম্পদের উপর ও সম্পদ হস্তান্তরের স্বাধীনতা

ইসলামী জীবন বিধানে যাকাতের যথার্থ প্রয়োগ ও কার্যকারিতার জন্যে সম্পদ মুসলিম এলাকার ভিতরে অবস্থিত থাকা আবশ্যক হয়। কেন না, কেবল তাহলেই সম্পদের উপর স্বাধীনতা বা পূর্ণ অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং যে কোন সময়ে তা হস্তান্তর করা নিশ্চিত হতে পারে। তবে অতীতে ইসলামের ক্রমাগত প্রসার এবং ভবিষ্যতেও অবধারিত বিস্তার দ্বারা অমুসলিম দেশসমূহের ভিতরেও মুসলমান সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত হবে। ইসলামের কারণেই এই মুসলমানগণ স্বাভাবিকভাবে মুসলিম জাতির অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায় এবং তখন অন্য মুসলমানগণের মতই তাদের উপরও একইভাবে কুরআন শরীফের নির্দেশাবলী এবং ফরয আদায় করার দায়িত্ব বর্তায়। এ কারণে মুসলমান সম্প্রদায় আছে এ রকম অমুসলিম দেশে বসবাসকারী মুসলমানগণের করোপযোগী সম্পদেরও আইন অনুযায়ী যাকাত আদায় করতে হবে—সম্পদের প্রকৃত মালিক স্থানীয় বাসিন্দা হোক বা না হোক। আদায়ীকৃত যাকাতের অর্থ মুসলিম সমাজের কল্যাণমূলক কাজেই ব্যয় করতে হবে। যে সকল মুসলিম অধিবাসী অমুসলিম শাসনাধীনে রয়েছে, এবং স্বাধীনতা ভোগ করছে তাদের ক্ষেত্রেও এই একই নিয়ম প্রযোজ্য হবে।

অপরপক্ষে একজন মুসলমান যদি এমন কোন দেশে সম্পত্তিলাভ করে যেখানে মুসলিম সম্প্রদায় নেই বা সেই দেশের আইনে এমন ব্যবস্থাও নেই যে, সম্পত্তি কোন মুসলিম দেশে সরিয়ে আনা যায়, তাহলে সেই সম্পদের মালিককে যাকাত প্রদানের জন্যে বাধ্য করা যাবে না—সেই সম্পদ প্রকৃতি এবং মূল্যের দিক থেকে করোপযোগী হলেও না, কারণ সম্পদের উপর ও সম্পদ হস্তান্তরের স্বাধীনতার শর্ত এখানে পুরাপুরি পাওয়া যায় না। তাছাড়া

www.pathagar.com

মুসলিম সম্প্রদায় না থাকার কারণে স্থানীয়ভাবে যাকাতলব্ধ অর্থ ব্যয়েরও বাধা রয়েছে। এমতাবস্থায় মুসলিম রাষ্ট্রের মধ্যস্থ সম্পদ থেকেই যাকাত প্রদান করতে হবে (করোপযোগী হয়ে থাকলে ইতিপূর্বেই যার যাকাত ধার্য হয়েছে) এবং এই অবস্থায় মুসলিম সম্প্রদায় নেই এমন কোন অমুসলিম রাষ্ট্রে মুসলমান মালিকানাধীন সম্পদের জন্যে মুসলিম রাষ্ট্রের ভিতরে উক্ত মালিকের সম্পদ থেকে যাকাত আদায় করা বা না করা সেই মালিকের ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর নির্ভর করবে।

যথাসময়ে কর আদায় করা এবং মৃত ব্যক্তির যাকাত প্রদান

যাকাত কর কার্যকরভাবে আদায় করা, যাকাতের সুষ্ঠু প্রশাসন এবং যাকাত ব্যবস্থার উদ্দেশ্যের পুরাপুরি সাফল্য অর্জনের জন্যে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম হল যাকাত প্রদানের নিয়মানুবর্তিতা। যাকাত আইনের অনিশ্চয়তা এবং ইচ্ছাকৃতভাবে যাকাত অনাদায়ী রাখা, বেআইনীভাবে পবিত্র মাসকে পিছিয়ে দেওয়ার মতই শাসনোপযোগী কাজের সামিল বলে গণ্য হয়। "নিষিদ্ধ মাসগুলোর স্থানান্তর কুফরের মধ্যে আরও বৃদ্ধিমাত্র যদ্দ্বারা কাফির-দেরকে পথভ্রষ্ট করা হয়।" (সূরা তওবা : ৩৭)

যাকাত দেয় হলে তখন যথার্থই তা মুসলিম জাতির প্রতি ব্যক্তিবিশেষের পবিত্র দেনা হয়ে যায়। যে দেনা অবশ্য পরিশোধনীয়। এরূপ যে, মৃত্যু-কালে যদি কারো যাকাত অনাদায়ী থাকে তবে ইসলামী আইন অনুযায়ী মৃত ব্যক্তির সম্পদ থেকে তা আদায় করে তারপরে তার উত্তরাধিকারিগণের মধ্যে সম্পত্তি বন্টন করতে হবে।

এ বিষয়ে শাফিঈ মাযহাব নির্দেশ দেয় যে, অনাদায়ী যাকাত মৃত ব্যক্তির রেখে যাওয়া উত্তরাধিকারের সমগ্র সম্পদ থেকে ষোল আনা আদায় করতে হবে। ইমাম মালিক বলেন যে, উত্তরাধিকারের সম্পদের এক-তৃতীয়াংশের বেশীর উপর যাকাত আদায় করা যাবে না এবং তাও আবার মৃত ব্যক্তি যদি ওসিয়ত করে সে রকম নির্দেশ দিয়ে গিয়ে থাকেন তবে; সে রকম কোন ওসিয়ত না করে গেলে মালিকী মতে যাকাত আদায়কে বাধ্যতামূলক করা যাবে না, বরং তা উত্তরাধিকারিগণের ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর নির্ভর করবে।

এটাই খুব বেশী সম্ভব যে, ইমাম মালিকের এই মত কুরআন শরীফের সেই নির্দেশের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যেখানে বলা হয়েছে যে,

www.pathagar.com

ব্যক্তির ওসিয়তের সম্পদ এবং দায়-দেনা এমনভাবে বন্টন ও প্রদান করা উচিত যাতে তাঁর আইনসঙ্গত উত্তরাধিকারিগণ ন্যায্য উত্তরাধিকারের অংশ থেকে বঞ্চিত না হন, অর্থাৎ (غير مضار) বা উত্তরাধিকারিগণকে বঞ্চিত না করে। এই নির্দেশের (কুরআন ৪ঃ১২) সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ইসলামী আইন ব্যবস্থা রেখেছে যে, যারা আইনত উত্তরাধিকারী নয় তাদের মধ্যে বিতরণের জন্যে এক-তৃতীয়াংশের বেশী পরিমাণ সম্পদের ওসিয়ত করা যাবে না।

ইসলামী আইন বিশেষভাবে নির্দেশ দেয় যে, পরলোকগত ব্যক্তির ঋণ পরিশোধ করতে হবে, কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ পরিমাণের অংক এবং জটিল পরিস্থিতিতে ঋণ পরিশোধের সময় এবং রীতি সম্বন্ধে উত্তমর্ণ এবং উত্তরাধিকারিগণ পরস্পরের মধ্যে সুবিধাজনক ব্যবস্থা করে নিবে।

কিন্তু অনাদায়ী যাকাত সম্বন্ধে ঐ ধরনের সুবিধাজনক কোন ব্যবস্থার প্রশ্ন উঠে না, বা কদাচিৎ উঠে। কেন না, যাকাতের যা পরিমাণ তা উত্তরাধিকারিগণের জন্যে খুব বড় কোন দুর্ভাবনার কারণ না হওয়ারই কথা। যাকাতের পরিমাণ, সম্পদের প্রকারভেদে শতকরা এক ভাগ থেকে শতকরা দশ ভাগের বেশী নয়। মৃত ব্যক্তি যদি মৃত্যুর পূর্বে কয়েক বছরের যাকাত বকেয়া রেখে গিয়ে থাকেন তবেই উত্তরাধিকারের করোপযোগী সম্পদের উপর কোন চাপ পড়তে পারে। একটি সুসংহত মুসলিম রাষ্ট্রে এ রকম ঘটনা কেবল তখনি ঘটবে যখন নাকি প্রকৃত মালিক মৃত্যুর পূর্বে অনিচ্ছাকৃতভাবে দীর্ঘদিন অনুপস্থিত থেকে থাকেন, অথবা এমন যদি হয় যে, মালিকের প্রদত্ত ঋণ দীর্ঘদিন যাবত অনাদায়ী ছিল যা নাকি তাঁর মৃত্যুর পরে পরিশোধিত হয়েছে।

প্রকৃত মালিকের মৃত্যুর পরে আদায়কৃত ঋণের জন্যে অতীতে কার্যকরভাবে যাকাত আদায় করতে হবে না, কারণ মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কার্যকর মালিকানা এবং সেহেতু দায়িত্বও লোপ পেয়েছে। মরহুমের সম্পদের অংশ হিসাবে ঋণ উত্তরাধিকারিগণের নতুন অর্জিত সম্পদের রূপলাভ করে।

অপরপক্ষে ঋণ (বা ঋণের করোপযোগী অংশ) যদি প্রকৃত মালিকের মৃত্যুর পূর্বে আদায় হয় এবং তাঁর জ্ঞাতসারে বা তাঁর দায়িত্বশীল প্রতিনিধির জ্ঞাতসারে থেকে থাকে, তাহলে অতীতে কার্যকরভাবে যাকাত আদায় করতে হবে। আবার যদি এমন হয় যে প্রকৃত মালিকের মৃত্যুর ঠিক পূর্বে ঋণ আদায় হয়েছে কিন্তু তা তাঁর জ্ঞাতসারে ছিল না, বা তাঁর দায়িত্বশীল প্রতিনিধির জ্ঞাত-

www.pathagar.com

সারে ছিল না, তাহলে উক্ত অর্থের জন্যে প্রকৃত মালিকের অতীতে কার্যকর-ভাবে যাকাত আদায়ের দায়-দায়িত্ব, মৃত্যুহেতু লোপ পাবে।

দেখা যাবে যে, কতগুলো খুবই ব্যতিক্রমধর্মী ক্ষেত্র বাদে—যেগুলো নাকি স্বাভাবিক অবস্থায় ঘটার কথা নয়—কুরআনের নির্দেশ (غير مضار) উত্তরাধিকারিগণকে বঞ্চিত না করে যাঁরা প্রত্যক্ষভাবে যাকাতের দায়িত্বকে বুঝান না, এ দ্বারা বরং ওসিয়ত এবং অন্যান্য ধরনের ঋণ বুঝান—যার আদায়ের জন্যে উত্তরাধিকারিগণ এবং উত্তমর্ণগণের মধ্যে একটা পারস্পরিক ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন হতে পারে; বিশেষ করে সে ধরনের ক্ষেত্রে, যেখানে ঋণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং তার জন্যে উত্তরাধিকার সম্পত্তির সব বা একটা বিরাট বড় অংশ প্রয়োজনীয় হতে পারে।

একান্তই আইনের দৃষ্টিতে দেখলে যে কোন ধরনের সম্পদ স্বাভাবিক উত্তরাধিকার ছাড়া আর কোন আইনসঙ্গত ওসিয়ত দ্বারা অপরকে সমগ্র উত্তরাধিকার সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশের বেশী হতে দিলে, বা প্রকৃত মালিক কর্তৃক জীবিতকালে গৃহীত কোন ঋণ পরিশোধ বাবদ দায়বদ্ধ থাকলে, তা উত্তরাধিকারের অংশ বলে গণ্য হবে না, বরং তা অবিসম্বাদিতভাবে ওসিয়তের আইনসঙ্গত সুফল ভোগকারিগণের অথবা মরহুমের উত্তমর্ণগণের সম্পদ বলে গণ্য হবে এবং তার ফলে আইনসঙ্গত উত্তরাধিকারিগণ তা আর দাবী করতে পারবে না। কুরআন শরীফে বিশেষভাবে যে কথাটি বলা হয়েছে (সূরা ৪, আয়াত ১১-১২) তা দ্বারা পরিষ্কার করে নেওয়া হয়েছে যে, "মৃত ব্যক্তির কোন ওসিয়ত থাকলে বা সে কোন ঋণ রেখে গেলে সেগুলো পরিশোধ করে তারপরে" আইনসঙ্গত উত্তরাধিকারিগণের মধ্যে বন্টন করা হবে।

যাকাত আদায় মুসলমানগণের জন্যে এক পবিত্র দায়িত্ব এবং তা ঈমানের অঙ্গ। তাই যাকাত ফরয হওয়ামাত্র এর পরিমেয় সম্পদ যাকাত আদায়কারীর জন্যে ঋণস্বরূপ হয়ে যায় এবং তা সকল অভাবী মুসলমানের ন্যায্য সম্পত্তি হয়ে যায়। তার অর্থ, যাকাত হিসাবে প্রদত্ত সম্পদের উপর যাকাত আদায়কারীর অধিকার সঙ্গে সঙ্গে লোপ পায়। তখন যাকাতদাতার বা তাঁর মৃত্যু হলে উত্তরাধিকারিগণের অনাদায়ী দেনার বিষয়ে আর কোন ইচ্ছা-অনিচ্ছা থাকতে পারে না।

কাজে কাজেই অনাদায়ী যাকাত মৃত্যু-পরবর্তীতে পরিশোধের বিষয়ে মৃত ব্যক্তির কি ইচ্ছা ছিল তার অধীন করে দেখার কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না—যদিও তাঁরই দায়িত্ব ছিল যথাসময়ে এবং সঠিকভাবে যাকাত আদায় করে যাওয়া। মৃত্যুর পরবর্তীকালে অনাদায়ী যাকাত আদায়কে স্বেচ্ছাধীন

www.pathagar.com

বিবেচনা করার অর্থ আল্লাহ এবং জাতির প্রতি দায়িত্বের পবিত্র রূপটিকে মিথ্যাতে পর্যবসিত করা। তদুপরি তা দ্বারা অভাবী মুসলমানগণের অধিকারকে লঙ্ঘন করা হয়। এ ধরনের অন্যায় আশকারা যাকাতের প্রকৃতি ও গুরুত্বের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় না।

উল্লিখিত আলোচনা ও দৃষ্টান্তসমূহের পরিপ্রেক্ষিতে মৃত ব্যক্তির অনাদায়ী যাকাত নিম্নলিখিত নিয়ম অনুযায়ী আদায় করতে হবে :

১. করোপযোগী সম্পদের প্রকৃত মালিকের মৃত্যু যদি যাকাত আদায়ের পরে ঘটে বা এক বছরকাল মালিকানার হিসাব নিষ্পন্ন হবার আগে ঘটে তাহলে উক্ত মৃত ব্যক্তির সেই সম্পদের করোপযোগিতা থাকে না, যার ফলে যাকাত আদায়ের আর প্রশ্ন উঠে না।

উত্তরাধিকার যেহেতু যাকাত করযোগ্য নয়, তাই আইনসঙ্গত উত্তরাধিকারিগণ তাঁদের স্ব-স্ব উত্তরাধিকারের সম্পত্তির উপর যে যাকাত ধার্য হয় তা উক্ত সম্পদের যথার্থ মালিক হিসাবে যথাসময়ে আদায় করবেন। অর্থাৎ করোপযোগী উত্তরাধিকারের সম্পদ, সম্পদের ধরন হিসাবে করোপযোগী কিনা তা নির্ধারণের জন্যে পূর্ণ এক বছরকাল মালিকানাধীন ছিল কিনা সে আইন প্রয়োগের অধীন হলে প্রত্যেক উত্তরাধিকারিকে সম্পদের পূর্ণ মালিকানালাভের ও নিয়ন্ত্রণের দিন থেকে বছরকালের হিসাব শুরু করতে হবে (অর্থাৎ প্রকৃত মালিকের মৃত্যুর তারিখ থেকেই যে শুরু করতে হবে এমন কোন কথা নেই)। দখলের এক বছর পূর্ণ হলে তখন যাকাত আদায় করতে হবে। অপরপক্ষে উত্তরাধিকারের সম্পদ যদি ক্ষেতের ফসল হয়, যার জন্যে বছরকাল ভোগদখলের আইন প্রযোজ্য হয় না, তবে স্বাভাবিক সময়ে আইনসঙ্গত নতুন উত্তরাধিকারিগণ যাকাত আদায় করবেন। অর্থাৎ ফসল তোলার পরে যাকাত আদায় করবেন।

২. প্রকৃত মালিক যদি যাকাত দেয় হবার কালে বা হবার পরেই যাকাতের অর্থ প্রদান না করে মারা যান তাহলে সেই যাকাত আদায়ের দায়িত্ব আইনসঙ্গত উত্তরাধিকারিগণের উপর বর্তাবে। উত্তরাধিকার বন্টনের পূর্বেই তা করতে হবে।

৩. মুসলিম রাষ্ট্র, যেখানে যাকাত প্রদানের রীতি সুসংহত এবং তা যথাযথভাবে কার্যকর রয়েছে, সেখানে প্রতিটি ক্ষেত্রে বছরকালের হিসাব কবে শুরু ও কবে শেষ হবে তা সরকারীভাবে জানা যাবে। কিন্তু যে সব দেশে যাকাত রীতি সুসংহত নয় সেখানে এমনও হতে পারে যে, সম্পদের

www.pathagar.com

হিসাবের তারিখ কর্তৃপক্ষ এবং উত্তরাধিকারিগণ উভয়ের কাছেই অজানা থাকবে। এ রকম ক্ষেত্রে মৃত ব্যক্তি কোন তারিখে শেষ যাকাত প্রদান করেছিলেন তা জানা থাকলে সেই তারিখ থেকে নতুন হিসাব শুরু হবে, জানা না থাকলে মৃত ব্যক্তির বকেয়া যাকাত আদায় করা অসঙ্গত হবে, কেননা যথার্থ প্রমাণের অভাবহেতু সেক্ষেত্রে নিছক অনুমানের উপর নির্ভর করতে হবে। আর ইসলামী আইন ও মর্মবাণীর সঙ্গে বিচারের ভিত্তি হিসাবে অনুমান সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

কৃষিজ উৎপাদন এবং খনিজ রূপা ও সোনার ক্ষেত্রে এক বছরকাল দখলে থাকার আইন যেহেতু প্রযোজ্য হয় না, তাই নির্ণয় করা অপেক্ষাকৃত সহজ হবে যে, ফসল তোলার পরে অথবা খনি থেকে উত্তোলনের পরে তার যাকাত আদায় হয়েছিল কি না।

একজন পূর্ণ বয়স্ক সজ্ঞান মুসলিম নারী বা পুরুষ, যিনি করোপযোগী সম্পদের ন্যায্য উত্তরাধিকারী এবং যিনি স্বাধীনভাবে সম্পদ দেখাশোনা ও মালিকানা ভোগ করতে পারেন, তিনি কোন অবস্থাতেই যাকাত আদায় দীর্ঘকাল বিলম্বিত করার কোন গ্রহণযোগ্য অজুহাত দেখাতে পারেন না। করোপযোগী সম্পদের আইনসঙ্গত মালিক যদি কোন কারণে দীর্ঘদিনের জন্যে সফরে যান, যে ফিরতে ফিরতে তাঁর সম্পদের যাকাত আদায়ের সময় পার হয়ে যাবে, সেক্ষেত্রে তাঁর কর্তব্য হবে সময়মত যাকাত আদায়ের ব্যবস্থা করে তারপরে সফরে যাওয়া। সফর যদি এক বছর কি তারও বেশী সময়ের দীর্ঘ হয় এবং যাকাতের পরিমাণ যদি গুরুত্বপূর্ণ হয় তাহলে এটা বিশেষভাবে প্রযোজ্য।

অগ্রিম যাকাত আদায়

কৃষিজ দ্রব্যাদি, মধু, কাঁচা রেশম এবং খনিজ রূপা ও সোনা বাদে অন্যান্য সকল সম্পদের যাকাত অগ্রিম আদায় করা যাবে। পুরানা আইন ব্যাখ্যাতাগণ সবাই এ মত পোষণ করেন।[১] হযরত আলী ইব্‌ন আবু তালিব

---

১. কৃষিজ উৎপাদনের যাকাত সাধারণত ফসল তোলার পরেই আদায় করতে হয়। (কোন্ যমিনে কত উৎপাদন হল তা নির্ধারিত হবার পরে)। ফসল কাটার আগে, এমন কি ফসল বোনার আগেই যাকাত আদায় করা, যাকাত সম্পদের আনুমানিক হিসাব গ্রহণের সামিল হয় অর্থাৎ অস্তিত্বহীন বা অজ্ঞাত পরিমাণ সম্পদ

www.pathagar.com

(রা.) বর্ণিত এবং ইমাম আবু দাউদ ও আত্-তিরমিযী (র.) সংকলিত একটি হাদীসেও উক্ত মতের সমর্থন পাওয়া যায় ঃ

"হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, একদা আব্বাস (রা.) রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, তিনি তাঁর (করোপযোগী সম্পদের) এক বছরকাল ভোগদখল পূর্ণ হবার পূর্বেই যাকাত দিয়ে দিতে পারেন কি না। তখন তিনি রসূলুল্লাহ্ (সা.) তাঁকে তা করার অনুমতি প্রদান করেছিলেন।" (আবু দাউদ ও আত্-তিরমিযী)

যে ব্যক্তি দীর্ঘদিন অনুপস্থিত থাকবেন বলে নিয়ত করেছেন তিনি ইচ্ছা করলে যাত্রার পূর্বে এ ধরনের সম্পদ যথা, গৃহপালিত পশু, রূপা, সোনা, বাণিজ্যিক দ্রব্যাদি ইত্যাদির জন্যে (যদি এক বছরের হিসাব শুরু হয়ে গিয়ে থাকে) অগ্রিম যাকাত আদায় করতে পারেন। তার চেয়েও ভাল হয় যাকাত যখন দেনা হয় তখন প্রকৃত মালিকের পক্ষ থেকে তা আদায় করার জন্যে একজন দায়িত্বশীল ব্যক্তিকে নিযুক্ত করে যাওয়া বা আইন-সঙ্গতভাবে পাকাপাকি দায়িত্ব দিয়ে যাওয়া। কিন্তু এ রকম কোন ব্যবস্থা না করতে পারলে বা না করলে সম্পদের মালিক প্রস্তুত থাকবেন যে, পরে তিনি সমগ্র অনুপস্থিত সময়ের জন্যে অতীতে কার্যকরভাবে পূর্ণ যাকাত আদায় করবেন।

শাফি'ঈ মতে, এক বছরের বেশী সময়ের জন্যে অগ্রিম যাকাত আদায় করা চলবে না। মালিকী মতো স্বাভাবিকভাবে ধার্য হবার সর্বাধিক এক মাস কাল আগে অগ্রিম যাকাত প্রদানের বিধান দেয়। আমাদের মতে, এ বিষয়ে শাফি'ঈ মতই সুন্দর ও সুসমঞ্জস, কেন না এক বছরের বেশী সময়ের জন্যে যাকাত অপেক্ষমাণ রাখা নিঃসন্দেহে যাকাতের মৌলিক আদর্শ ও উদ্দেশ্যকে ব্যাহত করে। অপরপক্ষে মালিকী বিধান—যে যাকাত দেয় হবার তারিখের এক মাসের অধিক আগে অগ্রিম যাকাত দেওয়া যাবে না —

বোঝায়। কাজেই তার যাকাত আদায় গ্রাহ্য হতে পারে না। একই কথা খনির রূপা বা সোনার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হয়। খনিজ সম্পদ উত্তোলনের পরে যাকাত ধার্য হয়। এ ধরনের সম্পদের ক্ষেত্রে অগ্রিম যাকাত ও অজ্ঞাত পরিমাণ সম্পদের উপরে কর ধার্য করার সমান হয়; অতএব তা গ্রাহ্য হতে পারে না। এ কারণে কেবলমাত্র বাস্তবে জ্ঞাত ও বর্তমান সম্পদের উপর এবং যাকাত আদায়কারীর অধিকারে রয়েছে এবং যার এক বছরকাল সময়ের হিসাব শুরু হয়ে গেছে, এমন সম্পদের উপরই অগ্রিম যাকাত আদায় করতে দেওয়া হয়।

www.pathagar.com

যেন এই অগ্রিম আদায়ের সুযোগের উদ্দেশ্যকেই বিফল করে দেয়। বস্তুত অগ্রিম যাকাতকে একমাত্র বিশেষ পরিস্থিতিতে যাকাত দানকারীর প্রতি প্রদত্ত সুবিধা বলে ধরে নিলে এবং তা কোন সাধারণ নিয়ম বা সব সময়ে প্রযোজ্য নয়—দায়-দায়িত্ব তো নয়ই—এটা বিবেচনা করলে, প্রতীয়মান হবে যে, এক বছরের কম সময়ের জন্যে কোন নির্দিষ্ট সময়সীমা নির্ধারণ করা উচিত হয় না।

ব্যক্তিগত দায়িত্ব এবং দায়িত্বের ভাগ

প্রত্যেক মুসলমান নারী ও পুরুষ তার ধর্মীয় দায়িত্ব পুরাপুরি পালনের জন্যে ব্যক্তিগতভাবে আল্লাহ্‌র নিকট দায়ী।

"কারো পাপের বোঝা গুরুভার হলে সে যদি অন্যকে তা বহন করতে আহ্বান করে কেউ তা বহন করবে না।" (সূরা ফাতির: ১৮)

কুরআন শরীফ পরিষ্কারভাবে মানুষকে সাবধান করে দেয়:

"আর তোমরা সে দিনকে ভয় কর যে দিন কেউ কারো কোন কাজে আসবে না এবং কারো সুপারিশ গৃহীত হবে না এবং কারো নিকট থেকে ক্ষতি-পূরণ গৃহীত হবে না এবং তারা কোন প্রকার সাহায্য পাবে না।"

(সূরা বাকারা : ৪৮)

অতএব করোপযোগী সম্পদের প্রতিজন মালিক মুসলিম জাতির প্রতি তাঁর পবিত্র দেনা পরিশোধ করার জন্যে ব্যক্তিগতভাবে দায়ী। নারী পুরুষ প্রত্যেকে তাঁর নিজ অধিকারভুক্ত সম্পদের জন্যে মুসলিম জাতির নিকট এবং আল্লাহ্‌র নিকট ব্যক্তিগতভাবে দায়ী।

যৌথ মালিকানাধীন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেও ব্যক্তিগত দায়িত্ব থেকে কেউ অব্যাহতিলাভ করতে পারে না। সে ক্ষেত্রে দায়িত্ব বরং দ্বিগুণ হয়। প্রত্যেক অংশীদার অপর অংশীদার বা অংশীদারগণের হিসাব পরীক্ষা করবেন এবং প্রয়োজনবোধে বাধ্য করবেন যেন তিনি বা তাঁরা কুরআন শরীফের আইন অনুযায়ী মুসলমান হিসাবে পরিপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। অংশীদার এবং যৌথ দায়িত্ব পালনের একটি খাঁটি উদাহরণ হল বিবাহ পদ্ধতি।

ইসলামী বিবাহ আইনের বিস্তারিত বিষয়াদি তুলে ধরা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু ইসলামী বিবাহ রীতির অর্থনৈতিক দিক সম্বন্ধে এবং যাকাত আইনের সঙ্গে তার সম্পর্ক সম্বন্ধে কিছুটা আলোকপাত করা প্রয়োজন হবে।

www.pathagar.com

আগেই বলেছি, ইসলামী বিবাহ রীতি বাস্তব অংশীদারিত্ব এবং দায়িত্ব ভাগ করে বহন করার এক নিখুঁত উদাহরণ। অংশীদারিত্ব ও দায়িত্বের ভাগে স্বাভাবিকভাবেই অংশীদারগণের মধ্যে পারস্পরিক আলোচনার প্রয়োজন হয়। বিবাহের ক্ষেত্রে এই অংশীদারগণ হলেন স্বামী ও স্ত্রী। পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে মুসলমানগণ যে আলোচনার প্রয়োজন বোধ করেন তা হল কুরআনের ধারণা; কুরআন বলে যে, এটি একটি কর্তব্য যার মধ্যে মানুষের নিশ্চিত সাফল্যের পথ নিহিত রয়েছে।

"আর আল্লাহ্‌র নিকট যা আছে তা ইহা অপেক্ষা শ্রেয় ও স্থায়ী, যারা ঈমান এনেছে ও তাদের প্রতিপালকের উপর নির্ভর করে তাদের জন্যে ....আর যারা তাদের প্রতিপালকের আহ্বানে সাড়া দেয়, নামায কায়েম করে। পারস্পরিক পরামর্শের মাধ্যমে নিজেদের কাজ সম্পাদন করে এবং তাদেরকে আমি যে জীবনোপকরণ দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে।"

(সূরা শূরা ঃ ৩৬-৩৮)

নীচের আয়াতটিতেও স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক পরামর্শের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে ঃ

"এবং যদি তারা (স্বামী ও স্ত্রী) পরস্পরের সম্মতি ও পরামর্শক্রমে (শিশুর) স্তন্যপান বন্ধ রাখতে চায় তবে তাদের কারো কোন অপরাধ নেই।"

(সূরা বাকারা ঃ ২৩৩)

বিবাহের একান্ত অর্থনৈতিক দিক সম্বন্ধে ইসলাম স্বামীর উপরে তাঁর নিজের স্ত্রী এবং ছেলেমেয়েদের সাংসারিক প্রয়োজনসমূহ মিটানোর দায়িত্ব আরোপ করে।

"উল্লেখিত নারীগণ ব্যতীত (যাদের নিষিদ্ধ করা হয়েছে) আর সকলকে অর্থব্যয়ে বিয়ে করতে চাওয়া তোমাদের জন্যে বৈধ করা হল, অবৈধ যৌন সম্পর্কের জন্যে নয়। তাদের মধ্যে যাদের তোমরা সম্ভোগ করতে চাও তাদের নির্ধারিত মোহর প্রদান করবে। মোহর নির্ধারণের পর কোন বিষয়ে পরস্পর রাযী হলে তাতে তোমাদের কোন দোষ নেই, আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, জ্ঞানী।"

(সূরা নিসা ঃ ২৪)

"পুরুষ নারীর কর্তা, কারণ আল্লাহ্ তাদের একজনকে অপরজনের উপর (দৈহিক শক্তি-সামর্থ্যে) শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন এবং পুরুষ (পরিবারের ভরণ-পোষণ বাবদ) তাদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে।"

(সূরা নিসা ঃ ৩৪)

www.pathagar.com

কুরআন শরীফের উপরোক্ত আয়াত দুটি দ্বারা ইহা প্রতিষ্ঠিত হয় যে, বিয়ের পরে স্বামীর যা সম্পদ বর্তমান এবং তার পরবর্তী যা উপার্জন দুই-ই স্বামী-স্ত্রীর অংশীদারিত্ব বা যৌথ সম্পদে পরিণত হয়, আর তাই সেই সম্পদের দায়িত্বও উভয়েরই হয়। এভাবে যে অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব গড়ে উঠে তা অবিসম্বাদিত এবং যতদিন বিয়ে টিকে থাকবে ততদিন স্থায়ী হবে, অর্থাৎ তালাকের কারণে যদি না তা ছিন্ন হয় অথবা মৃত্যুঘটিত কারণে বাস্তব কার্যকারিতা বন্ধ না হয়ে যায়।

স্বামীর জীবনে সম্পদে ও দায়িত্ব পালনে কার্যকর শরীক এবং অংশী-দার হিসাবে স্ত্রীর যে স্থান তার সঙ্গে পারস্পরিক পরামর্শ ও সম্মতিদানের যে কুরআনের ধারণা তা মিলিত হয়ে স্ত্রীকে শুধু যে স্বামীর বিষয়াদি দেখাশোনার অধিকারই দেয় তাই নয়, বলতে গেলে তাঁকে বাধ্য করে। বিয়ে দ্বারা স্বামীর সকল সম্পদই উভয়ের যৌথ ব্যবস্থাপনার বিষয়ে পরিণত হয়। স্বামীর সম্পদ হালাল উপায়ে অর্জিত হয় কিনা এবং হালাল কাজে ব্যয়িত হয় কিনা সে সম্বন্ধে সচেতন থাকা স্ত্রীর কর্তব্য। স্ত্রী নিজে যদি অসৎ পন্থা অবলম্বন করেন (যথা মাল গুদামে মওজুদ করে রাখা বা অপব্যয় করা) অথবা স্বামীকে অনুরূপ অন্যায় কাজ করতে পরামর্শ বা উৎসাহ দেয় তাহলে তিনি এবং তাঁর স্বামী উভয়েই অপরাধী হবেন এবং মাত্রা লংঘনের জন্যে সমভাবে দায়ী হবেন।

"সৎকর্মে ও আত্মসংযমে তোমরা পরস্পরকে সাহায্য করবে এবং পাপ ও সীমা লংঘনে একে অন্যকে সাহায্য করবে না। আল্লাহ্‌কে ভয় করবে, আল্লাহ্ শাস্তিদানে কঠোর।" (সূরা মায়িদা ঃ ২)

উপরোক্ত বাণীর আলোকে স্বামীর অর্জিত সম্পদ যা বিয়ে দ্বারা, যতদিন বিয়ে স্থায়ী হয় ততদিনের জন্যে, উভয়ের শরীকী সম্পদে পরিণত হয় তাকে অবিভক্ত বা অবিসম্বাদিত অংশীদারী বলে ধরা যায়।[১] কাজেই আইনসঙ্গতভাবে উভয় অংশীদারীর পক্ষ থেকেই যাকাত আদায় করা যায়; স্বামী দিবেন অথবা স্বামীর অনুপস্থিতিতে বা গাফিলতিতে যৌথ সম্পদ থেকে স্ত্রী দিবেন।

রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নিম্নবর্ণিত হাদীসটি বিবাহ দ্বারা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যে অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় তা বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে প্রকাশ করে ঃ

---

১. অধ্যায় ২-এর ৪ নং আইন অনুযায়ী যৌথ সম্পদের যাকাত আইনসমূহ দেখুন।

www.pathagar.com

"ইয়াহ্ইয়া ইব্ন্ ইয়াহ্ইয়া, যুহায়ের ইবন হরব এবং ইসহাক ইবন ইবরাহীম থেকে জারীর এই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। ইয়াহ্ইয়া বলেন, জারীর আমাদের জানান যে, তিনি মনসুর থেকে শুনেছেন, মনসুর শাকীক থেকে শুনেছেন, শাকীক মাশরূক থেকে শুনেছেন, মাশরূক হযরত আয়েশা (রা.) থেকে শুনেছেন যে, আল্লাহ্র রসূল (সা.) বলেছেন, কোন নারী যদি মনে কোন কলুষ না রেখে তার ঘরের খাদ্য ব্যয় করে তাহলে তার ব্যয়ের জন্যে সে পুরস্কৃত হবে এবং তার স্বামী যা উপার্জন করেছে তার জন্যে সে (স্বামী) পুরস্কৃত হবে—কোন এক জনের পুরস্কার দ্বারা অপর জনের পুরস্কারের পরিমাণ কমবে না। (বুখারী ও মুসলিম)

অতএব দেখা যাচ্ছে যে, স্ত্রী তাঁর স্বামীর সঙ্গে সম্পদের যে শরীকানা ভোগ করেন সেখান থেকে দানও করতে পারেন, যাকাত প্রদান যেহেতু বাধ্যতা-মূলক দান এবং স্ত্রীর নিজের এবং তাঁর স্বামীর পক্ষে অবশ্য কর্তব্য, যার জন্যে তাঁরা উভয়েই সমভাবে দায়ী হবেন। তখন স্বামীর অনুপস্থিতিতে বা গাফিলতিতে স্ত্রী যাকাত আদায় করতে বরং বেশী করে দায়ী হয়ে থাকেন।

ইসলামী বিবাহ সহযোগিতা ও দায়িত্বের অংশীদারিত্বের এক খাঁটি উদাহরণ। স্বামী যদি সংসারের ব্যয়ভার নির্বাহের জন্যে পরিশ্রম করেন তাহলে স্ত্রী হবেন সংসারের কার্যকর ও দায়িত্বশীল পরিচালিকা। এভাবে তাঁরা দুজন যৌথ সম্পদের পরিচালনায় সমান দায়িত্ব পালন করবেন। দায়িত্বশীল পরিচালনার এই কর্তব্যহেতু স্ত্রীর প্রথম দায়িত্বই হয় তাঁদের সম্পদ থেকে যথাসময়ে এবং সঠিক পরিমাণে যাকাত প্রদান করা।

"আর আমার করুণা—তা তো প্রত্যেক বস্তুতে ব্যাপ্ত; সুতরাং আমি তা তাদের জন্যে নির্ধারণ করব যারা সাবধান হয়, যাকাত আদায় করে এবং আমার নিদর্শনে বিশ্বাস করে।" (সূরা আ'রাফ : ১৫৬)

www.pathagar.com

দুই

যাকাতের হার এবং করের সীমা

যাকাতের নির্ধারিত হারের ধারণা কুরআন শরীফ থেকে লব্ধ সূরা মা'আরিজের ২৪ ও ২৫ নং আয়াতে বলা হয়েছেঃ

"আর যাদের ধন-সম্পদে নির্ধারিত হক রয়েছে প্রার্থী ও বঞ্চিতের।"

(সূরা মা'আরিজ ঃ ২৪-২৫)

কিন্তু একমাত্র যুদ্ধলব্ধ সম্পদের এক-পঞ্চমাংশ (২০%) বিলিয়ে দেওয়ার নির্দিষ্ট হার ব্যতীত কুরআনের কোথাও যাকাতের কোন হার উল্লেখিত নেই। অতএব আমরা রসূলুল্লাহ্ (সা.) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ও বাস্তবায়িত যাকাতের আদি হার ও কর নির্ধারণের সীমা এবং তার কারণ বোঝার জন্যে সহীহ্ হাদীস অনুসন্ধান করব।

ইসলামী আইনের চার মাযহাবই[১] প্রধানত যাকাত আইনকে বিবর্তিত করেছে হাদীস শরীফে প্রাপ্ত ঐতিহাসিক তথ্যের ভিত্তিতে। এমন কি প্রধান প্রধান আইন ব্যাখ্যাতাগণের মধ্যে যে ছোটখাটো মতবিরোধ রয়েছে তাও বাস্তবে গৃহীত পদ্ধতির ব্যাখ্যার তারতম্য মাত্র এবং সেগুলো প্রধানত করের সীমা নির্ধারণেই কেন্দ্রীভূত। এসব বিভিন্ন মতের মধ্যে দুটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এবং নিম্নলিখিত বিষয়গুলো সংক্রান্ত ঃ

১. হানাফী মাযহাব মতে কৃষিজ উৎপাদনের ক্ষেত্রে নিসাব বা ন্যূনতম করোপযোগী সীমা নির্ধারণ না করে সম্পদ যতটুকু বর্তমান তার উপর যাকাত ধার্য করতে হবে। শাফিঈ ও মালিকী মাযহাব এবং ইমাম আবূ ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মদ, ইমাম গাযযালী এবং অন্যান্যের মতে হাদীস শরীফের উল্লেখ অনুযায়ী নিসাব থাকবে। অপরপক্ষে সকল শ্রেষ্ঠ আইনব্যাখ্যাতাই

---

১. অর্থাৎ হানাফী, শাফিঈ, মালিকী ও হাম্বলী মাযহাব।

www.pathagar.com

মেনে নেন যে, নগদ অর্থের ক্ষেত্রে নিসাব প্রযোজ্য হবে কিন্তু তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ, যথা ইমাম শাফিঈ, ইমাম মালিক, ইমাম আবু ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মদ এবং অন্যান্যরা এই মত পোষণ করেন যে. উদ্বৃত্ত যে পরিমাণই থাকুক না কেন তার উপরই যাকাত ধার্য করতে হবে। অন্য সবাই ইমাম আবু হানীফার সঙ্গে একমত যে, গৃহপালিত পশুর ক্ষেত্রে যেমন নগদ অর্থের ক্ষেত্রেও তেমনি কর ধার্য করার জন্যে একটি সীমা নির্ধারণ করে নেওয়া উচিত।

২. যে সকল খ্যাতনামা আইন ব্যাখ্যাতা হাদীস শরীফে উল্লেখিত করোপযোগিতার সীমা নির্ধারণকে গ্রহণ করেন তাঁরা সবাই সব সময়ে একমত হন না যে, নির্দিষ্ট সীমার মধ্যবর্তী অবকাশ সম্পূর্ণ করমুক্ত থাকবে কি থাকবে না।

এই দুইটি বিষয়কে ইসলামী ন্যায়বিচারের আদর্শের আলোকে সন্তোষজনকভাবে মীমাংসা করতে হলে আমাদের হাদীসের আশ্রয় নিতে হবে, অর্থাৎ কি উদ্দেশ্যে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর জীবনকালে যাকাতের আইন প্রয়োগ করা হত এবং তা দ্বারা কতটুকু উদ্দেশ্য সাধিত হত।

আগেই উল্লেখ করেছি যে, কুরআন বিশেষভাবে বলে যে, দরিদ্রের জন্যে নির্ধারিত অংশ অর্থাৎ যাকাত, পরিষ্কারভাবে জানাতে হবে বা প্রচার করতে হবে (حق معلوم)। এই বিশেষ নির্দেশ দ্বারা পরিষ্কারভাবেই বোঝা যায় যে, যাকাত আদায়ের জন্যে কর ধার্যের নির্ধারিত হারের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এ দ্বারা আরও বোঝা যায় যে, রসূলুল্লাহ্ (সা.) যাকাতের হার নির্ধারণ করে সাহাবীগণকে শিক্ষা দিয়েছিলেন ; যাকাতের উদাহরণ আসলে নামাযেরই মত, কুরআনে এর বিস্তারিত উল্লেখ নেই কিন্তু রসূলুল্লাহ্ (সা.) নিজে তা মুসলমানগণকে শিক্ষা দিয়ে গেছেন।

যাকাত ধার্য করার ন্যূনতম সীমা নির্ধারণ করা উচিত কি না, সেই বিষয়টি বিবেচনা করার কালে (অর্থাৎ যে নির্দিষ্ট পরিমাণ বা মূল্যের নীচে হলে সম্পদ যাকাতমুক্ত থাকবে), আমাদের মনে রাখা উচিত যে, যাকাতের উদ্দেশ্য হল অভাবীজনকে রক্ষা করা। কুরআনের ভাষায় যাকাত হল "যারা সাহায্য প্রার্থী এবং যারা নিরন্ন, অভাবী তাদের স্বীকৃত অধিকার।" নিম্নলিখিত হাদীসটি থেকে কুরআনের হুকুমের মর্মবাণী যথার্থভাবে বোঝা যাবে :

"আবু 'আসিম আদ-দাহ্হাক ইবন মাখলাদ বর্ণনা করেছেন যে,

www.pathagar.com

যাকারিয়া ইবন ইসহাক ইয়াহিয়্যা ইবন আবদুল্লাহ ইবন সাইফী থেকে শুনেছেন যে, তিনি আবী মা'বাদ থেকে শুনেছেন যে, তিনি ইবন আব্বাস (রা.) থেকে শুনেছেন যে, রসূলুল্লাহ (সা.) যখন মু'আয (রা.) কে ইয়ামনে পাঠান তখন তাঁকে এই উপদেশ দেন, "তাদেরকে (ইয়ামনের অধিবাসিগণকে জানাও তারা যেন সাক্ষ্য দেয় যে, এক আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই এবং আমি আল্লাহর প্রেরিত রসূল। যদি তারা তোমার কথা মানে তখন তাদের বল যে আল্লাহ্ তাদের উপর রোজ পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করে দিয়েছেন, যদি তারা মানে তখন তাদের বল যে, আল্লাহ্ এও ফরয করে দিয়েছেন যে, তারা তাদের ধন-সম্পদ থেকে দান করবে। এই দান তাদের মধ্যে যারা ধনী তাদের সম্পদ থেকে গ্রহণ করা হবে এবং তাদের মধ্যে যারা গরীব তাদেরকে বিতরণ করা হবে।" (বুখারী)

হানাফী মাযহাব মতে কৃষিজ সম্পদের ক্ষেত্রে নিসাব বাতিল করার যুক্তির পিছনে রয়েছে কুরআনের নিম্নে উল্লেখিত দুইটি আয়াত ঃ

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা যা উপার্জন কর এবং আমি যা যমি থেকে তোমাদের জন্যে উৎপাদন করে দিই তা থেকে উৎকৃষ্টটুকু ব্যয় কর এবং তা থেকে যে নিকৃষ্ট অংশটুকু নিজের জন্যে পছন্দ কর না তা দান হিসাবে অপরকেও দিও না। এবং জেনে রাখ যে আল্লাহ্ অভাবমুক্ত ও প্রশংসিত।" (সূরা বাকারা ঃ ২৬৭)

"আর তিনিই লতা ও বৃক্ষ-উদ্যানসমূহ সৃষ্টি করেছেন এবং খেজুর গাছ, বিভিন্ন স্বাদের খাদ্যশস্য, জয়তুন ও ডালিম সৃষ্টি করেছেন—এগুলো একটি অপরটির সদৃশ আবার বিসদৃশও ; যখন এগুলো ফলবান হয় তখন এগুলোর ফল আহার করবে আর ফসল তোলার দিনে তার প্রদেয় অংশ দান করবে এবং অপচয় করবে না, কারণ তিনি অপচয়কারিগণকে পছন্দ করেন না।" (সূরা আন'আম ঃ ১৪১)

তবু উপরের আয়াত দুইটির প্রথমটিতে একেবারে বিশেষভাবে যাকাতের কথাই বলা হয়নি। বরং সাধারণভাবে দানকে বুঝানো হয়েছে। সূরা আন'আম-এর ১৪১ সংখ্যক আয়াতেও নির্দিষ্ট করে এমন বলা হয়নি যে, ফসলের পরিমাণ যাই হোক না কেন তারই যাকাত দিতে হবে। মুসলমানগণের প্রতি যে আদেশ, "ফসল তোলার দিনে তার দেয় অংশ দান করবে", তা দ্বারা কম-বেশী যে কোন পরিমাণের ফসল না বুঝিয়ে হয়ত বা মোটামুটি ধরনের একটা পরিমাণকে বোঝাতে পারে।

www.pathagar.com

যাকাত যে অভাবীজনের ন্যায্য অধিকার এ কারণেই নিসাব নির্ধারণ করা উচিত, যাতে স্বয়ং সম্পদের মালিক অপেক্ষাকৃত কম ভাগ্যবান মুসলমান-গণ যাকাত ব্যবস্থা দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। এই পূর্ব-সাবধানতা না থাকলে যাকাতের মূল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যেত।

"আল্লাহ্ তাঁর বান্দাগণের প্রতি কোন জুলুম করতে চান না।"

(সূরা মু'মিন : ৩১)

এ কারণেই, মানুষের স্বাভাবিক ও ন্যায়সঙ্গত প্রয়োজনের খাতিরে নিসাব থাকতেই হবে; নিসাব যাকাতমুক্ত মৌলিক প্রয়োজনটুকু রক্ষা করবে। যাকাত এমন হবে যাতে মোটামুটি অবস্থাপন্ন একজন মুসলমান তাঁর সম্পদের আংশিক ত্যাগ দ্বারা খুব অস্বস্তিকর অবস্থায় না পড়েন। এই আইন কৃষিজ সম্পদের ক্ষেত্রে বিশেষ করে প্রযোজ্য হওয়া উচিত, কারণ এ ক্ষেত্রে সামান্য পরিমাণ উৎ-পাদিত শস্যই হয়ত একজন ব্যক্তি বা একটি পরিবারের বেঁচে থাকার একমাত্র সম্বল হতে পারে। ইমাম আবু হানীফা এই মত পোষণ করেন যে, কৃষিজ উৎ-পাদনের ক্ষেত্রে নিসাব থাকা উচিত নয়। এ মত সকলে গ্রহণ নাও করতে পারে। কুরআন বলে যে, প্রয়োজন মিটার পর সম্পদের উদ্বৃত্ত অংশই দান করতে হবে :

"লোকে তোমাকে জিজ্ঞেস করে কি তারা ব্যয় করবে? বল যে, যা উদ্বৃত্ত তাই।" (সূরা বাকারা : ২১৯)

কুরআন আরও বলে যে,

"তোমাদের ধর্মে তিনি তোমাদের জন্যে কোন কঠিন বিধান দেন নি।"

(সূরা হজ্জ : ৭৮)

অতএব কৃষিজ পণ্যের ক্ষেত্রেও নিসাব নির্ধারিত করা বরং ইসলামী ন্যায়-বিচারের কাছাকাছি হয়। হাদীসেও তার উল্লেখ রয়েছে।

যে প্রধান প্রধান হাদীসের উপর ভিত্তি করে যাকাতের নিসাব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেগুলো নিচে উল্লেখিত হল :

"আমর ইবন মুহাম্মদ বিন বুকাইর আন-নাকিদ বলেন যে, সুফিয়ান ইবন 'উআয়না আমাদের নিকট নিম্নরূপ বর্ণনা করেন : আমি ইবন 'আমর ইবন ইয়াহ্‌ইয়া বিন উমারাকে জিজ্ঞেস করলে তিনি আমাকে জানান যে, তাঁর পিতা (ইয়াহ্‌ইয়া ইবন উমারা বিন আবী হাসান) আবু সাঈদ আল-খুদরীর কাছ থেকে শুনেছেন যে, তিনি রসূলুল্লাহ (সা.)-কে বলতে শুনেছেন পাঁচটি উট বোঝাই-এর কম পরিমাণ মালের (প্রায় ৯৫৬৮ কিলোগ্রাম বা ১,৬৮০ সের)

www.pathagar.com

একপাল পশুর যাকাত যাতে একটি আস্ত পশু দিয়েই আদায় করা যায় তার সুযোগ করে দেয়।

অনুরূপ কারণে স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রা করোপযোগী সীমারেখায় যাকাতমুক্ত অবকাশ পুরোপুরিই সঙ্গত। এর ফলে ভগ্নাংশের হিসাব বাদ দিয়ে যাকাত দেওয়া সম্ভব হয়; নতুবা স্বর্ণ-রৌপ্য মুদ্রার যাকাত দিতে গিয়ে অন্য কোন ধাতুর তৈরী ক্ষুদ্র মানের মুদ্রা দ্বারা পরিশোধ করতে হত। তখন তা যাকাত আইনের মূল আবেদন ও মর্মবাণীর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হত না; যে কোন সম্পদের যাকাত সেই সম্পদের দ্বারা বা তদনুরূপ সম্পদ দ্বারা পরিশোধ করাই বাঞ্ছনীয়। কাজেই এখানেও যাকাতমুক্ত অবকাশ ভগ্নাংশকে পুরো অংশে বৃদ্ধি পেয়ে করোপযোগী হবার সুযোগ করে দেয়।

দ্বিতীয়ত এই অবকাশ যাকাতদাতাকে অনেকখানি ভারমুক্ত করে। কুরআনের আয়াতের সঙ্গে এটি সঙ্গতিপূর্ণ ঃ

"আল্লাহ্ তোমাদের ভার লঘু করতে চান।" (সূরা নিসা ঃ ২৮)

এই বিষয়টির উপলব্ধি যাকাতদাতাগণের মনে উৎসাহব্যঞ্জক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে, যার ফলে সম্পদশালী যাকাতদাতাগণ সময়মত এবং ঠিক পরিমাণমত পবিত্র যাকাত আদায় করতে আগ্রহ বোধ করবে।

মাদানী (মদীনা) পদ্ধতির ওযন ও মাপ

যাকাতের হার এবং কর-সীমার বিষয় আলোচনার আগে রসূলুল্লাহ (সা.) কর্তৃক গৃহীত ওযন ও মাপ পদ্ধতি [যা পরে দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর (রা.) কর্তৃক সংশোধিত হয়] সম্বন্ধে মোটামুটিভাবে, যদিও সংক্ষেপে, আলোচনা করব।

ইসলাম-পূর্ববর্তী যুগে আরবগণের মধ্যে দুইটি পদ্ধতি প্রচলিত ছিল ঃ গ্রীকো-রোমান এবং পারস্য দেশীয়। এই দুই পদ্ধতির ওযন ও মাপ মূল্যমানের দিক থেকে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন রকম ছিল। সেজন্যে যাকাতের মত এত গুরুত্বপূর্ণ একটি সামাজিক ব্যবস্থার জন্যে তার কোনটিই উপযোগী ছিল না। তাই বিভ্রান্তি দূর করার উদ্দেশ্যে ঐ ওযন ও মাপকে স্থিতিশীল করার জন্যে তাদের মূল্যমানের সংশোধন করা হয়। ফলে যাকাত আদায়ের যে পদ্ধতি গৃহীত হয় আমরা তাকে মাদানী পদ্ধতির ওযন ও মাপ বলব।

রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেনঃ "ওযন ও মাপের পদ্ধতি হল মদীনাবাসিগণের পদ্ধতি।" (সহীহ বুখারী, আল-'আইনীর তফসীর)

www.pathagar.com

রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সময়ে ইসলাম পূর্ববর্তী যুগের যে ওযন ও মাপ পদ্ধতি যাকাতের জন্যে গৃহীত হয়েছিল তা নিম্নরূপ ঃ

ওযন—দানা (আল-হাব্বা الحبة) কীরাত (القيراط), দিরহাম (الدرهم), মিস্কাল (المثقال) বা দীনার (الدينار), ওকিয়া (আল আওকিয়া الأوقية) এবং রাতল (الرطل)।

মাপ—ছা' (الصاع) এবং ওয়াসাক (الوسق)।

এর মধ্যে ক্ষুদ্রতম ওযন ছিল দানা (একটি যবের দানার ওযন, ট্রয় পদ্ধতিতে মূল্যবান মণিমানিক্য ও ধাতু মাপার জন্যে অদ্যাবধি ব্যবহৃত হয়), ৪ দানায় ১ কীরাত। এটি সুপ্রতিষ্ঠিত যে, দিরহামের সঙ্গে ওকিয়া ও রাতলের মান নির্ধারিত হয় ঃ ৪০ দিরহাম ১ আওকিয়া, এবং ১২ ওকিয়াতে ১ রাতল।

যাকাত আইনের পুরানা বিধান অনুযায়ী ১ ছা' ৫$\frac{১}{৩}$ হিজাযী রাতলের সমান। বিশ্বাস করার কারণ রয়েছে যে, এই রাতল আর ১২ ওকিয়ার সমমানে স্থিরীকৃত যে রাতল তা এক নয়। ১২ ওকিয়া ১'৭৪ কিলোগ্রাম বা ১ সের ৬৮ তোলা ওযনের সমান। সাবেক রাতল অনেক হালকা ছিল, ৯৮০ গ্রাম অর্থাৎ ১ সেরের সামান্য বেশী বা কায়রোর বড় রাতলের মোটামুটি সমান।[১] এই ধারণার সমর্থনে আমরা ধরে নিতে পারি যে, বাস্তবে একটি সাধারণ উটের সর্বাধিক বহন ক্ষমতা হল প্রায় ৩৩৬ সের (৮$\frac{২}{৫}$ মণ বা ৩১৩'৫২৮ কিলোগ্রাম)।

সাবেক পাকিস্তানে যুদ্ধের কাজে নিযুক্ত উটের সর্বাধিক বহন ক্ষমতা ৫ মণ বলে স্থির করা হয়েছিল। ৫মণ (২০০ সের) যদি যুদ্ধের কষ্টসংকুল কাজে উটের সাধারণ বহন ক্ষমতা হয় তাহলে মাদানী পদ্ধতির ওয়াসাক (বা উটের বোঝা حمل بعير) শস্য, খেজুর ইত্যাদি মাঠ বা বাগিচা থেকে বাজার পর্যন্ত অপেক্ষাকৃত কম দূরত্ব বহনের জন্য উটের সর্বাধিক বহন ক্ষমতা বলে স্থিরীকৃত করা কোন আধিক্য নয়। ১ ওয়াসাক ৬০ ছা, মোটামুটিভাবে ৫-২২৫ কিলোগ্রাম বা ৫$\frac{১}{৪}$ সের অর্থাৎ তিনটি ১২ ওকিয়া রাতলের সমান।

এটাই খুব বেশী সম্ভব যে রাতল যাকাত আইনের সঙ্গে সরাসরি সংশ্লিষ্ট না থাকা হেতু প্রাথমিক যুগের উলামাগণ ১২ ওকিয়া রাতলে ১ ছা' এই আনুপাতিক ওযনের উপর কোন বিশেষ গুরুত্ব দিতেন না, বরং তৎকালে

---

১. রাতলের ওযন এমনকি আজকালও সব জায়গার এক রকম নয়। কোনখানে ২'৫৬৪ কিলোগ্রামের সমান আবার কোথাও এত কম যে প্রায় ৭১৫ গ্রাম।

www.pathagar.com

অপেক্ষাকৃত অধিক প্রচলিত হিজাযী রাতলেরই উল্লেখ করতেন। তদুপরি এ রকম সহজেই অনুমান করা যায় যে, বাহন হিসাবে সে সময়ে বর্তমানকাল অপেক্ষা উটের ব্যবহার অনেক বেশী ছিল এবং একটি উটের গড়পড়তা বহন ক্ষমতা সম্বন্ধে বহু লোকেই ঠিক ঠিক অবগত ছিলেন। তাই ওয়াসাক বা ছা' দ্বারা ঠিক কত পরিমাণ শস্য বুঝাতে তাও তাদের জানা ছিল। এর বেশী পুংখানুপুংখ হিসাব করার প্রয়োজন ছিল না।

দিরহাম : এটি সকলেরই জানা যে, মিসকাল বা দীনারের সঙ্গে (ওযনে) দিরহামের আনুপাতিক হার নির্ধারিত হয় ১০ দিরহাম = ৭ মিসকাল এবং (বিনিময়) মূল্য হার হল ১০ দিরহাম = ১ মিসকাল। অপরপক্ষে কখন কিভাবে এই স্থিরীকরণ করা হয় এবং মাদানী পদ্ধতির এই দুটি পরিমাণের শস্য বা কীরাতে সঠিক ওযন কি ছিল তা নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে। তবে প্রাক-ইসলামী যুগেই যে এই ওযন দুটির ব্যবহার ছিল তা তর্কাতীতভাবে সত্য। নিচে উল্লেখিত কুরআনের সূরাটিতে দিরহাম ও দীনার দুয়েরই উল্লেখ রয়েছে। যদি দুর্ভাগ্যবশত তাদের সঠিক মূল্য কি পরিমাণ ছিল তার কোন সন্ধান দেওয়া নেই।

"এবং ওরা তাকে অল্পমূল্যে বিক্রি করল মাত্র কয়েক দিরহামের বিনিময়ে, ওরা এতে নির্লোভ ছিল।" (সূরা ইউসুফ : ২০)

"কিতাবীদের মধ্যে এমন লোক রয়েছে যে বিপুল সম্পদ[১] আমানত রাখলেও ফেরত দিবে; আবার এমন লোকও আছে যার নিকট একটি দীনার আমানত রাখলেও তার পেছনে লেগে না থাকলে সে ফেরত দিবে না ...।"

(সূরা আল-ইমরান : ৭৫)

এই আয়াত দুটি থেকে পরিষ্কারই জানা যায় যে, মূল্য যাই হোক না কেন, দীনার ও দিরহাম প্রাক-ইসলামী যুগে সুপরিচিত ছিল।

দিরহাম যেহেতু মাদানী পদ্ধতির কেন্দ্রীয় ওযন ছিল তাই তার সঠিক সমপরিমাণ দানা কত তা নির্ণয় করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কেননা দানা হল এই ওযন পদ্ধতির একেবারে মৌলিক পরিমাপ। ইমাম আল-'আইনী সহীহ্ বুখারী শরীফের তফসীর লিখতে গিয়ে যে সকল পণ্ডিতের তথ্যের উল্লেখ করেছেন তা থেকে বোঝা যায় যে, দিরহামের ওযন নির্ধারিত ছিল ৬ দানিকে, ১০ দিরহাম ছিল ৭ মিসকালের সমপরিমাণ ওযন। পারস্য দেশীয় দিরহাম

---

১. কিন্‌তার (القنطار) বর্তমানে ১০০ রাতলের সমান।

www.pathagar.com

ছিল ৮ দানিক এবং গ্রীকো-রোমান দিরহাম ছিল ৪ দানিক; এই দুই-এর মাঝামাঝি ৬ দানিকে দিরহামের ওযন নির্ধারিত হয়।

কাসুসুল-মুহীত অনুসারে দানিক ছিল ২ কীরাত বা ৮ দানার সমান ওযন। এটা ঠিক হলে ৬ দানিক দিরহাম ওযনে হবে ৪৮ দানা বা ১২ কীরাত। এ রকম ১০ দিরহাম ওযনে হবে ৪৮০ দানার সমান, তাহলে ১ মিসকালে হয় ৬৮·৫৭১ দানার সমান। ইবন সাদ-এর 'আত-তাবাকাত' অনুযায়ী ৭৫ হিজরীতে এই পুনর্গঠিত মূল্যায়ন করেন উমাইয়া খলীফা 'আবদুল-মালিক ইবন মারওয়ান। এই সময়েই ইসলামে সর্বপ্রথম দীনার ও দিরহামের গায়ে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর-রসূলুল্লাহ্" কালিমা মুদ্রিত হয়।

অপর পক্ষে "কিতাবুল মাকাঈল" গ্রন্থে আল-ওয়াকিদী লিখেছেন যে, 'আবদুল-মালিক কর্তৃক অংকিত ও প্রচলিত মিস্‌কাল-মুদ্রার সমপরিমাণ ওযন দামেশকে ছিল ২১$\frac{৩}{৪}$ কীরাত বা ৮৭ দানা। এ তথ্য ঠিক হলে ৭ মিস্‌কালের সমান ওযন ছিল ৬০৯ দানা যা ১০ দিরহামের সমপরিমাণ, তাহলে দিরহামের ওযন হয় ৬০·৯ দানা বা ১৫·২২৫ কীরাত। উক্ত গ্রন্থ রচয়িতা কিছুটা সংশোধন করে দিরহামের ওযন নির্ধারণ করেন ১৫ কীরাতে বা ৬০ দানায়।

তদুপরি আল-কারতুবী জানান যে, 'আবদুল মালিক ইবন মারওয়ান কর্তৃক অংকিত দিরহাম ছিল ৫৫ দানা বা ১৩$\frac{৩}{৪}$ কীরাতের সমান। এই মূল্যায়ন দ্বারা মিসকালের সমপরিমাণ ওযন হয় ৭৮·৫৭১ দানা বা ১৯·৮৪২ কীরাত।

আল-কারা'ফী তাঁর আদ-দাখীরা গ্রন্থে লিখেছেন যে, ৬৪ দানার সম-ওযনের মিসরীয় দিরহামের তুলনায় মাদানী দিরহাম ছিল এ রকম: ১৮০ মিসরীয় দিরহাম + ২ দানা = ২০০ মাদানী দিরহাম। ফলে মাদানী দিরহামের সম-ওযন হয় ৫৭$\frac{৩}{৫}$ দানা বা ১৪$\frac{২}{৫}$ কীরাত এবং মিস্‌কালের সম-ওযন হয় ৮২$\frac{২}{১০}$ দানা বা ২০$\frac{৩}{৪}$ কীরাত।

ইসলামের সর্বপ্রথম মাযহাব হানাফী মতানুসারে মাদানী দিরহামের ওযন ছিল ১৪ কীরাত বা ৫৬ দানা এবং মিস্‌কালের সমপরিমাণ ওযন ছিল ২০ কীরাত বা ৮০ দানা। ওযনে দিরহাম ও মিস্‌কালের আনুপাতিক পরিমাণ ছিল ১০ ঃ ৭ এবং মূল্যের দিক থেকে ১০ ঃ ১। বলা হয়ে থাকে যে, দ্বিতীয় খলীফা উমর ইবনুল-খাত্তাবের আমলে মূল্যায়নের এই পুনঃনির্ধারণ করা হয়। "ফতওয়া আস-সুগরা" (যার বলে এই পুনঃনির্ধারণটি করা হয়) থেকে

www.pathagar.com

আরো জানা যায় যে, খলীফা হযরত উমর (রা.)-এর আগে মুসলমানদের মধ্যে ভিন্ন রকমের দিরহাম প্রচলিত ছিল। একটির ওযন ছিল ২০ কীরাত বা ৮০ দানা, এটি ওযনে ছিল মিস্‌কালের সমান—মিসকাল একই ধরনের প্রচলিত ছিল। আরেকটির ওযন ছিল ১২ কীরাত বা ৪৮ দানা ($\frac{৩}{৫}$ মিস্‌কাল) ১০ দিরহাম = ৬ মিস্‌কাল। তৃতীয়টি ওযনে ছিল ১০ কীরাত বা ৪০ দানা ($\frac{১}{২}$ মিস্‌কাল), ১০ দিরহাম = ৫ মিস্‌কাল।

হযরত 'উমর (রা.) যখন এই তিন রকমের মধ্যে সবচেয়ে বড় দিরহামের মাধ্যমে যাকাত গ্রহণ করতে চাইলেন, জনসাধারণ তখন তাঁকে কর লাঘব করার জন্যে অনুরোধ করে। 'উমর (রা.) তখন রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাহাবীগণের সঙ্গে পরামর্শ করে, সবাই মিলে বসে, মাদানী দিরহামের ওযন ১৪ কীরাত বা ৫৬ দানায় নির্ধারিত করেন। এই পরিমাণ ছিল প্রচলিত তিনটি দিরহামের মিলিত ওযনের গড় (২০ + ১২ + ১০ = ৪২ কীরাত ÷ ৩ = ১৪ কীরাত)। এ রকম ১৪ কীরাত দিরহামের ১০টির ওযন যেহেতু ছিল ৫৬০ দানার সমান, সেগুলো অতএব প্রতিটি ২০ কীরাত ওযনের ৭ মিস্‌কালের সমান বা ৫৬০ দানার সমান।

তাহলে, একদিকে আমরা পাই বিভিন্ন মানের মাদানী দিরহাম, যথা ৪৮ দানা বা ১২ কীরাত, ৫৫ দানা বা ১৩$\frac{৩}{৪}$ কীরাত, (৫৬ দানা বা ১৪ কীরাত), ৫৭$\frac{৩}{৫}$ দানা বা ১৪$\frac{২}{৫}$ কীরাত এবং ৬০$\frac{৮}{১০}$ দানা বা আনুমানিক ১৫$\frac{১}{৫}$ কীরাত। আরেকদিকে পাই বিভিন্ন মানের মাদানী মিস্‌কাল, যথা ৬৮$\frac{৪}{১০০}$ দানা বা ১৭$\frac{১}{১০০}$ কীরাত, ৭৮$\frac{৬৭}{১০০}$ দানা বা ১৯$\frac{২}{৫}$ কীরাত; ৮০ দানা বা ২০ কীরাত এবং ৮২$\frac{৩}{১০}$ দানা বা ২০$\frac{৩}{৪}$ কীরাত। তাহলে উক্ত দুইটি মাদানী মানের একাধিক ভুল মাপ ছিল বলে প্রতীয়মান হয় এবং এই সবগুলোর মধ্যে অবশ্যই মাত্র একটি সঠিক হতে পারে। ঐতিহাসিক বা যুক্তিসঙ্গত যে কোন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখলে হযরত 'উমর (রা.)-এর সংশোধিত ১৪ কীরাতের দিরহামই সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য। হানাফী মাযহাব ১৪ কীরাতের দিরহাম এবং ২০ কীরাতের মিস্‌কালকেই মাদানী পদ্ধতির ওযন বলে গ্রহণ করে। আমরাও মাদানী পদ্ধতির সকল ওযনকে এই হিসাবেই গ্রহণ করব।

এটা হতে পারে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর আমলে ১২ কীরাত দিরহাম দ্বারা (= ৬ দানিক) যাকাত গ্রহণ করা হত। এ রকম হয়ে থাকলে হোক, হযরত 'উমর (রা.) রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর ঘনিষ্ঠতম সঙ্গী ছিলেন এবং নিশ্চয় তিনি পুরাপুরিভাবেই অবগত ছিলেন যে, এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি সম্বন্ধে

www.pathagar.com

রসূল (সা.)-এর নির্দেশ কি ছিল। অতএব ২০ কীরাত দিরহাম দ্বারা যাকাত গ্রহণ করা হবে, তাঁর এই বোধ সঙ্গতই ছিল এবং পরবর্তীতে দিরহামের ওযন ১৪ কীরাতে নির্ধারিত করে তিনি সুবিবেচনাই করেছিলেন। এ দ্বারা এ-ও বুঝা যায় যে, রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সময়ে মাদানী পদ্ধতিতে নিশ্চয়ই কীরাতে বা দানায় দিরহামের কোন ওযন নির্ধারিত ছিল না। যদিও ওকিয়া, রাতল, ছা' এবং ওয়াসকের সঙ্গে দিরহামের আনুপাতিক হার অবশ্যই নির্ধারিত ছিল জানা যায়।

দীনারকে[১] সাধারণত মিস্‌কালে ভিন্নরূপ বলে বর্ণনা করা হয়ে থাকে। জাবির থেকে বর্ণিত একটি হাদীস অনুযায়ী রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন যে, "দীনারের ওযন হল ২৪ কীরাত"।[২]

মিস্‌কাল আর দীনারের ওযনগত কোন প্রভেদ আদিতে থাকলেও তা যাকাত আইনকে প্রভাবিত করে না, কেন না সোনার যাকাত দীনারে দিতে হয় না, দিতে হয় মিস্‌কালে। ঐ দুটি পরিমাণ পরবর্তীতে এক হয়ে যায় এবং তখন 'দীনার' বলতে শুধুমাত্র সোনার মিস্‌কাল মুদ্রাকে বুঝাত। কিন্তু তাতে উল্লেখিত যাকাত প্রদান রীতি পরিবর্তিত হয় না।

আজকের দিনে রূপার দিরহাম বা সোনার দীনার কোনটিই আর মুদ্রারূপে প্রচলিত নেই। তদুপরি, এটা উল্লেখযোগ্য যে, এগুলো যখন মুদ্রা-রূপে প্রচলিত ছিল এমন কি তখনো এদের মুদ্রামূল্য স্থিতিশীল ছিল না—হয় তাদের গায়ের সোনা কি রূপা কমে যাওয়ায় অথবা ধাতু হিসাবে তাদের মূল্য উঠানামা করার কারণে। এই স্থিতিশীলতা না থাকার ফলে মাদানী পদ্ধতিতে তাদের আনুপাতিক মূল্য অর্থাৎ ১০ ঃ ১, মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়। কাজে কাজেই আমরা এই দুইটি মানের মূল প্রকৃতিই গ্রহণ করব, অর্থাৎ ওযন হিসাবে —মুদ্রা হিসাবে নয়।

সংশ্লিষ্ট তালিকা থেকে পাঠক-পাঠিকাগণ মাদানী পদ্ধতির ওযন সম্বন্ধে সাধারণ ধারণা করতে পারবেন। আরো পরিচ্ছন্ন ধারণার জন্যে মাদানী পদ্ধতির সমমানের তোলা, সের, গ্রাম, (মেট্রিক পদ্ধতি) এগুলোও দেখানো হয়েছে।

যে প্রকৃত মূল্যবোধের উপর যাকাত প্রথা আদিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা যদি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে হয় তাহলে আর যে বিষয়টি পরিষ্কারভাবে উপলব্ধি

১. ল্যাটিন 'দেনারিয়াস' শব্দজাত। দেনারিয়াস রোমান রৌপ্যমুদ্রা, ৮ পেনির সমান।

২. অর্থাৎ খাঁটি সোনার দীনার। এমনকি তখনো স্বর্ণের মান ছিল ২৪ কারাট (কীরাত)।

www.pathagar.com

করতে হবে সেটি হল, কোন্ কারণে রসূলুল্লাহ্ (সা.) রূপার নিসাব নির্ধারণ করেছিলেন ২০০ দিরহামে আর সোনার নিসাব নির্ধারণ করেছিলেন ২০ মিসকালে। কারণ হল, হয় এই দুইটি পরিমাণ দ্বারা তাঁর আমলে ৫ উটের বোঝা খাদ্যশস্য, অথবা এক বছরকাল সময়ের অত্যাবশ্যক খাদ্যশস্যের বাজার প্রচলিত মূল্য বোঝাত।[১] তাহলে ইসলামের প্রাথমিক কালে ২০০ দিরহামের ক্রয়ক্ষমতা ছিল ৫ উট বোঝাই অত্যাবশ্যক খাদ্যশস্য, যা একটি গড়পড়তা পরিবারের এক বছরের খাবার হতে পারে। দুঃখের বিষয়, ১৩৭৮ হিজরীতে ২০০ দিরহাম ওযনের রূপা (প্রায় ৬২$\frac{১}{২}$ তোলা) দ্বারা ৫ উটের বোঝা (১,৬৮০ সের বা প্রায় ১,৫৬৮ কিলোগ্রাম) গম, যব, ভুট্টা বা চাউল কিনা আর সম্ভব হবে না, অথচ ব্যক্তি বা একটি পরিবারের এক বছরকাল সময়ের জন্যে প্রায় চৌদ্দশ বছর আগে যে পরিমাণ ভোগ্য দ্রব্যের প্রয়োজন হত আজও তাই লাগে।

অপর পক্ষে, বহু শতাব্দীর ব্যবধানে রূপার দাম যেখানে বহুগুণ কমেছে সোনার দাম সেখানে ইসলামের প্রথম যুগে যা ছিল তার চেয়ে বিশ্ব বাজারে বহুগুণ বেড়েছে। আজকের পাকিস্তানে[২] ২০ মিস্‌কাল (৮·৮৮ তোলা) সোনার দাম প্রায় ১·১৫৪ টাকা, অর্থাৎ রূপার তুলনায় সোনার দর ৯৫ : ১-এ দাঁড়িয়েছে। বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। রূপার অবমূল্যায়ন এবং সোনার অতিমূল্যায়ন আরো পরিষ্কার হবে যদি আমরা বুঝতে চেষ্টা করি যে, রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সময়ে এক বছরের প্রয়োজনীয় শস্যের দাম ছিল ২০০ দিরহাম (প্রায় ৬২$\frac{১}{২}$ তোলা রূপা) যার আজকের বাজার মূল্য হচ্ছে প্রায় ১২২ টাকা বাস্তবে একই পরিমাণ শস্য (ধরা যাক, গম) কিনতে এখন লাগবে ৫২৫ টাকা যা দিয়ে ৩১১ তোলা রূপা কিনা যাবে, অর্থাৎ প্রায় ১,০০০ দিরহাম। অন্য কথায় রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর আমলে রূপা আজকের তুলনায় প্রায় পাঁচগুণ বেশী মূল্যবান ছিল। (বর্তমান সময়ে দামেশকে রূপা ও সোনার তুলনামূলক দর হচ্ছে ৩৯$\frac{১}{২}$: ১)।

তারপর সোনা। রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সময়ে এক বছরের খাদ্যশস্য কিনতে ২০ মিস্‌কাল সোনার প্রয়োজন হত, আর বর্তমান সময়ে ৫ মিস্‌কালেরও কম (৪ তোলারও কম) সোনার বিনিময়ে ৫২৫ টাকা মূল্যের গম কিনা যায় অর্থাৎ আজকের পাকিস্তানে (১৯৬০ ইং) স্বর্ণের মূল্য রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সময়ে মদীনাতে যা ছিল তার চার গুণের বেশী।

---

১. ইমাম আল-আইনীর সহীহ্ বুখারীর তফসীর।

২. সাবেক পাকিস্তান। মূল ইংরেজী গ্রন্থটি ১৯৬০ সালে মুদ্রিত হয়—অনুবাদক।

www.pathagar.com

আরেকটি কথা মনে রাখতে হবে যে যাকাতের হিসাব রূপা দিয়ে ধরতে হয়, সোনা দিয়ে নয়। সোনার যাকাতের ন্যূনতম দর নির্ধারিত ছিল ২০ মিস্‌কাল, কারণ সে সময়ে এই পরিমাণ দ্বারা ২০০ দিরহাম ওজনের রূপা বোঝাত —তা দ্বারা আবার পাঁচ উটের বোঝাই অত্যাবশ্যক খাদ্যশস্যের দাম বোঝাত। এটাই কারণ।

অতএব পরিষ্কার বোঝা গেল যে, রূপা ও সোনার নিসাব নির্ধারণে মূল লক্ষ্য হল এক বছরকাল সময়ের জন্যে অত্যাবশ্যক খাদ্যশস্য রেখে যাকাত নির্ধারণ করা। কাজে কাজেই রূপা ও সোনার নিসাব দ্বারা অতি অবশ্যই নিসাবের মূল উদ্দেশ্য পূর্ণ হতে হবে—এদের মূল্য যতই উঠানামা করুক না কেন। মানব সমাজে সোনা-রূপা ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যম মাত্র।

ইসলামী আইনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ স্থায়ী মূল্যবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ। জীবনের প্রথম প্রয়োজন হিসাবে খাদ্য মানব সমাজে স্থায়ী ভিত্তি রচনা করে। রূপা ও সোনা মানুষের সাময়িক আগ্রহ ও সুযোগ সুবিধার স্থান অধিকার করে থাকেমাত্র। তদুপরি অতীতের হিসাব-নিকাশের প্রতি কতকটা স্বাভাবিক প্রবণতা, যা বর্তমানের বাস্তবের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হয় না, অবশ্যই অগ্রগতির পথে এক মস্ত বড় বাধা হয়ে দাঁড়ায়। অথচ বাস্তবের জৈবিক গ্রহণশীলতা নিশ্চয়ই ইসলামী আইনের মর্মবাণীকে অধিকতর বাস্তবায়িত করবে এবং তা মুসলিম জনসাধারণের স্বার্থও বেশী রক্ষা করবে।

(সাবেক) পাকিস্তানের গড়পড়তা এক মণ গমের দাম ১৯৫৯ সালে যদি ধরা হয় ১২.৫০ টাকা তাহলে মেনে নেওয়া উচিত যে, নগদ অর্থের নিসাব (রূপা, সোনা, টাকার নোট, মণিমানিক্য) পাকিস্তানে ঐ বছরের জন্যে নির্ধারিত হওয়া উচিত ৫২৫ টাকা যা নাকি এক বছরের অত্যাবশ্যক খাদ্যশস্যের (১,৬৮০ সের) বাজার দর।

যদি কখনো রূপা ও সোনার আনুপাতিক দর মাদানী পদ্ধতিতে যেমন ছিল তেমন, অর্থাৎ (১০ঃ১) হয় এবং রূপা ও খাদ্যশস্যের আনুপাতিক দরও সে রকম হয় (২০০ দিরহামে ৫ উটের বোঝা খাদ্যশস্য), তাহলে পুরানা পদ্ধতিতেই রূপা ও সোনার নিসাব নির্ধারণ করতে হবে। দুঃখের বিষয় সে রকম শুভ সময় হয়ত কখনো আসবে না। আমরা তাই বাস্তবতাকে স্বীকার করতে বাধ্য এবং এখন থেকে রূপা ও সোনার নিসাব রসূলুল্লাহ (সাঃ) যে ভিত্তিতে নির্ধারণ করেছিলেন, সেই ভিত্তিতেই নির্ধারণ করব। অর্থাৎ এক

www.pathagar.com

বছরের জন্যে অত্যাবশ্যক খাদ্যশস্যের বাজার প্রচলিত মূল্যের অনুপাতে। তার ফলে, অবশ্যই বাজারে অত্যাবশ্যক খাদ্যশস্যের দর উঠানামার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সোনা ও রূপার নিসাবকে কমবেশী করতে হবে।

রূপা ও সোনার করোপযোগিতার সীমা এবং যাকাতের হার

রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "পাঁচ আওয়াক (ওকিয়া)-এর কম (রূপা) হলে তার জন্যে যাকাত নেই।" (ইমাম বুখারী)

খাঁটি রূপা ও খাঁটি সোনা যে কোন আকারেই থাকুক না কেন (গুঁড়া, তাল, মুদ্রা, পাত, অলঙকার, পাত্র, কাপড়, জরি, ফিতা, ইত্যাদি) এবং সেই সোনা-রূপার জিনিস নিত্যনৈমিত্তিক ব্যবহারের হোক বা নাই হোক, এগুলো প্রকৃতিগত কারণেই উদ্বৃত্ত সম্পদ এবং এগুলোর মূল্য নিসাবের সমপরিমাণ বা তার বেশী হলেই যাকাত আদায় করতে হবে। রূপা ও সোনা দুই-ই করোপযোগী হওয়ার জন্যে এক বছরকাল সময় মালিকানাধীন থাকতে হবে নতুবা তার উপর যাকাত ধার্য হবে না।

আদি নিসাব

রূপা ঃ রসূলুল্লাহ (সা.) খাঁটি রূপার নিসাব নির্ধারণ করেছিলেন ২০০ দিরহাম। এই পরিমাণের কম হলে কোন অবস্থাতেই রূপার উপর যাকাত ধার্য করা হত না। ২০০ দিরহাম খাঁটি রূপার উপর (অর্থাৎ পাঁচ উটের বোঝাই খাদ্যশস্যের মূল্য) ৫ দিরহাম (২½%) যাকাত ধার্য করা হত। রূপা ও সোনার উপর যাকাত রসূলুল্লাহ (সা.)-এর নির্দেশ অনুযায়ী ধার্য করা হয়ঃ "নগদ মূল্যের দশমাংশের চার ভাগের এক ভাগ (অর্থাৎ ২½%)।"

তারপরে প্রতি ৪০ দিরহাম বৃদ্ধির জন্যে (অর্থাৎ এক উটের বোঝা খাদ্যশস্যের দাম) ১ দিরহাম (২½%) যাকাত ধার্য করা হত।

সোনা ঃ রসূলুল্লাহ (সা.) কর্তৃক নির্ধারিত নূন্যতম যে পরিমাণ সোনার উপর যাকাত ধার্য হয় তা ছিল ২০ মিস্‌কাল। এই পরিমাণ ছিল ২০০ দিরহাম রূপা বা ৫ উটের বোঝা খাদ্যশস্যের দামের সমান। সোনা ২০ মিস্‌কালের কম হলে কোন অবস্থাতেই তার উপর যাকাত ধার্য হত না।

২০ মিস্‌কাল খাঁটি সোনার যাকাত ছিল ½ মিস্‌কাল সোনা বা ৫ দিরহাম খাঁটি রূপা (২½%)। পরবর্তী প্রতি ৪ মিস্‌কাল বৃদ্ধির জন্যে ১/১০ মিসকাল বা ১ দিরহাম যাকাত দিতে হত।

www.pathagar.com

রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সময়ে রূপা ও সোনার আনুপাতিক মূল্য

(মাদানী অর্থাৎ মদীনা পদ্ধতি)

রূপা		সোনা
২০০ দিরহাম	=	২০ মিস্কাল
১০ দিরহাম	=	১ মিস্কাল
১ দিরহাম	=	১/১০ মিস্কাল

মাদানী পদ্ধতি অনুযায়ী রূপা ও সোনার আনুপাতিক ওযন

রূপা		সোনা
২০০ দিরহাম	=	১৪০ মিস্কাল
১০ দিরহাম	=	৭ মিস্কাল
১ দিরহাম	=	৭/১০ মিস্কাল

www.pathagar.com

আধুনিক কালে রূপা ও সোনার নিসাব

রূপা ও সোনার নিসাব নির্ধারণ করতে হবে ৫ উটের বোঝা (১,৬৮০ সের বা ১,৫৬৮ কিলোগ্রাম) খাদ্যশস্যের (যে দেশের প্রধান খাদ্যশস্য যা) সরকারী বাজারদর অনুসারে। উদাহরণস্বরূপ, যে দেশের প্রধান খাদ্যশস্য গম সেখানে গমের সরকারী বাজারদর অনুসারে, যে সব দেশের প্রধান খাদ্যশস্য চাউল, যব, ভুট্টা বা রাই, সেখানে যেটি যে দেশের লোকের প্রধান খাদ্যশস্য সেটির সরকারী বাজারদর অনুসারে।

যদি কোন ব্যক্তি এক বছরকাল যাবত এমন পরিমাণ সোনা বা রূপা নিজ দখলে রাখেন যার মূল্য সেই দেশবাসী জনসাধারণের প্রধান খাদ্যশস্যের ৫ উটের বোঝা পরিমাণের সরকারী বাজারদরের সমান, তাহলে তাঁকে ঐ মূল্যের উপরে ২½% যাকাত আদায় করতে হবে। অতঃপর নিসাবের ⅕ পরিমাণ বৃদ্ধির জন্যে ২½% যাকাত দিতে হবে। কিন্তু তার কম পরিমাণ হলে যাকাত ধার্য হবে না।

৫ উটের বোঝা পরিমাণ গমের দাম যদি আমরা ধরে নিই টাকা ৫২৫/- (১৯৫৯ সালে সাবেক পাকিস্তানের আনুমানিক গড়), তাহলে কর বৃদ্ধি হবে প্রতি ১০৫/- টাকা বৃদ্ধির জন্যে ২·৬২ টাকা, ৫২৫/- টাকা মূল্যের খাঁটি রূপা বা খাঁটি সোনার যাকাত হবে ১৩·১৪ টাকা। ৫২৫/- + বৃদ্ধির টাকা ১০৫/- = ৬৩০/- টাকার উপরে হলে যাকাত হবে টাকা ১৫·৭৫। তার পরবর্তী বৃদ্ধি, অর্থাৎ টাকা ৬৩০ + ১০৫ = টাকা ৭৩৫/-এর উপরে হলে যাকাত ধার্য হবে টাকা ১৮·৩৭/- ইত্যাদি। কিন্তু ৫২৫/- টাকা থেকে ৬০০/- পর্যন্ত টাকার যাকাত একই পরিমাণ ধার্য হবে অর্থাৎ টাকা ১৩·১২, কেন না নিসাবের উপরে টাকা ৭৫/- যাকাতমুক্ত অবকাশের মধ্যে পড়বে।

রূপা ও সোনার যাকাত আদায়ের আইন

১. কোন বিশেষ পরিমাণ রূপা বা সোনা এক বছরকাল অধিকারে থাকার পরে করোপযোগী হবে কি না তা বছরের শেষে নির্ণয় করতে হবে।

২, দেশের জনসাধারণের প্রধান খাদ্যশস্যের সরকারী মূল্য যদি বছর সময়ের মধ্যে উঠানামা করে থাকে তাহলে মূল্যের গড় গ্রহণ করতে হবে এবং তদনুযায়ী রূপা ও সোনার নিসাব স্থির করতে হবে।

www.pathagar.com

৩. রূপা ও সোনা যাকাত করোপযোগী হয় তা যে শতকরা কতভাগ খাঁটি এর ভিত্তিতে। রূপা ও সোনা যখন ৯০% খাঁটি থাকে তখন তার পুরা পরিমাণের উপর যাকাত ধার্য হয়। কিন্তু ১০%-এর বেশী খাদ মিশানো থাকলে তখন মিশ্রিত ধাতুতে যে পরিমাণ খাঁটি রূপা বা সোনা থাকবে সেই পরিমাণের উপর যাকাত ধার্য করতে হবে।

৪. মিশ্রিত ধাতু যদি নিম্নমানের কোন ধাতু না হয়ে কেবল রূপা বা সোনা হয় তাহলে (রূপা বা সোনার মিশ্রণের পরিমাণ কম থাকলে) বস্তুটি অধিক পরিমাণের যে ধাতুর নির্মিত বলে গণ্য হবে তদনুযায়ী যাকাত নির্ধারণ করতে হবে।

মূল্যবান ধাতুর সঙ্গে নিম্নমানের ধাতুর মিশ্রণের পরিমাণ যদি জানা না থাকে তাহলে পানি উপচানো পদ্ধতি দ্বারা (বস্তুর ঘনত্বের সূত্র) তা নির্ণয় করে নিতে হবে। কোন একটি পাত্রে পানি রেখে উক্ত বস্তুটি ডুবাতে হবে, যে পরিমাণ পানি উপচে উঠে তার মাপ রাখতে হবে। তারপর একই ওযনের মূল্যবান ধাতুর এবং খাদ মিশানো ধাতুর তৈরী দুইটি অনুরূপ বস্তু পর পর পানির পাত্রে রাখতে হবে এবং তাদের ক্ষেত্রে যে যে পরিমাণ পানি উপচে পড়ে তার আলাদা আলাদা মাপ রাখতে হবে। উপচানো পানির তফাত দেখে পরীক্ষাধীন বস্তুটির খাঁটিত্ব ধরা যাবে। যদি একটি উপচানো পানির পরিমাণ বা দাগ অপর দু'ইটি বস্তুর উপচানো পানির পরিমাণ বা দাগের মাঝামাঝি হয় তাহলে বুঝতে হবে যে, বস্তুটিতে মূল ধাতু ও খাদের পরিমাণ আধাআধি রয়েছে।

৫. মনোরম শিল্পরীতির রূপা বা সোনার তৈরী কোন জিনিসের যাকাত নির্ধারণ করতে হবে বস্তুটির শিল্পগুণ বিবেচনায় নয়, তাতে খাঁটি মূল্যবান ধাতু কতটুকু আছে তার বিবেচনায়। শিল্পগুণসম্মত একটি সোনার জিনিসের দাম যদি টাকা ১,৬০০/- হয়, আর তাতে যদি ১০ তোলা খাঁটি সোনা থাকে, তবে প্রতি তোলা সোনার দর টাকা ১৩০/- দরে বস্তুটির মূল্য হয় টাকা ১,৩০০/-। এক্ষেত্রে বস্তুর যাকাত কেবলমাত্র ১০ তোলা সোনার জন্যে নির্ধারিত হবে টাকা ৩১'৫০। যাকাত হবে টাকা ১,২৬০/- এর স্বর্ণ মূল্যের। (টাকা ১,৩০০/-, টাকা ১,২৬০/- ও টাকা ১,৩৫৫/- এই দুই-এর মধ্যবর্তী যাকাতমুক্ত অবকাশ লাভ করা হেতু)।

৬. কোন ব্যক্তির মালিকানাধীন রূপা বা সোনা করোপযোগী হবে কি না বিবেচনা করার কালে তার প্রকৃত অধিকারের সমগ্র সম্পদ ধরতে হবে।

www.pathagar.com

সেই সমগ্র সম্পদ একই সরকারের অধীনে একই রাষ্ট্রের ভিতরে অবস্থিত হতে হবে।

৭. ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গীতে রূপা ও সোনার প্রাথমিক এবং বলতে গেলে একমাত্র, প্রয়োজন হল বিনিময়ের মজবুত মাধ্যম হিসাবে যার দ্বারা মানব সমাজের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সহজতর হয়। রূপা ও সোনা দুই-এরই যেহেতু একই উপযোগিতা, এগুলো তাই একই শ্রেণীভুক্ত, যদিও এদের ধাতুগত ও মূল্যগত প্রভেদ রয়েছে।[১] এই দুইটি মূল্যবান ধাতুর এই উল্লেখিত উপযোগিতা সম্বন্ধে কুরআন শরীফের নিম্নলিখিত আয়াতটিতে পরিষ্কার উল্লেখ পাওয়া যায় ঃ

"যারা সোনা ও রূপা পুঞ্জীভূত করে এবং তা আল্লাহর পথে ব্যয় করে না, তাদেরকে ভয়ংকর শাস্তির সংবাদ দাও।" (সূরা তওবা ঃ ৩৪)

সম্পদের যাকাত সেই সম্পদ দিয়েই আদায় করতে হবে, এই আই-নের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এবং তাদের উপযোগিতাও বিবেচনা করে, রূপার যাকাত রূপা বা সোনা দিয়ে এবং সোনার যাকাত সোনা বা রূপা দিয়ে আদায় করতে হবে। নিম্নে উল্লেখিত হাদীসটি থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। যাকাত তহবিলের দায়িত্বে নিযুক্ত আনাসকে (রা.) হযরত উমর ইবন খাত্তাব (রা.) নির্দেশ দিয়েছিলেন ঃ

"ইয়াহিয়া ইবন বুকায়ের আমাদের নিকট বর্ণনা করেন যে, তিনি আল-লাইস ইবন সাদ থেকে শুনেছেন, তিনি ইয়াহিয়া ইবন আইয়ুব থেকে শুনেছেন, তিনি হামিদ থেকে শুনেছেন যে, আনাস তাঁকে বলেছেন ঃ "উমর ইবনুল-খাত্তাব আমাকে যাকাত তহবিলের দায়িত্বে নিযুক্ত করে নির্দেশ দেন যে, প্রতি ২০ দীনারে যেন $\frac{১}{২}$ দীনার যাকাত আদায় করি এবং পরবর্তী প্রতি ৪ দীনার বৃদ্ধির জন্যে যেন ১ দীনার আদায় করি এবং (তিনি আমাকে নির্দেশ দেন) আমি যেন প্রতি ২০০ দিরহামের জন্যে ৫ দিরহাম (যাকাত) আদায় করি এবং পরবর্তী প্রতি ৪০ দিরহাম বৃদ্ধির জন্যে যেন ১ দিরহাম আদায় করি।" (আল-আইনী)

রূপা ও সোনার গুঁড়া বা কাঁচা তালের যাকাত সহজেই ঐ একই দ্রব্য দিয়ে আদায় করা যায়। রূপা ও সোনার তাল, পাত, পাত্র, গহনা এবং সোনা-

১. অধিকাংশ আলেমই এ বিষয়ে একমত। ইমাম শাফিঈ, ইমাম আহমদ এবং ইমাম দাউদ রূপা ও সোনাকে এক শ্রেণীভুক্ত মনে করেন না।

www.pathagar.com

রূপার তৈরী বা মিশ্রণ আছে এমন বস্তুর যাকাতও নিয়ম মাফিক ঐ দ্রব্য দিয়েই আদায় করা যায়। কিন্তু প্রয়োজনীয় রূপা বা সোনা আলাদাভাবে পাওয়া না গেলে সঠিক মূল্য ধরে স্থানীয় মুদ্রায়ও তা আদায় করা যেতে পারে।

এখানে স্মরণ করা যেতে পারে যে, ইসলাম আইনসঙ্গত কারণেই রূপা ও সোনার পাত্র বা তৈজসপত্রের ব্যবহার নিষিদ্ধ করে দিয়েছে। আমরা যে করোপযোগী রূপা ও সোনার তালিকায় ঐ সব জিনিসপত্রের উল্লেখ করেছি তার কারণ অনেক বেশীসংখ্যক ধনী মুসলমান সেই নিষেধটি অমান্য করেছেন এবং এখনো করছেন। কোন অবস্থাতেই সেগুলো যাকাত তালিকা থেকে বাদ যেতে পারে না। বস্তুগুলোর অস্তিত্বই ইসলামের আদর্শের বরখেলাফ, কিন্তু তবু তাদের যাকাত আদায় করতে হবে।

অপরপক্ষে, এইসব বিশুদ্ধ ধাতু যখন অর্থনৈতিক গুরুত্ব ব্যতীত অন্য কোন আবশ্যকীয় কাজে লাগে, যেমন অস্ত্রোপচারের যন্ত্র, দাঁত বাঁধানো কি ঔষধ তৈরী করা, তখন সোনার ব্যবহার অবশ্যই আইনসঙ্গত এবং এসব প্রয়োজনে ব্যবহৃত সোনা সব সময়ের জন্যে যাকাত করমুক্ত থাকবে।

সীল এবং অলংকার তৈরী করার জন্যে সোনা-রূপার ব্যবহার আসলে নিষিদ্ধ নয়। কুরআন শরীফ যেহেতু মানুষকে ব্যয় করতে বলে তাই এটুকুই যথেষ্ট যে, প্রত্যেকেরই উচিত সীল, অলংকার, ইত্যাদিতে সীমিত পরিমাণে সোনা-রূপার ব্যবহার যেন করেন, অর্থাৎ এ ধরনের ব্যবহার কোন অবস্থাতেই যেন মজুতদারীর রূপ না নেয়। কারণ এভাবে যে পরিমাণ সোনা-রূপা ব্যবহৃত হয় সেই পরিমাণের পুঁজি সমাজের অন্যবিধ কাজে আর ব্যবহৃত হতে পারে না।

হানাফী মাযহাব অনুযায়ী রূপা ও সোনার যাকাত অবশ্যই দেয় এবং এই দুইটি মূল্যবান ধাতু যে আকারেই থাকুক না কেন, তাতে যাকাত আদায়ের দায় একটুও কমে না। এই হানাফী মতটি একেবারে যথার্থ ও সঠিক, বিশেষ করে এই বিবেচনায় যে ঃ

ক. যে আকারেই গড়া হোক না কেন, রূপা ও সোনার স্বাভাবিক গুণাগুণ বা মূল্য নষ্ট হয় না।

খ. রূপা ও সোনার অলংকার, গায়ে পরা হোক বা নাই হোক, এগুলো উদ্বৃত্ত সম্পদ। কারণ মালিক এগুলো চালু মুদ্রার আকারে না রেখে অলংকার আকারে নিরাপদে সঞ্চিত রাখতে চান। অলংকার বলে সেগুলোকে যাকাত-মুক্ত রাখা উক্ত কারণেই সম্পূর্ণ অযৌক্তিক এবং যাকাত আদায়কারীর

www.pathagar.com

সে রকম যুক্তি প্রদর্শন পবিত্র দায়িত্ব ফাঁকি দেওয়ারই সামিল হয়। অপরপক্ষে যাকাতের উপকার লাভকারীগণও অন্যায়ভাবে তাঁদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হন।

ইমাম তিরমিযী বর্ণিত নিম্নলিখিত হাদীসগুলো অনুযায়ী দেখা যাবে যে, মূল্যবান ধাতুনির্মিত অলঙ্কারকে স্বয়ং রসূলুল্লাহ্ (সা.)-ই যাকাত করাধীন বলে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন এবং হানাফী মতের সঙ্গে তা সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ ঃ

"আবদুল্লাহ্‌র স্ত্রী যয়নব থেকে বর্ণিত আছে, 'রসূলুল্লাহ্ (সা.) আমাদের উদ্দেশ্যে বললেন, 'হে মহিলাগণ, তোমরা দান কর, যদিও তোমাদের স্বীয় অলঙ্কার থেকে হয়।" (ইমাম আত্—তিরমিযী)

"আমর ইব্‌ন শোয়েব থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি তাঁর পিতা থেকে এবং তিনি (তাঁর পিতা) তাঁর পিতামহ থেকে শুনেছেন যে, দুইজন মহিলা দুইটি সোনার বালা পরে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নিকট এলে রসূল (সা.) জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'তোমরা দুইজনে কি এর যাকাত আদায় কর ?' তখন দুইজন মহিলাই জবাব দিলেন, 'না।' তখন রসূলুল্লাহ্ (সা.) তাঁদের জিজ্ঞেস করলের, 'তোমরা কি চাও যে আল্লাহ্ তোমাদের হাতে আগুনের বালা পরান ?' তারা উত্তর দিলেন, 'না।' তখন রসূল (সা.) বললেন, 'তাহলে এগুলোর যাকাত আদায় কর।' " (ইমাম আত্-তিরমিযী)

"উম্মে সালমা থেকে বর্ণিত আছে, 'আমি স্বর্ণের অলঙ্কার পরতাম। তাই আমি আল্লাহ্‌র রসূলকে জিজ্ঞেস করলাম, 'ইয়া রসূলুল্লাহ্, এগুলো কি মজুতদারীর সামিল হয় ?' তিনি বললেন, 'পরিমাণ যাই হোক না কেন, তুমি যদি এগুলোর যাকাত আদায় করে বিশুদ্ধ করে নাও তাহলে মজুতদারীর সামিল হবে না।" (ইমাম মালিক ও ইমাম আবূ দাউদ)

রূপা ও সোনার অলঙ্কারকে যাকাতমুক্ত রাখার পক্ষে যে যুক্তি প্রদর্শন করা হয় তা হল এই যে, এইসব দ্রব্য তাদের প্রকৃত মালিক ব্যবহার করেন। কিন্তু এগুলো ব্যবহৃত হয় কথাটি না বলে পরা হয়, দেখানো হয়, প্রদর্শন করা হয় বা নিরাপদে রাখা হয়, এ রকম বলাই বোধ হয় বেশী সঙ্গত। তাছাড়া যে জিনিস ব্যবহৃত হয় তা দ্বারা ব্যবহারকারী কিছু না কিছু উপকার লাভ করে থাকেন। গহনা ব্যবহারের একমাত্র সম্ভাব্য সুবিধা হল আত্ম-উন্নতি লাভের সন্তুষ্টি এবং আত্ম-উন্নতির সন্তুষ্টি ইসলামের অন্যতম মূল ভিত্তি। তাই যাকাত আদায় না করতে পারার কোন কারণ সঙ্গত বলে গৃহীত হতে পারে না। তদুপরি সম্পদের উপকারিতা দ্বারা সেই সম্পদ করোপযোগী হবে কি

www.pathagar.com

হবে না তা নির্ধারিত হয় না। সম্পদ ব্যবহার করা হয়েছে কি হয়নি তাও যাকাত নির্ধারণের বিবেচ্য বিষয় নয়। যাকাত আইন অনুযায়ী সম্পদের করোপযোগিতার প্রধান বিবেচ্য বিষয় হল, সম্পদের মূল্যের স্থায়িত্ব এবং সম্পদের পরিমাণ প্রকৃত মালিকের ন্যায়সঙ্গত প্রয়োজনের উদ্বৃত্ত কি না, তা।

যেমন গরু। চারণ করা গরু হোক বা গোয়ালে পালন করা গরু হোক, মালিকের উপকারে আসে, বাছুর দেয়, খাদ্য দেয় (দুধ, গোশ্‌ত), তার চামড়া কাজে লাগে, বোঝা বয়, হাল টানে, ইত্যাদি। অথচ গোয়ালে পালিত গরু (বছরে ছয় মাসের বেশী যেগুলোকে গোয়ালে রেখে খাওয়ানো হয়) যাকাত করাধীন নয়, কিন্তু বছরে ছয় মাসের বেশী মাঠে চারণ করা হয় যে গরু সেগুলো যাকাত করাধীন। চারণ করা উট, ভেড়া, ছাগল এবং ঘোড়া সম্বন্ধেও এই নিয়মই প্রযোজ্য হবে। এগুলো সবই মালিকের উপকারে আসে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, সম্পদের উপকারিতার প্রশ্ন যাকাত নির্ধারণের জন্যে বিবেচ্য নয়। চারণ করা পশুর উপর কর ধার্য করা এবং গোয়ালে পালিত পশুর করমুক্ত থাকা, এটা উপকারিতার সঙ্গে সম্পর্কিত নয়। তফাত হল এখানে যে, চারণ করা পশুর জন্যে মালিককে ন্যূনতম ব্যয় বহন করতে হয়। ফলে নিসাবের সমসংখ্যক হলেই মালিকের স্থায়ী মূল্য বহনকারী উদ্বৃত্ত সম্পদ হয়ে দাঁড়ায়, অথচ গোয়ালে পালিত পশুকে খাদ্য যোগান দিয়ে পালন করতে হয় বলে তার জন্যে একটা নিয়মিত ব্যয় রয়েছে। তাই সংখ্যায় যতই হোক না কেন সেগুলোকে মালিকের স্থায়ী মূল্য বহনকারী উদ্বৃত্ত সম্পদ বলে গণ্য করা হয় না, গণ্য করা হয় নির্দিষ্ট একটা মূল্যের সম্পদ হিসাবে। এ কারণেই চারণ করা নয় এমন পশু সবই যাকাতমুক্ত বলে গণ্য হয়।

কিন্তু রূপা ও সোনা সম্বন্ধে এটা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, একবার দাম দিয়ে কিনলে সেগুলো রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে আর কোন খরচ পড়ে না—সারা জীবন দখলে রাখলেও না। অপরপক্ষে রুচিশীলতা বা শিল্পমূল্য ছেড়ে দিলেও রূপার বদলে রূপা এবং সোনার বদলে সোনা[১] এই মর্মে, মূল্য-

১. এটা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, রূপা বা সোনার দামের উঠানামা হয় স্বল্পমূল্যের ধাতু বা কাগজের নোটের অনুপাতে। নতুবা একটি নির্দিষ্ট ওযনের খাঁটি রূপা বা খাঁটি সোনা মূল্যের দিক থেকে যে কোন আকারের সমওযনের খাঁটি রূপা ও খাঁটি সোনার বস্তুর সমমানের হবে।

www.pathagar.com

বান ধাতুর দাম অপরিবর্তিত থাকে। তাই প্রকৃত মালিকের কাছে এগুলো খাঁটি স্থায়ী মূল্যের সম্পদস্বরূপ—যে কোন সময়ে এবং যখন খুশী সোনা-রূপা বদল করে প্রচলিত মুদ্রা পাওয়া যেতে পারে।

ইমাম শাফিঈ নিঃসন্দেহে তাঁর সমসাময়িক সমাজের রীতিনীতি, অভ্যাস, ইত্যাদি দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। তাই তিনি মত পোষণ করেন যে, মহিলাগণের পরিহিত মূল্যবান অলঙ্কার যেহেতু তাদের পোশাকের সামিল তাই সেগুলোর যাকাত আদায় করা উচিত নয়। পুরুষদের সীল মোহরের বিষয়েও তিনি একই মত পোষণ করেন এবং বলেন যে, এগুলো নিত্য ব্যবহার্য জিনিস। ইমাম মালিক এবং ইমাম গায্যালীও একই মত পোষণ করেন যে, মূল্যবান জেওর ব্যক্তিগত ব্যবহারের জিনিস এবং সেগুলো যাকাত করমুক্ত থাকা উচিত। ইমাম মালিকের মতবাদের ভিত্তি হল একটি বিবরণঃ আবদুর রহমান ইব্নুল কাসিম বর্ণনা করেছেন যে, তাঁর পিতা বলেছেন যে, উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা.) তাঁর পরলোকগত ভাই-এর এতীম কন্যাগণের সোনার জেওরের যাকাত দিতেন না; তিনি ভাই-এর কন্যাগণের দেখাশোনা করতেন। ইমাম আরো একটি বর্ণনার উপর নির্ভর করেন যে, নাফি থেকে বর্ণিত আছে যে, আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর তাঁর কন্যাগণকে এবং বাঁদীগণকে যে সব সোনার জেওর দিয়েছিলেন সেগুলোর যাকাত আদায় করতেন না।

উপরোক্ত দুইটি বর্ণনাকে সত্য বলে ধরে নিলেও এমন কোন প্রমাণের উল্লেখ নেই যে, ওই অলঙ্কারগুলো মূল্য বা পরিমাণের দিক থেকে যাকাতের করোপযোগী ছিল। উভয় ক্ষেত্রেই ব্যক্তিগত অলঙ্কারের পরিমাণ সম্ভবতঃ নিসাবের নীচে ছিল।

ইমাম মালিক এ-ও বলেন যে, রূপা বা সোনার অলঙ্কার যদি ভেঙে গিয়ে থাকে এবং আবার মেরামত করে পরার উদ্দেশ্যে ঘরে রেখে দেওয়া হয় তাহলে সেগুলোও যাকাত করাধীন হবে না, সেগুলোকে অন্যান্য কর-বহির্ভূত সম্পদের সমগোত্রীয় বলে জ্ঞান করতে হবে। এই মতকে সমর্থন করা কঠিন। কেন না সোনা-রূপার উপর যাকাত ধার্য করা হয় মূল্যবান ধাতুর ওযন অনুযায়ী, অলঙ্কারের শিল্পমূল্যের কারণে নয়। সেই অলঙ্কার ভাঙা গতিকে তা যাকাত-কর থেকে রেহাই পেতে পারে না। ভাঙা হেতু অলঙ্কারের কেবল শিল্পমূল্যই ব্যাহত হয়, রূপা বা সোনার পরিমাণ অক্ষুণ্ণ থাকে।

www.pathagar.com

কুরআন শরীফ অলঙ্কার পরা নিষেধ তো করেইনি, বরং অলঙ্কার ব্যবহার করতে বলেছে। তবে আমাদের মনে রাখা উচিত যে, কুরআনের যে আয়াতে অলঙ্কার ব্যবহার করাকে আইনসঙ্গত করা হয়েছে সেই একই আয়াতে আবার অলঙ্কার ব্যবহারের বাড়াবাড়ি সম্বন্ধেও সাবধান করে দেওয়া হয়েছে। উক্ত আয়াতটিতে পরিষ্কার বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, শালীনতা এবং সুরুচি রক্ষা করে অলঙ্কার পরতে হবে ঃ

"হে আদম সন্তানগণ! প্রত্যেকবার ইবাদতের সময়ে সুন্দর কাপড় পরবে, আহার করবে, পান করবে কিন্তু অমিতাচার করবে না। আল্লাহ্ অমিতাচারীদেরকে পছন্দ করেন না"

"বল, আল্লাহ্ স্বীয় দাসগণের জন্যে যে সব শোভার বস্তু ও বিশুদ্ধ জীবিকা সৃষ্টি করেছেন, সে সব কে নিষিদ্ধ করেছে? বল, পার্থিব জীবনে, বিশেষ করে কিয়ামতের দিনে এই সব তাদের জন্যে হবে যারা এই দুনিয়াতে বিশ্বাস স্থাপন করে। এরূপে জ্ঞানীগণের জন্যে নিদর্শনসমূহ বিশদভাবে বিবৃত করি।" (সূরা আ'রাফ ঃ ৩১-৩২)

'অলঙ্কার' শব্দটি দিয়ে কোন অবস্থাতেই এমন বুঝায় না যে, বস্তুটি খাঁটি এমন কি খাদ মিশানো রূপা বা সোনার তৈরী হবে, বা এমনও বুঝায় না যে, কোন বিশেষ অলঙ্কারে যাকাতের উপযোগী হয় এমন পরিমাণ সোনা বা রূপা থাকতে হবে। শিল্প-সৌন্দর্যমণ্ডিত অলঙ্কার হয়ত অপেক্ষাকৃত স্বল্পমূল্যের ধাতুর তৈরীও হতে পারে যা নাকি দেশের অর্থনীতিতে কম গুরুত্বপূর্ণ। কুরআন পাকে এ-ও উল্লেখিত আছে যে ঃ

"দুইটি দরিয়া একরূপ নয়, একটির পানি পরিষ্কার, মিষ্টি ও সুপেয়, অপরটির পানি বিস্বাদ, লোনা; এবং তোমরা প্রত্যেকটি (দরিয়া) থেকে (মাছ ধরে) তার তাজা গোশ্ত আহার কর এবং এতদ্ভিন্ন তোমাদের ব্যবহারের অলঙ্কার (রত্নাবলী) আহরণ কর।" (সূরা ফাতির ঃ ১২)

একজন বিবেক-বিবেচনাশীল মানুষের জীবনে সোনা-রূপার অলঙ্কারের স্থান কতটুকু তা কুরআন পাকের নিম্নলিখিত আয়াত দুইটিতে পরিষ্কারভাবে বলে দেওয়া হয়েছে ঃ

"(ধনসম্পদের প্রতি ভালবাসাহেতু) মানুষ এক পথাবলম্বী (কাফির) হয়ে পড়বে—এই আশঙ্কা না থাকলে দয়াময় আল্লাহ্‌কে যারা অস্বীকার করে আমি তাদেরকে দিতাম ঘরের জন্যে রূপার তৈরী ছাদ এবং বেয়ে উঠার

www.pathagar.com

জন্যে রূপার তৈরী সিঁড়ি", "এবং তাদের ঘরের জন্যে (রূপার তৈরী) দরজা এবং বিশ্রামের জন্যে রূপার তৈরী সোফা।"

"আর (এ সমস্ত) সোনারও (করে দিতাম) কিন্তু এইসব তো পার্থিব জীবনের (অস্থায়ী) ভোগের সম্ভার। তোমরা যারা অন্যায় থেকে সাবধান থাক তাদের জন্যে তোমাদের প্রতিপালকের নিকট রয়েছে পরলোকের কল্যাণ।'
(সূরা যুখরুফ ঃ ৩৩-৩৫)

ইমাম শাফি'ঈর যুক্তি—যে নারীগণের অলঙ্কার পোশাকের সামিল হওয়া-হেতু সোনা বা রূপা যেটারই তৈরী হোক না কেন, তা যাকাত করোপযোগী হওয়া উচিত নয়—কিছুটা অতিরঞ্জিত তুলনা বলে প্রতীয়মান হয়। ইসলামে পোশাক মানব জীবনের একটি অত্যাবশ্যকীয় প্রয়োজন, উলঙ্গ দেহকে আবরণ করাই পোশাকের উদ্দেশ্য। কিন্তু অলঙ্কারের উদ্দেশ্য তা নয়; যে বস্তু দিয়ে পোশাক তৈরী করা হয় তার কোন স্থায়ী মূল্য নেই; অথচ সোনা ও রূপার অলঙ্কার স্থায়ী মূল্যের শর্তাবলী সম্পূর্ণ পূরণ করে। তদুপরি সোনা-রূপার বা অন্য যে কোন অলঙ্কার পোশাক-আশাকের মত প্রয়োজনীয় জিনিস নয়, বরং প্রয়োজনের অতিরিক্ত জিনিস।

৮. কোন ব্যক্তির যদি সোনা ও রূপা দুই-ই থাকে যার কোন একটি এককভাবে নিসাবের সমান হয় না, কিন্তু মিলিতভাবে তাদের মূল্য নিসাবের সমান বা তার চেয়ে বেশী হয়, তাহলে সোনাও রূপাকে একত্রে ধরে তাদের যাকাত আদায় করতে হবে।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ইমাম শাফি'ঈ এবং অপর কিছু সংখ্যক আলিম সোনা ও রূপাকে একই গোত্রভুক্ত বা শ্রেণীভুক্ত বলে মনে করেন না এবং তাঁরা এই দুইটি মূল্যবান ধাতুর মূল্যকে একত্রে ধরে যাকাত ধার্য করাকেও সঙ্গত মনে করেন না।

৯. সোনা ও রূপাকে যখন অপর কোন সম্পদের সঙ্গে বদল করা হয় (সোনা-রূপা দিয়ে দান বা ঋণ পরিশোধ করা হয়) যে সম্পদ নাকি যাকাত আইন অনুযায়ী করোপযোগী, তখন সেই আদান-প্রদান করোপযোগী সম্পদের আদান-প্রদানের নিয়মাধীনে হবে।

১০. কোন যাকাত আদায়কারী অসৎ ও অপরাধী, এ কথা নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত সোনা ও রূপার প্রকৃত মালিকগণের আনুগত্যের উপরে পূর্ণ বিশ্বাস রাখতে হবে এবং মালিক নিজে নির্ধারণ করবেন যে তাঁর কতটুকু সোনা-রূপা আছে এবং তাঁর যাকাতই বা কত হল।

www.pathagar.com

"আইনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ তাদের আনুগত্যের ও তাদের সুমিষ্ট কথার। তারপর জিহাদের সিদ্ধান্ত হলে আল্লাহ্র প্রতি প্রদত্ত অঙ্গীকার পূরণ করা তাদের পক্ষে মঙ্গল।" (সূরা মুহাম্মদ ঃ ২১)

১১. যদি করোপযোগী রূপা বা সোনার সম্পূর্ণ বা অংশবিশেষ যাকাত দেয় হবার পরে, কিন্তু আদায়ের আগে, ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্যে কোন করমুক্ত সম্পদের সঙ্গে বিনিময় করা হয় (ব্যবসার উদ্দেশ্যে নয় এমন কোন জিনিস) বা দান করা হয় বা চুরি যায় বা দুর্ঘটনাহেতু হারিয়ে যায়, তাহলে যাকাত আদায়ের দায় থেকে যাবে। যাকাত আদায়ের সকল শর্ত যদি পূরণ হয়, সম্পদ বছরকাল অধিকারেও যদি থাকে, তাহলে যাকাত আদায় করতে হবে। এই আইন যাকাত করোপযোগী সকল সম্পদের প্রতিই সমভাবে প্রযোজ্য হবে।

১২. অপরপক্ষে বছরকাল মালিকানাধীনে থাকার পূর্বেই যদি সম্পদের (১১ ধারায় উল্লেখিত) কোন ক্ষতি সাধিত হয় তাহলে অবস্থানুপাতে যাকাত করোপযোগিতা পরিমাণে কমবে, বা মোটেই থাকবে না। বছরকাল পূর্ণ হবার ঠিক আগে আগেই মালিকানা লোপ পেলেও এই আইনই প্রযোজ্য হবে।

১৩. সম্পদের মালিক যদি যাকাত ফাঁকি দিবার নিয়তে ইচ্ছাকৃতভাবে নিজ সম্পদ হস্তান্তর করেন বা অধিকারচ্যুত করেন তাহলে উক্ত ব্যক্তি শাস্তি-যোগ্য বলে গণ্য হবেন। তখন তাঁর কাছ থেকে জোরপূর্বক যাকাত আদায় করতে হবে।

কাগজের নোট যাকাতাধীন কি না

উদ্বৃত্ত সম্পদ কাগজের নোটের আকারে রেখে দিলে তা যাকাত করো-পযোগী হবে কি না তা আধুনিক কালের মুসলমানদের জন্যে এক সমস্যার বিষয়। মুসলমানগণের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অবশ্যই হওয়া উচিত যেন মুসলিম সমাজে যাকাত আবার যথার্থরূপে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত ও কার্যকর হয়।

এমনিতে কাগজের নোট যাকাত আইনের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ নয়। কিন্তু বিষয়টি সম্বন্ধে সঠিক ধারণা লাভের জন্যে আমাদেরকে বুঝতে হবে যে, কাগজের নোট আসলে কি ঃ (ক) কাগজের নোট সৃষ্টি হয়েছে কি ভাবে ? (খ) নোট কোন্ জিনিসের বদলে ব্যবহৃত হবার জন্যে ছাপানো হয় ? (গ) নোট বাস্তবে কোন জিনিসের বদলে ব্যবহৃত হয় এবং কোন্ জিনিসের বা

www.pathagar.com

কোন্‌টির উপরে যাকাত ধার্য হয়ে থাকে ? কাগজের নোটের ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলে বিষয়টি পরিষ্কার করে নেওয়া ভাল হবে।

মধ্যযুগের ইউরোপের স্বর্ণকারদের দোকানে আজকের কাগজের নোটের পূর্বপুরুষের জন্ম হয়। সেই আমলে স্বর্ণকারগণ দুই কাজ করত। নিজের পেশাগত কাজ ছাড়াও বড় বড় ব্যবসায়ীগণের বেশী পরিমাণ সোনা তারা গচ্ছিত রাখত। কালের সঙ্গে সঙ্গে তারা এই দ্বিতীয় কাজটি করতে থাকে। আসলে ঐ সব ধনী ব্যবসায়ীগণই ভবিষ্যতের প্রতারণামূলক একটি অর্থ ব্যবস্থার বীজ বপনের ক্ষেত্র তৈরী করে। কারণ নিরাপত্তার জন্যে স্বর্ণ গচ্ছিত রেখে তারা আর তা ফেরত না নিবার জন্যে আপত্তি উত্থাপন করতে থাকে এবং সুবিধার জন্যে গচ্ছিত সোনার রসিদ গ্রহণ করে, যা নাকি বিনিময় ও আদান প্রদানের মাধ্যমরূপে ব্যবহৃত হতে পারে। সবাই যখন নাকি এই পন্থা গ্রহণ করল, তখনি দুষ্কৃতির সুযোগ দেখা দিল এবং সুযোগ-সন্ধানী স্বর্ণকারগণ অবিলম্বে তা গ্রহণ করল। বাস্তবিক এই পদ্ধতির ফলে ব্যবসায়ীগণের স্বর্ণের গচ্ছিতাগার এদের অন্ধ লোভের জন্যে দরজা খুলে দেয়। এক নির্লজ্জ ও কৃত্রিম পদ্ধতির মুদ্রা সৃষ্টির এই ব্যবস্থা তাদের সহজ টাকা উপার্জনের পথ এবং অন্যান্য সুদ আদায়ের পথ সুগম করে দেয়, অর্থাৎ স্বর্ণকারগণ প্রথমে ঋণের আকারে তাদের নিজেদের নোট চালু করতে থাকে। নোটের স্থলে মজুদ হিসাবে প্রথমে তারা নিজেদের সোনা ও পরে অপরের গচ্ছিত রাখা সোনা ব্যবহার করতে থাকে। ক্রমে চালুকৃত নোটের স্থলে নামমাত্র পরিমাণ সোনা (১০%এর বেশী কদাচিত) মজুদ রাখতে থাকে—তা-ও আবার নিজেদের স্বর্ণ নয়। আমাদের প্রথম প্রশ্নের উত্তরঃ কাগজের নোটের আদি পূর্বপুরুষ হল স্বর্ণকারদের ঐ কৃত্রিম মুদ্রা যা নাকি ইউরোপের সুদ-ব্যবসায়ী অর্থলোভী, অসৎ স্বর্ণকারগণ সরলমনা জনসাধারণকে শোষণ করার জন্যে চালু করেছিল।

আমাদের দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর ঃ আমরা জানি যে কাগজের নোট একটা বিশেষ পরিমাণ মূল্যবান ধাতুর (যথা, সোনা) মজুদের বদলে চালু করা। এই মজুদ হচ্ছে স্বর্ণ, স্বর্ণকারদের লোহার সিন্দুকে বা ব্যাঙ্কের স্ট্রং-রুমে তা রাখা হয়ে থাকে। প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত কোন কোন দেশে নোট উপস্থাপিত করে ঠিক তার গায়ে উল্লেখিত পরিমাণ সোনা পাওয়া যেত। অবশ্যই মধ্যযুগ থেকে চলে আসা রীতির মতই এ সময়েও সীমিতসংখ্যক ব্যক্তিই নোট উপস্থাপিত করে স্বর্ণ দাবী করত এবং পেত। যাই হোক, ইংলণ্ড ও

www.pathagar.com

মেক্সিকোতে এই রীতি চালু ছিল ১৯৩১ পর্যন্ত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৩৩ পর্যন্ত এবং সুইজারল্যাণ্ডে ১৯৩৬ পর্যন্ত। এ রকম আরও উদাহরণ দেখানো যায়।

আমাদের তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর একটি অপ্রিয় সত্য। কাগজের নোটের পূর্বপুরুষ ঐ যে "স্বর্ণকারদের নোট" সেগুলোর অন্ততঃ ৯০% ছিল জাল। সত্যিকার অর্থে পুরানা নোট এবং আধুনিক নোটের মধ্যে প্রধান পার্থক্য হল পুরানাগুলোর বদলে স্বর্ণ পাওয়ার কথা দেওয়া থাকত আর আধুনিক-গুলোর একটা সাধারণ স্বীকৃতি দেওয়া থাকে। কাগজের নোট আসলে কোন ভাউচার নয়, এগুলো হচ্ছে টাকার টোকেন বা স্বীকৃতিপত্র।

এবারে আমাদের চতুর্থ প্রশ্নের উত্তর খুঁজে দেখব: নোটের কোন্ বস্তুর উপর যাকাত ধার্য হয়ে থাকে? এই উত্তরের জন্যে আমরা আরেকটি প্রশ্ন করতে পারি, রূপা ও সোনার কোন্ বস্তুর উপর যাকাত ধার্য হয়? অধি-কাংশ ব্যক্তিই বলবেন, রূপা ও সোনা সম্পদের প্রকৃষ্ট প্রতীক, তাই অবশ্য সেগুলো যাকাতের করোপযোগী হয়ে থাকে।

এটা সত্য যে, সভ্যতার উন্মেষকাল থেকে রূপা ও সোনা—(বিশেষ করে সোনা)—অধিকাংশ মার্জিত ব্যক্তির নিকটই আদরণীয় হয়ে আসছে। গুণের শ্রেষ্ঠত্বের কারণেই রূপা ও সোনাকে সেই আদিকাল থেকে 'মূল্যবান ধাতু' বলে আখ্যায়িত করা হয়ে আসছে। কিন্তু কোন 'মূল্যবান' বস্তু যদি মানুষের প্রয়োজনে না লাগে তাহলে ঐ 'মূল্যবান' কথাটা সে ক্ষেত্রে একটা মানব মনের অভিব্যক্তিমাত্র এবং বাস্তব মূল্যের দিক থেকে তা একেবারেই আপে-ক্ষিক হয়ে পড়ে।

বস্তুর মূল্যের আপেক্ষিকতার সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক উদাহরণ পাওয়া যায় আজ্‌টেক সভ্যতার ক্ষেত্রে। স্পেনীশ বিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত (১৬শ শতাব্দী) মেক্সিকোতে এই সভ্যতার বিকাশ ঘটে। আজ্‌টেক এবং অন্যান্য সকল কলম্বাস-পূর্ব আমেরিকা মহাদেশীয় অধিবাসিগণের একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য ছিল—আমাদের কাছে যা খুবই চিত্তাকর্ষক যে—আধুনিক ভাষায় আমরা যাকে অর্থনৈতিক পদ্ধতি বা মুদ্রা পদ্ধতি বলি তাদের সে রকম কিছু ছিল না। সে দেশে রূপা ও সোনা দুই-ই প্রচুর পাওয়া যেত এবং স্বর্ণকারগণ সোনা-রূপার কারুকার্যে অত্যন্ত উৎকৃষ্ট ও শিল্পগত দক্ষতা অর্জন করে-ছিল। কিন্তু এই সোনা বা রূপা সে দেশের অর্থনৈতিক জীবনে কোন গুরুত্ব-পূর্ণ স্থানই দখল করেনি। ফলে এর কোন ধাতুই কোনরকম ক্রয়ক্ষমতা

www.pathagar.com

অর্জন করেনি। আজ্‌টেকগণ বিনিময় পদ্ধতিতে ব্যবসা-বাণিজ্য করত এবং তাতে দুর্মূল্য কোকা বীচি সর্বসাধারণ কর্তৃক বিনিময়ের মাধ্যমে বলে গৃহীত হত। অন্য কথায় কোকা বীচিই ছিল ঐ সংস্কৃতিবান জাতির অর্থনৈতিক ক্রিয়াকাণ্ডে মুদ্রার কাছাকাছি জিনিস।

এই উদাহরণ থেকে প্রমাণিত হয় যে, রূপা ও সোনা সর্বত্র 'মূল্যবান' ধাতু বলে গণ্য হত না এবং ঐ ধাতু দু'ইটি জাতির অর্থনীতিতে খুব গুরুত্বপূর্ণও ছিল না। এগুলো এত সহজে পাওয়া যেত যে, এদের তেমন কোন বিশেষ মর্যাদা ছিল না।

আজ্‌টেকদের মধ্যে যদি যাকাতের প্রচলন করা হত তাহলে রূপা বা সোনা কোনটিই যাকাত করাধীন হত না। অপরপক্ষে কোকা বীচি যেহেতু সর্বসাধারণের নিকট বিনিময়ের মাধ্যমস্বরূপ ছিল (তার অর্থ কোকা বীচির একটা ক্রয়ক্ষমতা ছিল), তাই কোকা বীচির উপর যাকাত কর ধার্যকরা সম্পূর্ণ আইনসঙ্গত হত, এবং তা কৃষিজ সম্পদ হিসাবে ১০% নয়, খনি থেকে উত্তোলনের পরে সোনা-রূপার উপর যে ২০%যাকাত ধার্য করা হয় তা, অর্থাৎ ২০%।

মনে রাখতে হবে যে, রূপা ও সোনা যদি তাদের স্থায়িত্ব ও 'মূল্যবান' হওয়ার কারণে বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে পরিগণিত না হত তাহলে ঐ দুইটি ধাতুকে যাকাত করাধীন করার কোন মানেই থাকত না। এ-ও সত্য যে, অন্যান্য ধাতুও রয়েছে, যেমন তামা, পারদ বা প্লাটিনাম, সেগুলোও বেশ স্থায়ী এবং দেখতে মনোহর; কিন্তু সেগুলো রূপা ও সোনার মত ততটা সমাদৃত না হওয়ায় আমাদের অর্থনৈতিক জীবনে কোন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে না। তাই ব্যবসা-বাণিজ্যের দ্রব্য হিসাব ছাড়া এমনিতে সেগুলো যাকাত করমুক্ত। রূপা ও সোনা আন্তর্জাতিকভাবে বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে গৃহীত হওয়ার কারণেই সেগুলোকে যাকাত করাধীন করা হয়েছে। অন্য কথায় বস্তুকে করাধীন করা হয়নি, করা হয়েছে বস্তুর প্রতিনিধিত্বকে অর্থাৎ, তার ক্রয়ক্ষমতাকে।

রূপা ও সোনাকে যদি আন্তর্জাতিকভাবে সাধারণ মূল্যের ধাতু বলে ঘোষণা করা হয় এবং সবাই যদি এগুলোকে বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে বাতিল করে দেয়, তবে রূপা ও সোনা আর যাকাত করোপযোগী থাকবে না। তাহলে আমরা এই সিদ্ধান্ত নিতে পারি যে, সর্বসম্মতিক্রমে যা একটি

www.pathagar.com

জাতির অর্থনৈতিক জীবনে বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে গৃহীত হয় তা রূপা বা সোনার মুদ্রা যাই হোক বা ঝিনুক-বীচি হোক বা কড়ি হোক[১] বা পাথর হোক[২] বা কাগজের নোটই হোক, বাধ্যতামূলকভাবে যাকাত করাধীন হবে।

আমাদের প্রশ্ন "কাগজের নোটের কোন্ বস্তুর উপর যাকাত ধার্য হয়ে থাকে?" এর উত্তর হবে ঃ কাগজের নোটের উপর যাকাত ধার্য হয় তার স্বীকৃত, বিশেষ ও কার্যকর ক্রয়ক্ষমতার কারণে।

আগে রূপা ও সোনার যে কার্যকারিতা ছিল তা এখন কাগজের নোটের উপরে এসে পড়েছে। অধিকাংশ দেশে সাধারণ নাগরিকগণের জিনিসপত্র কিনার মাধ্যম হল এখন নোট। আধুনিক কালের মুসলমানগণ যখন তাঁদের উদ্বৃত্ত সম্পদ আলাদা করে রাখেন, অধিকাংশ সময়েই তখন তা রাখেন কাগজের নোটে। এর অর্থ জনসাধারণের মধ্যে চালু রয়েছে এমন বেশ কিছু পরিমাণ ক্রয়ক্ষমতা তুলে নেওয়া। এ কারণে কাগজের নোট যতক্ষণ পর্যন্ত বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে চালু থাকবে অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যন্ত এর ক্রয়ক্ষমতা থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত এর যাকাতাধীন হওয়া বিষয়ে কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। অতএব কাগজের নোট আকারে রাখা উদ্বৃত্ত সম্পদের যাকাত আদায় না করলে তা ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গীতে, অন্যান্য যাকাত করাধীন উদ্বৃত্ত সম্পদের যাকাত অনাদায়ী রাখার সমান গুণাহের কাজ হবে।

কাগজের নোট যাকাত করাধীন কিনা সে সম্বন্ধে সর্বশেষ আপত্তির প্রশ্ন হল, রূপা ও সোনার মত কাগজের নোটের কোন স্থায়িত্ব নেই, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এটা ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে যায় এবং বস্তু হিসাবেও কাগজের তেমন কোন মূল্য নেই। উত্তরে অবশ্যই বলতে হবে যে, কৃত্রিমতা সত্ত্বেও কাগজের টাকা দুনিয়ার সব দেশে সোনা-রূপার বদলে বিনিময়ের মাধ্যমরূপে গৃহীত হয়েছে। তাহলে আর এর "স্থায়ী মূল্য নেই" বলা যায় কি করে, বিশেষ করে যখন পুরানা, ময়লা নোট ব্যাঙ্কে নেওয়ামাত্রই তার বদলে নতুন নোট পাওয়া যায়? এবং কাগজ হিসাবে এর মূল্যের প্রশ্নে বলা যায়

---

১. মালদ্বীপের অধিবাসিগণ মুদ্রা হিসাবে ছোট ছোট সাদা কড়ি ব্যবহার করত। ভারতবর্ষে গুপ্ত সম্রাটগণের কালে (৫ম শতাব্দী) মুদ্রা হিসাবে কড়ি প্রচলিত হয়; দুই শতাব্দী পরে কড়ি ছাড়াও রৌপ্য ও স্বর্ণমুদ্রা এবং মুক্তা মুদ্রা হিসাবে ব্যবহৃত হত। (ভারতবর্ষে এবং বাংলাদেশে ২০শ শতকের শুরুতেও কড়ির চল ছিল। —অনুবাদক।)

২. ইউকাতানের মায়া সভ্যতার জনসাধারণ মুদ্রা হিসাবে ব্যবহার করত এক ধরনের পাথর।

www.pathagar.com

যে, এই বিবেচনায় কাগজের নোটের উপর যাকাত ধার্য হয় না, হয় এর স্বীকৃত এবং কার্যকর ক্রয়ক্ষমতার উপর।

কাগজের নোটের করের সীমা এবং যাকাতের হার

১. দেশের জনসাধারণের প্রধান খাদ্যশস্যের সরকার নির্ধারিত দর যখনি বছরকাল সময়ের মধ্যে উঠানামা করবে তখন গড়মূল্য ধরে ঐ বছরের জন্যে কাগজের নোটের নিসাব স্থির করতে হবে।

২. কাগজের নোটই যেহেতু বিনিময়ের মাধ্যম বলে স্বীকৃত, তাই একে রূপা ও সোনার একই শ্রেণীভুক্ত ধরে নিতে হবে। ফলে সোনা, রূপা এবং নোটের আকারে রক্ষিত একই ব্যক্তির সম্পদের যাকাতের হিসাব করার সময়ে এক বা একাধিক দেশের ভিতরে এবং একই সরকারের অধীনে তার সম্পদকে সামগ্রিকভাবে ধরে নিতে হবে; তাদের বছরকালের হিসাবও একত্রেই ধরে নিয়ে বিবেচনা করতে হবে যে ঃ

(ক) উক্ত ব্যক্তির কাগজের নোট ব্যতীতও রূপা এবং/অথবা সোনা থাকলে তাদের মিলিত মূল্য যদি নিসাবের কম হয় তাহলে ঐ মূল্য কাগজের নোটের সঙ্গে যোগ করতে হবে এবং সর্বমোট পরিমাণ অর্থাৎ তার উদ্বৃত্ত ক্রয়ক্ষমতার সামগ্রিক মূল্য হিসাব করতে হবে, এবং তখন যদি তা নিসাবের সমপরিমাণ বা তার বেশী হয় তাহলে যাকাত অবশ্য আদায় করতে হবে। এক্ষেত্রে যাকাত আবশ্যিকভাবে রূপা বা সোনায় না দিয়ে সম্পূর্ণই স্থানীয় মুদ্রায় দেওয়া যেতে পারে।

(খ) অপরপক্ষে, উক্ত ব্যক্তি কাগজের নোট ব্যতীতও যদি করোপযোগী পরিমাণের রূপা বা সোনার মালিক হন তাহলে তাদের মিলিত মূল্যের যাকাত সম্ভব হলে প্রতিটি সম্পদের আনুপাতিক হারে, অর্থাৎ কিছুটা রূপায়, কিছুটা সোনায় এবং কিছুটা কাগজের নোটে দেওয়াই বাঞ্ছনীয়।

(গ) সোনা, রূপা যদি সবই অলঙ্কার, পাত্র, ইত্যাদির আকারে হয় এবং আলগা কোন সোনা বা রূপা না থাকে তাহলে যাকাতের পুরা অংশই স্থানীয় মুদ্রায় দেওয়া যেতে পারে।

৩. করাধীন পুরা সম্পদই যদি কাগজের নোট আকারে হয় এবং ঐ ব্যক্তিবিশেষের যদি কোন রূপা বা সোনা না থাকে তাহলে যাকাত স্থানীয় মুদ্রায় দিতে হবে। কাগজের টাকার যাকাত কোন অবস্থাতেই রূপা বা সোনায় আদায় করা চলবে না।

www.pathagar.com

বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও ভারতে প্রচলিত টাকা[১] হচ্ছে নিকেলের মুদ্রা। এতে আদৌ কোন রূপা নেই। ডঃ এ. আই. কোরেশীর মতে, "টাকা হচ্ছে এক রকমের নোট যা কাগজের উপরে না ছেপে ধাতুর উপরে ছাপা হয়।" উদ্বৃত্ত সম্পদ যদি ঐ টাকার আকারে রাখা হয় তাহলে তার যাকাত দিতে হবে।

কোন দেশে যদি টাকা অপেক্ষাও উচ্চ মূল্যের এমন মুদ্রা প্রচলিত থাকে যাতে কোন রূপা বা সোনা নেই তাহলে সে ক্ষেত্রেও একই আইন প্রযোজ্য হবে, অর্থাৎ যাকাত আদায় করতে হবে।

৪. স্বল্পমূল্যের সকল মুদ্রা সাধারণভাবে যাকাতমুক্ত থাকবে। সাধারণত গুরুত্বপূর্ণ সঞ্চয় ক্ষুদ্র মুদ্রায় রাখা হয় না এবং তা করা উচিতও নয়, কেন না তা দ্বারা বিপুল পরিমাণ ক্ষুদ্র মুদ্রা বাজার থেকে চলে যাবে, যার ফলে মুদ্রা প্রচার মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কেউ যদি যাকাত থেকে রেহাই পাবার জন্যে সম্পদ ক্ষুদ্র মুদ্রায় সঞ্চয় করে রাখেন তবে তা প্রতারণা বলে গণ্য হবে এবং ধরা পড়লে সে ব্যক্তি শাস্তিযোগ্য হবেন।

৫. কাগজের নোট যদি যাকাত করাধীন অন্য কোন সম্পদের সঙ্গে বদল করা হয় (ব্যবসার জন্যে কি ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্যে যাকাত করাধীন কোন জিনিস কিনা) তাহলে সেই বদল বা বেচাকেনা করাধীন সম্পদ বিনিময়ের আইনের অধীনে পড়বে।

৬. মালিকের বিরুদ্ধে অসৎ কাজের কোন যথার্থ প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত যিনি উদ্বৃত্ত সম্পদ কাগজের নোট আকারে রেখেছেন তাঁকে পুরাপুরি সৎ বলে বিশ্বাস করতে হবে। সম্পদের সঠিক হিসাব রাখা মালিকের ব্যক্তিগত দায়িত্ব এবং যাকাত আদায়ের দায়িত্বও তাঁরই।[২]

৭. যাকাত ন্যায্য হবার পরে কিন্তু যাকাত আদায়ের পূর্বে কাগজের নোটের সব বা তার অংশ দিয়ে যদি ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্যে বা উপহারের জন্যে করমুক্ত জিনিস কিনা হয় বা চুরি যায় বা হারিয়ে যায়, তাহলে যাকাত আদায়ের দায়িত্ব রয়ে যাবে। সম্পদ মালিকের দখলে নেই এই অজুহাতে যাকাত না দেওয়া চলবে না। যাকাত আদায়ের শর্তাবলী পূরণ হলে এবং সম্পদ এক বছরকাল দখলে থাকলে তখন যাকাত অবশ্যই আদায় করতে হবে।

---

১. পূর্বে টাকা হত রূপার তৈরী এবং তার মূল্য হত ১ শিলিং ৬ পেনির সমান।
২. রূপা ও সোনার যাকাত আদায়ের আইন দেখুন।

www.pathagar.com

৮. করোপযোগী কাগজের নোট যদি বছরকাল দখলে থাকার আগেই (৭ নং বর্ণনা অনুযায়ী) হারিয়ে যায় বা দখলের বাইরে চলে যায়—একদিন আগেও যদি চলে যায় তাহলে যাকাতের দায় পরিমাণ অনুযায়ী কমে আসবে অথবা (পুরা বছরকাল কি বছরের আংশিক সময় দখলে না থাকার কারণে) দায় আদৌ থাকবে না।

৯. কিন্তু এ রকম যদি প্রমাণিত হয় যে, নোট ইচ্ছাকৃতভাবে খরচ করা হয়েছে বা পরিকল্পিতভাবে হস্তচ্যুত করা হয়েছে যাতে নাকি যাকাত না দিতে হয়, তাহলে ঐ অপরাধী ব্যক্তি শাস্তির যোগ্য হবেন এবং তাঁর অবস্থা যাই হোক না কেন, যাকাত দিতে বাধ্য থাকবেন।

মণিমুক্তার করোপযোগিতা

শত শত বছর ধরে যে সাধারণভাবে প্রচলিত ও গৃহীত মতটি মুক্তা ও মূল্যবান পাথরকে যাকাত করমুক্ত রেখেছে তা পুরানা যাকাত আইনের এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মূলনীতির আলোকে বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করা যেতে পারে। পুরানা আইনের সমর্থনে নিম্নলিখিত হাদীসটির যুক্তি দেখানো হয়ে থাকেঃ "(মূল্যবান) পাথর থেকে এক-পঞ্চমাংশ (২০% যাকাত) যেন গ্রহণ না করা হয়।"

এই হাদীসটির ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে প্রাথমিক যুগের অধিকাংশ আলিমই একমত হয়েছেন যে, মুক্তা ও মূল্যবান পাথর সম্পূর্ণ যাকাতমুক্ত থাকবে।[১] এ রকম একতরফা সিদ্ধান্ত উপরোক্ত হাদীসটির অর্থ যথাযথভাবে প্রতি-ফলিত করে না, তা যাকাতের আইনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণও নয়। রসূলুল্লাহ্ (সা.) গুপ্তধন, যুদ্ধজয়ের প্রাপ্তি এবং খনিজ রূপা ও সোনার উপর যে ২০% যাকাত ধার্য করার নির্দেশ দিয়েছিলেন তা থেকে মূল্যবান পাথরকে বাদ দিয়েছিলেন। কিন্তু তাই বলে যে মুক্তা ও মূল্যবান পাথর ব্যক্তিগত সম্পদে পরি-ণত হয়েছে তাকে যাকাত থেকে অব্যাহতি দেওয়ার কোন সঙ্গত কারণ নেই। এ রকম অব্যাহতি শুধু যে যাকাত আইনের মর্মবাণীকেই ব্যাহত করে তাই নয়, যে উদ্দেশ্য হাসিল করার জন্যে যাকাত ফরয হয়েছে তারও বিরোধিতা করে। মুক্তা ও মূল্যবান পাথর উত্তোলনের সময় (সমুদ্র থেকে বা খনি

১. এটা চিত্তাকর্ষক যে, হাসান আল-বসরী এবং ইমাম আবূ ইউসুফ মুক্তার উপর ২০% যাকাত ধরা উচিত বলে মনে করেন।

www.pathagar.com

থেকে) যাকাত-মুক্তি যদিও বা সঙ্গত হয়, এগুলো ব্যক্তিগত সম্পদে পরিণত হলে তখনো করমুক্ত রাখা নীতিগত ও আইনগত দিক থেকে অসঙ্গত হয়।

যে কারণে রূপা ও সোনাকে উত্তোলনের পর নিখাদ বা খাদ মিশানো যে কোন অবস্থায় যাকাত করাধীন করা হয় তা হল ঃ (ক) এই দুইটি মূল্যবান ধাতু ইসলামী আইনে বিনিময়ের মাধ্যম বলে স্বীকৃত এবং (খ) খাঁটি রূপা এবং খাঁটি সোনা দুই-ই অন্যান্য সকল খাঁটি ধাতুর মতই গুণগত মানের দিক থেকে প্রকৃতিগতভাবে অপরিবর্তিত থাকে। কিন্তু মুক্তা ও খনির ক্ষেত্রে তা থাকে না। প্রথমত মুক্তা ও মণি বা মূল্যবান পাথর বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে স্বীকৃত নয়। দ্বিতীয়ত মণিমুক্তাগুলো মান ও মূল্যের দিক থেকে সব এক রকমের হবে না, একেকটি একেক রকম হবে। বস্তুত মণি ও মুক্তার মূল্য কেবল তার স্বচ্ছতার উপরই নির্ভর করে না, দক্ষতাপূর্ণ কাটা এবং মসৃণ করার উপরও অনেকখানি নির্ভর করে। কাটা ও মসৃণের কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত পাথরটির মূল্য কত হবে তা নির্ণয় করা অসম্ভব না হলেও কঠিন। তদুপরি একই খনি থেকে তোলা দুইটি মণির একটি স্বর্ণকারের বিবেচনায় অমূল্য বিবেচিত হতে পারে, আবার অপরটি নিতান্তই কম মূল্যের হতে পারে। একই জাতের মণির মূল্যের বিভিন্নতার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ হতে পারে একটি শিল্পে ব্যবহৃত হীরক এবং একটি উজ্জ্বল কাটা বা গোলাপ-কাটা প্রথম মানের হীরক, এ দুইটি দ্বারা দেখা যাচ্ছে যে, মুক্তা ও মণির মূল্যের প্রশ্নে ঘটনাক্রম বা সুযোগকে অস্বীকার করা যায় না। এক্ষেত্রে উত্তোলনের পরে এক-পঞ্চমাংশ যাকাত ধার্য করলে এমনও হয়ে যেতে পারে যে, এক-পঞ্চমাংশের মধ্যেই সবচেয়ে মূল্যবান মণিমুক্তাগুলো পড়ে গেছে অথবা একেবারে নিকৃষ্টতমগুলো পড়ে গেছে। প্রথম ক্ষেত্রে যাকাত করদাতার পক্ষে এটা অবিচার হত এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে যাকাতের পাওনাদারগণ নাহক বঞ্চিত হত। পরিস্থিতিগত কারণেই যথেষ্টের বেশী প্রমাণিত হয় যে, রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর বাণী, "(মূল্যবান) পাথর থেকে এক-পঞ্চমাংশ (অর্থাৎ ২০% যাকাত) যেন গ্রহণ না করা হয়", সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত।

কিন্তু মুক্তা বা মূল্যবান পাথর একবার কেটে মসৃণ করে মূল্যায়নের পর বাজারজাত করা হলে অবস্থাটা সম্পূর্ণ বদলে যায় বা ভিন্ন রকম হয়। সে সময়ে অন্য যে কোন সামগ্রীর মত মণিমুক্তাও স্বাভাবিকভাবেই ব্যবসা- [illegible] পড়ে। অনুরূপভাবে মণিমুক্তা যখন

www.pathagar.com

স্বর্ণকারের কাছ থেকে ব্যক্তিবিশেষের মালিকানাধীনে যায় এবং ব্যক্তিগত সম্পদে পরিণত হয় তখন তাকে স্থায়ী মূল্যের ব্যক্তিগত সম্পদ গণ্য করে অন্য যে কোন করাধীন সম্পদের মতই যাকাত করাধীন না করার কোন সঙ্গত কারণ থাকতে পারে না।

প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে রূপা এবং সোনার মত মণিমুক্তাও অতি মূল্যবান বলে বিবেচিত হয়ে আসছে। কিন্তু রূপা ও সোনা যেরূপ সহজেই বিনিময়ের মাধ্যম বলে গৃহীত হয়, মণিমুক্তা তা হয়নি, বরং স্বল্পসংখ্যক ব্যক্তির একান্ত ব্যক্তিগত সম্পদ হয়ে থাকে। স্থায়িত্ব ও ঔজ্জ্বল্যের কারণে এগুলো অলঙ্কার হিসাবে প্রদর্শন-প্রিয় মানুষের কাছে অন্য যে কোন বস্তু অপেক্ষা অধিক মর্যাদা পেয়ে আসছে।

বিলাসপ্রিয় সভ্যতার উদ্ভব হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মণিমুক্তার মূল্য এতটা বৃদ্ধি পেয়েছে যে, এগুলো হস্তগত করার জন্যে লোকে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করে থাকে। মূল্যবান মণিমুক্তা কখনো কখনো উপঢৌকন দেওয়ার জন্যেও কিনা হয়ে থাকে। তথাপি একথা সত্য যে, লোকে মণিমুক্তা কিনে হয় তাদের শিল্পগত সৌন্দর্য প্রদর্শনের জন্যে নতুবা নিশ্চিতভাবে উদ্বৃত্ত সম্পদ সঞ্চিত করে রাখার জন্যে অথবা দুই কারণেই। মণিমুক্তার দুষ্প্রাপ্যতা-হেতুই মালিক সেগুলো ক্রয় করেন যাতে যে কোন মুহূর্তে এগুলোতে খাটানো অর্থ ফেরত পাওয়া যায়। দেখা যাচ্ছে যে, এক ব্যক্তির নগদ অর্থের একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ প্রয়োজনীয় কাজ থেকে এমন একটি কাজে ব্যয়িত হয়ে অকেজোভাবে হয়ত বা সারা জীবনের জন্যেই, হয়ত বা কয়েক পুরুষ ধরে, আটকা পড়ে থাকে যে তা কারো কোন কাজেই লাগে না। এই হেতু মণিমুক্তাকে যাকাত করমুক্ত রাখা অযৌক্তিক হয়ে দাঁড়ায়। কেন না এভাবে ফেলে রাখা অর্থ কোন একটি প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠানে লাগানো যেত এবং তদ্দ্বারা সমাজের অন্য সদস্যগণ উপকৃত হতে পারত—ন্যায়সঙ্গতভাবে জীবিকা অর্জন করতে পারত। সেক্ষেত্রে মণিমুক্তা সমগ্র জাতির সম্পদ হতে পারত।

যে কোন দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই মণিমুক্তা যাকাত করোপযোগী হবার শর্তাবলী পূরণ করে। সোনা-রূপার মতই এগুলোর স্থায়ী মূল্য রয়েছে, কেন না ব্যবহারের ফলে বা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এগুলো বিনষ্ট হয় না। তদুপরি, এগুলো বিনিময়ের মাধ্যম বলে স্বীকৃত না হলেও নিশ্চয়ই এদের একটা তাৎক্ষণিক ক্রয়ক্ষমতা রয়েছে। মণিমুক্তাকে অতএব নোট এবং সোনা-রূপারই সমশ্রেণীভুক্ত বলে ধরা উচিত, কেন না এগুলো সংরক্ষিত উদ্বৃত্ত সম্পদ। তাই

www.pathagar.com

যে কারণে নোট এবং সোনা-রূপাকে যাকাত করাধীন করা হয়েছে ঠিক একই কারণে মণিমুক্তাও যাকাত করাধীন হওয়া উচিত।

উপরোক্ত আলোকে অন্যান্য যে কোন করোপযোগী সম্পদের যাকাত আদায় না করলে যে গুনাহ্ হবে মণিমুক্তার যাকাত অনাদায় হেতুও মুসলমানের জন্যে একইরকম গুনাহ্ হবে। যে ব্যক্তি তাঁর উদ্বৃত্ত সম্পদ মণিমুক্তার আকারে সংরক্ষণ করতে পারেন তিনি নিশ্চয়ই সেগুলোর মূল্যের ২½% যাকাতও আদায় করতে পারেন; কেন না যাকাত গ্রহণকারী মুসলমানগণের এটা ন্যায্য হক; ইসলামের কারণে এটা তাদের প্রাপ্য।

মণিমুক্তার করের সীমা এবং যাকাতের হার

মণি ও মুক্তার নিসাব এবং যাকাতের হার স্বাভাবিকভাবেই খাঁটি রূপার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় এবং রূপার যা নিসাব, করোপযোগিতা ও যাকাতের হার, মণিমুক্তার ক্ষেত্রে ঠিক তাই প্রযোজ্য হবে। খাঁটি রূপার ক্ষেত্রে যাকাতের যে আইন, মণিমুক্তার ক্ষেত্রেও তাই ('সোনা ও রূপার আদি নিসাব' শীর্ষক আলোচনা দেখুন)।

যে কোন 'মূল্যবান' মণিমানিক্যই যাকাত করাধীন; মুক্তা, হীরা, চুণি, নীলা, পান্না, পদ্মরাগ, গোমেদ ইত্যাদি।

নিসাব

রূপা ও সোনার ক্ষেত্রে যেমন এক বছরের প্রধান খাদ্যের বাজারমূল্যের সমতায় নিসাব নির্ধারণ করতে হয়, মণিমুক্তার বেলায়ও সেই একই নিয়ম প্রযোজ্য হবে। ৫টি উটের বোঝা পরিমাণ খাদ্যশস্যের (১,৬৮০ সের বা ১,৫৬৮ কিলোগ্রাম) সরকারী বাজারদর যা হবে তার পরিপ্রেক্ষিতে নির্ধারণ করতে হবে মণিমুক্তার নিসাব।

সুতরাং যে ব্যক্তি এক বছরকাল সময় ধরে একটি বা একাধিক মণিমুক্তার মালিক থাকেন যার মূল্য সেই দেশের প্রধান খাদ্যশস্যের ৫ উটের বোঝার সমান, তিনি উক্ত বছরের জন্যে তাঁর ২½% যাকাত আদায় করবেন। তারপরে প্রতি এক-পঞ্চমাংশ পরিমাণ মূল্যের বৃদ্ধির জন্যে ২½% যাকাত আদায় করতে হবে। তার কম পরিমাণের মূল্য বৃদ্ধি হলে সেটা করমুক্ত থাকবে (সোনা ও রূপার আধুনিক নিসাব দেখুন।)

www.pathagar.com

মণিমুক্তার যাকাত আদায়ের আইন

১. দেশের অধিবাসিগণের প্রধান খাদ্যশস্যের সরকারী মূল্য যদি বছর-কালের মধ্যে উঠানামা করে থাকে তবে মূল্যের গড় ধরতে হবে এবং তদনুসারে মণিমুক্তার নিসাব স্থির করতে হবে।

২. সকল মণিমুক্তাকে একই শ্রেণীভুক্ত করে ধরতে হবে। কিন্তু মণিমুক্তা যেহেতু বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে স্বীকৃত নয়, সে কারণে এগুলোকে সোনারূপার সমশ্রেণীভুক্ত করা যাবে না। ফলে, যাকাতের আইন মোতাবেক বিভিন্ন ধরনের সম্পদ বিবেচনাকালে মণিমুক্তার আকারে রক্ষিত সম্পদ মূল্যের দিক থেকে যাকাত করোপযোগী কি না তা বিবেচনার কালে, একই সরকারের অধীনে এক বা একাধিক ভৌগোলিক ভূখণ্ডের ভিতরে একই ব্যক্তির মালিকানাধীনে বছরকাল যাবত রক্ষিত মণিমুক্তার মোট হিসাব গ্রহণ করে তাকে সোনা-রূপা থেকে পৃথক করে ধরতে হবে অর্থাৎ এগুলোর মূল্য রূপা বা সোনা বা কাগজের নোট—যা উক্ত ব্যক্তির দখলে রয়েছে—তাদের মূল্যের সঙ্গে যোগ করা যাবে না।

৩. যে সব মণিমুক্তা সোনা বা রূপা দিয়ে বাঁধানো হয়েছে সেগুলোকে সোনা-রূপা থেকে আলাদা করে ধরে মূল্য অনুযায়ী দর নির্ধারণ করতে হবে এবং বাঁধাবার সোনা বা রূপা যে পরিমাণে খাঁটি সে অনুযায়ী আলাদা যাকাত কর ধার্য করতে হবে।

৪. মণিমুক্তার যাকাত যেহেতু ঐ একই জিনিস অর্থাৎ মণিমুক্তা দিয়েই আদায় করা কদাচিত সম্ভব হবে (সোনা বা রূপার অলঙ্কারের ক্ষেত্রেও এটাই ঘটে), তাই এগুলোর যাকাত সঠিক মূল্যের রূপা বা সোনা দিয়ে আদায় করাই অধিক বাঞ্ছনীয়। আর তা সম্ভব না হলে স্থানীয় মুদ্রায় যাকাত আদায় করা যেতে পারে।

অনেক বেশী পরিমাণ বিশেষ দুষ্প্রাপ্য মণিমুক্তা হলে উক্ত সম্পদের প্রকৃত মালিক ইচ্ছা করলে ঐ মণিমুক্তা দিয়েই যাকাত আদায় করতে পারেন অর্থাৎ যাকাতের সমপরিমাণ মূল্যের একটি কি একাধিক মণিমুক্তা দিয়ে তিনি যাকাত দিতে পারেন। এরূপ ক্ষেত্রে যাকাত প্রদত্ত মণি বা মুক্তার দাম যদি নির্ধারিত যাকাতের চাইতে কিছু বেশী হয়ে যায়, তাহলে ঐ অতিরিক্ত মূল্য সোনা কি রূপা দ্বারা যাকাতদাতাকে ফেরত দিতে হবে। অপরপক্ষে মণি বা মুক্তাটির দাম যদি নির্ধারিত যাকাতের চাইতে কিছু কম হয়ে যায়, তাহলে যাকাতদাতা সোনা বা রূপা বা স্থানীয় মুদ্রায় যাকাতের অবশিষ্ট অংশ প্রদান করবেন।

www.pathagar.com

৫. মণি বা মুক্তা যদি অপর কোন যাকাত করোপযোগী সম্পদের সঙ্গে বদল করা হয় (অর্থাৎ দাম হিসাবে গ্রহণ বা প্রদান করা হয়) তাহলে ঐ আদান-প্রদান করোপযোগী সম্পদ পরিবর্তনের আইন অনুযায়ী হবে।

৬. কোন ব্যক্তি অসৎ কাজের জন্যে অপরাধী বলে প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত করোপযোগী মণিমুক্তার মালিকের বিশ্বস্ততার উপরে পূর্ণ আস্থা রাখতে হবে। মণিমুক্তার সঠিক মূল্য নির্ণয় করা মালিকের নিজের দায়িত্ব, যাকাত আদায় করাও তাঁরই দায়িত্ব।

৭. করোপযোগী পরিমাণের মণিমুক্তার সবই বা অংশবিশেষ যদি (যাকাত দেয় হবার পরে কিন্তু যাকাত আদায় করার আগে) ব্যক্তিগত ব্যবহারের উপযোগী কোন করমুক্ত সম্পদের সঙ্গে বদল করা হয় বা উপহার দেওয়া হয় বা চুরি যায় কিংবা দুর্ঘটনাক্রমে হারিয়ে যায়, তাহলে উক্ত মণি-মুক্তার যাকাত আদায় করার দায়িত্ব থেকে যাবে। মালিকের দখলে নেই এই অজুহাতে যাকাত না দেওয়া চলবে না। যাকাত আদায়ের শর্তাবলী পূর্ণ হলে এবং এক বছরকাল দখলে থাকলে তখন যাকাত অবশ্যই আদায় করতে হবে।

৮. বছরকাল দখলে রাখার আগেই উপরের ৭ নং ধারায় উল্লেখিত কারণে যদি মণিমুক্তাগুলো দখলের বাইরে চলে যায় বা হারিয়ে যায় (এক বছর পুরা হবার একদিন আগে হলেও) তাহলে যাকাত আদায়ের দায় কমে যাবে বা বছরকাল সময় পুরা সম্পদ বা আংশিক সম্পদ দখলে না থাকার কারণে কোন দায়ই আর থাকবে না।

৯. কিন্তু যাকাত-কর ফাঁকি দিবার অসৎ ইচ্ছায় মণিমুক্তাগুলো সাময়িকভাবে করমুক্ত সম্পদের সঙ্গে বদল করে নেওয়া হয়েছে বা ইচ্ছা-কৃতভাবে সেগুলো হস্তচ্যুত করা হয়েছে, এ রকম প্রমাণিত হলে দোষী ব্যক্তি শাস্তিযোগ্য হবেন এবং তখন তাঁর কাছ থেকে জোরপূর্বক যাকাত আদায় করতে হবে।

খনিজ রূপা ও সোনার যাকাত

ইসলাম ব্যক্তিমালিকানায় বিশ্বাস করে। ইসলামী আইন নীতিগতভাবে খনিজ সম্পদের উপর ব্যক্তি, সমষ্টি ও রাষ্ট্রের অধিকার এবং উত্তোলনের দাবী স্বীকার করে। যে কোন ধরনের সম্পদের মালিক আল্লাহ্; ব্যক্তি,

www.pathagar.com

সমষ্টি বা রাষ্ট্র তার মালিকানা ভোগ করে এবং আল্লাহ্ সম্পদ ভোগ করতে দিয়ে মানুষের প্রজ্ঞা, দায়িত্ববোধ এবং তার নিজের ও সমাজের সর্বাধিক সম্ভব কল্যাণে সম্পদের ব্যবস্থাপনা ও ব্যয়ের যোগ্যতা পরীক্ষা করেন।

"আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর এবং আল্লাহ্ তোমাদের যে ধন-সম্পদের উত্তরাধিকারী করেছেন তা থেকে ব্যয় কর। তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস করে ও ব্যয় করে তাদের জন্যে আছে মহাপুরস্কার।"

(সূরা হাদীদ ৫৭ ঃ ৭)

"আল্লাহ্ পাক ঈমানদারগণের নিকট থেকে তাদের জীবন ও সম্পদ ক্রয় করে নিয়েছেন কারণ এর বিনিময়ে তাদের জন্যে রয়েছে জান্নাত।"

(সূরা তওবা ৯ ঃ ১১১)

এই দায়িত্বের কারণেই ইসলাম বলে, সব মুসলমান যেন তার সম্পদ আল্লাহ্‌র জন্যে ব্যয় করে। অর্থাৎ মুসলিম জাতির কল্যাণের জন্যে, যাতে খাঁটি ইসলামী গঠন পদ্ধতিতে খনির বিপুল সম্পদ বেসরকারী প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার নিয়ন্ত্রণে ছেড়ে দেওয়া যায়। সত্যিকারের মুসলিম মানসিকতা থাকলে, গভীর শৃঙখলা ও মানব কল্যাণমূলক প্রচেষ্টার ফলে স্বার্থপরতা ও দায়িত্বহীনতা কিছুতেই প্রশ্রয় পেতে পারে না এবং ফলে ব্যক্তি মালিকানা থাকলেও মজুতদারী বা অপচয়হেতু জাতীয় সম্পদ বিনষ্ট হতে পারে না।

দুর্ভাগ্যের বিষয়, বর্তমান কালে এমন অবস্থা বিরাজ করছে যে, বেসরকারী ব্যক্তিগত উদ্যোগে কোন দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ করা জাতীয় স্বার্থের দিক থেকে বোকামির শামিল বলেই বিবেচিত হয়। তিক্ত অভিজ্ঞতার ফলে বহু দেশই বর্তমানে প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাধীনে ন্যস্ত করতে বাধ্য হয়েছে। এই ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ ইসলামী আদর্শের পরিপন্থী তো নয়ই বরং নিম্নে উদ্ধৃত কুরআন শরীফের আয়াতটিতে তার সমর্থনই মিলে। যুদ্ধলব্ধ মাল প্রসঙ্গে আয়াতটিতে বলা হয়েছে ঃ

"আল্লাহ্ জনপদবাসিগণের নিকট থেকে (যুদ্ধজয় দ্বারা) তাঁর রসূলকে যা কিছু দিয়েছেন, তা আল্লাহ্‌র, তাঁর রসূলের (অর্থাৎ রাষ্ট্রের), রসূল (সা.)-এর স্ব-জনগণের, পিতৃমাতৃহীন বালক-বালিকাগণের, অভাবীজনের ও পর্যটকগণের ; যাতে তোমাদের মধ্যে যারা ধনী কেবল তাদের মধ্যেই ধনসম্পদ আবর্তিত না হয়। রসূল (সা.) যা তোমাদের দেন তা তোমরা গ্রহণ কর। তিনি

www.pathagar.com

যা নিষেধ করেন (তা থেকে) বিরত থাক। এবং আল্লাহ্‌র প্রতি কর্তব্য পালন কর, আল্লাহ্ শাস্তিদানে কঠোর।" (সূরা হাশর ৫৯ : ৭)

উদ্ধৃত আয়াতটিতে দুইটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর জোর দেওয়া হয়েছে : (ক) যুদ্ধলব্ধ মাল কেবলমাত্র ধনী ও প্রভাবশালী নাগরিকগণের সুবিধার্থে কাজে লাগবে না; (খ) যুদ্ধলব্ধ সমগ্র মালামাল বিতরণের মালিক ছিলেন রসূলুল্লাহ্ (সা.) (আমাদের কালে সরকার)। বস্তুত ইসলামের সামাজিক-অর্থনৈতিক গঠনের দ্বিমুখী উদ্দেশ্য হল (যা যাকাত, ঋণ, সুদের নিষেধ, উত্তরাধিকার, ইত্যাদি আইনের উদাহরণ দ্বারা পরিষ্কারভাবে বুঝানো হয়েছে) স্বল্পসংখ্যক সুবিধাভোগী ব্যক্তির হাতে বিপুল পরিমাণ সম্পদ যেন পুঞ্জীভূত না থাকতে পারে। আর সম্পদ যেন সব সময় চলমান থাকে যাতে সমাজের সকল সদস্যের মধ্যেই তা সুষমভাবে বিতরিত হয়। অতএব আধুনিক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের যা বৈশিষ্ট্য, একেবারে খাঁটি বস্তুবাদী স্বার্থপর দৃষ্টিভঙ্গি, ইসলামে তার কোন স্থান নেই। স্বার্থপূজারী ব্যবসায়িগণের মধ্যে যে শিকারী মনোবৃত্তি জন্মলাভ করে ইসলামী পদ্ধতিতে তার কোন সুযোগ নেই।

যাকাত আইন খনিজ সম্পদকে মূলত, যমীন-লব্ধ সম্পদ বলে ধরে নেয়, তাই যুদ্ধজয়ের মালের প্রতি যাকাতের যে হার প্রযোজ্য হয় করোপযোগী খনিজ সম্পদের প্রতিও একই হার প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। অনুরূপভাবে, যে অধিকারবলে কুরআন শরীফ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে এবং তা দ্বারা মুসলিম রাষ্ট্রকে, যুদ্ধলব্ধ মাল হয়ত হকদার অভাবী মুসলমানগণের মধ্যে বিতরণ করার জন্যে নতুবা পরিস্থিতিভেদে বিতরণ না করে তা রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণাধীনে দিবার কর্তৃত্ব প্রদান করে, জাতির পক্ষে বিশেষ করে জরুরী অবস্থাকালে অতীব গুরুত্বপূর্ণ যে কোন কিছুর প্রতিই সে নিয়ম প্রযোজ্য হবে, এবং অন্যান্যের মধ্যে খনিজ সম্পদের প্রতি ও যুদ্ধজয়ের মালের ক্ষেত্রে যা নিয়ম তাই প্রয়োগ করতে হবে। মুসলিম রাষ্ট্রে সকল খনিজ সম্পদ জাতীয়করণের সঙ্গত কারণও ঐ নিয়মের মধ্যেই নিহিত।

'খনিজ দ্রব্য জাতীয়করণ' বিষয়টির বিস্তারিত আলোচনা আমাদের বর্তমান বিষয়ের বহির্ভূত হবে। এটুকু বলাই যথেষ্ট যে, জাতির বৃহত্তর স্বার্থের জন্যে ইসলাম ধর্মের বিশ্বাসিগণের মনোবৃত্তি যতদিন পর্যন্ত অতটুকু পরিবর্তিত না হয় যে, তাঁরা জাতির প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বস্ত হবেন, তাঁদের

www.pathagar.com

সেবা হবে নিঃস্বার্থ এবং সকলেরই উদ্দেশ্যের একতা থাকবে, ততদিন পর্যন্ত খনি জাতীয়করণ করাটা অবশ্যই প্রয়োজনীয়।

ইসলামী মূলনীতিতে খনিজ সম্পদ জাতীয়করণ করা, সমষ্টি কর্তৃক উত্তোলন এবং ব্যক্তি কর্তৃক উত্তোলন, এই তিনটিকেই সমর্থন করে। অতএব যাকাত আইনে এই সকল অবস্থার জন্যেই ব্যবস্থা থাকতে হবে, কেন না খনিজ সম্পদ রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণাধীনে নিলেও যাকাত আদায়ের দায়-দায়িত্ব লোপ পায় না। এ কারণে যে আইনবলে খনিজ সম্পদের যাকাত আদায় সাধারণভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয় (যখন জাতির আভ্যন্তরীণ অবস্থা ইসলামী জাতীয়তার রীতিনীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়) তা ছাড়াও, খনিজ সম্পদ সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণাধীনে নিলে সে অবস্থার জন্যে কয়েকটি বিশেষ আইনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়।

উল্লেখ করা দরকার যে, জাতীয়করণ করা খনিজ সম্পদের উপর যে যাকাত-কর ধার্য করা হয় তা দ্বারা এই বুঝাবে না যে, মুসলিম রাষ্ট্রের অন্যবিধ সম্পদ—যথা, রাষ্ট্রীয় তহবিল (রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান যেমন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ, হাসপাতাল, হোটেল, রেলওয়ে, কৃষিখামার, কারখানা, ইত্যাদির পুঁজি) যাকাত-করের অধীন হতে পারে। এমন কি রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান যখন কতকটা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের মত হয়, রাষ্ট্রীয় তহবিল তখন জনগণের সম্পদ দ্বারা গঠিত হয় এবং সমগ্র জাতির প্রয়োজন মিটাতে জাতির উপকার সাধন করে থাকে। শুধু একারণেই সেগুলো করোপযোগী সম্পদের বহির্ভূত থাকে। তদুপরি রাষ্ট্রীয় তহবিল গঠিত হয় প্রধানত খাজনার আকারে জনগণের প্রদত্ত সম্পদ দ্বারা। আর রাষ্ট্রীয়কৃত খনিসমূহের করোপযোগী সম্পদ উৎপত্তিস্থল থেকে আহরণ করা হয় যা নাকি তখন পর্যন্ত কোন নাগরিকবিশেষের ব্যক্তিগত সম্পদে পরিণত হয়নি।

কাজেই, যে কারণে যুদ্ধলব্ধ মাল—যা নাকি ঘটনাক্রমে আইনসম্মত বাহুবল দ্বারা অর্জিত হয়েছে—জাতির হক্‌দার দরিদ্রগণের কল্যাণের জন্যে বিতরণ করা হয় সেই একই কারণে এবং একই প্রয়োজনে জাতীয়কৃত খনিসমূহের সম্পদ থেকেও করোপযোগী একটি অংশ প্রতিষ্ঠিত আইন অনুযায়ী রাষ্ট্র যাকাত তহবিলে প্রদান করবে।

খনিজ সম্পদের উপর যে যাকাত কর ধার্য করতে হবে তা রসূলুল্লাহ্‌ (সা.)-এর একটি নির্দেশ অনুসারে। হানাফী মাযহাব উক্ত হাদীসটির উল্লেখ

www.pathagar.com

করে থাকেঃ "মাটির তলার সম্পদ থেকে এক-পঞ্চমাংশ (যাকাতস্বরূপ) প্রদান করতে হবে।"

উক্ত হাদীসটিতে ব্যবহৃত 'রিকায' (ركاز) শব্দটি দ্বারা ইমাম গায্‌যালীর মত ব্যক্তিত্বও মনে করেন যে, কেবলমাত্র রূপা ও সোনার খনিকেই বুঝানো হয়েছে এবং তাও মুসলিম রাষ্ট্রের ভিতরে বা অতি সাম্প্রতিককালে মুসলমান কর্তৃক বিজিত কোন বিধর্মী রাষ্ট্রের এলাকার ভিতরে। কিন্তু হানাফী মাযহাব মতে 'রিকায' শব্দটি দ্বারা তামা, লোহা, সীসা এবং পারদের খনিও বুঝায়।

আরবী 'রিকায' শব্দটির আক্ষরিক অর্থ 'কোন প্রোথিত সম্পদ'। একই শব্দ দ্বারা গুপ্তধনও বুঝায়। এই শব্দটি দিয়ে আবার রূপা এবং সোনার খনিও বুঝানো হয়।[1] শব্দটির মূল ধাতু হল 'রাকাযা' (ركز) অর্থাৎ যমীনে গাড়া বা স্থাপন করা (যেমন বল্লম) এবং তা দ্বারা রূপা ও সোনার খনি সৃষ্টি করা। অতএব 'রিকায' শব্দটি রূপা ও সোনার খনি এবং গুপ্তধন এই উভয় অর্থে গ্রহণ করলে যাকাত আইনের মর্মার্থের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হয়। বাস্তবিক হাদীসটির শব্দগুলো দিয়েও যেন গুপ্তধনের প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে বলে মনে হয়, যা নাকি স্বভাবতই যাকাত করোপযোগী। খনিজ সম্পদ বলতে এ রকম যাকাত করোপযোগী একমাত্র রূপা ও সোনাই হতে পারে।

নিম্নে উদ্ধৃত হাদীসটিতেও উক্ত মতের সমর্থন পাওয়া যায়। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণিত এই হাদীসটি ইমাম আল-বায়হাকী[2] সংকলন করেছেনঃ

"আবূ ইউসুফ থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি আবদুল্লাহ্ ইবন সাঈদ থেকে শুনেছেন যে, তিনি তাঁর বাবা থেকে শুনেছেন যে, তিনি তাঁর দাদা থেকে শুনেছেন যে, তিনি আবূ হুরায়রা থেকে শুনেছেন যে রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেনঃ মাটির তলার সম্পদ থেকে এক-পঞ্চমাংশ (যাকাত) দিতে হবে।[3] (একজন) জিজ্ঞেস করলেন, "হে রসূলুল্লাহ্! মাটির তলার সম্পদ কোন্‌গুলো?"

---

১. ইমাম মালিকের মতে 'রিকায' শব্দটি দ্বারা কেবলমাত্র অমুসলিমের প্রোথিত সম্পদ বুঝায়।

২. ইমাম আল-বায়হাকীর 'আল-মারফাত'।

৩. ইমাম আল-বায়হাকীর 'আল-মারফাত'।

www.pathagar.com

তিনি বললেন, "পরম পরাক্রান্ত আল্লাহ্ দুনিয়া সৃষ্টির সময়ে মাটিতে যে সোনা সৃষ্টি করেছেন, তা।" (ইমাম আল-বায়হাকী)

অপরপক্ষে মালিকী মাযহাব মতেও কেবলমাত্র খনিজ রূপা ও সোনাই যাকাত করাধীন এবং ঐ মতে খনিজ সম্পদের উপর ২½% যাকাত ধার্য হবে। এর সমর্থনে ইমাম মালিক নিম্নে উদ্ধৃত হাদীসটি তুলে ধরেন :

"ইয়াহ্ইয়্যা থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি মালিক থেকে শুনেছেন যে, তিনি রাবীয়া ইব্‌ন আবী আবদুর রহমান থেকে শুনেছেন যে, তিনি অপর এক ব্যক্তি থেকে শুনেছেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সা.) বেলাল ইব্‌নুল-হারীস আল-মুযানীকে মহকুমায় (অবস্থিত) দক্ষিণের (সোনার) খনি প্রদান করেছিলেন এবং অদ্যাবধি ঐ খনির (উৎপাদন থেকে) যাকাত হিসাবে (সাধারণ অর্থাৎ ২½%) নেওয়া হয়ে থাকে।"

এই হাদীসগুলো থেকে প্রতীয়মান হয় যে, যাকাত আইন অবশ্যই খনি-লব্ধ করোপযোগী সম্পদকে দুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত করে বিবেচনা করবে :

প্রথম শ্রেণী : (ক) মুসলিম এলাকার ভিতরে অথবা অতি সম্প্রতি বিজিত বিধর্মী এলাকার মধ্যে মুসলমান কর্তৃক আবিষ্কৃত রূপা বা সোনার খনির উত্তোলিত সম্পদ অর্থাৎ খনি, যা তৎকাল পর্যন্ত কোন মুসলমান ব্যক্তি বা কোম্পানীর নিজস্ব কি ব্যক্তিগত সম্পদে পরিণত হয়নি অথবা রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণাধীন কোন জাতীয় সম্পদও হয়নি। (খ) রূপা ও সোনার খনিজাত সম্পদ যা নাকি কোন দেশের মুসলিম অধিবাসিগণের মিলিত সম্পদ অর্থাৎ যে সব খনি থেকে একটি দেশের মুসলিম অধিবাসিগণ বিনা বাধায় সম্পদ উত্তোলন করতে পারে—কোন বিশেষ অনুমতিপত্র বা অধি-কারপত্র ব্যতিরেকে।

প্রথম শ্রেণীভুক্ত খনিগুলোর সম্পদ স্থায়ী মূল্যমানের হওয়াহেতু এগুলো যুদ্ধজয়লব্ধ সম্পদের সমতুল্য বলে গণ্য হবে। আবিষ্কারকারী যদি তা ঘটনাক্রমে আবিষ্কার করেন তাহলে তা গুপ্তধনস্বরূপ হবে, দশজনে যেখান থেকে আহরণ করে আসছে সে রকম খনি-ক্ষেত্র হলে বা আগে কোন শত্রুর সম্পদ ছিল এ রকম হলে তা যুদ্ধজয়ের মালস্বরূপ হবে। এক্ষেত্রে খনি থেকে উত্তোলনের পরে ২০% হারে যাকাত ধার্য করতে হবে। এ নির্দেশ কুরআন শরীফের নিম্নোদ্ধৃত আয়াতের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হয় :

www.pathagar.com

"আরো জেনে রাখ যে, যুদ্ধে যা তোমরা লাভ কর তার এক-পঞ্চমাংশ আল্লাহ্‌র রসূলের, রসূলের স্ব-জনগণের, পিতৃহীনগণের, দরিদ্রদের এবং পর্যটকগণের।" (সূরা আনফাল ঃ ৪১)

"এবং মাটির তলার সম্পদ থেকে এক-পঞ্চমাংশ (যাকাতস্বরূপ) দিতে হবে।"

রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নির্দেশের সঙ্গেও তা সঙ্গতিপূর্ণ।

দ্বিতীয় শ্রেণী ঃ রূপা বা সোনার খনির সম্পদ, তা রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের অধীনে জাতীয় সম্পদই হোক বা কোন মুসলিম ব্যক্তির বা কোম্পানীর ব্যক্তিগত সম্পদই হোক, যা নাকি মজুরি, ক্রয় বা উত্তরাধিকারক্রমে অধিকারভুক্ত হয়েছে অর্থাৎ যে খনি রীতিমত ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের আকারলাভ করেছে এবং যুদ্ধলব্ধ মাল বা গুপ্তধনের প্রকৃতি হারিয়ে ফেলেছে।

ইমাম মালিকের মতে এই দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত খনিজ সম্পদ উত্তোলনের পরে তার উপর ২$\frac{1}{2}$% যাকাত ধার্য করা উচিত। যাকাত ধার্যের আগে রূপা ও সোনার উপর ধার্য নিসাবের সমপরিমাণ যাকাত মুক্ত থাকবে।[১] অনুরূপভাবে ইমাম মালিক এই দ্বিতীয় ধরনের খনিজ সম্পদকে কৃষিজ উৎপাদনের সমতুল্য বলে জ্ঞান করেন (অর্থাৎ ঘরে রাখা যায় এমন কৃষিজ সম্পদ)।

দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত রূপা ও সোনার উপরে ২$\frac{1}{2}$% যাকাত ধার্য করার বিষয়ে ইমাম মালিকের মত অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন এবং আমাদের যুগে তাই মেনে চলা উচিত। কারণ রূপা ও সোনার খনিজ সম্পদ যখন আর যুদ্ধজয়ের মালের বা গুপ্তধনের প্রকৃতির থাকে না, তখন তার উপর ধার্য যাকাত ২০% থেকে কমিয়ে ২$\frac{1}{2}$% করা সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত। কেন না খনি তখন রীতিমত একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে, এর তখন আর কেবল প্রাথমিক খরচমাত্র নয়, মালিককে নিয়মিত একটি ব্যয়ই বহন করে যেতে হয়।

অপরপক্ষে, ইমাম মালিক সাধারণ সোনা-রূপার নিসাবের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ করে মূল্যবান খনিজ সম্পদের যে যাকাত মুক্ত আহরণ অবকাশের ব্যবস্থা রেখেছেন তা আবার পরিস্থিতিগত কারণে অসঙ্গত বলে মনে হয়।

---

১. শাফি'ঈ মযহাবও একই মত পোষণ করে যে, খনিজ রূপা ও সোনার ক্ষেত্রে সাধারণ রূপা ও সোনার জন্যে নির্ধারিত নিসাবের সমপরিমাণ যাকাত মুক্ত রেখে তারপর ২$\frac{1}{2}$% যাকাত ধার্য করতে হবে।

www.pathagar.com

বাস্তবে নিয়মিত উত্তোলন করা হচ্ছে এমন খনির সম্পদের মূল্যের পরিমাণ অজানা থাকলেও এটা নির্বিঘ্নেই আন্দাজ করে নেওয়া যায় যে, খনিতে যে পরিমাণ সোনা বা রূপা আছে তা নিশ্চয়ই সোনা-রূপার জন্যে নির্ধারিত নিসাবের চেয়ে বেশী হবে। খনিতে ঠিক কত পরিমাণ সম্পদ রয়েছে তা জানা নেই বলেই পুরা খনির উপর যাকাত ধার্য করা হয় না। যাই হোক, পরিস্থিতিগত কারণে এই বাস্তব কথাটার পরিবর্তন হয় না যে, খনিতে বর্তমান রূপা বা সোনা হয় মালিকের যথার্থ সম্পদ আর না হয়ত চুক্তিবদ্ধ সংস্থার আইনসঙ্গত অধিকার; অতএব মূলত তা যাকাত মুক্ত থাকতে পারে। এই অবস্থায় খনিজ সম্পদের ক্ষেত্রে নিসাবের প্রশ্নটি একেবারেই গুরুত্ব হারিয়ে ফেলে।

এ কারণে দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত রূপা ও সোনার খনির উত্তোলিত সম্পদের উপর ২½% যাকাত ধার্য করা উচিত, খনি থেকে মূল্যবান ধাতু যে পরিমাণই তোলা হোক না কেন, এবং এক্ষেত্রে কোন নিসাব প্রযোজ্য হবে না।

মণিমুক্তার কথা বাদ দিয়ে (এগুলো ব্যবসা-বাণিজ্যের বস্তু হিসাবে এবং দুর্মূল্যের কারণে স্থায়ী মূল্যের ব্যক্তিগত সম্পদরূপে যাকাত করাধীন হয়ে থাকে), অন্যান্য কোন প্রকারের খনিজ-সম্পদ[১] যাকাত কর আরোপের শর্তাবলী পূরণ করে না—খনিতেও নয়, ব্যক্তিগত সম্পদে পরিণত হলেও নয়। একমাত্র ব্যবসায়ের দ্রব্য হলে তখনই খনিজ সম্পদ অন্যান্য যে কোন বাণিজ্য সম্পদের মত যাকাতাধীন হয়।

যাকাত আইন দ্বারা স্বভাবতঃই বুঝায় যে, স্থায়ী মূল্যমানের উদ্বৃত্ত সম্পদ না হলে অর্থাৎ মানুষের এক বছর সময়ের অত্যাবশ্যক প্রয়োজনীয় দ্রব্য হলে বা পারিবারিক, সর্বসাধারণের বা শিল্প-কারখানার, প্রাত্যহিক প্রয়োজনীয় জিনিস হলে সেই সম্পদ যাকাতমুক্ত থাকবে। এ কারণে হানাফী মত—যে তামা, সীসা, পারদ ও লোহা—এগুলো সোনা-রূপার মত একই

---

১. যেমন তামা, লোহা, সীসা, টিন, নিকেল, ক্রোম, প্ল্যাটিনাম, এলুমিনিয়াম, মার্বেল, স্ফটিক, স্ফটিক জাতীয় পাথর, জেড, অ্যালাবাস্টার; নীলাপাথর, গ্র্যানাইট, চুণাপাথর, অভ্র, শ্লেট, কোবাল্ট, ম্যাগনেসিয়াম, পটাসিয়াম, কয়লা, জিপসাম, আর্সেনিক, বোরাক্স, লবণ, পেট্রোল, পারদ, ইত্যাদি সবই মূলত সাধারণ বা অদুর্লভ বস্তু বলে বিবেচিত হয়ে থাকে এবং সে কারণে যাকাত মুক্ত। ইমাম আবু হানীফার মত ইমাম মুহাম্মদও মনে করেন যে, পারদের উপর ২০% যাকাত ধার্য হওয়া উচিত। ইমাম আবু ইউসুফ অবশ্য তা মানেন না।

www.pathagar.com

শ্রেণীভুক্ত এবং খনি থেকে উত্তোলনের পরই যাকাত করাধীন হবে—গ্রহণ করা যায় না।

কিন্তু রূপা ও সোনা ব্যতীত অন্যান্য খনিজ সম্পদ যাকাত করমুক্ত থাকা দ্বারা অবশ্যই এ বুঝায় না যে, সেগুলোর উপর কোন করই আরোপ করা যাবে না। এ দ্বারা একেবারে সহজ সরলভাবে শুধু এটুকুই বুঝায় যে, ঐ ধরনের খনিজ সম্পদ যাকাত-কর ধার্যের শর্তাবলী পূরণ করে না। কোন মুসলমান সরকার যদি ঐ ধরনের খনিজ সম্পদের উপর অন্য কোন কর আরোপ করা আবশ্যক মনে করে, তবে তা সম্পূর্ণ আইনসঙ্গত হবে। তবে ঐ কর সরকারী কর হবে, যাকাত হবে না।

যদিও 'রিকায' শব্দটি দ্বারা গুপ্তধনকে বুঝানো যায়, তবুও বিষয়টি পরিষ্কার করার জন্যে সেই সংক্রান্ত নিয়মাবলী একটি আলাদা শিরোনামার অধীনে আলোচনা করা হয়েছে।

খনিজ রূপা ও সোনার যাকাতের হার

উপরে বলা হয়েছে যে, যাকাত আইন অনুযায়ী রূপা ও সোনার খনিকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। খনিতে ঠিক কত পরিমাণ রূপা বা সোনা আছে এবং তার মোট মূল্যই বা কত হবে তা অবশ্যই মানুষের জ্ঞানের বহির্ভূত থাকে; তাই যাকাত-কর খনির উপর ধার্য হয় না, ধার্য হয় খনি থেকে উত্তোলিত সম্পদের উপর। প্রথম শ্রেণীভুক্ত রূপা ও সোনার খনি থেকে উত্তোলিত সম্পদের উপর ২০%যাকাত ধার্য হবে। যে পরিমাণই তোলা হোক না কেন এবং মিশ্রিত বা খাঁটি যে আকারেই থাকুক না কেন। অনুরূপভাবে নদীর বালু থেকে তোলা রূপা বা সোনা তা যে পরিমাণেই তোলা হোক না কেন ২০% হারে যাকাত করাধীন হবে। দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত রূপা ও সোনার খনি থেকে আহরিত সম্পদ ২$\frac{1}{2}$% যাকাত করাধীন হবে। যে পরিমাণেই তোলা হোক না কেন এবং মিশ্রিত বা খাঁটি যে আকারেই থাকুক না কেন।

খনিজ রূপা ও সোনার যাকাত আদায় নিয়ন্ত্রণের আইন[১]

১. খনি থেকে উত্তোলিত রূপা ও সোনার যাকাত, আসলে এই দুটি মূল্যবান ধাতুর উৎপত্তিস্থলে ধার্য প্রাথমিক যাকাত; অতএব এ ক্ষেত্রে নিসাব বা এক বছরকাল ধরে মালিকানাধীন থাকার পূর্বশর্ত প্রযোজ্য হয় না।

---

১. নদীর বাল থেকে আহরিত সোনার উপরও এই একই আইন প্রযোজ্য হবে।

www.pathagar.com

২. খনি থেকে উত্তোলিত রূপা বা সোনার উপর ২০% বা ২½% হারে প্রাথমিক যাকাত ধার্য হবে, তা মিশ্রিত বা খাঁটি যে অবস্থায়ই থাকুক না কেন।

৩. উৎপত্তিস্থলে রূপা ও সোনার উপর যে যাকাত কর ধার্য হবে তা মাসিক ভিত্তিতে আদায় করলেই ভাল হয়। অর্থাৎ মিশ্রিত বা খাঁটি রূপা ও সোনার প্রাথমিক যাকাত প্রতি মাসের শেষে আদায় করতে হবে, কেননা তখন পুরা মাসের উত্তোলিত সম্পদের সঠিক পরিমাণ জানা যাবে। খনিজ সম্পদের যাকাত সেই সম্পদ দ্বারা দেওয়াই উত্তম, নতুবা সুবিধার জন্যে স্বর্ণমুদ্রা, রৌপ্যমুদ্রা বা কাগজের নোট দিয়েও দেওয়া যেতে পারে।

৪. খনি থেকে উত্তোলনের পরে প্রাথমিক যাকাত দেওয়া হলে আবিষ্কারকারীর নিকট আর যে পরিমাণ খাঁটি রূপা বা সোনা থাকবে (যদি তা প্রথম শ্রেণীভুক্ত হয়), অথবা খনির মালিক বা চুক্তিবলে লাভকারী ব্যক্তির (খনির সম্পদ যদি দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত হয়) তা পূর্ণ এক বছরকাল দখলে থাকলে যথারীতি ২½% যাকাত করাধীন হবে, অর্থাৎ রূপা ও সোনার যাকাতের আইন অনুযায়ী সেগুলোর যাকাত ধরতে হবে।

৫. ৩ নং আইন মোতাবেক, মূল মালিকের হাতে রক্ষিত খাঁটি রূপা বা সোনার এক বছরকালের হিসাব প্রাথমিক যাকাত ধার্য হবার পরদিন থেকে ধরতে হবে।

৬. কোন খনি থেকে রূপা ও সোনা মিশ্রিত আকারে তোলা হলে প্রাথমিক যাকাত আদায়ের পরে পরিশোধন না করা পর্যন্ত তার উপর বাৎসরিক নিয়মিত ২½% যাকাত ধার্য হবে না। পরিশোধিত করা হলে খনি আবিষ্কারকারীর নিকট যে পরিমাণ খাঁটি রূপা বা সোনা থাকবে (খনিজ সম্পদ প্রথম শ্রেণীভুক্ত হলে) বা চুক্তিবলে খনি লাভকারী ব্যক্তির (খনিজ সম্পদ যদি দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত হয়) নিকট যা থাকবে, তা পূর্ণ এক বছরকাল দখলে থাকলে যথারীতি ২½% যাকাত করাধীন হবে। এ ক্ষেত্রেও রূপা ও সোনার যাকাতের আইন অনুযায়ী সেগুলোর যাকাত ধরতে হবে।

৭. ৬ নং আইন অনুযায়ী মূল্যবান ধাতু যদি মিশ্রিত আকারে খনি থেকে তোলা হয় তখন মূল মালিকের হাতে যে পরিমাণ পরিশোধিত রূপা বা সোনা থাকবে তার এক বছরকালের হিসাব এক মাসকাল পরিশোধনের পরের দিন থেকে ধরতে হবে—যখন নাকি মোট কতটুকু মূল্যবান ধাতু পরিশোধিত হল তা জানা যাবে।

www.pathagar.com

৮. খনি থেকে তোলা মিশ্রিত আকারের রূপা বা সোনা যদি মূল মালিক পরিশোধিত না করে শোধনের জন্যে বা অন্য উদ্দেশ্যে অপর কোন ব্যক্তি বা কোম্পানীর কাছে বিক্রি করে দেন, তখন সেই লেনদেন করোপযোগী সম্পদ আদান-প্রদানের আইন অনুযায়ী হবে।

৯. করোপযোগী সম্পদ আদান-প্রদান নিয়ন্ত্রণের ৩ নং আইনের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে, খনি থেকে উত্তোলিত রূপা ও সোনা বা তার অংশবিশেষ যদি যাকাত আদায়ের আগেই হস্তান্তর করা হয়, তাহলে নির্ধারিত যাকাত (খনির শ্রেণী অনুসারে ২০% বা ২½% যাই হোক না কেন) আগে আলাদা করে রেখে তারপরে ঐ হস্তান্তর করতে হবে।

১০. একজন মুসলমান যদি মুসলমান এলাকার ভিতরে কোন সাধারণ মালিকানাধীন জায়গাতে বা অতি সাম্প্রতিককালে বিজিত কোন শত্রু এলাকায় (অর্থাৎ ১ নং শ্রেণীভুক্ত) কোন খনি আবিষ্কার করেন তাহলে তা আবিষ্কারী ব্যক্তির নিজস্ব সম্পদ বলে গণ্য নাও হতে পারে। এ ক্ষেত্রে খনি মুসলমানগণের সাধারণ সম্পদ বলে গণ্য হবে; তখন আবিষ্কারক ও অন্যান্য মুসলমান সকলেই সমভাবে সেই খনি থেকে সম্পদ আহরণ করতে পারবে, যতদিন পর্যন্ত না সম্পদ উত্তোলনের কোন চুক্তি সম্পাদিত হয়। উত্তোলনকারিগণ যিনি যে পরিমাণ রূপা বা সোনা তুলবেন তারই ২০% যাকাত প্রদান করবেন।

১১. ১০ নং আইন প্রযোজ্য হয় এরূপ সকল ক্ষেত্রে আবিস্কৃত খনি থেকে নিয়মিত সম্পদ উত্তোলনের জন্যে চুক্তি সম্পাদন করার প্রথম অধিকার থাকবে মুসলমান আবিষ্কারকের। জাতীয় স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রেখে সরকার সে রকম চুক্তি সম্পাদন করতে পারেন বা না-ও পারেন। যদি সরকার সে ধরনের চুক্তি সম্পাদন করা স্থির করেন তাহলে যাদের সাধারণ সম্পত্তির নীচে খনি আবিষ্কৃত হয়েছে সেই ব্যক্তিগণের লভ্যাংশ্যের নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে। এক্ষেত্রে যাকাত আদায় করার দায়িত্ব হবে চুক্তি সম্পাদনকারীর। সরকার যদি এ ধরনের খনি আবিষ্কারকারীর সঙ্গে চুক্তি সম্পাদন না করেন তাহলে সরকার বিবেচনা অনুসারে, অপর কোন মুসলমান ব্যক্তি বা কোম্পানীর সঙ্গে চুক্তি সম্পাদন করতে পারেন অথবা খনিটিকে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণাধীনে নিতে পারেন। কিন্তু যাদের সাধারণ সম্পত্তির নীচে খনিটি আবিস্কৃত হয়েছে সম্পদের লভ্যাংশে তাদের স্বার্থ অবশ্যই রক্ষা করতে হবে।

www.pathagar.com

১১ নং শ্রেণীভুক্ত খনির সম্পদ উত্তোলনের চুক্তি কোন অমুসলিমের সঙ্গে সম্পাদন করতে হলে সাধারণ সম্পত্তির মুসলমান মালিকগণের সম্মতি নিয়ে করতে হবে এবং সম্পাদিত চুক্তিতে ঐ মালিকগণের স্বার্থ রক্ষা করতে হবে ; সরকারকে জাতীয় স্বার্থও বিবেচনা করতে হবে। চুক্তি সম্পাদনকারী ব্যক্তি অনুরূপ ক্ষেত্রে উক্ত দেশেরই নাগরিক হলে ভাল হয়। এ ক্ষেত্রে চুক্তিকালীন সময়ের জন্যে যাকাতের দায়দায়িত্ব বাতিল হয়ে যায়।

১২. রূপা বা সোনার খনি সরকারী চুক্তির অধীনে এলে তখন স্বাভাবিকভাবেই তা যুদ্ধলব্ধ মাল বা গুপ্তধনের সঙ্গে প্রকৃতিগত সাদৃশ্য হারাবে এবং তখন থেকে (২ নং শ্রেণীভুক্ত খনি বলে গণ্য হয়ে) ২$\frac{1}{2}$% যাকাত করাধীন হবে।

১৩. চুক্তিদ্বারা সাধারণ সম্পত্তির মালিকগণের বা সরকারের যে লভ্যাংশ থাকবে তা ২$\frac{1}{2}$% যাকাতের দেয় অংশ থেকে ভিন্ন। যে কোন লভ্যাংশ প্রদানের পূর্বে সমগ্র উত্তোলিত সম্পদ থেকে যাকাত প্রদান করতে হবে।

১৪. প্রথম শ্রেণীভুক্ত কোন রূপা বা সোনার খনি যদি সরকার নিয়ে নেন (খনি জাতীয়করণ করার সংবিধানের অভাবে), তাহলে খনিটি আপনা থেকেই আর যুদ্ধলব্ধ মাল বা গুপ্তধনের সদৃশ থাকবে না এবং সরকার কর্তৃক দায়িত্ব গ্রহণ করার পর থেকেই দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত খনির পর্যায়ভুক্ত হবে। ঐ খনির সম্পদ ২$\frac{1}{2}$% যাকাতের অধীন হবে। জাতীয়করণ করার পরে যাদের সাধারণ যমিনের নীচে খনিটি অবস্থিত তাদেরকে ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে হবে। রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণাধীন খনির সম্পদ যেহেতু উৎপত্তিস্থল থেকে আহরণ করা হয় এবং তা কোন ব্যক্তিবিশেষের বা কোন সাধারণ নাগরিকের সম্পদে পরিণত হয়নি, তাই এর যাকাত সরকার কর্তৃক স্বাভাবিকভাবে যাকাত তহবিলে প্রদত্ত হবে।

১৫. কোন ব্যক্তিবিশেষ কর্তৃক আবিষ্কৃত রূপা ও সোনার খনি যদি সরকার গ্রহণ করে নেন তাহলে আবিষ্কারকারীকে ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে হবে।

১৬. কোন মুসলমান তাঁর নিজ যমিনের নীচে যদি কোন রূপা বা সোনার খনি আবিষ্কার করেন তাহলে সেই খনির ন্যায়সঙ্গত মালিক হবেন তিনিই (জাতীয়করণের সংবিধানের অভাবে), কেননা তিনি যমিনের প্রকৃত

www.pathagar.com

মালিক। এটি প্রথম শ্রেণীভুক্ত খনির অন্তর্ভুক্ত হবে এবং এর উত্তোলিত সম্পদের ২০% যাকাত আদায় করতে হবে।[১]

সরকারের খাস যমিনে কোন খনি আবিষ্কৃত হলেও ঐ একই নিয়ম প্রযোজ্য হবে (অর্থাৎ যৌথ সম্পত্তি না হলে)। সরকারের মালিকানাধীন যমিতে অবস্থিত বলে সরকার বা রাষ্ট্র সেই খনির ন্যায্য মালিক। ঐ খনি প্রথম শ্রেণীভুক্ত খনির অন্তর্ভুক্ত হবে এবং তার সম্পদের ২০% যাকাত আদায় করতে হবে।

কোন ব্যক্তি যদি অপর কোন ব্যক্তির যমিনে খনি আবিষ্কার করেন তাহলে যমির মালিক আবিষ্কারককে ন্যায়সঙ্গত পুরস্কার দিবেন—যা আবিষ্কারক সন্তুষ্টির সঙ্গে গ্রহণ করবেন। কিন্তু আবিষ্কারক ঐ খনির মালিকানা দাবী করতে পারবেন না বা খনিজ সম্পদ আহরণের কোন অগ্রাধিকার দাবী করতে পারবেন না।

১৭. ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রথম শ্রেণীভুক্ত রূপা ও সোনার খনির মূল মালিক মারা গেলে প্রথম শ্রেণীভুক্ত খনি তখন উত্তরাধিকারের সম্পদে পরিণত হবে এবং মালিকানার দিক থেকে যুদ্ধলব্ধ মাল বা গুপ্তধনের প্রকৃতি হারিয়ে দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত খনির অন্তর্ভুক্ত হবে। তখন তার সম্পদের উপর ২½% যাকাত ধার্য হবে।

১৮. সরকার বা ব্যক্তির (ব্যক্তিবিশেষ বা কোম্পানী) অনুসন্ধানের ফলে যদি কোন রূপা বা সোনার খনি আবিষ্কৃত হয় তাহলে সেই খনি দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত খনির অন্তর্ভুক্ত হবে। ঐ খনিজ সম্পদ থেকে ২½% যাকাত আদায় করতে হবে। কারণ একেবারে প্রথম থেকেই ঐ খনি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সদৃশ বলে গণ্য হয়েছে।

---

১. ইমাম আবু হানীফা এবং ইমাম আহমদ ইবন হাম্বলের মতে কোন ব্যক্তি যদি নিজ বাড়ীর এলাকার মধ্যে কোন খনি আবিষ্কার করেন তবে সেই খনির উত্তোলিত সম্পদ প্রাথমিক ২০% যাকাত করাধীন হবে না। বুঝা কঠিন যে বাড়ীর এলাকা আর যমিনের সীমানার মধ্যে তফাত কি, উভয়ই যেহেতু মালিকের নিজস্ব যমিন। একটিকে যাকাত-মুক্ত রাখা এবং অপরটির উপর যাকাত কর ধার্য করার যৌক্তিকতা বুঝা যায় না। ইমাম আবু ইউসুফ, ইমাম মুহম্মদ, ইমাম মালিক এবং ইমাম শাফি'ঈর মতে কোন ব্যক্তির বাড়ীর এলাকার মধ্যে খনি আবিষ্কৃত হলে সেই খনির সম্পদের প্রাথমিক যাকাত দিতে হবে। প্রথমোক্ত দুইজনের মতে যাকাতের পরিমাণ হবে ২০% এবং শেষোক্ত দুইজনের মতে ২½%। এর সোনা ও রূপার জন্যে নির্ধারিত নিসাব পরিমাণের খনিজ সম্পদ যাকাতমুক্ত থাকবে।

www.pathagar.com

১৯. জাতীয়করণের সাংবিধানিক আইনের অভাবে কোন অমুসলিম যদি তাঁর নিজস্ব সম্পত্তির নীচে রূপা বা সোনার খনি আবিষ্কার করেন তাহলে ঐ খনি তাঁর ন্যায়সঙ্গত সম্পদ বলে গণ্য হবে, কারণ যমিনের ন্যাষ্য মালিক তিনি। ইসলামী আইন অনুযায়ী ঐ খনিজ সম্পদের উপর কোন যাকাত ধার্য হবে না। ঐ খনির উপর কোন সরকারী কর ধার্য করা হলে তাকে যাকাতের সঙ্গে এক বলে ভাবা উচিত হবে না, সরকারী কর ও যাকাত দুইটি ভিন্ন বিষয়।

কোন অমুসলমানের যমিতে অবস্থিত রূপা বা সোনার খনির আবিষ্কারক যদি যমিনের মালিক স্বয়ং না হয়ে কোন ভিন্ন ব্যক্তি হন তাহলে আবিষ্কারক যমিনের মালিকের কাছ থেকে পুরস্কারলাভ করবেন, কিন্তু তিনি খনির মালিকানা দাবী করতে পারবেন না বা খনি থেকে সম্পদ আহরণের বিষয়ে কোন অগ্রাধিকার পাবেন না।

২০. রূপা ও সোনার খনির কোন অমুসলিম মালিক যদি সরকারের কাছে বা কোন মুসলিম ব্যক্তি বা কোম্পানীর সঙ্গে খনির সম্পদ উত্তোলনের চুক্তি করেন বা লীজ দেন তাহলে যাকাত আদায়ের দায়িত্ব (এক্ষেত্রে সম্পদের ২$\frac{1}{2}$%) মুসলিম চুক্তি সম্পাদনকারীর, কেন না খনিজ সম্পদ এখানে মুসলিম মালিকানাধীন হয়ে যায় এবং যাকাত স্বাভাবিকভাবে ন্যাষ্য হয়ে যায়। এ ক্ষেত্রে অমুসলিম মালিকানাধীন বলে খনির উপর যদি কোন সরকারী কর ধার্য হয়ে থাকে তবে তা চুক্তিকালের বা লীজ সময়কালের জন্যে বাতিল হয়ে যাবে।

২১. কোন রূপা বা সোনার খনির মালিক যদি সরকার হন বা কোন মুসলমান হন (অর্থাৎ খনি যদি রাষ্ট্রীয় সম্পদ বা ব্যক্তিগত সম্পদ হয়, মুসলমানগণের সাধারণ সম্পদ না হয়) এবং সেই খনি আহরণের জন্যে যদি কোন অমুসলিম ব্যক্তি বা কোম্পানীর সঙ্গে চুক্তি করা হয় তাহলে চুক্তির সময়কালের জন্যে যাকাত মওকুফ হয়ে যাবে।

২২. কোন অমুসলিম যদি মুসলিম এলাকার ভিতরে সকলের সাধারণ সম্পত্তির নীচে বা মুসলমানগণ কর্তৃক অতি সম্প্রতি বিজিত কোন শত্রু এলাকার ভিতরে রূপা বা সোনার খনি আবিষ্কার করেন, তবে তা সাধারণ সম্পত্তির মুসলমান মালিকগণের পূর্ণ-সম্মতি না নিয়ে ঐ অমুসলিম আবিষ্কারককে দেওয়া যাবে না। এ ধরনের মঞ্জুরীর পূর্বে সরকারও জাতীয়

www.pathagar.com

স্বার্থের বিষয় বিবেচনা করে নিবেন। অমুসলিম আবিষ্কারককে যদি খনিটি মঞ্জুর করা সম্ভব না হয় তাহলে আবিষ্কারের জন্যে তাঁকে সন্তোষজনকভাবে পুরস্কৃত করতে হবে।

২৩. ব্যক্তি মালিকানাধীন রূপা বা সোনার খনি, প্রথম বা দ্বিতীয় যে কোন শ্রেণীভুক্তই হোক না কেন, বিক্রি করার ফলে করোপযোগী সম্পদ হস্তান্তরের আইন প্রযোজ্য হবে না, কেননা খনি হিসাবে যাকাত করোপযোগী নয়। যদি এমন হয় যে, বিক্রির আগে খনিটি প্রথম শ্রেণীভুক্ত হয়েছিল তাহলে বিক্রয়হেতু স্বাভাবিকভাবেই সেটি যুদ্ধজয়ের মাল বা গুপ্তধনের প্রকৃতি হারিয়ে ফেলে এবং বিক্রির পরে দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত হয়ে পড়ে। ঐ খনির সম্পদের উপর তখন ২$\frac{1}{2}$% যাকাত ধার্য হবে।

২৪. অসদুপায় অবলম্বনের কোন অপরাধ প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত রূপা বা সোনার খনির যথার্থ মালিক, লীজ গ্রহণকারী বা চুক্তি সম্পাদনকারী ব্যক্তির যিনি খনি থেকে আহরিত সম্পদের সঠিক হিসাবে রক্ষা করে থাকেন—বিশ্বস্ততার উপর পূর্ণ আস্থা স্থাপন করতে হবে।

২৫. রূপা ও সোনার খনির সম্পদ বা তার অংশবিশেষ, যাকাত দেয় হবার আগে (অর্থাৎ মাস শেষ হবার আগে) চুরি হয়ে গেলে বা দুর্ঘটনাক্রমে হারিয়ে গেলে সেই হারানো সম্পদের জন্যে কোন যাকাত আদায় করতে হবে না।

২৬. সম্পদের যথার্থ মালিক যদি যথাসময়ে যাকাত আদায়ের বিষয়ে অমনোযোগী হন বা অবহেলা করেন এবং এমন যদি হয় যে, যাকাত দেয় হবার পরে করাধীন সম্পদ বা তার অংশবিশেষ হারিয়ে গেল বা চুরি হয়ে গেল, তাহলে যাকাত আদায়ের দায় থেকে যাবে এবং সম্পদ প্রকৃত মালিকের দখলে নেই সেই অজুহাতে যাকাত না দেওয়া চলবে না।

২৭. যদি এমন প্রমাণিত হয় যে, রূপা বা সোনার খনির আহরিত সম্পদ বা তার অংশবিশেষ যাকাত না দেওয়ার উদ্দেশ্যে হস্তান্তর করা হয়েছে বা কোন করমুক্ত সম্পদের সঙ্গে বদল করা হয়েছে বা হারিয়ে যাওয়ার ভান করা হয়েছে, তাহলে ঐ ব্যক্তি অপরাধী বলে প্রমাণিত হবেন এবং শাস্তিযোগ্য হবেন; তখন তাঁর কাছ থেকে জোর করে যাকাত আদায় করতে হবে।

রাষ্ট্রায়ত্ত রূপা ও সোনার খনির সম্পদের যাকাত আদায়ের পরিপূরক আইন

১. কোন মুসলিম রাষ্ট্রের সাংবিধানিক আইন অনুযায়ী দেশের সকল রূপা ও সোনার খনি যদি রাষ্ট্রায়ত্ত করা অত্যাবশ্যক হয়, তাহলে দেশের

www.pathagar.com

ব্যক্তি মালিকানাধীন সকল রূপা ও সোনার খনি আহরণের জন্যে রাষ্ট্রের নিকট হস্তান্তর করতে হবে। এ ক্ষেত্রে যমিনের মালিক মুসলিম বা অমুসলিম যেই হোন না কেন, রাষ্ট্র তাঁকে পরিপূর্ণ ক্ষতিপূরণ দিবেন। খনি যদি সদ্য আবিষ্কৃত হয় তাহলে রাষ্ট্রের উচিত আবিষ্কারককে পুরস্কৃত করা।

২. অনুরূপভাবে, সাধারণ বা যৌথ যমিনের তলায় অবস্থিত রূপা বা সোনার খনি আহরণের জন্যে রাষ্ট্রের নিকট হস্তান্তর করতে হবে এবং রাষ্ট্রকে ঐ যৌথ সম্পত্তির মালিকগণকে যমিনের জন্যে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। কেউ যদি সরকারের খাস যমিতে বা যৌথ সম্পত্তিতে নতুন খনি আবিষ্কার করেন (অর্থাৎ সরকারের অনুসন্ধানের ফলে নয়) তাহলে সরকার উক্ত আবিষ্কারককে যথাযথ পুরস্কার দিবেন।

৩. রাষ্ট্রায়ত্ত রূপা ও সোনার খনির সম্পদের যাকাত আদায়ের দায়িত্ব প্রাথমিকভাবে রাষ্ট্রপ্রধানের এবং তার পরে খনিজ সম্পদের দায়িত্বে সরকারের যে মন্ত্রণালয় বা বিভাগ রয়েছে তার।

৪. ব্যক্তি মালিকানাধীন বা যৌথ মালিকানাধীন রূপা ও সোনার খনি যেমন, রাষ্ট্রায়ত্ত খনিও তেমনি দুইভাগে বিভক্ত ঃ

(ক) মুসলিম এলাকার ভিতরে অবস্থিত যৌথ বা রাষ্ট্রীয় যমিনের তলায় বা অতি সম্প্রতি বিজিত শত্রু এলাকায় ঘটনাক্রমে আবিষ্কৃত রূপা বা সোনার খনির (অর্থাৎ অনুসন্ধানের ফলে আবিষ্কৃত খনি নয়) আহরিত সম্পদ (মিশ্রিত বা খাঁটি যে আকারেই হোক না কেন) প্রকৃতিগতভাবে যুদ্ধ-লব্ধ মাল বা গুপ্তধনের সমতুল্য হওয়ায় তার উপর ২০% যাকাত ধার্য হবে।

(খ) মুসলিম এলাকার ভিতরে ব্যক্তি মালিকানাধীন সম্পত্তিতে কোন রূপা বা সোনার খনি পাওয়া গেলে অথবা সরকারের খাস যমিনে বা যৌথ মালিকানাধীন যমিনে সরকারী অনুসন্ধানের ফলে রূপা বা সোনার খনি পাওয়া গেলে সেই খনির সম্পদ যেহেতু (রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের কারণে) যুদ্ধলব্ধ মাল বা গুপ্তধনের মালের সঙ্গে সাদৃশ্য হারায়, তাই তার সম্পদ স্বাভাবিক কারণেই ২$\frac{1}{2}$% যাকাতের অধীন হবে।

৫. রাষ্ট্রায়ত্ত রূপা ও সোনার খনির আহরিত সম্পদের যাকাত সম্ভব হলে মাসিক ভিত্তিতে ধার্য করা উচিত, যাতে প্রতিবারের উৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গতি থাকে, অর্থাৎ প্রতি মাসের যাকাত সেই মাসের শেষে যাকাত তহবিলে জমা হবে। তাহলে মাসের মোট উৎপাদন কত হল তা যথাযথভাবে জানা যাবে।

www.pathagar.com

৬. রাষ্ট্রায়ত্ত রূপা ও সোনার খনির উৎপাদিত সম্পদের যাকাত, সুবিধার জন্যে, রৌপ্যমুদ্রা বা স্বর্ণমুদ্রা বা স্থানীয় চালু মুদ্রায় প্রদান করা যেতে পারে।

৭. রাষ্ট্রায়ত্ত রূপা ও সোনার খনির উৎপাদিত সম্পদ সমগ্র জাতির সম্পদ, তা জাতিরই প্রয়োজনে ব্যয়িত হবে। তাই উৎপাদিত সম্পদের ২০% বা ২½% যাকাত প্রদানের পরে রাষ্ট্রের নিকট যা থাকবে, তার জন্যে আর বাৎসরিক ২½% যাকাত দিতে হবে না। সেই সম্পদ ব্যক্তি বা কোম্পানীর মালিকানাধীনে সংরক্ষিত বা উদ্বৃত্ত সম্পদে পরিণত হলে অবশ্য ঐ বাৎসরিক ২½% যাকাত দিতে হবে।

গুপ্তধনের যাকাত

রূপা ও সোনার খনির সম্পদের মতই গুপ্তধনের যাকাতও রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নির্দেশের উপর প্রতিষ্ঠিত ঃ "এবং মাটির তলার সম্পদ থেকে এক-পঞ্চমাংশ (যাকাতস্বরূপ) দিতে হবে।" পুরানা পাঠরীতি অনুযায়ী গুপ্তধনকে যদিও 'রিকায'-এর সমার্থক বলে ধরা হয়, হানাফী মাযহাব-মতে উহা দ্বারা খনিজ সম্পদ থেকে ভিন্ন ধরে 'কানয' (كنز) বুঝিয়ে থাকে, যার শাব্দিক অর্থ হল মজুদ বা 'লুক্কায়িত সম্পদ'।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, যাকাত আইন গুপ্তধন আর যুদ্ধজয়ের মালকে একই দৃষ্টিতে দেখে থাকে, তাই আবিষ্কারের পরে এই সম্পদ থেকে ২০% যাকাত দিতে হবে। রূপা ও সোনার খনির মত গুপ্তধনকেও কয়েক শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। সেগুলো হল ঃ

(ক) যেগুলোর মুসলিম উৎস রয়েছে, যেমন যে সব স্বর্ণমুদ্রা ও রৌপ্য-মুদ্রার গায়ে 'শাহাদাত' (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর-রসূলুল্লাহ্) অঙ্কিত রয়েছে, অথবা কোন মুসলিম সম্রাটের বা সরকারের নাম অঙ্কিত রয়েছে।

(খ) যে গুপ্তধনের গায়ে তাদের উৎস বা উৎপত্তি বা তৈরীর কোন স্পষ্ট চিহ্ন নেই।

(গ) যে গুপ্তধন অমুসলিম উৎসজাত, অর্থাৎ যেগুলোতে অমুসলিম সরকার বা কোন মূর্তিপূজারী রাজা বা সরকারের চিহ্ন অঙ্কিত রয়েছে।

যাকাতের পুরানা আইন অনুযায়ী যে সকল গুপ্তধন পরিষ্কারভাবে মুসলিম উৎসজাত, সেগুলোর প্রাথমিক ২০% যাকাত দিতে হবে না—এ কারণে যে মুসলিম উৎস থাকাহেতু এগুলো যুদ্ধলব্ধ মালের সমতুল্য হয় না, তাই

www.pathagar.com

যুদ্ধলব্ধ মালের যাকাত থেকে মুক্ত। এই প্রথম শ্রেণীর গুপ্তধনকে তাই "হারানোর পরে পুনরায় ফিরে পাওয়া মুসলিম সম্পদ", এই শ্রেণীভুক্ত করা হয়েছে।

আপাতদৃষ্টিতে এই অব্যাহতিকে যুক্তিসঙ্গত বলে মনে হয়—যতক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধলব্ধ মালের সাদৃশ্যই গুপ্তধনকে যাকাত করোপযোগী করে। কারণ, নিঃসন্দেহে, যে গুপ্তধন কোন মুসলিমের সম্পদ ছিল তাকে শত্রুর কাছ থেকে যুদ্ধলব্ধ মাল বলে গণ্য করা যায় না। কিন্তু যদি প্রশ্ন করা যায় যে যুদ্ধলব্ধ মালকে কেন যাকাত করাধীন করা হয়েছে, তাহলে এ ক্ষেত্রে অব্যাহতি একেবারে চূড়ান্ত হতে পারে না এবং অবশ্যই পুনর্বিবেচনার দাবী করতে পারে।

প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধলব্ধ মালের উপর ২০% যাকাত ধার্য করার পিছনে কারণ হল এই যে, ঐ সম্পদ ইসলামের শত্রুর বিরুদ্ধে ন্যায়সঙ্গত যুদ্ধ করে (অর্থাৎ আত্মরক্ষার যুদ্ধ বা প্রতিরক্ষার যুদ্ধ) ঘটনাক্রমে অর্জন করা। (ন্যায়সঙ্গত সম্পদ) ঘটনাক্রমে অর্জন করার কারণে যুদ্ধলব্ধ মাল উদ্বৃত্ত সম্পদের স্বরূপ হয়, তাই তা যাকাত করোপযোগীও হয় বা অন্য কথায় অন্যান্য মুসলমানের অংশীদারিত্বে পরিণত হয়। দেখা যাচ্ছে যে, অমুসলমানের কাছ থেকে অর্জন করার কারণে নয়, বরং অর্জনের পদ্ধতির কারণে সেগুলো যাকাতের উপযোগী হয়ে থাকে। মুসলমানগণ যুদ্ধলব্ধ মালের কারণেই যুদ্ধ করেছেন এমন না-ও হতে পারে। তাঁরা হয়ত আত্ম-রক্ষার কারণেই আইনসঙ্গতভাবে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে থাকবেন। আক্রমণাত্মক, বেআইনী যুদ্ধ করে লাভ করা সম্পদ হলে আইনসঙ্গতভাবে যাকাতের প্রশ্ন উঠবে না; কেন না ঐরূপ সম্পদ রাখাই বেআইনী কাজ, তা পবিত্র নয়।

অতএব দেখা যাচ্ছে যে, কোন গুপ্তধন এক সময়ে মুসলমানের সম্পদ ছিল এ কারণেই আবিষ্কারক এক-পঞ্চমাংশ যাকাত কর রেহাই পাবেন, এটা কারণ হিসেবে যথেষ্ট নয়।

ঘটনাক্রমে অর্জিত হওয়ার কারণে যাকাত কর আরোপ, এই কথাটাই ধরতে হবে, সম্পদের আদি উৎস যেখানেই হোক না কেন। যাকাত আইন অবশ্যই এই মৌলিক আদর্শের বা ভিত্তির উপর নির্ভর করবে। এ-ই হল যুদ্ধজয়ের মালের যাকাতের ভিত্তি এবং এই জিনিসটি প্রতিষ্ঠার নির্ধারণকারী সকল গুপ্তধন—এমন কি মুসলিম উৎসজাত হবার পরিষ্কার চিহ্ন

www.pathagar.com

থাকলেও—প্রাথমিক ২০% যাকাত করের অধীন। অবশ্য গুপ্তধনের সম্পদ করোপযোগী হতে হবে। প্রাথমিক যুগের আইন ব্যাখ্যাতাগণ উপরোক্ত দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত গুপ্তধনের অমুসলিম উৎসজাত হওয়াকে নিশ্চয় ধরে নিয়ে এই মত পোষণ করেন যে, যে কোন অবস্থায় সেগুলোর উপর ২০% যাকাত ধরতে হবে।

এ ধরনের গুপ্তধনের যাকাত উপযোগিতা স্বীকার করে নিয়ে বলতে হয় যে, কোন জিনিসের উপর মুসলিম উৎসজাত হওয়ার চিহ্ন না থাকার দ্বারা এই বুঝায় না বা নিরঙ্কুশভাবে এমন প্রমাণিত হয় না যে, জিনিসটি অমুসলিম উৎসজাত; অথবা কোন জিনিসের উপর অমুসলিম শাসকের নামাঙ্কিত থাকলেও তা দ্বারা এমন প্রমাণিত হয় না যে, মাটির নীচে যিনি লুকিয়ে রেখেছিলেন তিনিও অমুসলিম ছিলেন। বিশেষ করে মুদ্রার ক্ষেত্রে এমন কোন যথার্থ প্রমাণ পাওয়া যেতে পারে না যে, সেগুলো কোন মুসলমানের আইনসঙ্গত অধিকারের সম্পদ ছিল না—যা হয়ত বা কোন অমুসলিম দেশের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য দ্বারা তিনি লাভ করেছিলেন।[১]

অতএব গুপ্তধনের যাকাতোপযোগিতাকে যদি একটি সঠিক নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত করতে হয় তবে তা মূল মালিকের সম্ভাব্য ধর্মের উপর নির্ভর দ্বারা না-ও হতে পারে। গুপ্তধন আইনানুগ, এই স্বীকৃতি দিয়ে তা যে ঘটনাক্রমে লাভ করা সম্পদ সেই সত্যটিই তাকে যাকাত করোপযোগী করে।

আরেকটি আইনের বিষয়—যা আজ আর যুক্তিসঙ্গত নয়—গুপ্তধনের সম্পদের উপর মালিকানার অধিকার নিয়ে আলোচনা করেছে।

ইমাম আবূ ইউসুফ মনে করেন যে, কোন ব্যক্তিগত যমিনের নীচে গুপ্তধন পাওয়া গেলে সম্পত্তির মালিকই তার মালিক হবেন। ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ মনে করেন যে, কারো ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে গুপ্তধন পাওয়া গেলে সম্পত্তির মালিকই যে তার মালিক হবেন এমন কোন কথা নেই। ঐ এলাকা মুসলিম বিজয়াধীনে আসারকালে সম্পত্তিটি যাঁকে দেওয়া হয়েছিল গুপ্তধন হবে প্রথমতঃ তাঁরই ন্যায্য অধিকারের জিনিস, এবং তারপরে তাঁর উত্তরাধিকারিগণের —যদি তাঁদের সন্ধান পাওয়া যায়। মূল মালিক এবং তাঁর উত্তরাধিকারিগণের খোঁজ না পাওয়া গেলে, হানাফী

১. এই একই যুক্তি কোন অমুসলিমের অধিকারে মুসলিম উৎসজাত মুদ্রার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হয়।

www.pathagar.com

মাযহাব মতে, গুপ্তধন সেই ব্যক্তির হবে যিনি জানামতে ঐ সম্পত্তির সব-চেয়ে পুরানা মালিক। হানাফী মতে মূল মালিক এবং তাঁর উত্তরাধিকারি-গণ যমিনের উপরিভাগ এবং নীচ উভয়েরই মালিক এবং মালিকানা যখন এদের কারো কাছ থেকে অপর কোন ব্যক্তির নিকট হস্তান্তরিত হয় তখন কেবল উপরিভাগের মালিকানাই পরিবর্তিত হয়, মাটির তলার অধিকার মূল মালিক এবং তাঁর উত্তরাধিকারিগণেরই থেকে যায়। এ যুক্তি দ্বারা ধরে নেওয়া হয় যে, হয়ত বা কয়েক শতাব্দী আগে যে সম্পত্তি হস্তান্তরিত হয়েছে তারও নীচের অধিকার মূল মালিকের বংশধরগণ দাবী করতে পারেন।

যমিন যদি লীজ দেওয়া হয় বা কারো নিকট চুক্তিবদ্ধ হয়, তাহলে এই যুক্তি নিশ্চয়ই মেনে নেওয়া যায়, কিন্তু বিক্রি করা হলে তখন ভিন্ন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় এবং যথেষ্ট মামলা-মোকদ্দমার সম্ভাবনা থাকে। এই পরিস্থিতিতে ইমাম আবু ইউসুফের মত— যে যাঁর যমিনের তলায় গুপ্তধন পাওয়া যাবে তিনি ন্যায়সঙ্গত মালিক হবেন —যুক্তিসঙ্গত হয়। এ দ্বারা ধরে নিতে হয় যে, কোন ব্যক্তি-মালিকানাধীন যমিনের তলায় সন্দেহাতীত কোন সম্পদের যে মালিকানা তা সম্ভাব্য মাত্র, বাস্তবভিত্তিক নয়। সম্ভাব্য মালিকানা ততক্ষণই থাকে যতক্ষণ নাকি তা কোন একজন মালিক বা তাঁদের উত্তরাধিকারিগণের হাতে থাকে; বিক্রি হলে বা অন্য কোন আইনসঙ্গতভাবে হস্তান্তরিত হলে মালিকানা লোপ পায়। হস্তান্তরের একটা যুক্তিসঙ্গত সময়ের পরে পূর্বমালিক কর্তৃক গুপ্তধন আবিষ্কৃত হলে, (গুপ্তধন যিনি লুকিয়ে রেখেছিলেন তাঁর বা তাঁর উত্তরাধিকারিগণের উদ্যোগ ও প্রচেষ্টায় তোলা হলে) তবেই কোন দাবী গ্রাহ্য হতে পারে। এমনকি তখনো তাঁরা সম্পত্তির বর্তমান মালিকের সঙ্গে গুপ্তধন ভাগ-বাটো-য়ারা করে নিতে নীতিগতভাবে বাধ্য থাকেন।

অনুরূপভাবে, কোন যমিনের নীচে—যে যমিন তখন আর মালিকানা-ধীনে নেই—গুপ্তধন আবিষ্কৃত হলেও তার মূল মালিকের বংশধরগণ আর অধিকার পাবেন না, যদি না ঐ বংশধরগণ নিজেরা উদ্যোগ নিয়ে, নিজেরা চেষ্টা করে সেই গুপ্তধন আবিষ্কার করেন।

বলা বাহুল্য যে, তাঁদের দাবীর সত্যতা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হলে তখন মূল মালিক বা তাঁর উত্তরাধিকারিগণ কর্তৃক মাটির তলা থেকে উদ্ধারকৃত সম্পদ আর সত্যিকার অর্থে গুপ্তধন থাকে না এবং সে ক্ষেত্রে তার আর ২০% যাকাতও ধার্য হবে না।

www.pathagar.com

মূল মালিকের জন্যে এ ধরনের সম্পদ হচ্ছে তাই যার নাকি দখল বা বেদখল সাময়িকভাবে চলে গিয়েছিল, তাই অতীতে যে যাকাত ন্যায্য হয়েছিল তা আদায় করতে হবে। তাঁর উত্তরাধিকারিগণের ক্ষেত্রে এ ধরনের সম্পদ উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করা সম্পদই হয়, তাই বছরকাল অধিকারে থাকলে তখন তার স্বাভাবিক যাকাত আদায় করতে হবে।

ইসলামী আইন অনুযায়ী মুসলিম রাষ্ট্রের কোন অমুসলিম অধিবাসী যদি গুপ্তধন আবিষ্কার করেন তাহলে তার ২০% কর রাষ্ট্রকে প্রদান করতে হবে। কিন্তু এখানে বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে যে, ঐ কর সরকারী বা রাষ্ট্রীয় কর, এবং যাকাত নয়। ঐ অর্থ যাকাত তহবিলের জন্যে দাবী করা যাবে না।

উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে গুপ্তধনের যাকাত আদায়ের জন্যে নিম্নলিখিত আইনগুলো প্রযোজ্য হবে ঃ

১. আইনতঃ গুপ্তধন বলতে বুঝায় স্বাভাবিকভাবে যাকাত করাধীন যে কোন পরিমাণের সম্পদ যা নাকি অজ্ঞাত বা অপসৃত মালিকানার জিনিস এবং যা নাকি মাটির তলায় প্রোথিত অবস্থা থেকে, ঘরের দেওয়ালের ভিতর থেকে বা মেঝের তলা থেকে (কোন ব্যক্তির বাড়ী বা কোন যৌথ মালিকানার ভবন) অথবা কোন আসবাবের ভিতর থেকে অথবা সমুদ্র থেকে[১], সরোবর থেকে বা নদী থেকে বা ডুবে যাওয়া জাহাজ থেকে উদ্ধার করা হয়।

২. দেখা যাচ্ছে যে যাকাত কর কেবল মাত্র নিম্নলিখিত ধরনের গুপ্তধনের প্রতিই প্রযোজ্য হয় ঃ রৌপ্য ও স্বর্ণমুদ্রা, জেওর, পাত্র, ইত্যাদি ; মুক্তা, মণি, টাকা ও কাগজের নোট (সোনা ও রূপার মুদ্রা বাদে) যা অধিক মানের এবং আবিষ্কৃত হবার সময়েও যেগুলো বাজারে চালু রয়েছে।

---

১. ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মুহাম্মদ এবং ইমাম মালিকের মতে তিমির দেহনিসৃত ভাসমান সুগন্ধি দ্রব্য, সোনা, রূপা ও মুক্তা যা সমুদ্র থেকে লাভ করা যায় তাদের কোন প্রাথমিক যাকাত ধার্য হবে না। এগুলো যিনি খুঁজে পান তাঁর নিজস্ব সম্পদ হয়ে থাকবে। অপর পক্ষে ইমাম আবু ইউসুফ মনে করেন যে, সমুদ্র থেকে পাওয়া সকল সম্পদেরই প্রাথমিক ২০% যাকাত ধরতে হবে। ইমাম শাফি'ঈর মতে সমুদ্র থেকে প্রাপ্ত সকল সম্পদের মধ্যে কেবলমাত্র রূপা ও সোনার প্রাথমিক ২½% যাকাত আদায় করতে হবে। আবার মাটির তলা থেকে, বনভূমি থেকে বা পাহাড়-পর্বত থেকে পাওয়া গুপ্তধন সম্বন্ধে তিনি (ইমাম শাফি'ঈ) মনে করেন যে, সেগুলোর প্রাথমিক ২০% যাকাত আদায় করতে হবে।

www.pathagar.com

৩. মুসলমান কর্তৃক মুসলিম এলাকার ভিতরে বা অতি সম্প্রতি জয় করা এলাকার ভিতরে আবিষ্কৃত অজ্ঞাত মালিকানার বা মালিকানা স্বত্ব চলে যাওয়া সকল সম্পদ ২০% যাকাত করের অধীন হবে। এই সম্পদের উৎপত্তি বিবেচনা করতে হবে না বা এক্ষেত্রে কোন নিসাবও প্রযোজ্য হবে না।

৪. করোপযোগী সম্পদ যা হারিয়ে গিয়ে (ইচ্ছাকৃতভাবে লুকিয়ে রাখা নয়) পরে আবার পাওয়া গেছে তা গুপ্তধনের পর্যায়ভুক্ত হবে না এবং পুনরুদ্ধারের পরে তার উপর ২০% যাকাত ধার্য হবে না। এ রকম সম্পদ যথার্থ মালিককে ফেরত দিতে হবে। সম্পদ যদি যথার্থ মালিকের মৃত্যুর পরে পাওয়া যায় তবে দাবী বজায় থাকলে তাঁর উত্তরাধিকারিগণের নিকট প্রত্যর্পণ করতে হবে; কারণ সেক্ষেত্রে তা উত্তরাধিকারের অংশস্বরূপ। নতুবা ধরে নেওয়া হবে যে উত্তরাধিকারিগণ তাঁদের মালিকানা তুলে নিয়েছেন এবং তখন ঐ সম্পদ যিনি যখন লাভ করবেন তাঁর পাওয়া গুপ্তধন বলে গণ্য হবে।

৫. অনুরূপভাবে যে করোপযোগী সম্পদ ইচ্ছাকৃতভাবে গোপন করা হয়েছে (কোন ব্যক্তি-মালিকানাধীন সম্পত্তির ভিতরে হোক বা না হোক) তা পরে মালিক নিজে উদ্ধার করলে বা মালিকের সহায়তায় উদ্ধার করা হলে তা গুপ্তধন বলে গণ্য হবে না, এবং পুনরুদ্ধারের পরে তার উপর ২০% যাকাত ধার্য হবে না। অপরপক্ষে গোপন করে রাখা সমগ্র সময়ের জন্যে অতীতে কার্যকরভাবে যাকাত আদায় করতে হবে এবং উদ্ধারকার্যে সহায়তাকারিগণকে পুরস্কার বাবদ যদি কিছু দেওয়া হয়ে থাকে, তবে তা সমগ্র সম্পদের অতীতে কার্যকরভাবে যাকাতের হিসাব করার পরে তা থেকে বাদ দিতে হবে।

সম্পদ যদি মূল মালিকের মৃত্যুর পরে তাঁর উত্তরাধিকারিগণ উদ্ধার করেন তাহলে অস্বাভাবিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে অতীতে কার্যকরভাবে বা মৃত্যুপরবর্তীকালে আর যাকাত আদায় করা উচিত নয়।

৬. যে সম্পদের মালিক মারা গেছেন বা মালিক অজ্ঞাত তা যদি কোন ব্যক্তি-মালিকানাধীন সম্পত্তির এলাকার ভিতরে পাওয়া যায় তবে তা সেই যমিন বা বাড়ী, ইত্যাদির বর্তমান মালিক যিনি তিনিই লাভ করবেন। ঐ সম্পত্তির যদি একাধিক মালিক থাকেন তাহলে তাঁরা সবাই সমভাবে তার মালিক হবেন। মালিকগণের মধ্যে একজন যদি প্রথমে গুপ্তধন আবিষ্কার করে থাকেন তাহলেও মালিকানা সবার সমান হবে। অংশীদারগণ সবাই ২০% যাকাত আদায়ের জন্যে দায়ী থাকবেন এবং তা গুপ্তধন ভাগ-বাটোয়ারা করার আগেই আদায় করতে হবে।

www.pathagar.com

৭. যে সম্পদের মালিক মারা গেছেন বা মালিক অজ্ঞাত তা যদি কোন যৌথ মালিকানাধীন সাধারণ সম্পত্তির মধ্যে পাওয়া যায় তাহলে ঐ যৌথ সাধারণ সম্পত্তির মালিকগণ সবাই তা লাভ করবেন এবং সবাই সমভাবে ২০% যাকাত আদায়ের জন্যে দায়ী থাকবেন।

৮. যে সম্পত্তিতে গুপ্তধন আবিষ্কৃত হয়েছে, আবিষ্কারক যদি সেই সম্পত্তির প্রকৃত মালিক না হন তাহলে তিনি গুপ্তধন ভাগাভাগি করে নিতে পারেন, কিন্তু আগে ২০% যাকাত আদায় করার পরে ভাগ করতে হবে।

৯. মালিক মারা গেছেন বা মালিক অজ্ঞাত এমন সম্পদ যদি বন-ভূমিতে বা সাগর থেকে পাওয়া যায় বা সাগরের কিনারায় ভেসে আসে বা নদীতে, সরোবরে বা জাহাজ-ভাঙা থেকে পাওয়া যায়, অর্থাৎ যে স্থানে গুপ্তধন পাওয়া যায় সে স্থানটির কোন মালিকানা যদি না থাকে তাহলে যিনি পাবেন সম্পদ তাঁরই হবে, ২০% যাকাত আদায়ের দায়িত্বও তাঁরই।

গুপ্তধন যদি একাধিক ব্যক্তির সমবেত চেষ্টায় ফলে লাভ করা হয় তাহলে তাঁরা সবাই সমবেতভাবে তার মালিক হবেন, অর্থাৎ তাঁরা সবাই তা ভাগ করে নিবেন। ঐ গুপ্তধনের ২০% যাকাত আদায়ের দায়িত্বও তাঁদের সবার। সম্পদ ভাগ-বাটোয়ারা করার আগেই যাকাত আদায় করতে হবে।

১০. মালিক মারা গেছেন বা মালিক অজ্ঞাত এমন গুপ্তধন যদি কোন সরকারী সম্পত্তির (যমিন বা দালান-কোঠা) সীমানার ভিতরে পাওয়া যায় তাহলে তার মালিক হবে রাষ্ট্র। ঐ সম্পদের জন্যে যাকাত তহবিলে ২০% যাকাত আদায় করার দায়িত্ব হবে রাষ্ট্রের।

১১. কোন মুসলমান যদি অমুসলিম রাষ্ট্রের ভিতরে গুপ্তধন লাভ করেন এবং ঐ রাষ্ট্রের সঙ্গে যদি মুসলিম রাষ্ট্রের শান্তির সম্পর্ক থাকে তাহলে মালিকানার বিষয় অমুসলিম রাষ্ট্রের আইন অনুযায়ী নির্ধারিত হবে।

আবিষ্কারক যদি গুপ্তধনের কোন অংশলাভ করেন তাহলে আবিষ্কার-কের অংশের জন্যে ২০% যাকাত আদায় তবেই ন্যায্য হবে যদি নাকি সেই অমুসলিম রাষ্ট্রে কোন মুসলমান সম্প্রদায় থেকে থাকে।

১২. গুপ্তধন আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গেই ২০% যাকাত আদায় করতে হবে এবং তা ঐ গুপ্তধনলব্ধ সম্পদ দ্বারাই করতে হবে। রূপা ও সোনার যাকাত —যে আকারেই থাকুক না কেন তার ওযনের ২০% হারে নির্ধারণ করতে হবে,

www.pathagar.com

মণিমুক্তার ক্ষেত্রে মূল্যের ২০%ধরতে হবে। অনুরূপভাবে উচ্চমানের মুদ্রার ও কাগজের টাকার (যদি আবিষ্কৃত হবার সময়ে সেগুলো চালু থেকে থাকে) ক্ষেত্রে মূল্যমানের ২০%ধরতে হবে।

১৩. পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ঘটনাক্রমে লব্ধ করোপযোগী সম্পদের প্রাথমিক যাকাত হল ২০%। অতএব সম্পদের যে ৪/৫ অংশ ন্যায্য-মালিকের হাতে থেকে যাবে তার যাকাত ঐ ধরনের সম্পদের জন্যে নির্ধারিত আইন অনুযায়ী দিয়ে যেতে হবে। সম্পদের করোপযোগী পরিমাণ যদি এক বছরকাল সময় প্রকৃত মালিকের দখলে থাকে তবে স্বাভাবিক রীতি অনুযায়ী ২½% যাকাত দেয় হবে। বছরকাল সময়ের হিসাব শুরু করতে হবে যেদিন সম্পদ আবিষ্কৃত হয়েছিল সেদিন থেকে।

১৪. কোন মুসলমান যদি অমুসলিম দেশের ভিতরে গুপ্তধন আবিষ্কার করেন এবং সেই দেশ যদি আবিষ্কারকের মুসলিম দেশটির সঙ্গে শান্তির সম্পর্কে থেকে থাকে, আর ঐ অমুসলিম দেশের আইন অনুযায়ী গুপ্তধন যদি কোন স্থানীয় অধিবাসীকে মঞ্জুর করা হয়, তাহলে আবিষ্কারকের কর্তব্য হবে গুপ্তধন 'হুবহু' তাঁকে বুঝিয়ে দেওয়া। আবিষ্কারক যদি বিনা অধিকারে কিছু অংশ রেখে দেয় তবে সে চুরির দায়ে দায়ী হবে এবং ঐ দেশের আইন অনুযায়ী বিচারে শাস্তিভোগ করবে। গুপ্তধন আবিষ্কারক যদি চালাকী করে কিছুটা অংশ নিজের কাছে রেখেও দেয় তথাপি সেই সম্পদ থেকে কোন যাকাত গ্রহণ করা যাবে না।

১৫. যে সম্পদের মালিক অজ্ঞাত বা মালিকানা লোপ পেয়েছে তা যদি কোন অমুসলিম ১ নং থেকে ১১ নং পর্যন্ত উল্লেখিত অবস্থায় আবিষ্কার করেন তাহলে তিনি রাষ্ট্রকে ২০% কর প্রদান করবেন। উক্ত কর আর যাকাত অবশ্যই এক জিনিস হবে না।

১৬. মালিক অজ্ঞাত, বা মালিকানা লোপ পেয়েছে এমন সম্পদ কোন বিদেশী অমুসলমান যদি মুসলিম এলাকার ভিতরে আবিষ্কার করেন তাহলে পারস্পরিক ভিত্তিতে তাঁর বিহিত করতে হবে, অর্থাৎ সেই সম্পদকে হয় করাধীন করতে হবে অথবা আবিষ্কারক যে দেশের নাগরিক সেই দেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী (অর্থাৎ সেই দেশের ভিতরে কোন বিদেশী, বিশেষ করে কোন মুসলমান, গুপ্তধন আবিষ্কার করলে তা যেভাবে বন্টন করা হয়ে থাকে) তা বিলি বা বন্দোবস্ত করতে হবে।

www.pathagar.com

১৭. কোন গুপ্তধনের আবিষ্কারকের বিরুদ্ধে অসদাচরণের অভিযোগ নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত তাঁর সততা ও বিশ্বস্ততার প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস রাখতে হবে। আবিষ্কারক নিজের দায়িত্বে সম্পদের সঠিক মূল্য নির্ধারণ করবেন এবং তার যাকাত আদায় করবেন।

১৮. গুপ্তধনের প্রকৃত মালিক যদি তাঁর সকল সম্পদ বা সম্পদের অংশবিশেষ বিক্রি বা হস্তান্তর করতে চান তাহলে ২০% যাকাত আদায় করে তবে তা করতে পারেন।[1]

১৯. মালিক কর্তৃক গুপ্তধন দখল করার ঠিক পরে পরেই, এবং যাকাত আদায় করার পূর্বেই যদি গুপ্তধনের সব বা অংশ চুরি হয়ে যায় বা দুর্ঘটনা-বশতঃ হারিয়ে যায়, তাহলে হস্তচ্যুত সম্পদের জন্যে মালিককে যাকাত দিতে হবে না; সম্পদ পুনরায় উদ্ধার হলে তখন অবিলম্বে যাকাত আদায় করতে হবে।

২০. অপরপক্ষে, যাকাত আদায়ের আগেই যদি গুপ্তধন সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে চুরি যায় বা দুর্ঘটনাক্রমে হারিয়ে যায়, কিন্তু হারানোর আগে হয়ত বা মালিকের যাকাত আদায় করার যথেষ্ট সময় ছিল, তাহলে মালিক অবহেলার দায়ে দায়ী হবেন এবং ন্যায্য পরিমাণ যাকাত আদায় করার দায়িত্ব তাঁর হবে।

২১. যদি এমন প্রমাণিত হয় যে, ২০% যাকাত না দিবার উদ্দেশ্যে মালিক গুপ্তধন লুকিয়ে রেখেছেন বা হস্তান্তর করে ফেলেছেন বা হারিয়ে ফেলেছেন বলে বলছেন তাহলে অভিযুক্ত ব্যক্তি শাস্তিযোগ্য হবেন এবং তখন তাঁর কাছ থেকে জবরদস্তি যাকাত আদায় করতে হবে।

যুদ্ধলব্ধ মালের যাকাত

পূর্বে যুদ্ধলব্ধ মালের যাকাতের আইনকে সাধারণ যাকাত আইন থেকে আলাদা করে ধরা হত। সে যাই হোক, এ বিষয় সম্পর্কিত কুরআনের আয়াত দ্বারা যুদ্ধলব্ধ মালের এক-পঞ্চমাংশ যে অভাবী মুসলমানগণের মধ্যে বিলিয়ে দিতে বলা হয়েছে, তা যাকাতকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে।

"আরো জেনে রাখ যে, যুদ্ধে যা তোমরা লাভ কর তার এক পঞ্চমাংশ আল্লাহ্‌র রসূলের, অভাবী স্ব-জনগণের, পিতৃহীনদের, দরিদ্রদের এবং পর্যটকদের, যদি তোমরা বিশ্বাস কর আল্লাহ্ এবং মীমাংসার দিনে (অর্থাৎ

---

১. করোপযোগী সম্পদ হস্তান্তরের আইন দেখুন।

www.pathagar.com

বদর যুদ্ধের দিনে) যা আমি আমার বান্দার প্রতি অবতীর্ণ করেছিলাম যখন দুই দল পরস্পরের সম্মুখীন হয়েছিল। এবং আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে শক্তিমান।"

(সূরা আনফাল : ৪১)

তাহলে এটা কেবল স্বাভাবিকই নয়, অত্যাবশ্যকও যে যুদ্ধলব্ধ মাল করোপযোগী সম্পদের অন্তর্ভুক্ত হবে এবং তা যাকাত আইনের আওতাধীন হবে। এবং সুস্পষ্ট নির্দেশ অনুযায়ী যুদ্ধ দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিগণ যাঁরা ইসলামের কারণে সর্বস্ব হারিয়েছেন, তাঁদের জন্যে 'এক-পঞ্চমাংশ' সর্বাগ্রে রেখে দিতে হবে, অর্থাৎ তাঁদেরকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

যাকাত আইনের দৃষ্টিতে যুদ্ধজয়ের মাল হচ্ছে ঘটনাক্রমে অর্জিত সম্পদ, যা নাকি ইসলামের শত্রুদের সঙ্গে আইনসঙ্গত যুদ্ধ করে লাভ করা হয়েছে, অর্থাৎ এ হচ্ছে 'জিহাদ'-লব্ধ সম্পদ। এই ঘটনাক্রমে অর্জিত হবার কারণেই যুদ্ধলব্ধ মাল উদ্বৃত্ত সম্পদ বলে গণ্য হয় এবং তাই তা অভাবী মুসলমানগণের মধ্যে অবশ্যই ভাগ করতে হয়, যারা অন্যথায় (সে সময়ে যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করা হেতু) ঐ মালের কোন দাবীদারই হতে পারত না। ইসলামী আইনের আলোকে যে সম্পদ যুদ্ধলব্ধ মাল বলে নিয়ে নেওয়া যায় এবং সেনাবাহিনীর মধ্যে বিতরণ করা যায় তা অস্থাবর সম্পদের অন্তর্ভুক্ত[১] (নীচে ১নং আইন দেখুন)।

স্থাবর সম্পত্তি (যমিন, দালান) এবং আমাদের কালে অস্থাবর সম্পত্তি যেমন, ভারী যুদ্ধের সরঞ্জাম, যন্ত্রপাতি, ভারী পরিবহনের গাড়ী (যথা, ট্রাক, ট্রেন, উড়োজাহাজ, জাহাজ ও অন্যান্য সমুদ্রযান,) বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি, ইত্যাদি থাকার ও ব্যবহারের কারণেই রাষ্ট্রের তথা সমগ্র জাতির সম্পদ। এ ধরনের সম্পদের নিয়ন্ত্রণ ও হস্তান্তরের দায়িত্বও রাষ্ট্রের। কাজেই এগুলোকে মুসলিম সেনাবাহিনীর কোন সৈনিকবিশেষকে যুদ্ধলব্ধ মাল হিসাবে প্রদান করা উচিত নয়।

মুসলিম রাষ্ট্রের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সম্পর্কে রয়েছে এমন কোন দেশের অমুসলমানের সম্পদ গ্রহণ করাকে কুরআনের আইন সমর্থন করে না। সে ধরনের সম্পদকে কুরআন যুদ্ধলব্ধ মাল বলে গণ্য করে না, গণ্য করে চুরির মাল হিসাবে। সেরূপ সম্পদ থেকে কখনো কোন অবস্থাতেই যাকাত গ্রহণ করা যাবে না। এ ধরণের মালের মালিক, বলাই বাহুল্য, ধরা পড়লে আইন অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য হবে।

১. কুরআনের আইন অনুযায়ী মানুষ অস্থাবর সম্পদের অন্তর্ভুক্ত নয়।

www.pathagar.com

যুদ্ধলব্ধ মালের যাকাতের হার

যুদ্ধলব্ধ মালের মোট পরিমাণের এক-পঞ্চমাংশ (২০%) যাকাত দিতে হবে, কোন নিসাব প্রযোজ্য হবে না।

যুদ্ধলব্ধ মালের যাকাত নিয়ন্ত্রণের আইন

১. মুসলিম সেনাবাহিনী কর্তৃক অধিকৃত ও নিয়ে আসা যে যে অস্থাবর জিনিস যুদ্ধজয়ের মাল বলে গণ্য হয় সেগুলো হল : হালকা অস্ত্রশস্ত্র, যুদ্ধের কাজে অত্যাবশ্যক নয় এমন হালকা যানবাহন, উদ্বৃত্ত খাদ্য, কাপড়-চোপড় ও অন্যান্য সাধারণ ব্যবহারের জিনিস, গৃহপালিত পশু (বিজিত এলাকার বেসামরিক জনসাধারণের খাদ্য ও ভারবাহী হিসাবে ব্যবহৃত পশু এবং পরাজিত সেনাবাহিনীর লোকদের যমিজমা, চাষাবাদের অত্যাবশ্যক পশু বাদে) শিল্পদ্রব্যাদি এবং অন্যান্য মূল্যবান সম্পদ।

২. ইসলামের আইন অনুযায়ী যুদ্ধলব্ধ মাল হিসাবে আনীত সম্পদ যে ব্যক্তি দখল করে আনে তার একার হয় না. সেই যুদ্ধে অমুসলিম শত্রু বাহিনীর বিরুদ্ধে যত সৈন্য যুদ্ধ করেছে তাদের সবার সঙ্গে তা ভাগ করে নিতে হবে. কেননা সকলের সমবেত চেষ্টার ফলেই যুদ্ধে সাফল্য অর্জিত হয়।

অতএব বাহিনীর সৈন্যগণের মধ্যে সুষম বিতরণের জন্যে দখলের মাল দায়িত্বশীল কর্তৃপক্ষের নিকট 'হুবহু' জমা দিতে হবে, ২০% যাকাত আদায়ের দায়িত্ব হবে উক্ত কর্তৃপক্ষের (২০% অর্থাৎ সমগ্র যুদ্ধজয়ের মালের এক-পঞ্চমাংশ)।

৩. কোন ব্যক্তি যদি নিজ অধিকৃত মাল কর্তৃপক্ষের নিকট জমা না দিয়ে নিজের কাছে রেখে দেয় তাহলে সে গুনাহগার হবে এবং ইসলামী সামরিক আইন ও যাকাত আইন উভয় অনুযায়ীই শাস্তিযোগ্য হবে।

৪. উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ যুদ্ধলব্ধ মাল থেকে আগে যাকাত আদায় না করে তা কোনভাবে বিতরণ করতে পারবেন না। জরুরী অবস্থায় কোন গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় প্রয়োজনে যদি এমন হয় যে, যুদ্ধজয়ের মালের একটা বড় অংশ রেখে দিতে হচ্ছে, সে ক্ষেত্রে যাকাতের এক-পঞ্চমাংশও, যুদ্ধলব্ধ মালের যাকাত বিতরণের জন্যে, কুরআনের দুইটি নির্দেশের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে, যুদ্ধের প্রয়োজনে প্রদান করা যেতে পারে।

"যুদ্ধে যা তোমরা লাভ কর তার এক-পঞ্চমাংশ আল্লাহর রসূলের...

(সূরা আনফাল : ৪১)

www.pathagar.com

৫. যুদ্ধলব্ধ মালের যাকাত আদায় করা এবং তা দরিদ্রগণের মধ্যে বিতরণ করা দুই-ই সম্পদ দখল-করার পরে স্বল্পতম সময়ের মধ্যেই করতে হবে। কিন্তু যুদ্ধের অস্বাভাবিকতাহেতু যদি নিতান্তই প্রয়োজন হয়ে পড়ে তাহলে যাকাত আদায়ের কোন নির্দিষ্ট তারিখ অবশ্যই থাকবে না।[১]

৬. যুদ্ধলব্ধ মাল, যা নাকি স্বাভাবিকভাবেই যাকাত করাধীন হয় (যেমন সোনা, রূপা, টাকার নোট, মণিমুক্তা, গৃহপালিত পশু, যে সব দ্রব্য পরে ব্যবসার কাজে লাগবে) তা ব্যক্তির মালিকানাধীন হওয়ামাত্র ঐ ধরনের সম্পদের প্রতি প্রযোজ্য সকল আইনের অধীন হবে।

৭. যুদ্ধলব্ধ মাল যদি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক যাকাত আদায়ের পূর্বে যুদ্ধের গোলযোগহেতু সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে হারিয়ে যায় বা ধ্বংস হয়ে যায় তাহলে উক্ত কর্তৃপক্ষ যাকাত আদায়ের দায় থেকে সম্পূর্ণ মুক্তি পাবেন।

৮. কিন্তু দায়িত্বশীল কর্তৃপক্ষ যদি যুদ্ধজয়ের মালের ২০% যাকাত দিতে বিনা কারণে বিলম্ব করে দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হন, অথবা যুদ্ধজয়ের মাল থেকে বেআইনীভাবে সম্পূর্ণ বা কিছু অংশ আত্মসাৎ করে নিজ স্বার্থ আদায় করেন (যা চুরির সামিল), অথবা যাকাত প্রদানের আগেই (যুদ্ধের জরুরী প্রয়োজনে ব্যতীত) কোনভাবে সমগ্র সম্পদ বা সম্পদের-অংশ বিতরণ করেন, তাহলে তাঁরা শাস্তিযোগ্য হবেন এবং বিনা অধিকারে দখল করা সম্পদ ও তার যাকাত উভয়েরই পূর্ণ মূল্যের জন্যে দায়ী হবেন।

ব্যবসায়ের যাকাত

একটি সঙ্ঘবদ্ধ জনসমষ্টির জীবনে ব্যবসায় যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে ইসলামে তার পরিপূর্ণ স্বীকৃতি রয়েছে। কুরআন যে কেবল ব্যবসা-বাণিজ্যকে উৎসাহ প্রদান করে তাই নয়, এতে বাণিজ্যের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে এবং একে সভ্যতার মূল্যবান মাধ্যম বলে গণ্য করা হয়েছে:

"তাদের সভ্যতার[২] জন্যে (আমরা) তাদের বাণিজ্যের উটবহরকে শীত ও গ্রীষ্মে সফর করাই।" (সূরা কুরায়শ : ২)

---

১. উহুদ যুদ্ধের (হিঃ ৩) জয়ের মাল দখলের এক মাস পরে বিতরণ করা হয়েছিল।

২. আরবী 'ঈলাফ' (ايلاف) শব্দটি মূল 'আলিফা' (الف) শব্দজাত, যার অর্থ পোষ মানা, সামাজিক হওয়া, কোন সমাজের সঙ্গে অভ্যস্ত হওয়া, সভ্য হওয়া এবং এ দ্বারা অপরের সঙ্গে সভ্য উপায়ে মিলামিশা ও ব্যবহার করা বুঝায়। রূপকার্থে শব্দটি দ্বারা চুক্তি বা মিত্রতাও বুঝায়।

www.pathagar.com

বাস্তবিকপক্ষে সৎ ব্যবসায় থেকে যে বস্তুগত লাভ পাওয়া যায় তা আদান-প্রদানের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কে আবদ্ধ মানুষের মধ্যে মানবিক প্রভাব সৃষ্টি করতে বাধ্য। কেন না বিভিন্ন সংস্কৃতির জাতি ও লোক যদি এমন একটি সমতলে আসে যেখানে শান্তি-শৃঙ্খলা, সততা ও সদ্ব্যবহার তাদের উদ্দেশ্যের সাফল্যের জন্যে এবং ভবিষ্যৎ আর্থিক স্বার্থ রক্ষার জন্যে আবশ্যক হয়, তাহলে বাণিজ্য এক অতি উর্বর ক্ষেত্রলাভ করে, পরস্পরের মধ্যে ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠে এবং তাদের সামাজিক সম্পর্ক স্বাস্থ্যকর হয়।

ব্যবসা-বাণিজ্য ভ্রমণের সুযোগ বাড়ায় যার ফলে দূরদেশের ভিন্ন আব-হাওয়ার সৎ ব্যবসায়ীগণ কেবল যে পরস্পরকে জানেন ও শ্রদ্ধা করেন তাই নয়, নিজেদের ভবিষ্যৎ বাণিজ্যিক স্বার্থ রক্ষার জন্যে তাঁরা একে অপরের কল্যাণ এবং নিরাপত্তার প্রতিও যত্নবান হয়ে থাকেন। অভিজ্ঞতা ব্যবসায়ের একটি মূলনীতিকে শিক্ষা দেয় যে, অসৎ পন্থা আত্মপ্রতারণারই নীতি; সৎ ব্যবসায়ীগণ অসতের বিরুদ্ধে কেবল স্বাভাবিক আত্মরক্ষামূলক নীতি গ্রহণ করলেই তা প্রমাণিত হয়। জাতীয় পর্যায়ে অসততা দিলে এর ন্যূনতম ক্ষতিকারক প্রভাবও অবধারিতভাবে জাতীয় ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্রমাবনতি ঘটিয়ে ক্রমে তাকে অচল করে ফেলবে।

ব্যবসা-বাণিজ্যে সমৃদ্ধি অর্জনের জন্যে প্রয়োজন হয় আল্লাহ্‌র প্রতি মানুষের গভীর কৃতজ্ঞতা, যেন আল্লাহ্ তাঁর রহমত দ্বারা বাণিজ্যিক কার্যক্রমকে রক্ষা করেন এবং বাণিজ্য-নীতিকে সফল করে তোলেন।

"কাজেই তারা এই ঘরের (কা'বা শরীফ) রবের ইবাদত করুক, যে রব তাদের ক্ষুধায় খাদ্য দিয়েছেন এবং ভয়ভীতি থেকে নিরাপদ করেছেন।"
(সূরা কুরায়শ : ৩-৫)

কিন্তু মানুষের জীবন পরিকল্পনায় পার্থিব সমৃদ্ধিই বড় বিবেচনার বিষয় হোক এ কথা ইসলাম বলে না। কুরআনের সমগ্র শিক্ষারই লক্ষ্য হল মানুষের মধ্যে সঠিক ও সুস্থ জীবন-বোধ জাগানো এবং তার পার্থিব লোভ-লালসার উদগ্র কামনাকে দমিত করা।

ইসলামের বিধান যে, মুসলমান নারী বা পুরুষ যেন সুস্থ, স্বাভাবিক ও বিবেক-বিবেচনাশীল জীবন যাপন করে এবং তার পার্থিব অস্তিত্বের দায়িত্ব পূর্ণ করতে কোনটি সত্যি সত্যি গুরুত্বপূর্ণ, কোনটিই বা অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ, কোন জিনিসটি হাল্‌কা বা কম গুরুত্বের আর কোনটিই বা স্থায়ী মূল্য বহনকারী অধিক গুরুত্বের, তা জানতে চেষ্টা করে।

www.pathagar.com

ব্যবসা-বাণিজ্যের যাকাত তাই আইনত যুক্তিসঙ্গত তো বটেই, এটা মুসলমান ব্যবসায়ীগণের ব্যবহার ও পদ্ধতির উপরও অত্যন্ত কার্যকর নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থা। মুসলমানের ঈমানের অন্যতম অঙ্গ হিসাবে প্রত্যেকে অবশ্যই যাকাত আদায় করবেন। এই যাকাত মুসলমান ব্যবসায়ীকে আল্লাহ্‌র প্রতি তাঁর কর্তব্যের কথা, অন্য মুসলমানের প্রতি এবং তাঁর নিজের প্রতি নিজের কর্তব্যের কথা সর্বক্ষণ মনে করিয়ে দেয়। যাকাতের দায়িত্ব প্রত্যেক মুসলমানকে তাঁর ব্যবসায়িক কাজে সততা সম্বন্ধে সাবধান হবার জন্যে বাধ্য করে, কেন না পূর্ণ বিশ্বস্ততার সঙ্গে, সংহতিবোধের সঙ্গে ব্যবসায় পরিচালনা না করলে নিজের মুক্তির বিষয়ে (আত্মার উন্নতি) তাঁর যাকাতের কৃতিত্বই কেবল শূন্যতায় পর্যবসিত হবে না, মুসলিম সমাজকেও একটি আইনবিরোধী পুরস্কারের গুনাহের দায়ভাগ বহন করতে হবে। তাই মুসলমান ব্যবসায়ীগণকে অসৎ পথ থেকে বিরত রেখে ব্যবসায়ের যাকাত জাতির অর্থনৈতিক জীবনকে স্বাস্থ্যদায়ক শক্তিদান করে।

"আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা তাঁর জ্যোতির দিকে পথ নির্দেশ করেন। আল্লাহ্ মানুষের জন্যে উপমা দিয়ে থাকেন এবং আল্লাহ্ সকল বিষয়ে সর্বজ্ঞ। আল্লাহ্ তাঁর নাম স্মরণ করার জন্যে যে সব ঘরকে মর্যাদায় উন্নীত করেছেন সেখানে সকালে ও সন্ধ্যায় তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। সেইসব লোকের ব্যবসা-বাণিজ্য এবং ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহ্‌র স্মরণ থেকে এবং নামায কায়েম ও যাকাত প্রদান থেকে বিরত রাখে না। তারা ভয় করে সেই দিনকে যেদিন তাদের অন্তর ও দৃষ্টি ভীতি-বিহ্বল হয়ে পড়বে। তারা আল্লাহ্‌র মহিমা ঘোষণা করে যাতে তারা যে সৎ কাজ করে তার জন্যে আল্লাহ্ তাদের উত্তম পুরস্কার দেন এবং নিজ অনুগ্রহে তাদের প্রাপ্যের অধিক প্রদান করেন। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা অপরিমিত জীবিকা দান করেন।

(সূরা নূর ঃ ৩৫-৩৮)

ব্যবসায়-বাণিজ্যের যাকাত স্বাভাবিকভাবেই রূপার সঙ্গে সম্পর্কিত। কারণ মাদানী পদ্ধতিতে রূপাই ছিল বিনিময়ের মাধ্যম। কাজেই যাকাত আইন অনুযায়ী যে যে শর্তাধীনে রূপা যাকাত করাধীন হয়, সেই শর্তসমূহ ব্যবসায়ে খাটানো সম্পদের উপরও প্রযোজ্য হয়; অর্থাৎ নগদ এবং জমা, সঞ্চিত এবং খাটানো পুঁজির একত্রিত মূল্য। শর্তগুলো হল ঃ (ক) কর আরোপের পূর্বে সম্পদ পূর্ণ এক বছরকাল মালিকানাধীন থাকা; এবং (খ) তার মূল্য রূপার জন্যে নির্ধারিত নিসাবের চেয়ে কম না হওয়া।

www.pathagar.com

আগেই বলা হয়েছে যে, কোন সম্পদ যাকাত করোপযোগী হবার জন্যে এক বছর সময়কাল মালিকানাধীন থাকাটা অত্যাবশ্যক ; এ দ্বারাই পরিষ্কার হয়ে যায় যে, যাকাত কর কেবলমাত্র উদ্বৃত্ত সম্পদরূপেই ধার্য হয়ে থাকে। তথাপি রসূলুল্লাহ্ (সা.) এই অতি প্রয়োজনীয় আইনটির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা সত্ত্বেও (যার পরিষ্কার উদ্দেশ্য হচ্ছে সন্দেহাতীতভাবে প্রতিষ্ঠিত করা যে, একটি বিশেষ পরিমাণের সম্পদ ব্যক্তির বা তাঁর উপর নির্ভরশীলগণের আইনানুগ প্রয়োজনের উদ্বৃত্ত) ব্যবসার যাকাত আইনের পুরানা সংস্করণে একটি মারাত্মক ফাঁক খুঁজে পায়।

ইসলামী আইনের বিভিন্ন মাযহাব ও চিন্তাধারা একবাক্যে স্বীকার করে যে, যাকাত আইনের মূলনীতি হল এক বছর সময়কাল সম্পদ মালিকানাধীন থাকা। যাকাত আইনের প্রাথমিককালের ব্যাখ্যাতাগণের পক্ষে তাই নির্ধারণ করা কষ্টকর ও বিভ্রান্তিকর ছিল যে, যাকাত কেবল ব্যবসায়ীর পুঁজি ও মজুদের উপরই ধার্য করতে হত না, লভ্যাংশের উপরও করতে হত। নীতির এই বিচ্যুতির একমাত্র না হলেও বোধগম্য ব্যাখ্যা হল বহুগুণ হিসাবের সমস্যা মোকাবিলার প্রতি পুরানা আইন ব্যাখ্যাতাগণের অযৌক্তিক অবহেলা। যে কারণেই তার সৃষ্টি হোক না কেন, এটা তর্কাতীত যে, ঐ মত যাকাত করের অতি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ দিকটিকে উপেক্ষা করে যাকাত আইনের মর্মবাণীকেই বাতিল করে দেয়। তদুপরি এর উৎসকে বাতিল করে দিয়ে লভ্যাংশের উপর যাকাত ধার্য করে একে আয়করের রূপ প্রদান করে। খ্যাতনামা আলিমগণ কর্তৃক স্বীকৃত এই পরিস্থিতিকে কোন কোন হবু ভাষ্যকার এমন পর্যন্ত ব্যাখ্যা করেছেন যে, ব্যবসায়ের যাকাত কেবলমাত্র লভ্যাংশের উপরই ধার্য করা উচিত (যার দ্বারা মূলধন এবং মজুদ মাল দুই-ই করমুক্ত থাকে)।

বারবারই উল্লেখ করা উচিত নয় যে, যাকাত আয়কর নয়। যে আদর্শের উপর ভিত্তি করে যাকাত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তাকে প্রলম্বিত করে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেও যাকাতকে আয়কর বলে দেখানো যায় না। কুরআন শরীফের নিম্নে উল্লেখিত আয়াতটি দ্বারা পরিষ্কারই বলা হয়েছে যে, অপরের মঙ্গলের জন্যে যে সম্পদ ব্যয় করবেন তা অবশ্যই 'যা উদ্বৃত্ত তা' হতে হবে, অর্থাৎ একজন ব্যক্তি এবং তাঁর উপর নির্ভরশীলগণের এক বছরকাল সময়ের অত্যাবশ্যক প্রয়োজনীয় সম্পদ রেখে যা অতিরিক্ত থাকবে, তা।

"এবং লোকে তোমাকে জিজ্ঞেস করে যে, তারা (অপরের জন্যে) কি ব্যয় করবে, বলঃ যা উদ্বৃত্ত।" (সূরা বাকারা ঃ ২১৯)

www.pathagar.com

কুরআনের এই আয়াতটিতে যে আদর্শ নিহিত রয়েছে তাই যাকাত পদ্ধতির মূল ভিত্তি। অন্য কথায়, যাকাত যে কেবল উদ্বৃত্ত সম্পদের উপরই ধার্য হবে তা এই আইনের এক অলংঘনীয় অংশ, অতএব তা প্রতিটি ক্ষেত্রে পুরাপুরিভাবে মেনে চলতে হবে। সামান্যতম বিচ্যুতি ঘটালেও যাকাত আইনের সম্পূর্ণ আকার ও রীতির বরখেলাফ হবে।

যাকাতের মূলনীতির আইন অনুযায়ী তিনটি স্বীকৃত শর্ত সম্পদকে উদ্বৃত্ত বলে প্রমাণ করে এবং তাই তাকে যাকাত করোপযোগী করে : (ক) যাকাত কর ধার্য করার আগে সম্পদ পূর্ণ এক বছরকাল মালিকানাধীন থাকতে হবে ; (খ) সম্পদের মূল্য এক বছরকাল সময়ের জন্যে ঘরে রক্ষা করা যায় এমন কৃষিজ পণ্যের মূল্য অপেক্ষা অধিক হতে হবে ; (গ) ক-এ উল্লেখিত শর্তের ব্যত্যয় হিসাবে, সম্পদ ঘটনাক্রমে অর্জিত হতে হবে (যুদ্ধলব্ধ মাল বা গুপ্তধন)।

রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নির্দেশ ('পূর্ণ এক বছরকাল ধরে সম্পদ মালিকের দখলে না থাকলে তার উপর যাকাত ধার্য হবে না') উপরে উল্লেখিত কুরআন শরীফের আয়াতটির সঙ্গে (২ : ২১৯) সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ। এই বিশেষ নির্দেশ রূপা ও রূপা-নির্ভর দ্রব্যাদি, যথা সোনা, ব্যবসায়ের জিনিসপত্র, ইত্যাদি এবং গৃহপালিত পশুর প্রতি বিশেষভাবে প্রযোজ্য। উপরে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এই আইনের প্রয়োগ অর্থ এই প্রত্যয়ন করা যে, একটি নির্দিষ্ট মূল্য প্রকৃত মালিকের আইনসঙ্গত প্রয়োজনের অতিরিক্ত কার্যকর উদ্বৃত্ত। কারণ উদ্বৃত্ত না হলে তার উপর যাকাত ধার্য হতে পারে না।

এখন, সহজেই ধারণা করা যায় যে, এবং এটা নিশ্চিত যে, একজন ব্যবসায়ীর লাভের কোন অংশ বা তাঁর আয়ের কোন অংশই প্রাপ্তিমাত্র উদ্বৃত্ত বলে গণ্য হতে পারে না। নিয়মানুযায়ী সকল দেশে এবং সকল যুগে কোন ব্যক্তির আয় সব সময়েই তাঁর বেঁচে থাকার প্রয়োজন মিটিয়ে থাকে। কোন মুসলমান আইনসঙ্গতভাবে তাঁর সম্পদ ব্যয় করবেন, ইসলাম তাতে কোনও বাধা সৃষ্টি করে না। ইসলাম বরং আইনসঙ্গত ব্যয়কে উৎসাহ প্রদান করে যাতে সম্পদ ক্রমাগত চলমান থাকতে পারে এবং তদ্দারা গঠনমূলক পথসমূহ উন্মুক্ত থাকে ও একটি সুস্থ অর্থনীতি বজায় থাকে।

"যারা নিজেদের ধনসম্পদ রাত্রে ও দিনে, গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে তাদের পুণ্যফল তাদের প্রতিপালকের নিকট রয়েছে। সুতরাং তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তান্বিতও হবে না।" (সূরা বাকারা : ২৭৪)

www.pathagar.com

বস্তুতঃ সৎ ব্যয় দ্বারা জাতির স্বার্থ এত বেশী কার্যকরভাবে রক্ষিত হয় যে, যাকাতের সাহায্য দ্বারাও ততটা হয় না। কারণ উপার্জনকারিগণের নিকট সৎ জীবনযাপনের পথ যত বেশী খোলা থাকবে যাকাতের জরুরী তহবিল থেকে সাহায্য গ্রহণকারিগণের সংখ্যা ততই কমতে থাকবে। অপরপক্ষে ইসলামের এমন কোন আইন নেই যা দ্বারা আয়ের উপর কর ধার্য করা বা আয়কে নিষিদ্ধ করা যেতে পারে। মুসলিম রাষ্ট্রের পরিচালকগণই কেবলমাত্র সে ধরনের আইন প্রয়োগ করতে পারেন যা জাতীয় প্রয়োজন অনুসারে ইসলামী সুবিচারের ভিত্তিতে কার্যকর হতে পারে। কিন্তু যাকাত পদ্ধতির প্রকৃতি এবং যে আদর্শের উপর এই পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত তা দ্বারা সন্দেহাতীতভাবে এই বিধান দেওয়া হয় যে, আয় যাকাত তহবিলের আইনসম্মত উৎস নয় এবং হতে পারে না।

ব্যবসায়ের যাকাত সম্বন্ধে আইনের আদর্শ হচ্ছে যে, যাকাত সেই সম্পদের উপর ধার্য করতে হবে যে পরিমাণ এক বছর সময়কাল যাবত ব্যবসায়ীর হাতে অপরিবর্তিত অবস্থায় রয়েছে। ঐ পরিমাণ হবে ব্যবসায়ীর মোট পুঁজি, অর্থাৎ তাঁর গচ্ছিত ও খাটানো পুঁজি, নগদ ও সঞ্চয় (অর্থাৎ রূপা, সোনা, টাকার নোট, ব্যবসায়ের দ্রব্যাদি) দুই-ই। এটা সম্ভব হয় এ কারণে যে করোপযোগী সম্পদ বিনিময় নিয়ন্ত্রণের আইন অনুযায়ী এক বছরকাল সম্পদ মালিকানাধীন থাকাটা করোপযোগী পরিমাণের এরূপ হস্তান্তর দ্বারা বছরকালের হিসাব ব্যাহত হয় না। ধরা যাক, একজন ব্যবসায়ীর মোট পুঁজির পরিমাণ ১০,০০০/- টাকা, যার অর্ধেক হচ্ছে তাঁর সংরক্ষিত মূলধন (reserved capital) এবং বাকী অর্ধেক খাটানো পুঁজি। এক্ষেত্রে তিনি উভয় পুঁজির মিলিত পরিমাণ, অর্থাৎ ১০,০০০- টাকার বাৎসরিক যাকাত প্রদান করবেন। এই পরিমাণের একটা অংশও যদি তিনি ব্যবসায়ের সম্পদে খাটিয়ে থাকেন, তা হলেও। বছরের শেষে যদি তাঁর পুঁজির মূল্য কমে যায় তাহলে ব্যবসায়ী যাকাত প্রদানকালে মূল্য যা দাঁড়ায় তার উপর যাকাত আদায় করবেন। অপরপক্ষে তাঁর লাভের অংশ যতদিন এবং যতক্ষণ পর্যন্ত তাঁর আইনসঙ্গত খরচের উদ্বৃত্ত না হয়ে দাঁড়াবে ততদিন এবং ততক্ষণ পর্যন্ত যাকাত করমুক্ত থাকবে। প্রথম বার এ রকম ধরে নিবার পরে অংকের পরিমাণ যদি নিসাবের সমান বা তার-চেয়ে বেশী হয় তাহলে এক বছরকালের জন্যে একটি ভিন্ন হিসাব ধরতে হবে। তারপর ঐ লাভের অংশ যদি ব্যবসায়ে খাটানো হয় তখন তার জন্যে নতুন বিনিময়ের চক্র শুরু করতে হবে, যা লাভ বাদে সংশ্লিষ্ট এক বছর সময়-কালের হিসাবকে ব্যাহত করবে না।

www.pathagar.com

বহুগুণ হিসাবের ৩-চ নিয়মে উল্লেখিত মাসিক হিসাবের ভিত্তিতে এই আপাত-জটিল পদ্ধতি আর যে-কোন আর্থিক হিসাবের চেয়ে খুব একটা বেশী প্যাঁচানো বলে মনে হবে না। আর যে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সতর্কতার সঙ্গে বিবেচনা করা উচিত তা হল মালিকী মাযহাবের গৃহীত মত। তাঁদের মতে ব্যবসায়ীর হাতে যে মাল দুই কি তার বেশী বছর কাল সময় ধরে অবিক্রীত পড়ে থাকে তার জন্যে মাত্র এক বছরের যাকাত ধার্য করতে হবে। এ প্রসঙ্গে একটি চিত্তাকর্ষক বিষয় হল, ইমাম মালিক নিজেই স্বীকার করেছেন যে করোপযোগী পরিমাণ সম্পদের হস্তান্তর বছরকাল মালিকানাধীন থাকার হিসাবকে প্রভাবিত করে না (যে হিসাব হস্তান্তরিত সম্পদের জন্যে শুরু হয়েছে) কেন না, নতুন অর্জিত সম্পদের প্রতি হিসাব সঙ্গে সঙ্গেই স্বাভাবিকভাবে প্রযোজ্য হয়ে যায়। যেমন কোন ব্যক্তি যদি ব্যবসার জিনিসে একটা বিশেষ পরিমাণের অর্থ ব্যয় করেন যে অর্থের যাকাত ইতিপূর্বেই প্রদান করা হয়েছে, সেই শেষ যাকাত প্রদানের পরে উক্ত অর্থের বছরকালের হিসাব যা শুরু হয়েছে তা চালিয়ে যেতে হবে এবং তা ব্যবসায়ের জিনিসের প্রতি প্রযোজ্য হবে, এবং তারপর বছরকাল সময় শেষ হবার আগেই যদি উক্ত ব্যবসায়ের জিনিস বিক্রি করা হয় তাহলে সেই পূর্বের হিসাবই আবার চালিয়ে যেতে হবে এবং তা বিক্রয়লব্ধ টাকার উপর প্রযোজ্য হবে।[১]

করোপযোগী পরিমাণ সম্পদের হস্তান্তর যেহেতু এক বছরকালের হিসাবকে প্রভাবিত করে না, এটা তাই পরিষ্কার যে, হস্তান্তর হচ্ছে করোপযোগী মূল্যের করোপযোগী মূল্য। অতএব, যে মূল্য পাওয়া গেল তা কেন যে স্বাভাবিক যাকাত করাধীন হবে না তার কোন সঙ্গত কারণ নেই —যদি তা সঙ্গত মালিকানাধীনে কয়েক বছরের জন্যে থাকে।

এটা সত্য যে, প্রায়শঃই ব্যবসায়ের জিনিস ব্যবসায়ের জিনিস হিসাবেই কেবল যাকাত করোপযোগী হয়, তাদের প্রকৃতিগত কারণে মোটেই হয় না। যাই হোক, যা ব্যবসায়ের জিনিস তা স্বাভাবিকভাবেই যাকাত করাধীন হবে, এই যে আইন তা ততক্ষণই বলবৎ থাকে যতক্ষণ উক্ত জিনিস ব্যবসায়ের জিনিস বলে সুস্পষ্টরূপে চিহ্নিত থাকে। অন্য কথায়, কোন জিনিস যখন

১. লক্ষ্যণীয় যে, বছরকালের বর্তমান হিসাবকে কেবল মূল পরিমাণ বা মূল্যের প্রতিই প্রযোজ্য করে না, লাভের উপরেও করে, তাহলে লাভের অংশ যাকাত করাধীন হয়ে পড়ে।

www.pathagar.com

একবার ব্যবসায়ের বলে নির্দিষ্ট হয়ে যায় সেটা তখন ব্যবসায়েরই থেকে যায় এবং যাকাত করোপযোগী থাকে—অন্ততঃ ততদিন পর্যন্ত যতদিন মালিক তা দিয়ে ব্যবসা করার ইচ্ছা পোষণ করতে থাকেন।

এই আলোকে বিষয়টি সম্বন্ধে মালিকী মতকে গ্রহণ করা যায় না এবং এ-ও বলা যায় না যে, ব্যবসায়ের যাকাতের ভিত্তি আইনের মূলনীতির আরো যথাযথ প্রয়োগের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। এই মৌলিক আদর্শসমূহের প্রতিটির উপর কড়াকড়িভাবে লেগে থাকা উচিত যদি ইসলামী পদ্ধতি এই যাকাত যে উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তাকে পুরাপুরি এবং স্থায়ীভাবে সফল করতে হয়।

যাকাত আইনের দৃষ্টিভঙ্গীতে 'সওদাগর' বা 'ব্যবসায়ী' শব্দ সব সময়েই বৃহত্তর অর্থে ব্যবহৃত হয় এবং এ দ্বারা ঐসব ব্যক্তিগণকে বুঝায়, যাঁদের আয়ের উপায় হচ্ছে ক্রয় দ্বারা বা আইনসম্মত উপায় দ্বারা অর্জিত জিনিস বিক্রয় —তা যে আকারে বিক্রীত হয়েছে সে আকারেই হোক কি কাঁচা মালের আকারেই হোক।

সওদাগর বা ব্যবসায়ী শব্দ দ্বারা স্বভাবতঃই পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতা উভয়কেই বুঝায়, অর্থাৎ সওদাগর, বণিক, প্রস্তুতকারক, দক্ষ কর্মচারী, দোকানদার, ফেরীওয়ালা, বনের কাঠ আহরণকারী, সকল প্রকার তৈলক্ষেত্র ও খনিজ সম্পদ উত্তোলনকারী, সবাইকে।

করের সীমা এবং ব্যবসায়ে খাটানো সম্পদের যাকাতের হার

ব্যবসায়ের যাকাত মাদানী পদ্ধতির বিনিময়ের গৃহীত মাধ্যম খাঁটি রূপার সঙ্গে সম্পর্কিত হওয়াহেতু অবশ্যই রূপার যাকাত যা তাই হবে, করের সীমাও রূপার সমতুল্য হবে। রূপার ক্ষেত্রে যাকাতের যে মৌলিক আইন এক্ষেত্রেও সেই একই আইন প্রযোজ্য হবে।

মূল নিসাব

খাঁটি রূপার নিসাবের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে রসূলুল্লাহ্ (সা.) ব্যবসায়ে খাটানো পুঁজির নিসাব নির্ধারণ করেছিলেন ২০০ দিরহাম (ওযনের খাঁটি রূপা)-এর সমতুল্য স্থায়ী পুঁজি। এর কম পরিমাণের বা কম মূল্যের হলে তার জন্যে যাকাত ধার্য হত না।

www.pathagar.com

অতএব এই পরিমাণের বা ২০০ দিরহাম খাঁটি রূপার মূল্যের সম্পদ ব্যবসাতে খাটানো হলে তার জন্যে ৫ দিরহাম (অর্থাৎ ২½%) বা তার সমপরিমাণ জিনিস বা সমমূল্যের সোনা যাকাত দিতে হত। তারপর প্রতি ৪০ দিরহাম খাঁটি রূপার সমান বৃদ্ধির জন্যে ১ দিরহাম খাঁটি রূপা বা তার সমপরিমাণ জিনিস বা সমমূল্যের সোনা যাকাত দিতে হত।

আধুনিক নিসাব

রূপার ক্ষেত্রে যেমন, সেই একই নীতি অর্থাৎ এক বছরের প্রধান খাদ্য-শস্যের সরকারী দরের সমপরিমাণ যে নিসাব নির্ধারিত হয়, ব্যবসায়ের সম্পদের নিসাবও সে অনুযায়ী নির্ধারণ করতে হয়। অতএব, ব্যবসায়ে খাটানো সম্পদের নিসাব নির্ধারণ করতে হবে দেশের অধিবাসিগণের প্রধান যে খাদ্যশস্য তার পাঁচটি উটের বোঝার (অর্থাৎ ১,৬৮০ সের বা প্রায় ১,৫৬৮ কিলোগ্রাম) সরকারী বাজার দরের সমপরিমাণ মূল্য।

অতএব একজন ব্যবসায়ীর মোট পুঁজির মূল্যমান অর্থাৎ তাঁর সঞ্চিত ও খাটানো পুঁজি, নগদ ও জমা মিলিয়ে যদি সেই দেশের অধিবাসিগণের প্রধান খাদ্যের পাঁচটি উটের বোঝা পরিমাণের সরকারী দরের সমপরিমাণ হয় (বা হন নিসাব), তাহলে সেই সম্পদের ২½% যাকাত আদায় করতে হবে।

তারপর নিসাবের প্রতি এক-পঞ্চমাংশ পরিমাণ মূল্যবৃদ্ধির জন্যে ২½% হারে যাকাত দিয়ে যেতে হবে। এর কম পরিমাণ বা মূল্যের সম্পদের জন্যে কোন যাকাত দিতে হবে না।

ব্যবসায়ের যাকাতের আইন

লাভ করোপযোগী নয় এবং ব্যবসায়ের সম্পদের করোপযোগিতার দুইটি আইন বাদে ব্যবসায়ের যাকাতের নিম্নলিখিত আইনগুলো, পুরানা রীতির ন্যায়, সাধারণতঃ অভিন্ন যদিও আধুনিক যুগের প্রয়োজন মিটানোর জন্যে আইনগুলোকে প্রশস্ততর করা যেতে পারে।

১. বছরকাল সময়ের মধ্যে অধিবাসিগণের প্রধান খাদ্যশস্যের সরকারী দর যদি উঠানামা করে থাকে তাহলে দরের গড় ধরতে হবে এবং সে অনুযায়ী ব্যবসায়ে খাটানো সম্পদের নিসাব নির্ধারণ করতে হবে।

২. ব্যবসায়ে খাটানো সকল সম্পদ, রক্ষিত এবং খাটানো মূলধন, নগদ বা জমা (রূপা, সোনা টাকার নোট; ব্যবসায়ের জিনিস) যার মোট

www.pathagar.com

মূল্য নিসাবের সমপরিমাণ বা নিসাবের চেয়ে বেশী, তা প্রকৃত মালিকের অধিকারে এক বছরকাল থাকলেই যাকাত করোপযোগী হবে।

ব্যবসায়ে খাটানো সম্পদের করোপযোগিতা পরিমাপের কালে একই মালিকের নিয়ন্ত্রণে মোট সম্পদের পরিমাণ, তা একই দেশের অধীনে এক বা একাধিক এলাকায় অবস্থিত কি না এবং তা সবই বছরকালের একটি হিসাবের মধ্যে ধরা হয়েছে কি না, এই বিষয়গুহলা বিবেচনা করতে হবে।

৩. যে কোন ধরনের সম্পদ ব্যবসায়ের জিনিস বলে গণ্য হলেই তা স্বাভাবিকভাবে যাকাত করাধীন হবে এবং সেগুলো যতদিন ব্যবসায়ের জিনিস বলে চিহ্নিত থাকবে ততদিন পর্যন্ত করোপযোগী থাকবে।

(ক) তাই, যে সম্পদ ব্যক্তিগত সম্পদ হিসাবে যাকাত করাধীন নয় তা কোন ব্যবসায়ের সম্পদ বলে চিহ্নিত হওয়ামাত্রই স্বাভাবিকভাবে যাকাত করোপযোগী হয়ে পড়ে।

(খ) এর বিপরীত আবার যে সম্পদ ব্যবসায়ের সম্পদ হবার কারণে যাকাত করোপযোগী, তা যদি ব্যক্তিগত সম্পদে পরিণত হয় তবে সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিকভাবে তা যাকাত করমুক্ত হয়ে যাবে।

৪. ব্যবসায়ের জিনিস যাকাত করাধীন করার কালে জিনিসের প্রকার বিবেচনা করা হয় না, বিবেচনা করা হয় তার মূল্য। ঐ মূল্য রূপা, সোনা বা স্থানীয় মুদ্রায় নির্ণয় করা যায়।

৫. যে সম্পদ স্বাভাবিকভাবে বাৎসরিক যাকাত করাধীন হয় (যেমন রূপা, সোনা, মণিমুক্তা, গৃহপালিত পশু) তা যদি ব্যবসায়ের সম্পদে পরিণত হয় তখন তা কেবল ব্যবসায়ের যাকাতের সম্পদ বলে গণ্য হবে—যতদিন পর্যন্ত না তা পুনরায় ব্যক্তিগত সম্পদে পরিণত হয়। তখন আবার তা যে প্রকারের সম্পদ সেই প্রকারের যাকাত করাধীন হবে।

উদাহরণস্বরূপ, ব্যক্তিগত সম্পদ হিসাবে মাঠে চরানো গৃহপালিত পশুর (ভেড়া, ষাঁড় ইত্যাদি) যাকাত ধরা হয় সংখ্যা হিসাবে, কোন শ্রেণীর প্রাণী সে হিসাবে এবং পালে পশুর সংখ্যা কত সে হিসাবে। কিন্তু ব্যবসায়ের সম্পদ হিসাবে গৃহপালিত পশু মাঠে চরানো হোক বা না হোক এবং যে শ্রেণীরই প্রাণী হোক না কেন—মূল্যের ২$\frac{1}{2}$% হারে যাকাত করাধীন হবে। তার নিসাব ও করের সীমা রূপার অনুরূপ হবে।

৬. ব্যবসায়ের সম্পদরূপে পরিগণিত হলে পিটানো রূপা ও পিটানো সোনা (শিল্পগুণান্বিত দ্রব্যাদি) শিল্পদ্রব্য হিসাবে তাদের মূল্য অনুযায়ী যাকাত

www.pathagar.com

করাধীন হবে, অর্থাৎ মূল্যবান ধাতুর মূল্য এবং শিল্পদ্রব্য হিসাবে মূল্য এই দুই মিলিয়ে এবং কেবলমাত্র ধাতুর মূল্য ধরে নয়। ব্যক্তিগত সম্পদ হিসাবে সোনা-রূপার অলংকার ও শিল্পদ্রব্যাদির কেবলমাত্র ধাতু হিসাবে যে দাম তার যাকাত দিতে হয়।

৭. যে কোন সম্পদ আইনসঙ্গত উপায়ে অর্জিত হলে প্রকৃত মালিক ইচ্ছা করলে যে কোন সময়ে তা সঙ্গতভাবেই ব্যবসায়ের সম্পদে পরিণত করতে পারেন।

ইসলামী আইন অনুযায়ী নিম্নলিখিত উপায়ে অর্জিত হলে সম্পদকে আইনসঙ্গত বলা হয়ঃ ক্রয়, উত্তরাধিকার, উপহার, নীতিগত স্বাভাবিক অধিকার, কৃষি, মধুর চাষ, রেশম চাষ, ইত্যাদি; পশুপালন, হাঁস-মুরগী পালন ইত্যাদি; উৎপাদন, নির্মাণ, ইত্যাদি; ভিক্ষা, বিয়ের মোহর (المهر) তালাকের ক্ষতিপূরণ, বিবাহের অন্যবিধ ক্ষতিপূরণ, রক্তঋণের টাকা ও অন্যবিধ ক্ষয়ক্ষতির পূরণ, গুপ্তধন এবং অজ্ঞাত মালিকানার অন্যবিধ প্রাপ্তি, খনিজ সম্পদ আহরণ, বনজ সম্পদ আহরণ এবং অনুরূপ দ্রব্যাদি।

৮. যে কোন জিনিস দ্বারা ব্যবসা করার ইচ্ছা থাকলেই তা ব্যবসায়ের জিনিস হয়ে যায়। তা (ক) জিনিসটি অধিকার করার সময়েও হতে পারে এবং (খ) অধিকারের পরে যে কোন সময়েও হতে পারে।

কোন সম্পদের প্রকৃত মালিকের যদি জিনিসটি অর্জন করার কালে তা দিয়ে ব্যবসা করার ইচ্ছা না থাকে, তাহলে ঐ জিনিস ব্যক্তিগত সম্পদ বলে গণ্য হবে। অপরপক্ষে, কোন জিনিস যদি ব্যবসা করার উদ্দেশ্যে অর্জন করা হয়ে থাকে তাহলে তা বাণিজ্যের জিনিসই থাকবে, বিক্রি করার পূর্বে তা যদি ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করা হয় তবুও।

৯. ব্যবসায়ের জিনিস আর প্রকৃত মালিকের জন্যে ব্যবসায়ের জিনিস থাকবে না, যদি তিনি তা হস্তান্তর করেন বা নিশ্চিতভাবেই ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করতে থাকেন। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে, অর্থাৎ ব্যবসায়ের জিনিস ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহারের পরে প্রকৃত মালিক আবার যদি তা দিয়ে ব্যবসা করতে মনস্থ করেন, তাহলে স্বাভাবিকভাবেই আবার তা ব্যবসায়ের সম্পদে পরিণত হবে।

১০. ব্যবসায়ের সম্পদ যদি উত্তরাধিকারের জিনিস হয় এবং উত্তরাধিকারী যদি তা দিয়ে ব্যবসা করতে চান তাহলে ঐ জিনিসের প্রতি ব্যবসায়ের যাকাতই প্রযোজ্য হতে থাকবে।

www.pathagar.com

১১. ব্যবসায়ের সম্পদ নতুন উত্তরাধিকারীর মালিকানাধীনে যাওয়ার পরে তিনি যদি তা দিয়ে আর ব্যবসা না করতে চান তাহলে ঐ সম্পদ ব্যক্তিগত সম্পদরূপে গণ্য হয়ে সেভাবে যাকাত করোপযোগী হবে, অবশ্য যদি সেগুলো স্বাভাবিকভাবে যাকাত করোপযোগী হয়; স্বাভাবিকভাবে যাকাত করোপযোগী না হলে তা করমুক্ত থাকবে।

১২. ব্যবসায় বলতে কোন দ্রব্যকে টাকা বা অন্য কোন দ্রব্যের সঙ্গে বিনিময় করা বুঝায়। অন্য কথায়, ব্যবসায় কথাটি দ্বারা সব সময়েই এক পক্ষের বিক্রয় এবং অপর পক্ষের ক্রয় করা বুঝায়।

অতএব, ব্যবসায়ের জিনিস বলে গণ্য হবার জন্যে কোন জিনিস অবশ্যই বিক্রি করার বস্তু হতে হবে। এটা নির্ভর করবে প্রকৃত মালিক যথার্থই জিনিস বিক্রি করার ইচ্ছা পোষণ করেন কি না, তার উপর। ফলে কোন জিনিস দ্বারা ব্যবসা করার ইচ্ছা খুব বেশী না থাকলে তখন উক্ত জিনিসের বিনিময়ে অর্থ বা অন্য কোন জিনিস পাওয়ার সম্ভাবনা কমে আসে, আর তাই তখন তা আর ব্যবসায়ের জিনিস বলে গণ্য হয় না।

ভাড়া দিলে সম্পদের বিনিময় হয় না, কোন অবস্থায়ই তাতে মালিকানা বর্তায় না, বরং টাকার বিনিময়ে ব্যবহারের অধিকার প্রদান করা হয় বিধায় যে সম্পদ ভাড়া তা ব্যবসায়ের জিনিস বলে গণ্য হয় না। তাই ভাড়া দেওয়া কোন জিনিস স্বভাবতঃ যাকাত করোপযোগী না হলে তা যাকাতমুক্ত থাকবে।

উদাহরণস্বরূপ, কোন ব্যক্তি যদি একটি বাড়ী ভাড়া দেন কিন্তু বাড়ীটি বিক্রি করার কোন ইচ্ছা তাঁর না থাকে, তাহলে বাড়ীটির ভাড়া বাবদ যা লাভ করবেন তার উপর তাঁকে কোন যাকাত দিতে হবে না (ভাড়া এক ধরনের আয় বিধায় তা যে-কোন অবস্থায় যাকাতমুক্ত)। উক্ত অঙ্কের যে অংশ করোপযোগী মূল্যের হয় এবং এক বছরকাল তাঁর হস্তগত থাকে শুধু তার জন্যে তিনি যাকাত প্রদান করতে বাধ্য থাকবেন।

কিন্তু এমন যদি হয় যে, বাড়ী কিনা ও বেচাই কোন ব্যক্তির ব্যবসায়, যেক্ষেত্রে উক্ত বাড়ীগুলো তাঁর ব্যবসায়ের সম্পদ, তাহলে তিনি সেগুলোর মূল্যের উপর যাকাত দিতে বাধ্য থাকবেন, তা তিনি যদি বিক্রির অপেক্ষায় বাড়ী ভাড়া দেন তাহলেও।

১৩. ব্যবসায়ের জিনিস, তা যে কোন আকৃতিরই হোক না কেন, যদি বিক্রির অপেক্ষায় ভাড়া দেওয়া হয় তাহলেও ব্যবসায়ের জিনিসই থাকে; অতএব তা ব্যবসায়ের যাকাত করোপযোগী হবে।

www.pathagar.com

১৪. ব্যবসায়ের জিনিসের পরিবর্তে অন্য কোন জিনিস পাওয়া গেলে তা যে ব্যবসায়ের জিনিস বলে গণ্য হবে এমন কোন কথা নেই। গৃহীত জিনিসটি যদি ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে গ্রহণ না করা হয়ে থাকে তাহলে তা ব্যবসায়ের জিনিস নয়।

১৫. যে কোন বাণিজ্যিক লেন-দেন, পাইকারী বা খুচরা যাই হোক না কেন, করোপযোগী সম্পদ বিনিময়ের আওতায় পড়বে। ঐ আইনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কোন ব্যবসায়ীর পুঁজির মোট পরিমাণ (অর্থাৎ নগদ ও জমা) যা বছরকালের একই হিসাবের অধীন, যদি নিসাবের সমপরিমাণ বা তার চেয়ে বেশী হয় তাহলে ব্যবসার জিনিসের বিনিময়ে টাকা বা জিনিসের বিনিময়ে জিনিস গ্রহণ করলে তা দ্বারা বছরকালের হিসাব ব্যাহত হবে না। লেন-দেন করোপযোগী পরিমাণের কি না তা বিচার্য হবে না। অতএব, মূল্য হিসাবে যা পাওয়া যাবে (টাকা বা ব্যবসায়ের জিনিসের মূল্য) বা যা ক্রয় করা হবে (লাভ বাদে) তা স্বাভাবিকভাবেই পুঁজি সংশ্লিষ্ট বছরকালের হিসাবের অন্তর্ভুক্ত হবে, কারণ বিক্রীত বা দাম হিসাবে প্রাপ্ত বা ক্রীত সম্পদ তখন তার অবিচ্ছেদ্য অংশ।

১৬. স্বভাবতঃই যাকাত করোপযোগী এমন কোন ব্যবসায়ের জিনিসের মালিক যদি নিশ্চিতভাবে সে জিনিসকে তাঁর ব্যক্তিগত কাজের জিনিসে পরিবর্তিত করেন তাহলে ব্যবসায়ের যাকাত আর থাকবে না এবং উক্ত জিনিসের প্রতি ব্যক্তিগত সম্পদের যাকাত প্রযোজ্য হবে। এই আইন অনুসারে পরিবর্তিত জিনিস যদি করোপযোগী থাকে তাহলে পরিবর্তনহেতু ব্যবসায়ের জিনিস হিসাবে বছরকাল অধিকারে রাখার হিসাব ভঙ্গ হয় না, বরং ব্যক্তিগত জিনিস হিসাবে হিসাব চলতে থাকে।

উদাহরণস্বরূপ, ধরা যাক ২,০০০/-টাকায় ৪০টি ভেড়া কিনা হল ব্যবসার জন্যে, কিন্তু পরে সেগুলোকে ব্যক্তিগত হিসাবে মাঠে চরানো পশুতে পরিবর্তিত করা হল। এক্ষেত্রে ব্যবসায়ের সম্পদ হিসাবে ভেড়াগুলোর যে বছরকালের হিসাব শুরু হয়েছিল সে হিসাব ভঙ্গ হবে না, বরং ব্যক্তিগত সম্পদরূপে সেগুলোর হিসাব চলতে থাকবে; কারণ পালের আকার ভেড়ার জন্যে নির্ধারিত নিসাবের সমান।[১]

---

১. হানাফী মাযহাবপন্থী কোন কোন আইন ব্যাখ্যাতা এই মত পোষণ করেন যে, পরিবর্তনের তারিখ থেকে একটি আলাদা হিসাব ধরতে হবে। কিন্তু সম্পদ যখন মালিকের হাতে পুরাপুরিই থেকে যায় তখন আর হিসাব ভঙ্গ করার সঙ্গত কারণ থাকতে পারে না।

www.pathagar.com

অপরপক্ষে পালে যদি ৩০টি ভেড়া থাকত এবং সেগুলোর মূল্য হত, ধরা যাক, ১,৫০০/- টাকা, তবে এই পরিমাণ যাকাত করোপযোগী থাকত না। কারণ ব্যক্তিগত সম্পদ হিসাবে ৩০টি ভেড়া নিসাবের চেয়ে কম হয়। বছরকালের হিসাব এ ক্ষেত্রে বন্ধ হয়ে যাবে।

১৭. ভেড়া, ছাগল, গরু, উট, ঘোড়া ও হাঁস-মুরগী যেগুলো বিক্রি বা যবেহ্ করার জন্যে নির্ধারিত, সেগুলো ব্যবসায়ের জিনিস বলে গণ্য হবে। এই একই আইন পশম ব্যবসার জন্যে পালিত পশুর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে।

১৮. ভেড়া, ছাগল, গরু, উট, ঘোড়া, হাঁস-মুরগী, মৌমাছি, গুটি পোকা, ইত্যাদি যা পশম, শাবক, দুধ, ইত্যাদি এবং ডিম, মধু, রেশম, ইত্যাদির জন্যে পালন করা হয় তা ব্যবসায়ের সম্পদ হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না সেগুলো বিক্রি করার জন্যে মনস্থ করা হয়।

১৯. কাঁচামাল সত্যিকারের ব্যবসায়ীর হাতে গেলেই কেবল তা ব্যবসায়ের জিনিস বলে গণ্য হবে। কিন্তু কারিগর বা প্রস্তুতকারী যদি তৈরী মালে পরিণত করার জন্যে সেগুলো ক্রয় করেন তাহলে ব্যবসায়ের জিনিস বলে গণ্য হবে না।

কাঁচামাল একবার তৈরী মালে পরিণত করলে তখন তা কারিগরের বা প্রস্তুতকারীর ব্যবসায়ের জিনিস বলে গণ্য হবে এবং তখন তা ব্যবসায়ের যাকাত করের অধীন হবে।

এই আইন কুটির শিল্পজাত বা কারখানাজাত সকল শিল্পজাত দ্রব্যের প্রতি প্রযোজ্য হবে।

২০. উল্লেখিত আইনের আলোকে যাকাতের করোপযোগিতা কারিগরের এবং প্রস্তুতকারকের সঞ্চিত ও খাটানো পুঁজির মিলিত মূল্যের উপর প্রযোজ্য হয়, পুঁজি নগদ অর্থ (রূপা, সোনা, নোটের টাকা) এবং ব্যবসায়ের জিনিস হিসাবে তৈরী মাল যেভাবেই রাখা হোক না কেন।

যে সব কাঁচামাল স্বাভাবিকভাবে যাকাত করোপযোগী নয় (অর্থাৎ রূপা, সোনা ও মণিমাণিক্য বাদে, কেন না, সেগুলো স্থায়ীভাবে যাকাত করোপযোগী), সেগুলো যদি তৈরী মালে পরিণত করার জন্যে রাখা হয়—সরাসরি বিক্রির জন্যে নয়—তাহলে যাকাতমুক্ত থাকবে।

২১. যে সব ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান উৎসস্থলে উৎপাদিত সম্পদ বিক্রি করে, যেমন খনিজ সম্পদ, বনজ সম্পদ, ইত্যাদি, কৃষিজ সম্পদ, মধুর চাষ,

www.pathagar.com

গুটি পোকার চাষ, মুক্তার জন্যে ঝিনুকের চাষ, পশুপালন, হাঁস-মুরগী পালন, ইত্যাদি; গচ্ছিত ও খাটানো পুঁজি নগদ অর্থে (রূপা, সোনা, নোটের টাকা) এবং ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে পাওয়া সম্পদরূপে (যথা, খনিজ, কাষ্ঠ সম্পদ, ইত্যাদি; কৃষিজ সম্পদ, মধু, কাঁচা, রেশম, চাষ করা মুক্তা, পশু সম্পদ, হাঁস-মুরগী, ইত্যাদি) যেভাবেই থাকুক না কেন, তাদের মিলিত মূল্যের উপর যাকাত প্রদান করতে হবে।

২২. খনিতে এবং শিল্পকারখানাতে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি এবং দক্ষ কারিগরগণের যন্ত্র বা সরঞ্জাম, ইত্যাদির কোন যাকাত ধার্য হবে না। এ সব জিনিস ব্যবসায়ের জিনিস নয় এবং, তদুপরি, কোনভাবেই এগুলো স্থায়ী মূল্যের উদ্বৃত্ত সম্পদরূপে গণ্য হতে পারে না। অনুরূপভাবে কারখানার যে দালান তার মূল্যও যাকাতমুক্ত থাকবে।

২৩. প্রস্তুতকারক বা দক্ষ কারিগরের যাকাত দেয় হবার কালে তাঁর মালিকানাধীন শিল্পজাত সম্পদের মূল্য নির্ধারণ করতে ক্রয়মূল্য (অর্থাৎ লাভ ব্যতীত মূল্য) ধরতে হবে, কোন অবস্থাতেই বিক্রয় মূল্য (অর্থাৎ লাভসমেত মূল্য) ধরা যাবে না।

পাইকারী ও খুচরা ব্যবসায়ী বা দোকানদারগণের যাকাত দেয় হবার কালে তাঁদের মালিকানাধীন সম্পদের মূল্য নির্ধারণকালে এই একই আইন প্রযোজ্য হবে। খনিজ সম্পদ উত্তোলনকারী, বনজ সম্পদ আহরণকারী, ইত্যাদি; কৃষিজীবী, মধু চাষকারী, গুটিপোকা চাষকারী, মুক্তা চাষকারী, হাঁস-মুরগী ও পশুপালনকারীগণ, ইত্যাদির ক্ষেত্রেও একই আইন প্রযোজ্য হবে।

২৪. বাজারদর উঠানামার ফলে ব্যবসায়ের জিনিসের মূল্য যেহেতু অহরহই বাড়ে-কমে, তাই যখনি জিনিস কিনার সময়ের দর অপেক্ষা যাকাত ধার্য হবার কালের দর কম হয় তখন মূল্য কমার কথা বিবেচনা করে যাকাত নির্ধারণ করতে হবে। কিন্তু কোন জিনিসের মূল্য যদি কিনার সময় অপেক্ষা যাকাত ধার্য করার সময়ে বেশী হয় তাহলে যাকাত ধার্য হবার কালের ক্রয়মূল্যে যাকাত নির্ধারণ না করে জিনিসটি দখল করার কালের ক্রয়মূল্য বিবেচনা করতে হবে। যাকাত ধার্য হবার সময়ের মূল্য আসলে জিনিসটিতে ব্যবসায়ীর পুঁজি এবং লাভের বৃদ্ধি এই দুই-ই। অন্য কথায় মূল ক্রয়মূল্য এবং নতুন ক্রয়মূল্যের তফাত হচ্ছে ব্যবসায়ীর লাভের একটা অংশ, তাই আইনতঃ তাকে যাকাত করাধীন করা যায় না।

www.pathagar.com

২৫. কোন ব্যবসায়ীর সংরক্ষিত মূলধন, খাটানো মূলধন এবং মজুদের মিলিত মূল্য (যা সবই একটি সাধারণ হিসাবের অধীন) বছরকাল মালিকানাধীন থাকার পরে যদি হ্রাস পায় তাহলে যাকাত ন্যায্য হবার কালের যে মূল্য সে অনুসারেই যাকাত দিতে হবে।

মূল্য হ্রাসহেতু সম্পদের পরিমাণ যদি নিসাবের চেয়ে কম হয়ে যায় তাহলে সেই সম্পদের আর করোপযোগিতা থাকবে না এবং মূল্য বৃদ্ধি পেয়ে পুনরায় করোপযোগিতালাভ না করা পর্যন্ত আর যাকাতও দিতে হবে না।

২৬. কোন পরিমাণের অর্থ (রূপা, সোনা, নোটের টাকা) যার মূল্য নিসাবের সমান বা তার চেয়ে বেশী, যদি ব্যবসায়ে খাটানো হয় তাহলে ঐ অর্থে বছরকালের চলতি হিসাব ভঙ্গ হবে না, বরং তা ব্যবসায়ের পুঁজি হিসাবে গণ্য হবে।

২৭. ব্যবসায়ে খাটানো করোপযোগী সম্পদ বিনিময়ের আইনসমূহের ২ নং আইনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে, ব্যবসায়ের যে সম্পদের মূল্য নিসাবের সমান বা তার চেয়ে বেশী, তা যদি এ ভাবে অর্জন করা হয় যে, (ক) করমুক্ত সম্পদের বিনিময়ে করা হয়েছে যা দ্বারা ব্যবসা করার পূর্ব ইচ্ছা ছিল না, (খ) করোপযোগী সম্পদের বিনিময়ে করা হয়েছে যা দ্বারা ব্যবসা করার পূর্ব ইচ্ছা ছিল না এবং যা যাকাত করোপযোগী হবার জন্যে এক বছরকাল মালিকানাধীন থাকার অত্যাবশ্যক আইনের অধীন নয় (যেমন কৃষিজ সম্পদ, মৌমাছির চাষ এবং গুটিপোকার চাষলব্ধ উৎপাদন), অথবা (গ) এই আইনের অধীন কোন করোপযোগী সম্পদের বিনিময়ে করা হয়েছে কিন্তু তা ঐ ধরনের সম্পদের জন্যে নির্ধারিত নিসাবের চেয়ে কম, তাহলে সম্পদ হস্তগত করার তারিখ থেকে বছরকাল মালিকানাধীন থাকার হিসাব শুরু করতে হবে।

এ ধরনের জিনিস বিক্রি করার পরে তার ক্রয়মূল্যের উপর বছরকাল দখলের চলতি হিসাব প্রযোজ্য হবে (অর্থাৎ আদায়ীকৃত লাভের অংশ বাদে)—তা নগদ টাকার আকারেই থাকুক বা করোপযোগী সম্পদের আকারেই থাকুক।

২৮. ব্যবসায়ে খাটানো করোপযোগী সম্পদ বিনিময়ের আইনসমূহের ৩ নং আইনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে যে ব্যবসায়ের জিনিসের মূল্য নিসাবের

www.pathagar.com

সমান বা তার চেয়ে বেশী, তা যখন করোপযোগী সম্পদের সঙ্গে বিনিময় করে অর্জন করা হয় (রূপা, সোনা, টাকার নোট) যা দ্বারা ব্যবসা করার পূর্ব উদ্দেশ্য ছিল না, কিন্তু যার মূল্য ঐ ধরনের জিনিসের জন্যে নির্ধারিত নিসাবের সমান বা তার চেয়ে বেশী, তাহলে সেই সম্পদের এক বছরকাল দখলে থাকার হিসাব ভঙ্গ হবে না এবং অবশ্যই হিসাব নতুন অর্জিত ব্যবসায়ের জিনিসের প্রতি প্রযোজ্য হবে।

২৯. ব্যবসায়ে খাটানো সম্পদের যাকাত সঠিকভাবে নির্ধারণের জন্যে অবশ্যই বহুগুণ হিসাবের আশ্রয় নিতে হবে। সেই আইন অনুযায়ী ঃ

(ক) লাভ বা উদ্বৃত্ত (অর্থাৎ ব্যবসায়ের ও ব্যক্তিগত সকল খরচপত্র মিটানোর পরে যা অবশিষ্ট থাকে) প্রতি মাসের শেষে নির্ধারণ করতে হবে। অর্থাৎ বহুগুণ হিসাবের ও-চ-তে যেমন উল্লেখ রয়েছে, সে অনুযায়ী যদি তা করোপযোগী পরিমাণের হয় (অর্থাৎ নিসাবের সমান বা তার চেয়ে বেশী) তাহলে এক বছর সময়কালের জন্যে একটি ভিন্ন হিসাব ধরতে হবে। তারপর যদি তা ব্যবসায়ে খাটানো হয় তবে একটি নতুন বিনিময় চক্র শুরু হবে যা লাভ বাদে ব্যবসায়ের এক বছর সময়কালের হিসাবকে প্রভাবিত করবে না।

(খ) উদ্বৃত্ত পরিমাণ যদি করমুক্ত হয় (অর্থাৎ নিসাবের চেয়ে কম হয়) তবে করোপযোগী পরিমাণ গঠিত না হওয়া পর্যন্ত তা যাকাতমুক্ত থাকবে। এক্ষেত্রে করোপযোগিতা অর্জনের দিন থেকে বছরকাল মালিকানাধীন থাকার হিসাব শুরু করতে হবে।

(গ) ব্যবসায়ীর বর্তমান মূলধনের উপর যাকাত ধার্য হবার আগে যদি তা করোপযোগী না হয় তবে তা করমুক্ত উদ্বৃত্ত বর্তমান পুঁজির (নগদ এবং জমা মজুদ) সঙ্গে যুক্ত হবে এবং তা বর্তমান পুঁজির এক বছরকাল মালিকানাধীন থাকার পরদিন যুক্ত হবে। এরূপ গঠিত পরিমাণ সম্পদের জন্যে একটি নতুন হিসাব শুরু করতে হবে।

(ঘ) ব্যবসায়ের পুঁজির (নগদ এবং জমা) বছরকাল সময়ের মালিকানার জন্যে যদি একাধিক হিসাব ধরতে হয় তাহলে প্রকৃত মালিকের করমুক্ত উদ্বৃত্ত বছরকাল মালিকানাধীন সম্পদের যাকাত প্রদানের পরে যে অবশিষ্ট পরিমাণ বছরকাল যাবত অধিকারে রয়েছে, তার সঙ্গে যুক্ত হবে। এভাবে গঠিত পরিমাণের জন্যে একটি নতুন হিসাব শুরু করতে হবে।

www.pathagar.com

(ঙ) বহুগুণ হিসাবের ৩-ছ নিয়ন্ত্রণ বিধির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এবং ব্যবসায়ে খাটানো করোপযোগী সম্পদ বিনিময়ের ৪ নং আইন অনুযায়ী ব্যবসায়ের সম্পদ যখন টাকার বিনিময়ে বা অন্য কোন ব্যবসায়ের জিনিসের বিনিময়ে অর্জন করা হয়। যা দুই বা ততোধিক পরিমাণ দ্বারা গঠিত ব্যবসায়ের পুঁজি থেকে নেওয়া এবং একইসংখ্যক বছরকালের হিসাবের অধীন, তখন উক্ত পরিমাণের (অর্থাৎ বিনিময়কৃত সম্পদের), স্ব স্ব হিসাব মূল্যের দিক থেকে আনুপাতিক হারে, নতুন অর্জিত ব্যবসায়ের জিনিসের প্রতি প্রয়োগ করতে হবে।

(চ) অপরপক্ষে, ব্যবসায়ে খাটানো করোপযোগী সম্পদ নিয়ন্ত্রণের ৫ নং আইনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে, দুই বা ততোধিক পরিমাণ থেকে গৃহীত ব্যবসায়ের জিনিস যদি পুঁজি হয় এবং তাদের তদনুযায়ী বছরকালের হিসাব থেকে থাকে, তা যদি একবারে টাকার বিনিময়ে হস্তান্তরিত করা হয়, তবে জিনিসগুলোর ক্রয়মূল্যের টাকা (অর্থাৎ আদায়কৃত লাভের অংশ বাদে) অবশ্যই ব্যবসায়ের স্ব স্ব পুঁজির সঙ্গে আনুপাতিক হারে যোগ করতে হবে— যে পুঁজির তা অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল এবং পুঁজির সঙ্গে যুক্তভাবে একই বছরকালীন চলতি হিসাবের অধীনে রয়েছে। অন্য কথায়, ২৯-ঙ এবং ২৯-চ-তে বর্ণিত লেনদেন দ্বারা প্রতিটি স্ব স্ব হিসাব ভঙ্গ হয় না—লেনদেন টাকায় বা জিনিস দিয়ে যেভাবেই করা হোক না কেন।

৩০. কোন ব্যবসায়ী যখন ব্যবসায়ের পুঁজি ছাড়াও বাড়ীতে যে কোন আকারে রূপা বা সোনা কিংবা নগদ টাকা সঞ্চয় করেন, সেগুলো তখন তাঁর সঞ্চিত বা সংরক্ষিত মূলধন বলে বিবেচিত হবে এবং যাকাতের হিসাব অবশ্যই মোট সম্পদ ধরে করতে হবে (অর্থাৎ ব্যবসায়ের পুঁজি এবং বাড়ীর সঞ্চয়), উভয়ের জন্যেই বছরকালের একটি হিসাব ধরতে হবে। অতএব, আলাদাভাবে উভয় যদি (ব্যবসায়ের পুঁজি এবং বাড়ীর সঞ্চয়) নিসাবের চেয়ে কমও হয়, তাদের যুক্ত মূল্য নিসাবের সমান বা তার চেয়ে বেশী হলে যাকাত অবশ্যই আদায় করতে হবে।

কেবল যদি ব্যবসায়ের পুঁজি এবং বাড়ীর সঞ্চয়ের দুইটি ভিন্ন হিসাব থেকে থাকে তাহলেই তাদের ভিন্ন ভিন্ন যাকাত দিতে হবে। যদি এ রকম ক্ষেত্রে বাড়ীর সঞ্চয় বা ব্যবসায়ের পুঁজি নিসাব অপেক্ষা কম হয় তাহলে তাদের পরিমাণ বা মূল্য নিসাবের সমপরিমাণ না হওয়া পর্যন্ত যাকাত-

www.pathagar.com

মুক্ত থাকবে। আর ঐ পরিমাণ যদি অপর পরিমাণের যাকাত দেয় হবার আগে করোপযোগী না হয় তবে (যাকাতের জন্যে) এর মূল্য অপর পরিমাণের সঙ্গে (যাকাত প্রদানের পরে) বছরকাল মালিকানাধীন থাকার সময় পূর্ণ হবার পরদিনই যুক্ত হবে। অতঃপর এই মিলিত সম্পদের জন্যে বছরকালের একটি আলাদা হিসাব শুরু করতে হবে।

৩১. বিদেশ থেকে আমদানীকৃত ব্যবসায়ের জিনিসের মূল্য নির্ধারণকালে (অর্থাৎ ক্রয়মূল্য) সেই সময়ে বর্তমান মুদ্রা বিনিময় হারের বিষয়টি যথাযথভাবে বিবেচনা করতে হবে। বাস্তবে খাটানো পরিমাণ অথবা যাকাত ন্যায্য হবার কালের ক্রয়মূল্য, যেটি কম হয় যাকাত তার উপরে হিসাব ধরে নির্ধারণ করতে হবে।

৩২. দায়বদ্ধ সম্পদ নিয়ন্ত্রণের আইনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কোন ঋণগ্রস্ত ব্যবসায়ীর ঋণের দায়ে বাঁধা পরিমাণের পুঁজির অংশটুকু (নগদ বা জমা) ঋণ পরিশোধিত না হওয়া পর্যন্ত যাকাতের দায়মুক্ত থাকবে।

ঋণ বা ঋণের অংশ পরিশোধিত হয়ে গেলে সম্পদের দায়বদ্ধতা আর থাকবে না বা পরিমাণে কমে আসবে এবং তখন ঋণমুক্ত পরিমাণের জন্যে বছরকালের একটি নতুন হিসাব শুরু করতে হবে, কেন না, তা তখন স্বাভাবিক যাকাত-করের অধীন হবে।

৩৩. ব্যবসা যদি এমন পরিমাণ পুঁজির সঙ্গে চুক্তিতে বদ্ধ থাকে যা নিসাব অপেক্ষা কম, অর্থাৎ যাকাতমুক্ত, কিন্তু পরবর্তীতে তা বৃদ্ধি পেয়ে যাকাতোপযোগী হয়, তাহলে সম্পদ যেদিন যাকাতোপযোগী হবে সেদিন থেকে বছরকালের হিসাব ধরতে হবে (অবশ্য সম্পদকে যাকাতোপযোগী করার জন্যে কোন সংরক্ষিত সম্পদ বা বাড়ীতে কোন ব্যক্তিগত সম্পদ যদি না থাকে)।

৩৪. ব্যবসায় যদি কোন ঋণের পুঁজির সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ থাকে তবে তা ঋণগ্রহীতার দিক থেকে ঋণবদ্ধ করোপযোগী সম্পদ আইনের অধীন হবে এবং ঋণদাতার দিক থেকে (অর্থাৎ ব্যবসায়ীর দিক থেকে) ঋণের দায়বদ্ধ সম্পদ আইনের অধীন হবে।

অতএব, যে কোন করোপযোগী সম্পদের মালিক যদি ঋণগ্রহীতা হন তবে তা ঋণ হিসাবে গৃহীত পরিমাণ পুঁজির নিকট দায়বদ্ধ থাকবে এবং ঐ পরিমাণ সম্পদ সাময়িকভাবে করমুক্ত থাকবে।

www.pathagar.com

ঋণ করা পুঁজি যেহেতু ঋণগ্রহীতার সম্পদ বলে পরিগণিত হয় না—করোপযোগী পরিমাণের হলেও না—তাই ঋণগ্রহীতাকে কোন অবস্থাতেই যাকাত দিতে হবে না। আসলে ঐ সম্পদ ঋণদাতার ন্যায্য সম্পদই থেকে যায় এবং তিনিই ঋণ আদায়ের পরে অতীতে কার্যকরভাবে তার যাকাত প্রদান করবেন।

ইমাম গাযযালীর মতে ব্যবসায় যখন ঋণকৃত পুঁজির সঙ্গেও চুক্তিবদ্ধ থাকে তখন যাকাত আদায়ের দায়িত্ব পড়ে ব্যবসায়ীর (বা ঋণগ্রহীতার) উপর। কিন্তু এই মত যাকাতের মৌলিক আইনের বিরোধী হয়, কেন না আইন অনুযায়ী যাকাত দেওয়া কেবল প্রকৃত মালিকের জন্যেই অত্যাবশ্যক।

ঋণরূপে গৃহীত পুঁজিতে যদিও আপত্তির কিছু থাকতে পারে না, (যদি ইসলামী আইন অনুযায়ী সুদ আদান-প্রদান না করা হয়) তবুও যথার্থ মালিকানাধীন পুঁজি না থাকলে ঋণদাতা এবং ব্যবসায়ীর মধ্যে একটা দশাসই অংশীদারিত্বের চুক্তি থাকা ভাল, যাতে লাভ বা লোকসান দুই-এরই দায়-দায়িত্ব উভয়ে গ্রহণ করেন।

৩৫. ব্যবসায়ের যাকাত নগদ টাকা বা দ্রব্য উভয় দ্বারা প্রদান করা যেতে পারে (দ্রব্য অর্থাৎ রূপা, সোনা, স্থানীয় মুদ্রা, ব্যবসায়ের জিনিস)। দ্রব্য দ্বারা প্রদান করা হলে গড়পড়তা ভাল মানের দ্রব্য দেওয়া উচিত। কিন্তু যাকাত প্রদানকারী কোন অবস্থাতেই নিজের একেবারে সবচেয়ে ভাল ভাল জিনিসগুলো দিয়ে দিবেন, এমনও হতে পারে না।

অপরপক্ষে আবার কুরআন শরীফের নিম্নলিখিত আয়াতের নির্দেশের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে নিম্নমানের জিনিসও যাকাতরূপে গৃহীত হতে পারে না।

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা যা উপার্জন কর এবং আমি যা ভূমি থেকে তোমাদের জন্যে উৎপাদন করে দিই তা থেকে যা উৎকৃষ্ট তা ব্যয় কর এবং তার নিকৃষ্ট বস্তু ব্যয় করার সঙ্কল্প করো না, যেহেতু তোমরা নিজেরা তা নিস্পৃহার সঙ্গে ছাড়া গ্রহণ কর না। এবং জেনে রাখ যে, আল্লাহ্ অভাব-মুক্ত, প্রশংসিত।" (সূরা বাকারা ঃ ২৬৭)

৩৬. মাদক দ্রব্য, নিশার জিনিস (ঔষধের জন্যে ব্যবহারেরগুলো ব্যতীত) শূকর ও শূকরের গোশ্ত, রক্ত, মরা প্রাণীর গোশ্ত, যবেহ্ না করা পশু-পাখীর গোশ্ত এবং আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন নামে যবেহ্ করা পশু-পাখীর গোশ্ত, জুয়া খেলার সরঞ্জামাদি, নোংরা যৌন পাঠসামগ্রী, ছবি

www.pathagar.com

এবং চলচ্চিত্র, যে সবের ব্যবহার দ্বারা সমাজ কলুষিত হয় বলে ইসলামী আইনে নিষিদ্ধ, সেগুলো মুসলমানের ব্যবসায়ের জিনিস হতে পারে না। সেগুলোর জন্যে কোন যাকাতও নেই। কোন মুসলমান এ সকল জিনিসের মালিক হতে গেলে সমাজ তাকে নিন্দা করে এবং তার ঐ ব্যবসায় ইসলামী আইনমতে শাস্তিযোগ্য হয়।

৩৭. কোন ব্যক্তি অসৎ কাজের জন্যে নিশ্চিতভাবে দোষী প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত ব্যবসায়ে খাটানো করোপযোগী সম্পদের প্রকৃত মালিকের সততা ও বিশ্বস্ততার প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস রাখতে হবে। সম্পদের হিসাব করে যাকাতের সঠিক পরিমাণ নির্ণয় করার দায়িত্ব সম্পদের মালিকের।

৩৮. ব্যবসায়ে খাটানো সম্পদ দ্বারা যদি (যাকাত ন্যায্য হবার পরে কিন্তু যাকাত আদায়ের আগে) ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্যে করমুক্ত জিনিস ক্রয় করা হয় বা তা উপহারস্বরূপ দেওয়া হয়, চুরি যায় বা হারানো যায়, তাহলে যাকাত প্রদানের দায়িত্ব থেকে যায় এবং সম্পদ বর্তমানে দখলে নেই সে অজুহাতে যাকাত না দেওয়া চলবে না। যাকাত আদায়ের সকল শর্তাবলী পূরা হলে (মালিকানাধীন থাকার বছরকাল সময় পূর্ণ হলে) যাকাত অবশ্যই প্রদান করতে হবে।

কিন্তু বছরকাল সময় পূর্ণ হবার আগেই যদি সম্পদ হস্তচ্যুত হয় (একদিন আগে হলেও) তাহলে যাকাত প্রদানের দায়-দায়িত্ব লোপ পাবে।

৩৯. যদি এমন প্রমাণিত হয় যে, যাকাত কর ফাঁকি দিবার উদ্দেশ্যে পরিকল্পিতভাবে সম্পদ হস্তান্তরিত করা হয়েছে বা হারানো বা ক্ষতি সাধিত হয়েছে বলে দেখানো হয়েছে তাহলে ঐ ব্যক্তি দোষী সাব্যস্ত হয়ে শাস্তিযোগ্য হবেন এবং তাঁর কাছ থেকে জবরদস্তি যাকাত আদায় করতে হবে।

গৃহপালিত পশুর যাকাত

যাকাত আইনের একটি উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে এই যে, কেবলমাত্র সেই সব গৃহপালিত পশুই যাকাত করাধীন হয় যেগুলোর সম্পূর্ণ বা পুরা-পুরি ব্যবহার হয়ে থাকে, যথা: উট, ষাঁড়, ভেড়া, ছাগল ও ঘোড়া।[১]

১. মাঠে চরানো ঘোড়ার যাকাতের আইন সম্বন্ধে আমরা ভিন্ন একটি অধ্যায়ে আলোচনা করেছি।

www.pathagar.com

কুরআন শরীফের নিম্নলিখিত আয়াত অনুসারে পুরাপুরি ব্যবহার অর্থে বুঝায় যে; পশুটি জীবিত থাকাকালে মানুষকে দুধ, বাচ্চা, পশম, ইত্যাদি এবং তার শ্রম প্রদান করে থাকে এবং যবেহ্ করলে তখন খাবারের জন্যে হালাল গোশ্‌ত এবং চামড়া, হাড়, শিং, ইত্যাদি পাওয়া যায়।

"এবং তিনি তোমাদের জন্যে গবাদি পশু সৃষ্টি করেছেন যেগুলো থেকে তোমরা শীতবস্ত্র ও উপকার পেয়ে থাক এবং যেগুলো থেকে তোমরা আহার্য পেয়ে থাক, এবং তোমরা যখন গোধূলির কালে সেগুলোকে চারণভূমি থেকে ঘরে নিয়ে এস এবং সকালবেলা যখন সেগুলোকে চারণভূমিতে নিয়ে যাও তখন তার সৌন্দর্য উপভোগ কর এবং সেগুলো তোমাদের ভার বহন করে নিয়ে যায় দূরদেশে যেখানে প্রাণান্তকর কষ্ট ব্যতীত তোমরা পৌঁছাতে পারতে না। তোমাদের প্রতিপালক দয়ার্দ্র, পরম দয়ালু।"

(সূরা নাহ্‌ল ঃ ৫-৭)

"এবং তিনি তোমাদের জন্যে পশুচর্মের তাঁবুর ব্যবস্থা করেন, তোমরা ভ্রমণকালে তা সহজে বহন করতে পার এবং অবস্থানকালে সহজেই খাটাতে পার, এবং তিনি তোমাদের জন্যে ব্যবস্থা করেন সেগুলোর পশম, লোম এবং কেশ থেকে কিছু সময়ের জন্যে ব্যবহার্য আরামের সামগ্রী।"

(সূরা নাহ্‌ল ঃ ৮০)

যে সকল গৃহপালিত পশু পুরাপুরি ব্যবহারের শর্ত পূরা করে না, যথা ঃ গাধা, খচ্চর, হাতী, কুকুর, ইত্যাদি, সেগুলো যাকাত করোপযোগী নয়। এ সকল প্রাণী ব্যবসায়ের সম্পদ হলেই কেবল তখন করোপযোগী হয়।

করোপযোগী গৃহপালিত পশু-সম্পদ এক বছরকাল মালিকানাধীন থাকার অত্যাবশ্যক শর্ত পূরণ করার আইনের নিয়ন্ত্রণাধীন হবে।

তদুপরি, যাকাত আইন অনুযায়ী কেবলমাত্র সে সকল প্রাণীই যাকাত করাধীন হয় যেগুলোকে বছরে অন্ততঃপক্ষে ছয় মাস চারণ করা হয়, অর্থাৎ যেগুলো মালিকের বিনা খরচে বা নামমাত্র খরচে পালন করা হয়। যে সকল প্রাণী মালিকের ব্যক্তিগত প্রয়োজন মিটানোর জন্যে পালন করা হয় (দুধ, ইত্যাদির জন্যে, আরোহণের জন্যে, বোঝা বহন করার জন্যে, হাল-চাষ, পানি তোলার জন্যে) এবং যেগুলো বছরে ছয় মাসের বেশী সময় গোয়ালে পালন করা হয়, সেগুলো সংখ্যায় যতই থাকুক না কেন, যাকাতমুক্ত থাকবে। কারণ গোয়ালে পালনের জন্যে স্বাভাবিকভাবেই সেগুলোর পিছনে অর্থব্যয় করতে হয়।

www.pathagar.com

মালিকী মাযহাবমতে যে সকল পশু যাকাত করাধীন সেগুলো যেহেতু স্বভাবতঃই চারণ করা, অতএব চারণ না করিয়ে গোয়ালে পালন করা হয়েছে সে কারণে সেগুলো যাকাত করমুক্ত হয়ে যেতে পারে না; অতএব হাল-চাষ, পানি তোলা, ইত্যাদি কাজে ব্যবহৃত হলেও যাকাত করাধীন হবে। কিন্তু যাকাত কেবলমাত্র উদ্বৃত্ত সম্পদের উপরেই ধার্য হয়ে থাকে এবং উদ্বৃত্ত তাকেই বলে যা প্রয়োজনের অতিরিক্ত।' এই বিবেচনায় হানাফী মাযহাবের গৃহীত মতই যথাযথ। বাস্তবিকই গোশালায় পালিত যে পশু আরোহণের জন্যে রাখা হয় অথবা দুধের জন্যে পালন করা হয়, নিশ্চয়ই সেগুলো মালিকের প্রয়োজনের উদ্বৃত্ত বলে গণ্য হতে পারে না। বরং গ্রাম এলাকায় এ সকল পশু মালিকের জন্যে অত্যাবশ্যক এবং সে বিবেচনায় আইনতঃ এগুলোর উপর যাকাত কর আরোপই করা যায় না।

যাকাত আইন অনুযায়ী কর আরোপ করার জন্যে পশুকে কয়েকটি সাধারণ শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে এবং এক একটি সাধারণ শ্রেণীর জন্যে এক একটি যাকাতের হার, নিসাব ও করের সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে। যে সকল প্রধান প্রধান উৎস থেকে এই নিয়মগুলো নির্ধারিত হয়েছে সেগুলো হল: (ক) মু'আয ইব্‌ন জাবালকে ইয়ামনের শাসক নিযুক্ত করার কালে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাঁকে যে নির্দেশ প্রদান করেন; (খ) আমর ইবন হাযম-এর প্রতি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর প্রদত্ত নির্দেশ; (গ) প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর (রাঃ) আনাস ইব্‌ন মালিককে বাহ্‌রাইন প্রেরণের কালে যে নির্দেশ প্রদান করেছিলেন (ইমাম বুখারী কর্তৃক উমামা থেকে এবং তৎকর্তৃক আনাস ইব্‌ন মালিক থেকে বর্ণিত); (ঘ) আবূ সাঈদ খুদরী এবং জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ থেকে বর্ণিত উপরোল্লেখিত হাদীস, যাতে নিসাব ও করের সীমা সম্বন্ধে যাকাত আইনের গুরুত্ব বর্ণিত হয়েছে।

দুঃখের বিষয় কৃষিজ সম্পদ বা রূপার ক্ষেত্রে নিসাব নির্ধারণের যে নিয়ম, উট, ষাঁড়, ভেড়া ও ছাগলের জন্যে তার ঠিক বিপরীত ভিন্ন ভিন্ন নিসাব নির্ধারণের সঠিক কারণ ও উদ্দেশ্য কি তা ব্যাখ্যা করার কোন প্রমাণ আমাদের হাতে নেই। হতে পারে যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সময়ে এই ভিন্ন ভিন্ন নিসাব কোন আনুপাতিক মূল্য বহন করত। কিন্তু তা সঠিকভাবে জানা যায় না। যাই হোক, এই প্রচলিত হারগুলো, নিসাব এবং করের সীমা যেহেতু বিভিন্ন ইসলামী মাযহাব কর্তৃক সাধারণভাবে স্বীকৃত হয়ে

www.pathagar.com

এসেছে তাই এদের বিন্দুমাত্র পরিবর্তন করাও উচিত হবে না। যাকাত আইনের পুরানা সংস্করণ অনুযায়ী গৃহপালিত পশুর যাকাত সম্বন্ধে একটি বিষয় রয়েছে যাকে যাকাত আইনের মূল আদর্শের সঙ্গে একই সমান্তরালে আনা অত্যাবশ্যক : আইনের পুরানা সংস্করণ অনুযায়ী পশুর পালের যে বৃদ্ধি ঘটে তা মালিকের দখলে পূর্ণ এক বছরকাল থাকার আগেই যাকাত করোপযোগী হয়। এই মত অবশ্যই আরেকটি ভুল বুঝাবুঝির বিষয়, এবং তা সুবিখ্যাত আইন ব্যাখ্যাতাগণেরও যাকাত আইনের এক অতি গুরুত্বপূর্ণ নীতির বিষয়ে দৃষ্টিভ্রমের কারণ। এর ফলে তাঁরা কেবলমাত্র নির্দিষ্ট উদ্বৃত্ত সম্পদের উপরই করারোপ না করে আয়ের উপরও আরোপ করেন।

অতএব, বিভিন্ন মাযহাবের যুক্তিসমূহ বিশ্লেষণ করার কালে একটা বিষয় মনে রাখতে হবে যে, যে কোন সম্পদ পূর্ণ এক বছরকাল মালিকের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকাটাকে যে যাকাত করারোপের অত্যাবশ্যক শর্ত করা হয়েছে তা নিশ্চিতভাবে এটাই প্রমাণ করার জন্যে যে, ঐ সম্পদ প্রকৃত মালিকের প্রয়োজনের উদ্বৃত্ত। অন্য কথায়, যাকাতের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে দেখলে প্রয়োজনের অতিরিক্ততাই কোন সম্পদের যাকাত করোপযোগিতা নির্ধারণ করে থাকে। হানাফী মাযহাব এই বিষয়টিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেছে; এই মাযহাবের আলিমগণের মতে, এক বছরকাল মালিকানাধীন থাকার একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে "(পশুর পালকে) বাড়তে দেওয়া", তাই ন্যায্য মালিকের নিয়ন্ত্রণে পূর্ণ এক বছরকাল থাকার আগেই যাকাত করাধীন করাকে তাঁরা সঙ্গত মনে করেন।

হানাফী মাযহাব আরও যুক্তি প্রদর্শন করে যে, প্রতিটি বৃদ্ধির জন্যে এক বছরকালের হিসাব ধরা অত্যন্ত অসুবিধাজনক; যেমন কোন ব্যক্তির যদি এমনসংখ্যক পশুর পাল থাকে যা ঐ শ্রেণীর পশুর জন্যে নির্ধারিত নিসাবের সমপরিমাণ বা বেশী হয় এবং সেগুলো মালিকানাধীন থাকার সময়ে ঐ ব্যক্তি যদি একই ধরনের আরও পশু সংগ্রহ করেন তাহলে মূল-সংখ্যক পশুর যাকাত যখন দেয় হবে তখন ঐ পরবর্তীতে সংগৃহীত পশু-গুলোরও যাকাত ধরতে হবে—সেগুলো যে কয়দিন ধরেই মালিকের অধিকারে থেকে থাকুক না কেন; একদিন সময় হলেও, একদিন কম এক বছর হলেও।

তদুপরি হানাফী মাযহাব মতে, পশুপালের যাকাত নির্ধারণ করার সময়ে কোন পালে যদি পূর্ণবয়স্ক পশু থাকে তবে সেইসঙ্গে তাদের শাবক-

www.pathagar.com

গুলোও হিসাবে ধরতে হবে। অনেকগুলো শাবক আর তাদের সঙ্গে মাত্র একটি পূর্ণবয়স্ক পশু থাকলেও এই একই গণনার নিয়ম হবে।[১]

এই পদ্ধতি অনুযায়ী একটি সদ্যপ্রসূত শাবকও একপাল পশুর যাকাত নির্ণয়ের জন্যে নির্ধারক হতে পারে। যাকাত আইনের মূলনীতির সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া ছাড়াও এই পরিস্থিতিটা যাকাত প্রদানকারীর প্রতি অবিচারের সামিল হয়, অতএব তা ইসলামী ন্যায়নীতির যে মর্মবাণী তার দ্বিগুণ বহির্ভূত হয়ে পড়ে।

হানাফী মাযহাব অপর যে একটি যুক্তি অনুযায়ী পশুশাবককে পূর্ণ—বয়স্ক পশুর মতই একইরূপ যাকাত করোপযোগী বিবেচনা করে সে বিষয়টি হচ্ছে শাবককে খুঁতযুক্ত পশুর সমতুল্য জ্ঞান করা। খুঁতযুক্ত পশুর মূল্য বা উপকারিতা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয় না, তাই যাকাত কর নির্ধারণকালে ভাল-গুলোর সঙ্গে খুঁতযুক্তগুলোকেও গণনা করতে হবে। এই যুক্তির জবাবে অবশ্যই বলতে হবে যে, এক বছরের কম বয়স্ক একটি পশুশাবকের সঙ্গে কিছুটা দৈহিক খুঁতযুক্ত পূর্ণয়বস্ক একটি পশুর (যার এখনও মূল্য রয়েছে, যা থেকে প্রকৃত মালিক এখনো কিছুটা উপকার পেতে পারেন) আদৌ কোন তুলনা হতে পারে না। ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে, মূল বিষয়টি হচ্ছে যাকাত আইনের আদর্শ অনুসারে কর নির্ধারণ করা, এবং উক্ত আদর্শের কোন প্রকার ব্যাখ্যা অনুসারেই যে শ্রেণীর সম্পদ এক বছরকাল মালিকানাধীন থাকাটা করোপযোগী হবার আবশ্যিক পূর্বশর্ত, সেই সম্পদকে এক বছর সময় পূর্ণ হবার আগে আইনসঙ্গতভাবে যাকাত করাধীন করা যায় না।

এটা চিত্তাকর্ষক যে, হানাফী মাযহাবের এই মতের সঙ্গে ইমাম শাফি'ঈ এবং ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল একমত নন। ইমাম আবূ হানীফার মতে কিনা পশু, উপহার হিসাবে পাওয়া পশু, উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া পশু এবং পালের পশুর সঙ্গে শাবককেও একই দৃষ্টিতে দেখতে হবে। ব্যবসা করে যে লাভ পাওয়া যাবে তা-ও যাকাত করাধীন হবে। কিন্তু ইমাম শাফি'ঈ এবং ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বলের মতে পালের পশুর সংখ্যা যদি

১. এক বছরের কম বয়স্ক শাবকের যাকাত নির্ধারণের জন্যে ইমাম আবূ ইউসুফ মেষশাবকের ক্ষেত্রে ৪০টি এবং উট শাবকের ক্ষেত্র ২৫টি নির্দিষ্ট করেছেন। তাঁর মতে উক্তসংখ্যক প্রতি ক্ষেত্রে একটি করে শাবক যাকাত দিতে হবে। ইমাম শাফি'ঈও বলেন যে, একটি শাবক দিতে হবে।

www.pathagar.com

শাবক দ্বারা বৃদ্ধি না পেয়ে ক্রয়, উপহার বা উত্তরাধিকার দ্বারা বৃদ্ধি পায়—তাহলে নতুন অর্জিত পশুগুলোর জন্যে বছরকালের আলাদা আলাদা হিসাব ধরতে হবে।[১]

অপরপক্ষে ইমাম মালিক ইমাম আবূ হানীফার মত সমর্থন করেন। তাঁরও মতে কোন ব্যক্তি নিসাবের সমপরিমাণ বা তার চেয়ে বেশী পশু সম্পদের মালিক হলে হিসাবের এক বছরকাল সময়ের মধ্যে ক্রয়, উপহার বা উত্তরাধিকার দ্বারা উক্ত পশু সম্পদ বৃদ্ধি পেলে, মূল পশুর যাকাত নির্ধারণকালে নতুন অর্জিত পশুগুলোকেও তার সঙ্গে একই হিসাবের অধীনে ধরতে হবে; নতুন অর্জিতগুলোর এক বছরকাল পূর্ণ হোক বা না হোক।

উপরের আলোচনা থেকে স্পষ্টই বুঝা যায় যে যাকাত আইনের আদি ব্যাখ্যাতাগণ করোপযোগী সম্পদের এক বছরকাল মালিকানাধীন থাকার প্রকৃত গুরুত্বকে ততটা বড় জ্ঞান করেননি। এই সত্যটি এবং বহুগুণ হিসাবের সমস্যার প্রতি তাঁদের অনীহার ভাবহেতু তাঁরা একটি সহজ পথ বেছে নেন—যদিও তা যাকাত আইনের আদর্শ এবং মর্মবাণীকে পরিত্যাগের বিনিময়ে। কারণ গৃহপালিত পশুর ক্ষেত্রে করারোপের আগে এক বছরকাল মালিকানাধীন থাকার অত্যাবশ্যক আইন অনুযায়ী, এক বছরের কম বয়স্ক শাবকের উপর যাকাত কর ধার্য করা যায় না।

উপরে বলা হয়েছে যে, পশুর পাল বৃদ্ধি পেতে পারে শাবকের জন্ম হলে, বা ক্রয়, উত্তরাধিকার বা উপহাররূপে পাওয়া পশু দ্বারা।

শাবকের জন্ম প্রসঙ্গে যাকাত আইনের একটি আবশ্যিক বিবেচনার বিষয় হচ্ছে এই যে, প্রাণীর জন্ম-মৃত্যু মানুষের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণাধীন নয়। সব শাবক একই দিনে জন্মায়ও না, এমন কোন নিশ্চয়তাও নেই যে, যেগুলোর জন্ম হয় সেগুলো সবই জীবিত থাকবে এবং এক বছর বয়সকাল যাবত মালিকের কর্তৃত্বাধীনে জীবিত থাকবে। অতএব, এমন একটি যাকাত কর পদ্ধতি উদ্ভাবন করতে হবে যা একদিকে যাকাতের মূলনীতির সঙ্গে পুরাপুরি সঙ্গতিপূর্ণ হবে এবং অপরদিকে, যাকাতদাতার স্বার্থও রক্ষা করবে। যাকাতদাতা যেন নিজ দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে পারেন উদ্ভাবিত পদ্ধতিতে তারও সুযোগ থাকতে হবে।

১. ইমাম শাফি'ঈ এবং ইমাম হাম্বল বহুগুণ হিসাবের নীতি স্বীকার করেন।

www.pathagar.com

হানাফী মাযহাবের আপত্তিটি সঠিক যে, পালের পশুসংখ্যার প্রতিটি বৃদ্ধির জন্যে আলাদা হিসাব রক্ষা করা খুবই কঠিন। কিন্তু যাকাত আইনেই যেহেতু এক বছরের কম বয়স্ক শাবকের উপর কর আরোপ করা নিষিদ্ধ রয়েছে, তাই প্রচলিত করারোপ পদ্ধতি আর টিকতে পারে না।

যে যুক্তিসঙ্গত ও সন্তোষজনক উপায়ে এই অসুবিধা দূর করা যায় তা হল গৃহপালিত পশুর জন্যে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে যাকাতের প্রচলন করা। অনুরূপ পদ্ধতি থাকলে নিশ্চিত হতে পারা যাবে যে, কোন একপাল পশু কোন অবস্থাতেই এত শাবক জন্ম দিবে না যে, চারটির বেশী বছরকালীন হিসাব দরকারী হবে; তাছাড়া প্রতিক্ষেত্রেই তিনমাস সময়ের সুযোগ থেকে যাবে যা দ্বারা সত্যিকারের করোপযোগী বৃদ্ধি অর্থাৎ মালিকের নিয়ন্ত্রণে ঠিক কতগুলো পশু সত্যি সত্যি এক বছরকাল যাবত বর্তমান ছিল তা নির্ণয় করা যাবে এবং আপাতবৃদ্ধি, অর্থাৎ তিন মাস সময়ের মধ্যে যত-সংখ্যক পশু সংযোজিত হয়েছে তাদের জন্যে ভিন্ন হিসাব শুরু করতে হবে।

তিন মাস পূর্ণ হয়ে গেলে এবং আপাতবৃদ্ধি জানা গেলে প্রতিটি হিসাব শুরু করতে হবে, আর যাকাত দেয় হবে পরবর্তী বছরের সংশ্লিষ্ট সময়ের শেষ তারিখে। যেমন, ১লা জানুয়ারী ও ৩১শে মার্চ তারিখের মধ্যবর্তী সময়ে যে সকল পশু অর্জন করা হবে তাদের বছরকালের হিসাব ধরতে হবে পরবর্তী বছরের ১লা এপ্রিল থেকে ৩১শে মার্চ সময়ের মধ্যে, যখন যাকাত ন্যায্য হবে। সে হিসাবে যাকাত ন্যায্য হবার কালে কর কেবলমাত্র সেই পশু-সম্পদের উপর ধার্য হবে যেগুলো নাকি শেষ যাকাত আদায়ের পরদিন থেকে অথবা দখল করার দিন থেকে (এক বছরের কম সময় ধরে নয় এবং এক বছর তিন মাসের বেশী সময় নয়) কার্যকরভাবে যথার্থ মালিকের নিয়ন্ত্রণে ছিল। যে সকল পশু হিসাব শুরু করার কালে সদ্য-প্রসূত ছিল বলে তিন মাসের কম বয়স্ক, অথবা যে সকল পশু ক্রয়, উপহার বা উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করা হয়েছে বিধায় হিসাবাধীন হয়েছে সেগুলো সময়সীমা পূর্ণ হবার পরে স্বাভাবিকভাবেই হিসাবের অধীন হবে। তারপর একই শ্রেণীর পশুর মোট সংখ্যা যদি নিসাবের সমান বা তার বেশী হয় তবে তাদের যাকাত দিতে হবে।

ভিন্ন হিসাবের অধীনে এক এক শ্রেণীর পশুকে সঠিকভাবে চিনবার সহজ উপায় হচ্ছে প্রত্যেকটি পশুকে চিহ্ন দিয়ে রাখা। যাকাত পদ্ধতিতে

www.pathagar.com

এরূপ স্বীকৃতি রয়েছে যে, পশু যে বছরের হিসাবের অধীন সেই বছরের তিন মাসকালের চিহ্ন তার গায়ে থাকবে।

ত্রৈমাসিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত উপরে উল্লেখিত যাকাত কর পদ্ধতি দ্বারা হানাফী মাযহাবের আপত্তির (যে প্রতিটি বৃদ্ধির জন্যে আলাদা আলাদা বছরকালের হিসাব রক্ষা করা কঠিন) সমাধান হয়ে যায় এবং যাকাত-দাতার স্বার্থও পুরাপুরি রক্ষিত হয়। কেন না সেই সম্পদের উপরই কেবল যাকাত ধার্য করা হয় যা নাকি যথাযথভাবে উদ্বৃত্ত বলে চিহ্নিত।

মাঠে চরানো উটের যাকাত করের সীমা এবং যাকাতের হার

জাতভেদ নির্বিশেষে সকল মাঠে চরানো উটের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত যাকাতকরের সীমা এবং হার প্রযোজ্য হবে। আরবী, ব্যাকট্রিয় এবং আমেরিকান (অর্থাৎ গুয়ানাকো বা পেরুর গৃহপালিত লামা এবং আল-পাকা) এই সকল শ্রেণীর উটই এর অন্তর্ভুক্ত। কাজেই একপাল উটের মধ্যে একাধিক জাতের উট থাকলেও তাতে যাকাতের কোন হেরফের হবে না। অনুরূপভাবে, যাকাতদাতাও যে কোন জাতের উট দিয়ে যাকাত আদায় করতে পারেন, কেবল উট স্ত্রী কি পুরুষ এবং তার বয়স যাকাতের শর্তানুযায়ী হতে হবে।

রসূলুল্লাহ্ (সা.) মাঠে চরানো উটের নিসাব নির্ধারণ করেছিলেন ৫টি। ৫টির কমসংখ্যক হলে যাকাতমুক্ত থাকবে। প্রকৃত মালিকের অধিকারে ৫টি উট এক বছরকাল যাবত থাকলে তার যাকাত ধার্য হবে (এক বছরের কম বয়স্ক নয় এমন) একটি বকরী বা একটি ভেড়া।[১]

বিস্তারিত যাকাত করের সীমা এবং সংশ্লিষ্ট যাকাতের হার নিম্নরূপ:[২]

উটের সংখ্যা		যাকাতের হার
করের সীমা	যাকাতমুক্ত অবকাশ	
—	১ থেকে ৪	যাকাতমুক্ত

---

১. আরবী শা'ত (شاة) শব্দদ্বারা যাকাত আইনের ক্ষেত্রে স্ত্রী বা পুরুষ উভয় শ্রেণীর বকরী বা ভেড়া দুই-ই বোঝায়।

২. যে তালিকা দেওয়া হল তা হানাফী মাযহাবের নির্দেশের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।

www.pathagar.com

উটের সংখ্যা করের সীমা	যাকাতমুক্ত অবকাশ	যাকাতের হার
৫	৬ থেকে ৯	কমপক্ষে ১ বছর বয়স্ক (স্ত্রী বা পুরুষ) ১টি ভেড়া বা ১টি বকরী
১০	১১ থেকে ১৪	কমপক্ষে ১ বছর বয়স্ক (স্ত্রী বা পুরুষ) ২টি ভেড়া বা ২টি বকরী
১৫	১৬ থেকে ১৯	কমপক্ষে ১ বছর বয়স্ক (স্ত্রী বা পুরুষ) ৩টি ভেড়া ব। ৩টি বকরী
২০	২১ থেকে ২৪	কমপক্ষে ১ বছর বয়স্ক (স্ত্রী বা পুরুষ) ৪টি ভেড়া বা ৪টি বকরী
২৫	২৬ থেকে ৩৫	২ বছরে পড়েছে এমন ১টি উটনী
৩৬	৩৭ থেকে ৪৫	৩ বছরে পড়েছে এমন ১টি উটনী
৪৬	৪৭ থেকে ৬০	৪ বছরে পড়েছে এমন ১টি উটনী
৬১	৬২ থেকে ৭৫	৫ বছরে পড়েছে এমন ১টি উটনী
৭৬	৭৭ থেকে ৯০	৩ বছরে পড়েছে এমন ২টি উটনী
৯১	৯২ থেকে ১২৪[১]	৪ বছরে পড়েছে এমন ২টি উটনী
১২৫	১২৬ থেকে ১২৯	৪ বছরে পড়েছে এমন ২টি উটনী এবং কমপক্ষে ১ বছর বয়স্ক (স্ত্রী বা পুরুষ) ১টি ভেড়া বা ১টি বকরী

---

১. ১২০টির বেশী উটের যাকাতের সীমা এবং হার সম্বন্ধে ইমাম মালিক এবং ইমাম শাফি'ঈ উভয়েই হানাফী মাযহাব থেকে ভিন্ন মত পোষণ করেন। ইমাম মালিকের মতে ১২১-এর পর থেকে উটের সাধারণ হিসাব হবে ৪০, ৫০, এভাবে, তাহলে প্রতি করের সীমার পরে ৯টি করে উট যাকাত মুক্ত অবকাশলাভ করবে। প্রতি ৪০টি উটের জন্যে যাকাত হবে ৩ বছরে পড়েছে এমন একটি উটনী আর প্রতি ৫০টি উটের জন্যে যাকাত হবে ৪ বছরের পড়েছে এমন একটি উটনী।

ইমাম শাফি'ঈর মতে ১২১-১২৯ টি উটের জন্যে যাকাত হবে ৩ বছরে পড়েছে এমন ৩টি উটনী। ১৩০টি উটের জন্যে যাকাত হবে ৪ বছরে পড়েছে এমন একটি এবং ৩ বছরে পড়েছে এমন ২টি উটনী। তার পরে হিসাব হবে ৪০, ৫০ এভাবে, যাতে

www.pathagar.com

উটের সংখ্যা		যাকাতের হার
করের সীমা	যাকাত মুক্ত অবকাশ	
১৩০	১৩১ থেকে ১৩৪	৪ বছরে পড়েছে এমন ২টি উটনী এবং কমপক্ষে ১ বছর বয়স্ক (স্ত্রী বা পুরুষ) ২টি ভেড়া বা ২টি বকরী
১৩৫	১৩৬ থেকে ১৩৯	৪ বছরে পড়েছে এমন ২টি উটনী এবং কমপক্ষে ১ বছর বয়স্ক ৩টি ভেড়া বা ৩টি বকরী
১৪০	১৪১ থেকে ১৪৪	৪ বছরে পড়েছে এমন ২টি উটনী এবং কমপক্ষে ১ বছর বয়স্ক ৪টি ভেড়া বা ৪টি বকরী
১৪৫	১৪৬ থেকে ১৪৯	৪ বছরে পড়েছে এমন ২টি উটনী এবং ২ বছরে পড়েছে এমন ১টি উটনী।
১৫০	১৫১ থেকে ১৫৪	৪ বছরে পড়েছে এমন ৩টি উটনী
১৫৫	১৫৬ থেকে ১৫৯	৪ বছরে পড়েছে এমন ৩টি উটনী এবং কমপক্ষে ১ বছর বয়স্ক ১টি ভেড়া বা ১টি বকরী
১৬০	১৬১ থেকে ১৬৪	৪ বছরে পড়েছে এমন ৩টি উটনী এবং কমপক্ষে ১ বছর বয়স্ক ২টি ভেড়া বা ২টি বকরী
১৬৫	১৬৬ থেকে ১৬৯	৪ বছরে পড়েছে এমন ৩টি উটনী এবং কমপক্ষে ১ বছর বয়স্ক ৩টি ভেড়া বা ৩টি বকরী

প্রতি করসীমার পরে ৯ টি উট যাকাতমুক্ত অবকাশলাভ করতে পারে। যাকাতের হার ইমাম মালিকের নির্দেশিত হারের অনুরূপ।

এই হিসাব অনুযায়ী ১৪০ থেকে ১৪৯ টি উটের যাকাত হচ্ছে ৪ বছরে পড়েছে এমন ১টি উটনী এবং ৩ বছরে পড়েছে এমন ২টি উটনী। তুলনামূলকভাবে হানাফী মাযহাবমতে ১৪০ থেকে থেকে ১৪৪ টি উটের যাকাত হল ৪ বছরে পড়েছে এমন ২ টি উটনী এবং ৪ টি ভেড়া বা ৪টি বকরী; তারপর ১৪৫ থেকে ১৪৯ টি উটের যাকাত হল ৪ বছরে পড়েছে এমন ২ টি উটনী যোগ ২ বছরে পড়েছে এমন একটি উটনী। ইমাম মালিকের গণনা পদ্ধতি গৃহপালিত পশুর যাকাত সম্বন্ধে দ্বিতীয় খলিফা উমর ইবনুল-খাত্তাব-এর লিখিত নির্দেশ ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত বলে মনে করা হলেও আসলে শাফি'ঈ এবং মালিকী এই উভয় পদ্ধতিই রসূলুল্লাহ্ (সা.) কর্তৃক পূর্বে প্রদত্ত একটি নির্দেশভিত্তিক; আর হানাফী মত রসূলুল্লাহ্ (সা.) কর্তৃক আরো পরে আমর ইবন হাযমকে প্রদত্ত একটি নিশ্চিত আদেশভিত্তিক।

www.pathagar.com

উটের সংখ্যা করের সীমা	যাকাতমুক্ত অবকাশ	যাকাতের হার
১৭০	১৭১ থেকে ১৭৪	৪ বছরে পড়েছে এমন ৩টি উটনী এবং কমপক্ষে ১ বছর বয়স্ক ৪টি ভেড়া বা ৪টি বকরী
১৭৫	১৭৬ থেকে ১৮৫	৪ বছরে পড়েছে এমন ৩টি উটনী এবং ২ বছরে পড়েছে এমন ১টি উটনী
১৮৬	১৮৭ থেকে ১৯৫	৪ বছরে পড়েছে এমন ৩টি উটনী এবং ৩ বছরে পড়েছে এমন ১টি উটনী
১৯৬	১৯৭ থেকে ২০৪	৪ বছরে পড়েছে এমন ৪টি উটনী অথবা ৩ বছরে পড়েছে এমন ৫টি উটনী
২০৫	২০৬ থেকে ২০৯	৪ বছরে পড়েছে এমন ৪টি উটনী এবং কমপক্ষে ১ বছর বয়স্ক ২টি ভেড়া বা ১টি বকরী
২১০	২১১ থেকে ২১৪	৪ বছরে পড়েছে এমন ৪টি উটনী এবং কমপক্ষে ১ বছরে পড়েছে এমন ২টি ভেড়া বা ২টি বকরী
২১৫	২১৬ থেকে ২১৯	৪ বছরে পড়েছে এমন ৪টি উটনী এবং কমপক্ষে ১ বছর বয়স্ক ৩টি ভেড়া বা ৩টি বকরী
২২০	২২১ থেকে ২২৪	৪ বছরে পড়েছে এমন ৪টি উটনী এবং কমপক্ষে ১ বছর বয়স্ক ৪টি ভেড়া বা ৪টি বকরী
২২৫	২২৬ থেকে ২৩৫	৪ বছরে পড়েছে এমন ৪টি উটনী এবং ২ বছরে পড়েছে এমন ১টি উটনী
২৩৬	২৩৭ থেকে ২৪৫	৪ বছরে পড়েছে এমন ৪টি উটনী এবং ৩ বছরে পড়েছে এমন ১টি উটনী
২৪৬	২৪৭ থেকে ২৫৪	৪ বছরে পড়ছে এমন ৫টি উটনী।

www.pathagar.com

২৫৫টির পর থেকে প্রতি ৫০টি উটের হিসাব নীচের ছকে দেওয়া গেল। করের সীমা ও হারের এই একই হিসাবের মাপ নিম্নলিখিতভাবে প্রয়োগ করতে হবেঃ ২৫৫ থেকে ২৫৯টি উট থেকে ২৯৬ থেকে ৩০০টি উট পর্যন্ত, ৩০৫ থেকে ৩০৯টি উট থেকে ৩৪৬ থেকে ৩৫০টি উট পর্যন্ত, ৩৫৫ থেকে ৩৫৯টি উট থেকে ৩৯৬ পর্যন্ত, ৪০০টি উট পর্যন্ত, ইত্যাদি।

উটের সংখ্যা		যাকাতের হার
করের সীমা	যাকাতমুক্ত অবকাশ	
৫	৬ থেকে ৯	কমপক্ষে ১ বছর বয়স্ক ১টি ভেড়া বা ১টি বকরী (পুরুষ বা মাদী)
১০	১১ থেকে ১৪	,, ,, ,, ২টি ভেড়া বা ২টি বকরী
১৫	১৬ থেকে ১৯	,, ,, ,, ৩টি ভেড়া বা ৩টি বকরী
২০	২১ থেকে ২৪	,, ,, ,, ৪টি ভেড়া বা ৪টি বকরী
২৫	২৬ থেকে ৩৫	২ বছরে পড়েছে এমন ১টি উটনী
৩৬	৩৭ থেকে ৪৫	৩ বছরে পড়েছে এমন ১টি উটনী
৪৬	৪৭ থেকে ৫০	৪ বছরে পড়েছে এমন ১টি উটনী।

এ রকমভাবে ৫৯৬ থেকে ৬০০টি উটের জন্যে যাকাত হবে ৪ বছরে পড়েছে এমন ১২টি উটনী। ৭১০ থেকে ৭১৪টি উটের জন্যে যাকাত হবে ৪ বছরে পড়েছে এমন ১৪টি উটনী এবং কমপক্ষে ১ বছর বয়স্ক ২টি ভেড়া বা ২টি বকরী। ৭৩৬ থেকে ৭৪৫টি উটের জন্যে যাকাত হবে ৪ বছরে পড়েছে এমন ১৪টি উটনী এবং ৩ বছরে পড়েছে এমন ১টি উটনী।

মাঠে চরানো ভেড়া ও বকরীর করের সীমা এবং যাকাতের হার

ভেড়া ও বকরীকে আরবীতে বলা হয় গানাম (غنم)। তাই যাকাত আইন অনুযায়ী মাঠে চরে বেড়ানো সকল ভেড়া ও বকরীর জন্যে একই যাকাত করের সীমা এবং একই যাকাতের হার প্রযোজ্য হয়ে থাকে—সেগুলোর জাত যাই হোক না কেন।

তদুপরি, ভেড়া ও বকরীর মালিক যখন একই ব্যক্তি হন এবং সেগুলো যখন একই হিসাবের অধীন হয় তখন পালের সকল ভেড়া ও বকরীকে একত্রে ধরে সেগুলোর মোট সংখ্যার উপর যাকাত ধার্য করা হয়।

www.pathagar.com

একটি পালে একাধিক ভেড়া ও বকরী থাকলে তার জন্যে যাকাত নির্ধারণের কোন হেরফের হয় না। অনুরূপভাবে, যাকাতদাতাও তাঁর নিজের ইচ্ছামত ভেড়া বা বকরী দিয়ে যাকাত আদায় করতে পারেন, কেবল বয়সের শর্ত পূর্ণ হতে হবে।

একটি যঈফ হাদীসে আছে, ভেড়া ও বকরীর যাকাত সম্বন্ধে হযরত মুহম্মদ (সা.) বলেছেন যে, انما حقنا الجذعة و الثني যা থেকে মুহম্মদ ইবনুল হাসানসমেত কিছুসংখ্যক আলিম ধরে নিয়েছেন যে, এক বছরের কম বয়স্ক পশুও যাকাত হিসাবে প্রদান করা যেতে পারে। যে সকল আলিম এই হাদীসটিকে সহীহ্ বলে জ্ঞান করেন তাঁরা 'জাযআ' ((جذعة)) শব্দটির অর্থ ধরেছেন, "ছয়মাস থেকে এক বছর বয়স্ক বাচ্চা ভেড়া বা বকরী"; আসলে এই শব্দটি দিয়ে ৫ বছরে পড়েছে এমন উটনীও বুঝায়। সে কারণে অধিকাংশ আইন ব্যাখ্যাতাই ধরে নিয়েছেন যে হাদীসটি যদি আদৌ সহীহ্ হয়ে থাকে তাহলে 'জায্আ শব্দটি দিয়ে "৫ বছরে পড়েছে এমন উটনীকে বুঝতে হবে; ১ বছরের কম বয়স্ক ভেড়া বা বকরীর বাচ্চা নয়।" এই হাদীসটি দিয়ে তাহলে যাকাত হিসাবে প্রদত্ত পশুর সর্বোচ্চ বয়স বুঝানো হয়েছে এবং এটির পাঠ এরূপ হবেঃ "নিশ্চয়ই আমাদের অধিকার রয়েছে ৫ বছর বয়স থেকে ১ বছরের বাচ্চা পর্যন্ত," এবং এরূপ হবে না "নিশ্চয়ই আমাদের অধিকার রয়েছে ৬ মাস বয়সের থেকে ১ বছর বয়সের পর্যন্ত।"

শেষের অর্থের স্বপক্ষে যুক্তি দেখিয়ে বলা হয় যে, ১ বছরের কম বয়স্ক ভেড়া ও বকরী যবেহ করা যায়, সেগুলো দ্বারা মানত প্রদান করা যায়, তাই যাকাত হিসাবেও সেগুলো গৃহীত হওয়া উচিত। কিন্তু যাকাত আইন যে নির্দিষ্ট আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত, যার পূর্বশর্ত হচ্ছে সম্পদ পূর্ণ এক বছরকাল ধরে মালিকানাধীন থাকা, সে কথাটি বিবেচনা করলেই এবং আরেকটু বিবেচনা করলে যে যাকাত করাধীন সম্পদের মাল দিয়েই যাকাত আদায় করা বাঞ্ছনীয়, তখন পরিষ্কার হয়ে যায় যে এক বছরের কম বয়স্ক শাবক দিয়ে যাকাত আদায় হতে পারে না, কারণ সেগুলো যাকাত করাধীন হবার শর্তই পূর্ণ করে না।

রসূলুল্লাহ্ (সা.) কর্তৃক নির্ধারিত ভেড়া ও বকরীর নিসাব হচ্ছে ৪০টি। ৪০-এর কম হলে তা যাকাত করমুক্ত। বিস্তারিত যাকাত করের সীমা এবং যাকাতের হার নীচে দেওয়া হল[১] ঃ

১. এখানে যে তালিকা দেওয়া হল তা মালিকী মাযহাবের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।

www.pathagar.com

ভেড়া-বকরীর সংখ্যা		যাকাতের হার
করের সীমা	যাকাতমুক্ত অবকাশ	
—	১ থেকে ৩৯	যাকাত করমুক্ত
৪০	৪১ থেকে ১২০	কমপক্ষে ১ বছর বয়স্ক ১টি ভেড়া বা বকরী
১২১	১২২ থেকে ২০০	কমপক্ষে ১ বছর বয়স্ক ২টি ভেড়া বা ২টি বকরী
২০১	২০২ থেকে ৩০০[১]	কমপক্ষে ১ বছর বয়স্ক ৩টি ভেড়া বা ৩টি বকরী
৩০১	৩০২ থেকে ৪০০	কমপক্ষে ১ বছর বয়স্ক ৪টি ভেড়া বা ৪টি বকরী।

প্রতি অতিরিক্ত ১০০টির জন্যে কমপক্ষে ১ বছর বয়স্ক (পুরুষ বা মাদী) ভেড়া বা বকরী যাকাত দিতে হবে, এভাবে হিসাব চলতে থাকবে। এই হিসাবে ৭০১ থেকে ৮০০টি ভেড়া-বকরীর জন্যে যাকাত হবে কমপক্ষে ১ বছর বয়স্ক ৮টি ভেড়া বা বকরী। ১,০০১ থেকে ১,১০০টি ভেড়া-বকরীর জন্যে যাকাত হবে কমপক্ষে ১ বছর বয়স্ক ১১টি ভেড়া বা বকরী।

মাঠে চরানো ষাঁড়ের করের সীমা এবং যাকাতের হার

আরবী 'বকর' (بقر) শব্দদ্বারা যে কোন ষাঁড় জাতীয় পশু বুঝায়; নিকট-প্রাচ্য ও ইউরোপ, আফ্রিকা, ওশিয়ানিয়া ও এশিয়ার সকল সাধারণ ষাঁড়কেই (অর্থাৎ মহিষ, বুনো ষাঁড়, ইত্যাদি) বুঝিয়ে থাকে। তাই যাকাত করের সীমা ও করের হার মাঠে চরানো সকল শ্রেণীর ষাঁড়ের প্রতিই সমভাবে প্রযোজ্য হয়ে থাকে, ষাঁড় যে জাতেরই হোক না কেন।

কোন পালে একাধিক জাতের ষাঁড় থাকলে তাতে যাকাত করের কোন হেরফের হয় না। অনুরূপভাবে, যাকাতদাতা কোন্ জাতের ষাঁড় দিয়ে যাকাত আদায় করবেন সেটা তাঁর ইচ্ছার উপর নির্ভর করবে। কেবল পশুটি পুরুষ কি মাদী তা এবং সেটির বয়সের শর্ত পূর্ণ হতে হবে।

---

১. হানাফী মাযহাব মতে ২০০ ভেড়া বা বকরীর পরে ১৯৯ টি যাকাতমুক্ত থাকবে এবং হিসাব হবে ২০১ থেকে ৩৯৯ টির জন্যে ৩টি ভেড়া বা ৩ টি বকরী। অতঃপর অতিরিক্ত প্রতি ১০০ টির জন্যে যাকাত হবে ১ টি ভেড়া বা ১ টি বকরী। ৪০০ থেকে ৪৯৯, ইত্যাদি।

www.pathagar.com

রসূলুল্লাহ্ (সা.) কর্তৃক ষাঁড়ের জন্যে নির্ধারিত নিসাব হচ্ছে ৩০টি। ৩০টির কম হলে সেগুলো যাকাত করমুক্ত থাকবে। ন্যায্য মালিকের নিকট ৩০টি ষাঁড় পুরো এক বছরকাল থাকলে তার জন্যে যাকাত ধার্য হবে ১টি বলদ করা হয়নি এমন ষাঁড়, অথবা ২ বছরে পড়েছে এমন ১টি গাভী।

করোপযোগিতার সীমা এবং প্রত্যেক সীমায় যাকাতের হার নীচের তালিকায় দেওয়া গেল। বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে যে, আগাগোড়াই সাধারণ হিসাব ৩০টি এবং ৪০টি করে। প্রতি ৩০টি বলদের জন্যে যাকাত হচ্ছে ১টি বলদ করা হয়নি এমন ষাঁড় অথবা ২ বছরে পড়েছে এমন ১টি গাভী, এবং প্রতি ৪০টি ষাঁড়ের জন্যে যাকাত হচ্ছে ১টি বলদ করা হয়নি এমন ষাঁড় অথবা ৩ বছরে পড়েছে এমন ১টি গাভী।[১]

ষাঁড়ের সংখ্যা		যাকাতের হার
করের সীমা	যাকাতমুক্ত অবকাশ	
——	১ থেকে ২৯	যাকাত করমুক্ত
৩০	৩১ থেকে ৩৯	১টি বলদ করা হয়নি এমন ষাঁড় অথবা ২ বছরে পড়েছে এমন ১টি গাভী
৪০	৪১ থেকে ৫৯	১টি বলদ করা হয়নি এমন ষাঁড় অথবা ৩ বছরে পড়েছে এমন ১টি গাভী
৬০	৬১ থেকে ৬৯	২টি বলদ করা হয়নি এমন ষাঁড় অথবা ২ বছরে পড়েছে এমন ২টি গাভী
৭০	৭১ থেকে ৭৯	২ বছরে পড়েছে বলদ করা হয়নি এমন ১টি ষাঁড় এবং ৩ বছরে পড়েছে এমন ১টি গাভী
৮০	৮১ থেকে ৮৯	৩ বছরে পড়েছে এমন ২টি গাভী
৯০	৯১ থেকে ৯৯	৩টি বলদ করা হয়নি এমন ষাঁড় অথবা ২ বছরে পড়েছে এমন ৩টি গাভী
১০০	১০১ থেকে ১০৯	২ বছরে পড়েছে বলদ করা হয়নি এমন ২টি ষাঁড় এবং ৩ বছরে পড়েছে এমন ১টি গাভী

১. এখানে যে তালিকা দেওয়া হল তা হানাফী ও মালিকী মাযহাবের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।

www.pathagar.com

ষাঁড়ের সংখ্যা করের সীমা	যাকাতমুক্ত অবকাশ	যাকাতের হার
১১০	১১১ থেকে ১১৯	২ বছরে পড়েছে বলদ করা হয়নি এমন ১টি ষাঁড় এবং ৩ বছরে পড়েছে এমন ২টি গাভী
১২০	১২১ থেকে ১২৯	৪টি বলদ করা হয়নি এমন ষাঁড় অথবা ২ বছরে পড়েছে এমন ৪টি গাভী। অথবা ৩টি বলদ করা হয়নি এমন ষাঁড় অথবা ৩ বছরে পড়েছে এমন ৩টি গাভী
১৩০	১৩১ থেকে ১৩৯	৩টি বলদ করা হয়নি এমন ষাঁড় অথবা ২ বছরে পড়েছে এমন ৩টি গাভী ও ১টি বলদ করা হয়নি এমন ষাঁড় বা ৩ বছরে পড়েছে এমন ১টি গাভী
১৪০	১৪১ থেকে ১৪৯	২টি বলদ করা হয়নি এমন ষাঁড় অথবা ২ বছরে পড়েছে এমন ২টি গাভী এবং ২টি বলদ করা হয়নি এমন ষাঁড় বা ৩ বছরে পড়েছে এমন ২টি গাভী
১৫০	১৫১ থেকে ১৫৯	৩টি বলদ করা হয়নি এমন ষাঁড় অথবা ৩ বছরে পড়েছে এমন ৩টি গাভী এবং ১টি বলদ করা হয়নি এমন ষাঁড় বা ২ বছরে পড়েছে এমন ১টি গাভী অথবা ৫টি বলদ করা হয়নি এমন ষাঁড় অথবা ২ বছরে পড়েছে এমন ৫টি গাভী
১৬০	১৬১ থেকে ১৬৯	৪টি বলদ করা হয়নি এমন ষাঁড় অথবা ২ বছরে পড়েছে এমন ৪টি গাভী ও ১টি বলদ করা হয়নি এমন ষাঁড় বা ৩ বছরে পড়েছে এমন ১টি গাভী। অথবা ৪টি বলদ করা হয়নি এমন ষাঁড় অথবা ৩ বছরে পড়েছে এমন ৪টি গাভী
১৭০	১৭১ থেকে ১৭৯	৩টি বলদ করা হয়নি এমন ষাঁড় অথবা ২ বছরে পড়েছে এমন ৩টি গাভী এবং

www.pathagar.com

ষাঁড়ের সংখ্যা		যাকাতের হার
করের সীমা	যাকাতমুক্ত অবকাশ	
		২টি বলদ করা হয়নি এমন ষাঁড় বা ৩ বছরে পড়েছে এমন ২টি গাভী
১৮০	১৮১ থেকে ১৮৯	৬টি বলদ করা হয়নি এমন ষাঁড় অথবা ২ বছরে পড়েছে এমন ৬টি গাভী। অথবা ৩টি বলদ করা হয়নি এমন ষাঁড় বা ৩ বছরে পড়েছে এমন ৩টি গাভী এবং ২টি বলদ করা হয়নি এমন ষাঁড় বা ২ বছরে পড়েছে এমন ২টি গাভী
১৯০	১৯১ থেকে ১৯৯	৪টি বলদ করা হয়নি এমন ষাঁড় অথবা ৩ বছরে পড়েছে এমন ৪টি গাভী এবং ১টি বলদ করা হয়নি এমন ষাঁড় বা ২ বছরে পড়েছে এমন ১টি গাভী। অথবা ৫টি বলদ করা হয়নি এমন ষাঁড় বা ২ বছরে পড়েছে এমন ৫টি গাভী এবং ১টি বলদ করা হয়নি এমন ষাঁড় বা ৩ বছরে পড়েছে এমন ১টি গাভী
২০০	২০১ থেকে ২০৯	৫টি বলদ হয়নি এমন ষাঁড় অথবা ৩ বছরে পড়েছে এমন ৫টি গাভী। অথবা ৪টি বলদ করা হয়নি এমন ষাঁড় বা ২ বছরে পড়েছে এমন ৪টি গাভী এবং ২টি বলদ করা হয়নি এমন ষাঁড় বা ৩ বছরে পড়েছে এমন ২টি গাভী

২০০ থেকে ২০৯-এর পরে হিসাব এই হারেই চলতে থাকবে, প্রতি ৩০টির জন্যে বলদ করা হয়নি এমন ১টি ষাঁড় অথবা ২ বছরে পড়েছে এমন ১টি গাভী এবং প্রতি ৪০টির জন্যে বলদ করা হয়নি এমন ১টি ষাঁড় অথবা ৩ বছরে পড়েছে এমন ১টি গাভী। যেমন ৪০০ থেকে ৪০৯টি ষাঁড়ের যাকাত হবে ১০টি বলদ করা হয়নি এমন ষাঁড় অথবা ৩ বছরে

www.pathagar.com

পড়েছে এমন ১০টি গাভী। ৫৩০ থেকে ৫৩৯টি ষাঁড়ের যাকাত হবে ১১টি বলদ করা হয়নি এমন ষাঁড় অথবা ৩ বছরে পড়েছে এমন ১১টি গাভী এবং ৩টি বলদ করা হয়নি এমন ষাঁড় বা ২ বছরে পড়েছে এমন ৩টি গাভী, ইত্যাদি।[১]

মাঠে চরানো গৃহপালিত পশুর যাকাতের আইন
(ত্রৈমাসিক হিসাবের ভিত্তিতে)

১. গৃহপালিত পশু, যথা উট, ষাঁড়, ভেড়া ও বকরী যেগুলো বছরে কমপক্ষে ৬ মাস মাঠে চরানো হয়, যদি নিসাবের সমসংখ্যক হয় এবং প্রকৃত মালিকের নিয়ন্ত্রণে পূর্ণ ১ বছরকাল থাকে তাহলে যাকাত করাধীন হবে।

মাঠে চরানো গৃহপালিত পশুর যাকাত কর নির্ধারণ করার কালে একই ব্যক্তির মালিকানাধীনে ছিল কি না এবং একই দেশের অধীনস্থ এলাকা বা এলাকাসমূহের ভিতরে ছিল কি না তা অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে।

২. গৃহপালিত পশু যথা, উট, ষাঁড়, ভেড়া এবং বকরী যেগুলো প্রকৃত মালিকের ব্যক্তিগত প্রয়োজন মিটানোর জন্যে পালন করা হয় (যেমন দুধ, ইত্যাদি) অথবা যেগুলো বাহনের জন্যে, বোঝা টানার কাজে, হালচাষের জন্যে এবং পানি তোলার কাজে লাগে এবং যেগুলো বছরে ৬ মাসের বেশী সময় যাবত গোয়ালে পালন করা হয় সেগুলো, সংখ্যায় যতই হোক না কেন, যাকাতমুক্ত থাকবে। কারণ সেগুলোকে গোয়ালে পালন করার জন্যে খরচ বহন করতে হয়।

৩. গৃহপালিত পশু যথা, উট, ষাঁড়, ভেড়া এবং বকরী যেগুলো ব্যবসায়ের সম্পদ হিসাবে রাখা হয় সেগুলো গৃহপালিত পশুর যাকাতের জন্যে গণ্য না হয়ে ব্যবসায়ের সম্পদের যাকাতরূপে গণ্য হবে—সেগুলো বছরে ৬ মাসের বেশী সময়ের জন্যে মাঠে চরানো হলেও।

৪. করোপযোগী গৃহপালিত পশুর যাকাত নিম্নলিখিতরূপে নিয়মিত ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে স্থির করতে হবে ঃ

(ক) গৃহপালিত পশুপালের যাকাত করোপযোগিতা নির্ধারণের জন্যে সৌরবছরকে ৩ মাস করে চারটি ভাগে বিভক্ত করতে হবে ঃ

---

১. নর্দিক গোত্রের লোকেরা যদি ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হত তাহলে তাদের গৃহপালিত মাঠে চরানো বল্গা হরিণের (যেগুলো থেকে তারা দুধ, গোশ্‌ত ও চামড়া পায় এবং যেগুলো তাদের স্লেজ গাড়ী টানে) যাকাত মাঠে চরানো ষাঁড়ের অনুরূপ হত।

www.pathagar.com

প্রথম ভাগ ঃ ১লা জানুয়ারী থেকে ৩১শে মার্চ

দ্বিতীয় ভাগ ঃ ১লা এপ্রিল থেকে ৩০শে জুন

তৃতীয় ভাগ ঃ ১লা জুলাই থেকে ৩০শে সেপ্টেম্বর

চতুর্থ ভাগ ঃ ১লা অক্টোবর থেকে ৩১শে ডিসেম্বর।

(খ) প্রতিটি তিন মাস কালের করে বছরের হিসাব তিন মাস পূর্ণ হবার সঙ্গে সঙ্গে এবং পালে পশুর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শুরু করতে হবে; অর্থাৎ প্রথম ভাগের বছরকালের হিসাব ১লা এপ্রিল থেকে পরবর্তী বছরের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত ধরতে হবে এবং ঐ তারিখেই যাকাত দেয় হবে। আর দ্বিতীয় ভাগের বছরকালের হিসাব ১লা জুলাই থেকে পরবর্তী বছরের ৩০শে জুন পর্যন্ত ধরতে হবে এবং ঐ তারিখে যাকাত দেয় হবে। আর তৃতীয় ভাগের বছরকালের হিসাব ১লা অক্টোবর থেকে পরবর্তী বছরের ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ধরতে হবে এবং ঐ তারিখে যাকাত দেয় হবে। আর চতুর্থ ভাগের বছরকালের হিসাব ১লা জানুয়ারী থেকে পরবর্তী বছরের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত ধরতে হবে এবং ঐ তারিখে যাকাত দেয় হবে।

(গ) উক্ত যে কোন ৩ মাস সময়ের মধ্যে কোন এক শ্রেণীর পশু নতুন সংযোজিত হলে—অর্থাৎ নতুন শাবক জন্মালে[১], উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করলে, উপহার হিসাবে লাভ করলে, মূল্যের ক্ষতিপূরণস্বরূপ লাভ করলে (বেশী মূল্যের পশুর সঙ্গে কম মূল্যের পশু বা বেশী দামী জাতের পশুর সঙ্গে কম দামী জাতের পশু বিনিময় করলে), করমুক্ত সম্পদ দ্বারা ক্রয় করলে, করাধীন সম্পদ দ্বারা ক্রয় করলেও যদি তা নিসাবের চেয়ে কম হয়[২], বা করোপযোগী সম্পদ দ্বারা ক্রয় করে (যা নিসাবের সমপরিমাণ বা তার চেয়ে বেশী হেতু) নিসাবের কমসংখ্যক পশুর সঙ্গে বিনিময় করলে[৩] যদি যৌথভাবে আপাত বৃদ্ধি নির্দেশ করে তবে তাদের বছরকালের হিসাব ঐ একই জাতভুক্ত সাবেক পশুপালের (যাকাত প্রদানের পরে) যা অবশিষ্ট রয়ে গেছে তাদের সময়কালের সঙ্গে ধরতে হবে। এক বছর সময়কালের দখল পূর্ণ হলে তখন এই নবগঠিত পশুপাল একটি করোপযোগী পূর্ণাঙ্গ পালে পরিণত হবে এবং তখন সে হিসাবে যাকাত করাধীন হবে।

---

১. শাবকগুলো কোন ত্রৈমাসিক সময়ের মধ্যে পড়বে তা সেগুলোর জন্ম তারিখের উপর নির্ভর করবে; তাদের মা কোন্ সময়কালের অন্তর্ভুক্ত তা বিবেচ্য হবে না।

২. করোপযোগী সম্পদ বিনিময়ের ২ নং আইন দেখুন।

৩. করোপযোগী সম্পদ বিনিময়ের ১ নং আইন দেখুন।

www.pathagar.com

উদাহরণঃ ধরা যাক, প্রথম ভাগের একটি পালের পশুর সংখ্যা হল ৪০টি ষাঁড় এবং আপাত বৃদ্ধি হল ১০টি পশু। তাহলে ৩১শে মার্চ (বছর-কাল পূর্ণ হলে) ১টি বলদ করা হয়নি এমন ষাঁড় অথবা ৩ বছরে পড়েছে এমন ১টি গাভী যাকাতরূপে ধার্য হবে এবং যাকাত আদায়ের পরে পশুর সংখ্যা দাঁড়াবে ৩৯টিতে। তারপর ১লা এপ্রিল তারিখে ৩৯টি পশু যোগ আপাত বৃদ্ধির ১০টি পশুর জন্যে বছরকাল সময়ের একটি নতুন হিসাব শুরু করতে হবে এবং পরবর্তী বছরের ৩১শে মার্চ তারিখে এই নবগঠিত পালের (৩৯+১০=৪৯টি ষাঁড়) যাকাত ন্যায্য হবে। যাকাতের পরিমাণ হবে বলদ করা হয়নি এমন ১টি ষাঁড় অথবা ৩ বছরে পড়েছে এমন ১টি গাভী (এক্ষেত্রে করের সীমা হল ৪০টি ষাঁড়, ৯টি ষাঁড় করমুক্ত অবকাশ-লাভ করবে)। যাকাত আদায়ের পরে অবশিষ্ট পশুর সঙ্গে (অর্থাৎ ৪৮টি পশু) নতুন আপাত বৃদ্ধি যোগ করে নতুন একটি বছর কালের হিসাব শুরু করতে হবে, ইত্যাদি।

(ঘ) করোপযোগী সম্পদ বিনিময় আইনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে, কোন এক জাতের পশু (সংখ্যায় নিসাবের সমপরিমাণ বা তার চেয়ে বেশী) করোপযোগী সম্পদের (যথা রূপা, সোনা, টাকার নোট, বিভিন্ন জাতের গৃহপালিত পশু, ব্যবসায়ের দ্রব্যাদি) বিনিময়ে অর্জিত হলে, যা ইতিমধ্যেই একটি বছরকালের হিসাবের অধীন, এই পশুর পাল প্রদত্ত সম্পদ স্বাভা-বিকভাবে যে হিসাবের অন্তর্ভুক্ত হত, ত্রৈমাসিক সেই হিসাবের অন্তর্ভুক্ত হবে, বিনিময়ের আসল তারিখ যাই হোক না কেন।[১]

তিন মাস সময়কালের মধ্যেই যদি একই ধরনের অন্যান্য পশু সং-যোজিত হয় তাহলে নতুন পশুগুলো পূর্বেরগুলোর সঙ্গে যুক্ত হবে এবং এভাবে গঠিত নতুন পশুর পাল একত্রে যথাসময়ে যাকাত করাধীন হবে।

উদাহরণঃ আদান-প্রদান যদি ১৯৫০ সালের ১৫ই জুলাই তারিখে হত এবং প্রদত্ত সম্পদের (পশুর বিনিময়ে দেওয়া) যাকাত যদি ১৯৫০ সালের ১লা ডিসেম্বর তারিখে দেয় হত তাহলে অর্জিত পশুগুলো ১৯৪৯ সালের চতুর্থ ভাগের বলে গণ্য হত এবং ১৯৬০ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে সেগুলোর যাকাত দেয় হত। ঐ একই তিন মাস সময়ের মধ্যে অর্জিত অন্য পশুও একই সঙ্গে করাধীন হত।

১. করোপযোগী সম্পদ বিনিময়ের ৪ নং আইন দেখুন।

www.pathagar.com

আদান-প্রদান যদি ১৯৫০-এর ১লা ডিসেম্বরের পূর্বে অন্য কোন তারিখে হত, ধরা যাক ১৯৪৯-এর ৩রা ডিসেম্বর তারিখে, তাহলেও অবস্থাটা উপরে যেরূপ দেখানো হয়েছে সেরূপ হত অর্থাৎ অর্জিত পশুগুলো বিনিময়কৃত সম্পদের স্থলে গণ্য হয়ে এক বছরকাল সময়ের হিসাব পূর্ণ করত এবং ১৯৪৯ সালের চতুর্থ ভাগের শ্রেণীভুক্ত হত, যার যাকাত ১৯৫০ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে দেয় হত।

অনুরূপভাবে, প্রদত্ত সম্পদের যাকাত যদি স্বাভাবিকভাবে ১৯৫০-এর ১লা জানুয়ারী ও ৩১শে মার্চের মধ্যে ন্যায্য হত তাহলে অর্জিত পশুগুলো ১৯৪৯ সালের প্রথম ভাগের অন্তর্ভুক্ত হত এবং সেগুলোর যাকাত দেয় হত ১৯৫০ সালের ৩১শে মার্চ তারিখে। ঐ একই তিন মাস সময়ের মধ্যে অর্জিত অন্য পশুও একই সঙ্গে করাধীন হত।

এমনও হতে পারত যে, হস্তান্তরিত সম্পদের যাকাত স্বাভাবিকভাবেই একই সঙ্গে কয়েকটি তারিখে দেয় হত, যেমন ৩১শে মার্চ, ৩০শে জুন, ৩০শে সেপ্টেম্বর বা ৩১শে ডিসেম্বর, অর্থাৎ ঠিক একই তারিখে যেদিন একটি ত্রৈমাসিক ভাগের যাকাত স্বাভাবিকভাবে দেয় হত।

কোন অবস্থাতেই সম্পদ হস্তান্তরের আসল তারিখের সঙ্গে যাকাতের কোন সম্পর্ক নেই। এমন কি যাকাত দেয় হবার একদিন আগে সম্পদ হস্তান্তরিত করা হলেও হস্তান্তর দ্বারা লব্ধ পশু সেই পালের অন্তর্ভুক্ত হত যেগুলো যে কোন ভাগের অন্তর্ভুক্ত এবং যেগুলোর যাকাত প্রায় দেয় হবার ছিল।

(ঙ) বহুগুণ হিসাবের ৩-ছ আইনের সঙ্গে এবং করোপযোগী সম্পদ বিনিময়ের ৪ ও ৬ নং আইনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কোন এক শ্রেণীর পশু সংখ্যার দিক থেকে নিসাবের সমপরিমাণ বা তার বেশী হলে এবং সেগুলো করোপযোগী সম্পদের বিনিময়ে অর্জিত হলে (যে সম্পদ দুই বা ততোধিক পরিমাণের এবং সেইসংখ্যক বছরকালীন হিসাবের অধীন) সেগুলোকে আনুপাতিকভাবে দুই বা ততোধিক ত্রৈমাসিক ভাগের অন্তর্ভুক্ত বিবেচনা করতে হবে, যে সময়ের শেষে সেই পরিমাণ সম্পদের যাকাত স্বাভাবিকভাবে দেয় হত।

(চ) করোপযোগী সম্পদ বিনিময়ের ৫-চ ও ৬ নং আইনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে একই শ্রেণীর গৃহপালিত পশু বিনিময় করলে প্রদত্ত পশু যদি দুই বা ততোধিক ভাগের হয়ে থাকে এবং তাদের সমসংখ্যক বছরকালের হিসাব থেকে থাকে, আর নতুন অর্জিত পশু সংখ্যার দিক থেকে প্রদত্ত

www.pathagar.com

পশুর চেয়ে কম হয় তাহলে সেগুলোকে আনুপাতিকভাবে দুই বা ততোধিক সময়কার ভাগের বলে বিবেচনা করতে হবে, যে সময়কালের শেষে প্রদত্ত বা হস্তান্তরিত পশুর যাকাত স্বাভাবিকাবে দেয় হত।

কিন্তু নতুন অর্জিত পশুর সংখ্যা যদি হস্তান্তরিত পশুর চেয়ে বেশী হয় তাহলে এই অতিরিক্ত বাড়তি পশু নিসাবের সমপরিমাণ বা তার চেয়ে বেশী হলে সেগুলোর জন্যে বছরকালের ভিন্ন একটি হিসাব ধরতে হবে; কিন্তু নিসাবের চেয়ে কম হলে সেগুলো যাকাত মুক্ত থাকবে (ততদিন পর্যন্ত যতদিন না আপাত বৃদ্ধি হিসাব বিবেচিত হয়ে প্রথম ভাগের পশু পালের যাকাত প্রদানান্তে সেগুলোর সঙ্গে যুক্ত হয়ে বছরকালের হিসাব পূর্ণ করে)। (করোপযোগী সম্পদের ৫-চ নং আইন এবং বহুগুণ হিসাবের ২ ও ৩ নং আইন দেখুন।)

হস্তান্তরের ফলে কোন পালের পশুর সংখ্যা যদি নিসাব অপেক্ষা কম হয় তাহলে ঐ পালের বছরকালের হিসাব কার্যকরভাবে বাধাগ্রস্ত হয় এবং উপরে উল্লিখিতরূপে করোপযোগিতা পুনরায় প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত যাকাত প্রদানের কোন দায় দায়িত্ব থাকে না। (করোপযোগী সম্পদ হস্তান্তরের ৫-ঘ নং আইন দেখুন)।

(ছ) ব্যবসায়ের সম্পদ ব্যতীত, পূর্ণ এক বছরের কম বয়স্ক পশু-শাবক আইনসঙ্গতভাবে যাকাত করাধীন না-ও হতে পারে। অতএব পূর্ণ এক বছরের কম বয়স্ক পশুশাবক যদি এমন সম্পদের সঙ্গে বিনিময় করা হয় যা ইতিমধ্যেই বছরকালীন হিসাবের অধীন, তাহলে উক্ত হিসাব কার্য-করভাবে ব্যাহত হয়। উক্ত পশুশাবক, তাদের সংখ্যা যাই হোক না কেন, শেষ পর্যন্ত আপাত বৃদ্ধির অংশ বলে গণ্য হবে—যে বৃদ্ধি হস্তান্তরের সময়-কালের মধ্যে হয়েছে।

(জ) কোন ব্যক্তি যদি এমন কোন গৃহপালিত পশুর মালিক হন বা পশু অর্জন করেন যে জাতীয় পশু তাঁর পূর্বে ছিল না এবং তা যদি নিসাব অপেক্ষা কম হয় তাহলে স্বাভাবিক বৃদ্ধি অথবা ঐ জাতীয় আরো বেশী-সংখ্যক পশুর সংযোজন দ্বারা নিসাবের সমান না হওয়া পর্যন্ত সেগুলো যাকাতমুক্ত থাকবে।

এক্ষেত্রে পালের পশুর জন্মানো শাবক দ্বারা, উত্তরাধিকার, উপহার বা করমুক্ত সম্পদ দ্বারা, ক্রয় করা বা নিসাবের চেয়ে কম পরিমাণের

www.pathagar.com

করোপযোগী সম্পদ দ্বারা ক্রয় করা, বা এমন পরিমাণের সম্পদ দ্বারা ক্রয় করা যা নিসাবের সমপরিমাণ বা তার চেয়ে বেশী হয়ে থাকলেও তা দ্বারা যে পশু ক্রয় করা হয়েছে তা নিসাব অপেক্ষা কম, তাহলে পশুগুলো ত্রৈমাসিক ভাগের অন্তর্ভুক্ত হবে এবং ঐ সময়ান্তে সেগুলো করোপযোগী হবে।

(ঝ) কোন ব্যক্তি যদি এমন কোন গৃহপালিত পশুর মালিক হন বা অর্জন করেন যে জাতীয় পশু তাঁর পূর্বে ছিল না, এবং তা যদি নিসাব অপেক্ষা কম হয়, আর তিনি যদি পরে একসঙ্গে এমনসংখ্যক পশু অর্জন করেন যা সংখ্যায় নিসাবের সমপরিমাণ বা তার চেয়ে বেশী, এবং সেগুলো যদি এমন কোন করোপযোগী সম্পদের বিনিময়ে অর্জন করা হয়ে থাকে যা ইতিমধ্যেই একটি বছরকালীন হিসাবের অধীন ছিল, তাহলে মূল পশুগুলো সাময়িভাবে যাকাতমুক্ত থাকবে। নতুন অর্জিত পশুগুলো ত্রৈমাসিক ভাগের অন্তর্ভুক্ত হবে এবং সেই বছরকালীন হিসাবের অধীন হবে যে সময়ের শেষে প্রদত্ত বা বিনিময়কৃত সম্পদের যাকাত স্বাভাবিকভাবে দেয় হত; নতুন পশুগুলোর যাকাতও একই সময়ে দেয় হবে। তারপর যাকাত কর প্রদান করা হলে নতুন অর্জিত পশুর বাদবাকীগুলো এবং মূল পশুর পাল এবং আবারও যে আপাত বৃদ্ধি হয়েছে এই সবগুলোর জন্যে নতুন একটি বছর-কালের হিসাব শুরু করতে হবে।

(ঞ) মাঠে চরানো গৃহপালিত পশু অর্জনকালে সেগুলো যদি নিসাব অপেক্ষা কম হয়, অর্জনকালীন সময়ের মধ্যে ঐ একই জাতীয় আর কোন পশু না থাকা হেতু অথবা যে কোন কারণে বছরকাল সময়ের মধ্যে নিসাবের নীচে পড়ে যায়, তাহলে সেগুলো (কোন আপাত বৃদ্ধি ঘটে থাকলে তা সমেত) প্রথম ভাগের যাকাতকর প্রদানের পরে ন্যায্য মালিকের নিয়ন্ত্রণা-ধীনে থাকার তারিখের ক্রম অনুযায়ী বছরকাল পূর্ণ হলে, তৎক্ষণাৎ অব-শিষ্ট অংশের সঙ্গে যুক্ত হবে।

এই একই আইন সে ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে, যখন যে কোন কারণে কোন করোপযোগীসংখ্যক পশু যে নির্দিষ্ট ভাগের অধীন সেই সময়কালের মধ্যে নিসাব অপেক্ষা নীচে পড়ে যায় (অর্থাৎ যাকাত যে তারিখে ধার্য হত তার আগে এবং আপাত বৃদ্ধি দ্বারা পশুপাল অন্ততঃ নিসাবের সমপরিমাণও না হলে)।

(ট) বছরকালের হিসাবাধীন ভিন্ন ভিন্ন ভাগের প্রতিটি ভাগ সহজে এবং সঠিকভাবে চিহ্নিত করার জন্যে সেই ভাগের পশুর গায়ে (শাবক

www.pathagar.com

সমেত) নির্দিষ্ট চিহ্ন দিয়ে রাখা উচিত। প্রতি ত্রৈমাসিক ভাগের পশুর জন্যে ভিন্ন ভিন্ন এই চিহ্ন যাকাত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক স্বীকৃত হতে হবে। হস্তান্তরের কারণে যেহেতু পশু যে ত্রৈমাসিক ভাগের অন্তর্ভুক্ত ছিল পরে আবার ভিন্ন ভাগের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে, তাই এই চিহ্ন সহজেই বদলে নেওয়া যেতে পারে।

৫. যদি এমন হয় যে বছরের শুরুতে পশুর সংখ্যা যা ছিল যাকাত দেয় হবার কালে তার চেয়ে কমে গেছে, তাহলে যাকাত দেয় হবার কালে পশুর যে সংখ্যা পাওয়া যাবে সেই সংখ্যার উপরই যাকাত প্রদান করতে হবে। অর্থাৎ সেইসংখ্যক পশুর উপর যেগুলো প্রকৃত মালিকের অধিকারে পূর্ণ এক বছরকাল সময়ব্যাপী ছিল।

৬. কোন পালে যদি একাধিক জাতের পশু থাকে এবং তাদের যাকাতের পরিমাণ যদি হয় একটিমাত্র পশু, তাহলে পালে যে জাতের পশু সংখ্যায় বেশী রয়েছে সেগুলোর একটিকে যাকাতস্বরূপ দিতে হবে।

আর যদি পালের বিভিন্ন জাতের পশু সমসংখ্যায় থাকে তাহতে কোন শ্রেণী থেকে একটিকে যাকাতস্বরূপ প্রদান করবেন তা একান্তই যাকাত-দাতার ইচ্ছার উপর নির্ভর করবে।

অপরপক্ষে পশুপালের আকার যদি এমন হয় যে কয়েকটি পশু দিয়ে যাকাত দিতে হচ্ছে, তাহলে যাকাত প্রদানকারীর সম্মতি অনুযায়ী বিভিন্ন জাতের পশু থেকে সংখ্যা অনুযায়ী নিতে হবে! অবশ্য সেই পশুর আবশ্যিক বয়স এবং তা পুরুষ কি মাদী, সেগুলো শর্তানুযায়ী হতে হবে।

উদাহরণস্বরূপ, একটি পশুর পালে যদি ভেড়া ও বকরী দুই-ই থাকে এবং বকরী যদি সংখ্যায় বেশী থাকে আর সেগুলোর যাকাত যদি হয় ৩টি ভেড়া বা ৩টি বকরী, তাহলে যাকাত দেওয়া উচিত ১টি ভেড়া ও ২টি বকরী। পালে ভেড়া ও বকরীর সংখ্যা যদি সমান হয় তাহলে ২টি ভেড়া ও ১টি বকরী বা ১টি ভেড়া ও ২টি বকরী দিয়ে যাকাত দেওয়া যেতে পারে, অর্থাৎ যাকাতদাতার ইচ্ছানুযায়ী। ষাঁড়-গরু ও ষাঁড়-মহিষের ক্ষেত্রেও ঐ একই নিয়ম প্রযোজ্য হবে।

৭. ষাঁড় হোক কি মাদী হোক, কোন বিশেষ পশু বা বিশেষ বয়সের পশু যখন যাকাত হিসাবে প্রদেয় হয় অথচ ঠিক সেই পশুটি যাকাতাধীন পালের পশুর মধ্যে পাওয়া গেল না, তখন সেটির চেয়ে বেশী বয়স্ক অথবা

www.pathagar.com

কম বয়স্ক ষাঁড় বা মাদী পশুকে যাকাতস্বরূপ দিতে হবে।[১] এরকম ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পশু অপেক্ষা প্রদত্ত পশুটি যদি অধিক মূল্যের হয় তবে অতিরিক্ত মূল্যটুকু যাকাতদাতাকে ফেরত দিতে হবে। অপরপক্ষে প্রদত্ত পশুটি যদি প্রদেয় পশুটি অপেক্ষা কম মূল্যের হয় তবে যাকাতদাতা রূপা, সোনা, স্থানীয় মুদ্রা বা অনুরূপ জিনিস দিয়ে (যাকাত আদায়কারী প্রতিষ্ঠানের নিকট গৃহীত হয় এমন কোন জিনিস যথা, খাদ্যশস্য বা অন্য কোন রক্ষণযোগ্য খাবার) তা পূরণ করতে হবে। নতুবা প্রচলিত বাজারদর অনুসারে পশুর যা দাম হয় তা রূপা, সোনা বা স্থানীয় মুদ্রায় অথবা যাকাত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গ্রহণযোগ্য কোন দ্রব্য দ্বারা পূর্ণ মূল্য পরিশোধ করতে হবে।

এ প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত হাদীসটিতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর নির্দেশ প্রদত্ত রয়েছে ঃ

'মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ আমাদের নিকট এই বলে বর্ণনা করেছেন ঃ আমার বাবা আমার নিকট এরূপ বর্ণনা করেছেন, সুমামা তাঁকে বলেছেন, তিনি আনাস থেকে শুনেছেন যে, আবু বকর (রাঃ) তাঁকে যাকাতের নিম্নলিখিত নির্দেশ লিখে পাঠিয়েছিলেন—যা আল্লাহ্ তাঁর রসূল (সাঃ)-কে আদেশ করেছিলেন ঃ যদি কোন ব্যক্তির উটের পালের জন্যে পাঁচ বছরে পড়েছে এমন একটি উটনী যাকাত ধার্য হয় এবং পালের মধ্যে সে রকম কোন উটনী পাওয়া না যায়, কিন্তু চার বছরে পড়েছে এমন উটনী পাওয়া যায় তাহলে চার বছরে পড়েছে যে উটনীটি সেটিকে তার কাছ থেকে গ্রহণ করা হোক এবং বাদবাকী মূল্য হিসাবে সে যেন কমপক্ষে এক বছর বয়স্ক ২টি ভেড়া বা ২টি বকরী প্রদান করে (যদি তার কাছে থেকে থাকে), নতুবা ২০ দিরহাম রূপা যেন প্রদান করে। এবং কোন ব্যক্তির (উটের পালের যাকাতস্বরূপ) যদি ৪ বছরে পড়েছে এমন একটি উটনী ধার্য হয় অথচ তার পালে সে রকম উটনী পাওয়া গেল না, কিন্তু ৫ বছরে পড়েছে এমন একটি উটনী পাওয়া গেল তাহলে তার কাছ থেকে ৫ বছরের যে একটি সেই উটনীটি গ্রহণ করা হোক এবং যাকাত আদায়কারী সংস্থা যেন তাকে (অতিরিক্ত মূল্যস্বরূপ) ২০ দিরহাম অথবা কমপক্ষে ১ বছর

---

১. উটের ক্ষেত্রে যদিও ষাঁড়-উট যাকাত হিসাবে গৃহীত হয় না। ২ বছরে পড়েছে এমন একটি উটনী যখন যাকাত ধার্য করা হয় অথচ পালে তা পাওয়া গেল না, সে ক্ষেত্রে ৩ বছরে পড়েছে এমন একটি ষাঁড়-উট গৃহীত হয়ে থাকে।

www.pathagar.com

বয়স্ক ২টি ভেড়া অথবা ২টি বকরী (অর্থাৎ ৪ বছরে পড়েছে এমন উটনীর সঙ্গে ৫ বছরে পড়েছে এমন উটনীর মূল্যের যা তফাৎ) তা ফেরত দেয়। এবং যদি কোন ব্যক্তির (পালের উটের জন্যে) যাকাত ধার্য হয় ৩ বছরে পড়েছে এমন একটি উটনী অথচ তার পালে সে রকম উটনী পাওয়া গেল না, কিন্তু ২ বছরে পড়েছে এমন একটি উটনী পাওয়া গেল, তাহলে তার কাছ থেকে ২ বছরে পড়েছে এমন উটনীটি গ্রহণ করা হোক এবং সে যেন সেই সঙ্গে বাদবাকী মূল্য হিসাব ২০ দিরহাম অথবা কমপক্ষে এক বছর বয়স্ক ২টি ভেড়া অথবা ২টি বকরী প্রদান করে।

(ইমাম বুখারী)

৮. কোন একপাল পশুর কর নির্ধারণের কালে বুড়া পশু এবং অন্ধ বা খোঁড়া বা সারানো যাবে এমন রোগে ভুগছে বা সারানো যাবে এমন আঘাতপ্রাপ্ত পশু, যেগুলোর এখনো মূল্য রয়েছে এবং যেগুলো এখনো মালিকের কাজে লাগছে, সেগুলোকে যাকাতের হিসাবে ধরতে হবে।

কিন্তু অপরপক্ষে আবার এ ধরনের পশুকে যাকাতস্বরূপ দেওয়া যাবে না।

৯. গর্ভবতী স্ত্রী-পশু এবং শাবকসহ মাতা-পশুকে স্বাভাবিকভাবেই হিসাবে ধরতে হবে, কিন্তু এগুলোকে যাকাত হিসাবে না-ও দেওয়া যেতে পারে।

১০. কর নির্ধারণের জন্যে পালের পশু গণনাকালে এক বছরের কম বয়স্ক বাচ্চাগুলোকে বাদ দিতে হবে অর্থাৎ গণনা করতে হবে না।

১১. কেবলমাত্র গৃহপালিত পশুর উপরই যাকাত-কর ধার্য হয়ে থাকে। তাই কোন পালে বন্য জাতের পশু থাকলে সেগুলোকে হিসাবের মধ্যে গণ্য করতে হবে না।

অপরপক্ষে, গৃহপালিত কোন মাদী পশু এবং বন্য কোন পুরুষ পশুর মিলনের ফলে জন্মানো দো-আঁশলা পশুকে গৃহপালিত পশু বলেই গণ্য করা হবে।

১২. যাকাত আইন অনুযায়ী স্বাস্থ্যবান, উপকারী পশু গড়পড়তা মূল্যের হলে তবেই সেটিকে যাকাত হিসাবে প্রদান করা যাবে। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর নির্দেশ অনুযায়ী ঃ "জনগণের সম্পদ থেকে তাদের পছন্দের দ্রব্যটি নিও না, তাদের সম্পদ থেকে সেটিই নাও যেটি গড়পড়তা মূল্যের।" কোন পশুপালের সবচেয়ে ভালটিই জবরদস্তিপূর্বক যাকাত হিসাবে নাও আদায় করা যেতে পারে।

www.pathagar.com

১৩. কুরআন শরীফের নীচের আয়াতটির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এক-পাল পশুর মধ্যে সবচেয়ে দুর্বল বা নিকৃষ্টটি যাকাত হিসাবে গ্রহণযোগ্য নয়ঃ

"হে ঈমানদারগণ। তোমরা যা উপার্জন কর এবং আমি যা যমিন থেকে তোমাদের জন্যে উৎপাদন করে দিই তা থেকে যা উৎকৃষ্ট তা ব্যয় কর; এবং তার নিকৃষ্ট বস্তু ব্যয় করার সংকল্প করো না, কারণ ঘৃণার সঙ্গে (বা চক্ষু বন্ধ করা) ব্যতীত তোমরা নিজেরাই তা গ্রহণ করতে না। এবং জেনে রাখ যে, আল্লাহ্ অভাবমুক্ত ও প্রশংসিত।" (সূরা বাকারা ঃ ২৬৭)

১৪. ব্যবসায়ের যাকাতের ১৭ নং আইনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে উট, ষাঁড়, ভেড়া, বকরী, ইত্যাদি গৃহপালিত পশুর যেগুলো বিক্রয় বা যবেহ করার জন্যে নির্ধারিত থাকে সেগুলো ব্যবসায়ের সামগ্রী এবং সে কারণে ব্যবসায়ের সামগ্রীরূপে করাধীন হবে।

১৫. ব্যবসায়ের যাকাতের ১৬ নং আইনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে উট, ষাঁড়, ভেড়া, বকরী ইত্যাদি গৃহপালিত পশুর যেগুলো প্রথমে ব্যবসায়ের সামগ্রীই ছিল কিন্তু পরবর্তীকালে ন্যায্য মালিকের ব্যক্তিগত সম্পদে পরিণত হয়েছে, সেগুলো স্বাভাবিকভাবেই আর ব্যবসায়ের যাকাত করাধীন থাকবে না, সেগুলোর ক্ষেত্রে তখন যে শ্রেণীর পশু সেই বিশেষ আইন প্রযোজ্য হবে।

যদি সেই আইন অনুযায়ী, পরিবর্তিত পশুগুলো করোপযোগী হয় অর্থাৎ সংখ্যার দিক থেকে নিসাবের সমপরিমাণ বা তার চেয়ে বেশী হয়, তাহলে ব্যবসায়ের সম্পদরূপে সেগুলোর যে বছরকালের হিসাব ধরা হয়েছিল পরিবর্তনহেতু তা ভঙ্গ হবে না এবং সে চলতি হিসাব ব্যক্তিগত সম্পদের হিসাবরূপে চলতে থাকবে।

১৬. করোপযোগী গৃহপালিত পশুর পাল যদি যৌথ মালিকানাধীন হয়ে থাকে, তাহলে সেগুলোর ক্ষেত্রে যৌথ মালিকানাধীন করোপযোগী সম্পদের যাকাত আইন প্রযোজ্য হবে।

১৭. কোন ব্যক্তি অসৎ কাজের জন্যে অপরাধী বলে নিশ্চিত প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত করোপযোগী গৃহপালিত পশুসম্পদের প্রকৃত মালিকের বিশ্বস্ততার প্রতি পূর্ণ আস্থা রাখতে হবে। আর পশুগুলোর সঠিক হিসাব রাখা এবং যাকাত আদায়ের সম্পূর্ণ দায়িত্ব হবে স্বয়ং মালিকের।

১৮. একটি করোপযোগী পশুপালের সবগুলো বা অংশ যদি ব্যক্তিগত ব্যবহারের করমুক্ত সম্পদের সঙ্গে বিনিময় করা হয় (অর্থাৎ ব্যবসায়ের

www.pathagar.com

উদ্দেশ্যে নয়), দানস্বরূপ দেওয়া হয়, খাবারের জন্যে যবেহ করা হয়, চুরি হয়ে যায় বা যাকাত দেয় হবার পরে কিন্তু আদায়ের আগে দুর্ঘটনাক্রমে হারিয়ে যায়, তাহলে যাকাতের দায় থেকে যাবে এবং মালিকের অধিকারে নেই সে অজুহাতে যাকাত মওকুফ হয়ে যাবে না। যাকাতের সকল শর্ত পুরা হলে এবং এক বছরকাল যাবত মালিকানাধীন থাকলে যাকাত অবশ্যই আদায় করতে হবে।

১৯. ১৮ নং নিয়মে বর্ণিত মতে কোন হস্তান্তর বা ক্ষতিসাধন যদি বছরকাল পূর্ণ হবার পূর্বেই ঘটে, তা একদিন আগে হলেও, তবে পালের পশুর করোপযোগিতা এবং ফলে যাকাত আদায়ের দায়দায়িত্ব হয় আনুপাতিক হারে কমে আসবে অথবা সব পশু বা তাদের অংশ পূর্ণ এক বছরকাল মালিকানাধীন না থাকাহেতু দায়দায়িত্ব লোপ পাবে।

২০. যদি এরূপ প্রমাণিত হয় যে, যাকাত কর ফাঁকি দিবার জন্যে করোপযোগী পশুপালের সবগুলো বা তার অংশ ইচ্ছাকৃতভাবে হস্তান্তরিত করা হয়েছে বা ক্ষতিগ্রস্ত বলে দেখানো হয়েছে, তাহলে অপরাধী ব্যক্তি শাস্তিযোগ্য হবেন এবং তখন তাঁর কাছ থেকে বলপূর্বক যাকাত আদায় করতে হবে।

মাঠে চরানো ঘোড়ার যাকাত

পূর্ববর্তী মতের পরস্পর বিরোধিতাহেতু ঘোড়া আদৌ করোপযোগী সম্পদের অন্তর্ভুক্ত কিনা সে সম্বন্ধে পরিষ্কার দুইটি মতের সৃষ্টি হয়েছে।

এ বিষয়ে ইসলামী আইনের সকল শাখাই একমত; কেবল হানাফী মাযহাবমতেই ঘোড়া যাকাত করোপযোগী সম্পদ বলে গণ্য হয়ে থাকে এবং তার একটি নির্ধারিত হারও রয়েছে।[১] অপরপক্ষে ইমাম মালিক, ইমাম শাফিঈ, ইমাম হাম্বল, ইমাম আল-'আইনী এবং ইমাম গায্‌যালীর মত আইন ব্যাখ্যাতাগণের মতে ব্যবসায়ের দ্রব্য হিসাবে ব্যতীত ঘোড়া যাকাত-কর থেকে মুক্ত।

এই করমুক্তিতে কয়েকটি হাদীসের সমর্থন রয়েছে; তন্মধ্যে নিম্নলিখিত হাদীসটি হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত ঃ

---

১. ইমাম জাফর এবং আবু বকর আর্-রাযীর মতেও মাঠে চরানো ঘোড়া যাকাত করোপযোগী।

www.pathagar.com

'ইয়াহিয়্যা ইব্‌ন ইয়াহিয়্যা আত্-তামিমী আমাদের নিকট (এই বলে) বর্ণনা করেছেন যে, আমি ইমাম মালিকের একটি বর্ণনা পড়েছি, তিনি আব-দুল্লাহ্ ইব্‌ন দীনার থেকে শুনেছেন, তিনি সুলায়মান ইব্‌ন ইয়াসর থেকে শুনেছেন, তিনি ইরাক ইব্‌ন মালিক থেকে শুনেছেন, তিনি আবূ হুরায়রা থেকে শুনেছেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন : 'মুসলমানগণকে তাদের চাকর এবং তাদের ঘোড়ার জন্যে যাকাত দিতে হবে না।

(ইমাম মুসলিম)

আর যাঁরা ঘোড়ার যাকাত সমর্থন করেন, তাঁদের যুক্তির ভিত্তি হল রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সাহাবী আবূ সাঈদ, যায়দ ইব্‌ন সাবিতের সাক্ষ্য এবং তদুপরি সুপ্রতিষ্ঠিত ঘটনা যে, দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর ইব্‌নুল-খাত্তাব প্রকৃতপক্ষে ঘোড়ার উপর যাকাত ধার্য করেছিলেন।

উমর (রাঃ) কর্তৃক ঘোড়ার উপর যাকাত ধার্য করা সম্বন্ধে ইমাম আল-আইনী তাঁর সহীহ্ বুখারীর তফসীরে ইমাম মালিকের নিম্নলিখিত বক্তব্যটি উদ্ধৃত করেন : "ইব্‌ন শাহাব, সুলায়মান ইব্‌ন ইয়াসার থেকে বর্ণনা করেছেন যে, দামেশ্‌কের জনসাধারণ আবূ উবায়দা ইব্‌নুল-জর্‌রার নিকট গিয়ে তাদের ঘোড়া ও ক্রীতদাস-দাসীর উপর যাকাতের কর ধার্য করার অনুরোধ জানান। আবূ উবায়দা তা করতে অস্বীকৃত হন এবং খলীফা উমরকে (বিষয়টি সম্বন্ধে) লিখে জানান, খলীফা উমরও অনুরূপভাবেই (দামেশ্‌কের জনগণের অনুরোধ বিবেচনা করতে) অস্বীকৃত হন।

"জনগণ পুনরায় তাদের অনুরোধ জ্ঞাপন করে। তখন আবূ উবায়দা পুনরায় উমরের (রাঃ) নিকট লেখেন, তখন তিনি আবেদনকারীগণের ধর্মপরায়ণ উদ্দেশ্যের প্রশংসা করে উত্তর দেন : 'তারা যদি চায় তাহলে তাদের কাছ থেকে (ঘোড়ার যাকাত) গ্রহণ কর এবং তাদের ক্রীতদাস-দাসী-গণের উদ্দেশ্যে তা পুনরায় প্রত্যর্পণ কর।"

পূর্বেই বলা হয়েছে, আবূ সাঈদ যায়েদ ইব্‌ন সাবিতের সাক্ষ্য ঘোড়ার যাকাতের স্বপক্ষে প্রধান যুক্তি যোগায়। আবূ যায়েদ আল-দাব্বুসী তাঁর বইয়ে এই প্রসঙ্গে বর্ণনা করেন যে, উমাইয়া খলীফা মারওয়ান, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সাহাবীগণের সঙ্গে পরামর্শ করেন। তাঁদের মধ্যে আবূ হুরায়রা এবং আবূ সাঈদ যা'য়েদ ইব্‌ন সাবিতও ছিলেন। পরামর্শের বিষয় ছিল ঘোড়ার উপর যাকাতকর ধার্য করা।

www.pathagar.com

তখন আবূ হুরায়রা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর উদ্ধৃতি প্রদান করেন ঃ

"মুসলমানগণকে তাদের চাকর এবং তাদের ঘোড়ার জন্যে যাকাত দিতে হবে না।" খলীফা তারপর আবূ সাঈদ যায়েদ ইব্ন সাবিতকে জিজ্ঞেস করলেন, "হে আবূ সাঈদ, আপনার কি কিছু বলার আছে?" উত্তরে তিনি ঘোষণা করলেন ঃ

"নিশ্চয়ই আল্লাহ্র রসূল (সাঃ) যা বলেছেন তা সত্য; কিন্তু তিনি যুদ্ধের ঘোড়ার প্রসঙ্গেই সে কথা বলেছিলেন। যে সকল ঘোড়া শাবকের জন্যে বা দুধের জন্যে পালন করা হয় সেগুলোর যাকাতের হার হল ঘোড়া প্রতি ১ দীনার বা ১০ দিরহাম।" (আল-আইনী)

এ ছাড়াও ঘোড়ার উপর যাকাত ধার্য করার প্রমাণ নিম্নলিখিত হাদীসটি থেকে পাওয়া যায়। আদ্-দারকুতনী কর্তৃক জাবির ইবন আবদুল্লাহ্ থেকে বর্ণিত আছে ঃ

"আবূ ইউসুফ থেকে বর্ণিত আছে, তিনি আবূ আবদুল্লাহ্ গোরকুন-খাদরাম আস্-সাদী থেকে শুনেছেন এবং তিনি জাফর ইবন মুহম্মদ থেকে শুনেছেন এবং তিনি তাঁর পিতা থেকে শুনেছেন এবং তিনি জাবের ইবন আবদুল্লাহ্ থেকে শুনেছেন, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন ঃ ঘোড়ার (যাকাতের হার) হচ্ছে ঘোড়া প্রতি ১ দীনার।" (সহীহ্ বুখারী)

এখন সুলায়মান ইব্ন ইয়াসার বর্ণিত ঐতিহাসিক তথ্য থেকে বুঝা যায় যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর জীবনকালে ঘোড়ার উপর কোন যাকাত ছিল না, যদিও এর কোন সঠিক প্রমাণ পাওয়া যায় না। কিন্তু ইমাম আল-আইনী যেমন যুক্তিসঙ্গতভাবে একমত হন যে, আবু উবায়দা এবং উমর (রাঃ) যে প্রথমে দামেশ্কের জনগণের ঘোড়ার উপর যাকাত ধার্য করতে অস্বীকার করতে চেয়েছিলেন, এটাই যেন বুঝাতে চায় যে, রসূলল্লাহ্ (সাঃ) এ রকম কোন কর বাধ্যতামূলকভাবে আরোপ করেননি। কারণ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর আমলে সে রকম যাকাত বাধ্যতামূলক থাকলে আবূ উবায়দা এবং বিশেষ করে উমর (রাঃ) যিনি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর একজন ঘনিষ্ঠতম সাহাবী ছিলেন, নিশ্চয়ই "আল্লাহ তাঁর জনগণের কল্যাণের জন্যে তাদের কাছ থেকে যা আদায় করার অধিকার প্রদান করবেন তা আদায় করতে সঙ্কোচবোধ করতেন না।"

www.pathagar.com

যাই হোক, আবূ সাঈদ যায়েদ ইব্‌ন সাবিতের সাক্ষ্যও রয়েছে যে, যাকাত মওকুফ কেবলমাত্র যুদ্ধের ঘোড়ার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হত; অর্থাৎ যে সব ঘোড়া সত্যি সত্যি মনিবের বাহন ছিল এবং কাজে লাগত এবং জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌র সাক্ষ্যও রয়েছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) মাঠে চরানো ঘোড়ার জন্যে একটি যাকাতের হার নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন। এটা সত্য হলে উমর নিশ্চয়ই এ বিষয়ে সম্পূর্ণ সচেতন থাকতেন।

অতএব রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর এই দুইজন সাহাবার সাক্ষ্য গ্রহণ করে নিলে (যা ঘটনাক্রমে আবূ হুরায়রার (রাঃ) বর্ণিত হাদীসের সঙ্গে আদৌ সঙ্গতিহীন নয়) অবশ্যই ধরে নিতে হয় যে, হয় দামেশ্‌কের জনগণের বিষয়টি ভ্রান্তিমূলকভাবে বর্ণনা করা হয়েছে অথবা ঘোড়াগুলো চরানো ঘোড়া ছিল না।

তদুপরি এই সত্যটিও ভুলে গেলে চলবে না যে, হিজরতের পরবর্তী প্রথম দশকের প্রচলিত বিশেষ পরিস্থিতি নবপ্রতিষ্ঠিত ইসলামী রাষ্ট্রের অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম দ্বারা চিহ্নিত ছিল. সম্পূর্ণ সম্ভাবনায় তখন মাঠে চরানো ঘোড়ার উপর যাকাত ধার্য করার কোন সুযোগই ছিল না; ঘোড়া যা ছিল সবই সক্রিয় যুদ্ধের কাজে নিয়োজিত ছিল। এ রকম একটি পরিস্থিতি কোন অবস্থাতেই এমন সম্ভাবনাকে উড়িয়ে দিবে না যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) মাঠে চরানো ঘোড়ার উপর একটি নির্দিষ্ট যাকাতের হার নির্ধারিত করে দিয়ে থাকবেন। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সময়ে মুসলিম বাহিনীর যে বাস্তবিকই ঘোড়ার অভাব ছিল তা নিম্নে উল্লেখিত কুরআন শরীফের আয়াত থেকেই পরিষ্কার বুঝা যায়ঃ

"আল্লাহ্ ও রসূল (সাঃ)-এর প্রতি অবিমিশ্র অনুরাগ থাকলে যারা দুর্বল, যারা পীড়িত এবং যারা অর্থ সাহায্যে অসমর্থ তাদের কোন অপরাধ নেই। যারা সৎকর্মপরায়ণ তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগের কোন হেতু নেই; আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। তাদের বিরুদ্ধেও অভিযোগের কোন হেতু নেই যারা আপনার নিকট বাহনের জন্যে এলে আপনি বলেছিলেন, 'তোমাদের জন্যে কোন বাহন আমি পাচ্ছি না', তারা অর্থব্যয়ে অক্ষমতাহেতু দুঃখে অশ্রুবিগলিত নেত্রে ফিরে গেল।" (সূরা তওবা ঃ ৯১-৯২)

সমস্যাটির একটি সন্তোষজনক সমাধানে পৌছানোর জন্যে বিষয়গুলো সতর্কতার সঙ্গে বিশ্লেষণ করে দেখা উচিত।

আমাদের হাতে যে পরস্পর বিরোধী তথ্য রয়েছে এবং সেগুলোর যে বিভিন্ন ইঙ্গিত রয়েছে সে সব বাদ দিয়ে আমরা আমাদের যুক্তি আইনের

www.pathagar.com

আদর্শের উপরে প্রতিষ্ঠিত করব। আইন অনুযায়ী যাকাত কেবল সেই গৃহপালিত পশুর উপর ধার্য করা যেতে পারে যেগুলোর পরিপূর্ণ ব্যবহার হয়ে থাকে, অর্থাৎ যেগুলো মালিকের ষোল আনা কাজে আসে। যাকাত কর আরোপের নির্ধারণী শর্ত যেহেতু পশুর পরিপূর্ণ ব্যবহার, আমরা তাই দেখব গৃহপালিত পশু হিসাবে ঘোড়া এই মৌলিক শর্ত পূরণ করে কি না।

ঘোড়া মানুষের কি কি কাজে লাগে তা সর্বজনবিদিত, তাই এখানে আর বিস্তারিত বর্ণনা করলাম না। যাই হোক, তর্কের খাতিরে উল্লেখ করা যায় যে, ঘোড়া সাধারণতঃ চড়া, ভার বহা, লাঙল টানা, পানি তোলা এবং বোঝা টানার কাজে লাগে। তাছাড়া ঘোড়ার লোম ও চামড়া দিয়ে কয়েকটি প্রয়োজনীয় কাজ হয়। কাজেই যে একমাত্র কারণে সম্ভবতঃ ঘোড়াকে যাকাত করোপযোগী পশু বিবেচনা করার অন্তরায় হবে, তা হল ঘোড়ার গোশ্ত ও দুধ, যা খাওয়া যায় না।

বস্তুতঃ ঘোড়ার গোশ্ত খাওয়া হালাল কি হারাম এ বিষয়টি নিয়ে উলামা ও ইসলামের আইন ব্যাখ্যাতাগণের মধ্যে মতবিরোধের শেষ নেই। কোন কোন খ্যাতনামা আইন ব্যাখ্যাতার মতে—তাঁদের মধ্যে ইমাম শাফি'ঈ অন্যতম—ইসলামী শাস্ত্র অনুযায়ী খাদ্য হিসাবে ঘোড়ার গোশ্ত ও দুধ হালাল; কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মালিকের মত আইন ব্যাখ্যাতাগণ এই মত সমর্থন করেন না।

এটা বিশেষ চিত্তাকর্ষক যে, ইমাম আবূ হানীফা, যিনি মাঠে চরনো ঘোড়ার করোপযোগিতা স্বীকারকারী স্বল্পসংখ্যক আইন ব্যাখ্যাতাগণের অন্যতম, তিনি ঘোড়ার গোশ্তকে খাদ্য হিসাবে হালাল জ্ঞান করেন না। তাঁর আপত্তির কারণ ঘোড়ার গোশ্তের প্রকৃতি নয়, বরং আপত্তি এ কারণে যে, কুরআন শরীফের সূরা নাহ্লের ৫ নং আয়াতে পরিষ্কারই বলা আছে যে 'আন'আম' (الأنعام) অর্থাৎ উট, গরু, ভেড়া ও বকরীকে মানুষের খাদ্য হিসাবে হালাল করা হয়েছে, অথচ একই সূরার ৮ নং আয়াতে যেখানে বিশেষভাবে ঘোড়া, খচ্চর ও গাধা সম্বন্ধে বলা হয়েছে, সেখানে সেগুলোকে হালাল করা হয়নি ঃ

"তোমাদের আরোহণের জন্যে ও শোভার জন্যে তিনি সৃষ্টি করেছেন ঘোড়া, খচ্চর ও গাধা এবং তিনি সৃষ্টি করেন এমন অনেক কিছু, যা তোমরা অবগত নও।" (সূরা নাহ্ল ঃ ৮)

www.pathagar.com

সত্য যে, কুরআন শরীফের এই আয়াতটি দ্বারা বিশেষভাবে ঘোড়ার গোশ্‌ত হালাল কি না তা বোঝায় না। এ দ্বারা এটাও বোঝায় না যে ঘোড়ার গোশ্‌ত মুসলমানের জন্যে হারাম। অপরপক্ষে নাপাক হওয়ার কারণে, কোন্ জাতীয় গোশ্‌ত মানুষের খাবারের অনুপযোগী সে সম্বন্ধেও কোন সন্দেহের অবকাশ রাখা হয়নি ঃ

"বলুন, আমার প্রতি যে প্রত্যাদেশ হয়েছে তাতে, লোকে যা আহার করে তার মধ্যে আমি মড়া, প্রবহমান রক্ত ও শূকরের গোশ্‌ত ব্যতীত কিছুই নিষিদ্ধ পাই না, কেন না, এগুলো অপবিত্র; অথবা যা আল্লাহ্‌র নাম না নেবার কারণে হারাম। তবে কেউ অবাধ্য না হয়ে এবং সীমা লঙ্ঘন না করে তা গ্রহণে বাধ্য হলে সে ক্ষেত্রে তোমার প্রতিপালক ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।---" (সূরা আন'আম ঃ ১৪৫)

"তোমাদের জন্যে হারাম করা হয়েছে মড়া, রক্ত, শূকরের গোশ্‌ত, আল্লাহ্ ছাড়া অপরের নামে উৎসর্গ করা প্রাণী, আর গলা টিপে মারা প্রাণী, আঘাত করে মারা প্রাণী, পতন হেতু মৃত প্রাণী, শিঙের আঘাতে মরা প্রাণী এবং হিংস্র জন্তুতে খাওয়া প্রাণী; তবে যা তোমরা (যবেহ্ দ্বারা) হালাল করেছ তা ব্যতীত; আর যা মূর্তিপূজার বেদীর উপর বলি দেওয়া ... এসব পাপ---।
(সূরা মায়িদা ঃ ৩)

কুরআনের উপরিউক্ত আয়াতসমূহে কোন্ কোন্ গোশ্‌ত মানুষের খাদ্য হিসাবে হারাম বা নিষিদ্ধ সে সম্বন্ধে কয়েকটি অতি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত আরোপিত হয়েছে। শর্তগুলো হল ঃ

(ক) মরা পশুর গোশ্‌ত হলে (الميتة), অর্থাৎ দেহ শক্ত হওয়া শুরু হয়ে গেলে[১] যে কোন পশুর গোশ্‌ত—তা ইসলামের বিধানমতে যথাযথভাবে যবেহ্ করা হলেও—মানুষের খাদ্যের অনুপযোগী হয়ে যায় এবং পরিণামে হারাম হয়ে যায়।

(খ) রক্ত—তা যে কোন রকমেরই হোক না কেন—মুসলমানের জন্যে হারাম। এই নিষেধও বিজ্ঞান-নির্ভর। রক্ত জীবদেহের সকল ত্যাজ্য পদার্থ ও জীবকোষের বিষাক্ত পদার্থ বহন করে, তাই মানুষের খাদ্য হিসাবে রক্ত আদৌ উপাদেয় নয়।

---

১. কোন পশু মারা যাওয়ার প্রায় ১২ ঘন্টার মধ্যে দেহ শক্ত হতে শুরু হয়। আধুনিক বিজ্ঞান অনুসারেও মরা পশুর গোশ্‌ত খাদ্য হিসাবে উপাদেয় নয়।

www.pathagar.com

(গ) শূকরের গোশ্‌ত খাওয়া এবং তদনুসারে হিংস্র ও মরা পশুর গোশ্‌ত ভক্ষণকারী যে কোন প্রাণীর গোশ্‌ত মুসলমানের জন্যে হারাম। শূকর, কুকুর, বিড়াল, গৃহপালিত গাধা, ইঁদুর, হায়েনা, শকুন, কাক এবং শুশুক ও হাঙর জাতীয় মাছের গোশ্‌ত নাপাক, কারণ এরা নাপাক খাদ্য ভক্ষণ করে থাকে।

মাংসাসী সকল প্রাণী এবং সকল শিকারী পাখীর গোশ্‌তই মকরুহ্ (৩,১৫)।

(ঘ) যে গোশ্‌ত মুসলমানের জন্যে হালাল তা-ও ইসলামী বিধিসম্মত উপায়ে যবেহ্ করা না হলে খাবারের অনুপযোগী হয়ে যায়, যেমন শ্বাসরুদ্ধ করে মারলে, পিটিয়ে মারলে অথবা স্বাভাবিক বা দুর্ঘটনায় মারা গেলে বা রোগে মারা গেলে। এই নিষেধের বৈজ্ঞানিক যথার্থতা রয়েছে যে, যখন কোন প্রাণীকে স্বাভাবিক রক্তপ্রবাহ হয় না এমন কোন উপায়ে বধ করা হয়, তখন আটকা রক্ত দ্বারা গোশ্‌ত বিনষ্ট হয়, কেন না রক্তটুকুর কাজই ছিল ঐ প্রাণীর দেহের অপবিত্র জিনিসগুলো পরিশুদ্ধ করা। আধুনিক বিজ্ঞান রোগাক্রান্ত প্রাণীর গোশ্‌তকে উপাদেয় বলে না।

(ঙ) ইসলামী আইনসঙ্গত হলেও যে কোন প্রাণীকে আল্লাহ্‌র নামে উৎসর্গ না করে বধ করলে বা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন উপাস্যের নামে বধ করা হলে বা কোন মূর্তির প্রতি উৎসর্গ করে বধ করা হলে, সেই প্রাণীর গোশ্‌ত মুসলমানের জন্যে হারাম। এর কারণ ইসলাম জীবন রক্ষার্থে ছাড়া কোন প্রাণীর জান নেওয়াকে একটি ভয়াবহ কাজ বলে বিবেচনা করে। যবেহ্ কাজটি স্রষ্টার হুকুম ছাড়া এবং মানুষের ক্ষুধা নিবৃত্তির নিতান্ত প্রয়োজন ব্যতীত আইনসঙ্গতভাবে করা যায় না।

রুচি ও অভ্যাসের বিকৃতিহেতু অপবিত্র খাদ্য গ্রহণের মনোভাব যে কোন প্রাণীরই হতে পারে, মানুষের মধ্যেও যে একেবারে না হতে পারে তা নয়। সাধারণভাবে পাক খাদ্য গ্রহণে অভ্যস্ত প্রাণীও যে নাপাক খাদ্যের অভ্যাস গড়ে তুলতে পারে, তার একটা উদাহরণ হল ভারতের ধর্মের গরু যেগুলো বিনা বাধায় শহরে, গ্রামে স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়ায়, ক্ষুধার্ত অবস্থায় থাকে এবং আবর্জনা খেয়ে থাকে। প্রশ্নাতীতভাবে এইসব গাভীর দুধ ও গোশ্‌ত—দুই-ই মানুষের খাদ্যের অনুপযোগী, যদিও সাধারণত গরু মানুষের একান্ত বিধিসম্মত খাদ্যের অন্যতম।

www.pathagar.com

ঘোড়া সম্বন্ধে বলা যায় যে, ঘোড়া পাক খাদ্য খায়। এতটুকুও বলা যেতে পারে যে, আল্লাহ্‌র সৃষ্ট সকল পশুর মধ্যে ঘোড়া শ্রেষ্ঠ ও পরিচ্ছন্নতম প্রাণী। কাজেই স্বাস্থ্যগত বা পরিচ্ছন্নতাগত কোন বিবেচনায়ই ঘোড়ার গোশ্‌ত ও দুধকে মকরূহ্‌ জ্ঞান করার কোন সঙ্গত কারণ থাকতে পারে না—হারাম তো নয়ই।

তদুপরি, একাধিক হাদীসে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) স্বয়ং মুসলমানগণকে ঘোড়ার গোশ্‌ত খাবার অনুমতি দিয়েছিলেন এবং গৃহপালিত গাধার গোশ্‌ত খেতে পরিষ্কার বারণ করেছিলেন, কেন না গাধা নাপাক খাদ্য খেয়ে থাকে।

"ইয়াহিয়া ইব্‌ন ইয়াহিয়া এবং আবূ আর্‌-রাবিয়া আল-আতাকী এবং কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন (ইয়াহিয়ার ভাষায় নিম্নলিখিত হাদীসটি): ইয়াহিয়া বলেছেন, হাম্মাদ ইবন যায়িদ আমাদের নিকট জ্ঞাপন করেছেন (এবং অপর দুজনে বলেছেন, তিনি আমাদের নিকট বলেছেন,) যে, তিনি আমর ইব্‌ন দীনারের কাছ থেকে শুনেছেন যে, তিনি মুহাম্মদ ইবন আলীর নিকট শুনেছেন যে, তিনি জাবির ইবন আবদুল্লাহ্‌র নিকট শুনেছেন যে, খাইবারের (যুদ্ধের) দিন রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) আমাদেরকে গৃহপালিত গাধার গোশ্‌ত খেতে বারণ করেছিলেন এবং ঘোড়ার গোশ্‌ত খাওয়ার অনুমতি দিয়েছিলেন।" (ইমাম মুসলিম)

"মুহাম্মদ ইবন হাতিম আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন যে, মুহাম্মদ ইবন বকর আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, ইব্‌ন জুরাইয়া আমাদের এই বলে জ্ঞাপন করেছেন, আবূ আয্‌-যুবাইর আমার নিকট জ্ঞাপন করেছেন, তিনি জাবির ইবন আবদুল্লাহ্‌কে বলতে শুনেছেন: "খায়বারের (যুদ্ধের) সময়ে আমরা ঘোড়ার গোশ্‌ত ও বন্য গাধার গোশ্‌ত খেয়েছিলাম। কিন্তু রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) আমাদের গৃহপালিত গাধার গোশ্‌ত খেতে বারণ করেছিলেন।" (ইমাম মুসলিম)

"মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ্‌ আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন যে, আমার বাবা এবং হাফ্‌স ইব্‌ন গিয়াস এবং ওকী আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন যে, তিনি হিশাম থেকে শুনেছেন, তিনি ফাতিমা (রাঃ)-এর নিকট থেকে শুনেছেন, আসমা (রাঃ) তাঁকে বলেছেন, রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর আমলে আমরা ঘোড়া যবেহ্‌ করে তার গোশ্‌ত খেতাম।" (ইমাম মুসলিম)

www.pathagar.com

এটা সত্য যে, তুর্কমেন মুসলমানগণের মধ্যে ঘোড়ার গোশ্‌ত ও দুধ খাওয়া সাধারণ বিষয়, কিন্তু অন্যান্য অঞ্চলের মুসলমানগণের মধ্যে এর প্রচলন নেই। যাই হোক, ঘোড়ার গোশ্‌তকে হারাম ঘোষণা করার যৌক্তিকতা নেই। ঘোড়ার গোশ্‌ত ও দুধ খাওয়া বা না খাওয়াটা ব্যক্তিগত পর্যায়ের বিষয় হওয়াই ভাল।

"আল্লাহ্ তোমাদের যা দিয়েছেন তার মধ্যে যা হালাল ও পবিত্র তা তোমরা খাও এবং তোমরা যদি কেবল আল্লাহ্‌রই ইবাদত কর তবে তার অনুগ্রহের জন্যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। আল্লাহ্ তো কেবল মড়া, রক্ত, শূকরের গোশ্‌ত এবং যা আল্লাহ্ ছাড়া অপর কারো নামে যবেহ করা হয়েছে তা-ই তোমাদের জন্যে হারাম করেছেন; কিন্তু কেউ অন্যায়কারী বা সীমা লঙ্ঘনকারী না হয়ে অনন্যোপায় হলে আল্লাহ্ তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। তোমাদের জিহ্‌বা (পাক ও নাপাক বিষয়ে) যা প্রমাণ করে সে বিষয়ে কথা বলো না; আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যা আরোপ করার জন্যে তোমরা বলো না', 'এটা হালাল এবং ওটা হারাম।' যারা আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা উদ্ভাবন করবে তারা সফলকাম হবে না।" (সূরা নাহ্‌ল : ১১৪-১১৬)

স্বভাবতই ঘোড়া সুনিশ্চিতরূপে সামগ্রিক ব্যবহারের শর্ত পূর্ণ করে। ফলে ঘোড়া যখন শাবক বা দুধের জন্যে পালন করা হয় অর্থাৎ অন্যান্য করোপযোগী গৃহপালিত পশুর মতই যখন পালন করা হয়, তখন নিশ্চয়ই তা যাকাত করোপযোগী হয়।

মাঠে চরানো ঘোড়ার করের সীমা এবং যাকাতের হার

মাঠে চরানো ঘোড়ার যাকাতের হার সম্বন্ধে হাদীস এবং উমর ইবন খাত্তাব সম্পর্কিত বর্ণনা থেকে পাওয়া যায় যে, ঘোড়া প্রতি ছিল ১ দীনার বা ১০ দিরহাম। চরানো ঘোড়া সম্বন্ধে এই হারকেই যদি আদি বলে গ্রহণ করা হয়, তাহলে এ-ও ধরে নিতে হবে যে, এ পরিমাণ ছিল সাধারণ আকারের একটি ঘোড়ার মূল্যের বেশ মোটামুটি একটি পরিমাণ। সেই পরিমাণ আজও বলবৎ রয়েছে এমন কথা আর বলা যায় না। বরং সঙ্গত কারণেই বলা চলে যে, অনেক আগেই এই যাকাতের হার বন্ধ হয়ে গেছে। মুহাম্মদ ইবনুল হাসান তাঁর বই আল-আসার-এ ইমাম আবূ হানীফা এবং হাম্মাদ ইবন আবি সুলায়মান থেকে বর্ণনা করে বলেছেন যে, ইমাম ইব্রাহীম আন-নাসাঈ কর্তৃক উক্ত চরানো ঘোড়ার যাকাতের নির্ধারিত হার ছিল (ঘোড়া

www.pathagar.com

বা ঘোড়ী প্রভৃতি) বছরে ১ দীনার বা ১০ দিরহাম অথবা যাকাতদাতা ইচ্ছা করলে রূপার হিসাবে নির্ধারিত দর, নিসাব ও করের সীমার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে প্রতি ২০০ দিরহামের জন্যে ৫ দিরহাম (অর্থাৎ ২½%) যাকাত দিতে পারতেন। হানাফী মাযহাবমতে এ রকম বিকল্প পদ্ধতিতে যাকাত দেওয়া যেতে পারে। যে পুরানা বিবেচনায় ঘোড়ার যাকাতের ক্ষেত্রে যাকাতের হার, নিসাব ও করের সীমা রূপার হিসাবের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বিকল্প পদ্ধতিতে প্রদান করা যেত, তা ভবিষ্যতেও যুক্তিযুক্তভাবে সঙ্গতিপূর্ণ করে পুনঃনির্ধারণ করে নেওয়া যেতে পারে।

সোনা ও রূপার ক্ষেত্রে যেমন প্রচলিত বাজারদর অনুযায়ী এক বছরকালের খাদ্যের সমপরিমাণ মূল্যের নিসাব নির্ধারণ করে তৎপর যাকাত ধরা হয়ে থাকে, চরানো ঘোড়ার ক্ষেত্রেও সে রকম পদ্ধতি প্রয়োগ করা যেতে পারে।

অনুরূপভাবে মাঠে চরানো ঘোড়ার নিসাব নির্ধারণ করতে হবে ৫ উটের বোঝাই (১,৬৮০সের বা ১,৫৬৮ কেজি) দেশের প্রধান খাদ্য শস্যের সরকারী বাজার দর ধরে নিয়ে। তাই, একজন লোকের যদি পূর্ণ এক বছরকাল ধরে এক বা একাধিক মাঠে চরানো ঘোড়া থাকে এবং সেটার বা সেগুলোর মিলিত মূল্য সেই দেশবাসীর প্রধান খাদ্য-শস্যের ৫ উটের বোঝাই-এর মূল্যের সমপরিমাণ হয়, তাহলে তাঁকে ২½% যাকাত আদায় করতে হবে, কারণ উক্ত পরিমাণটি নিসাব হয়।

অতঃপর নিসাবের মূল্যের প্রতি এক-পঞ্চমাংশ বৃদ্ধির জন্যে ২½% হারে যাকাত দিয়ে যেতে হবে। কিন্তু সে পরিমাণের সামান্য কম বৃদ্ধি হলেও তা যাকাতমুক্ত থাকবে।

মাঠে চরানো ঘোড়ার যাকাতের আইন

(হানাফী মাযহাব অনুযায়ী এবং ত্রৈমাসিক হিসাবের ভিত্তিতে গৃহীত)

১. দেশবাসীর প্রধান খাদ্যশস্যের সরকারী মূল্য যদি বছরকাল সময়ের মধ্যে উঠানামা করে থাকে তাহলে একটা গড়পড়তা মূল্য ধরে সে অনুযায়ী মাঠে চরানো ঘোড়ার নিসাব নির্ধারণ করতে হবে।

২. কোন্ জাতের বা কতগুলো ঘোড়া তার বিবেচনা না করে, গৃহপালিত ঘোড়ামাত্রই (অর্থাৎ ঘোড়া অথবা ঘোড়ী এবং টাট্টু) যদি শাবকের

www.pathagar.com

জন্যে বা দুধের জন্যে পালন করা হয় এবং বছরে অন্ততঃ ছয় মাস মাঠে চরানো হয়ে থাকে, তাহলে নিসাব পূর্ণ হলে এবং পূর্ণ এক বছরকাল মালিকানাধীন থাকলে সেগুলোর যাকাত আদায় করতে হবে।

মাঠে চরানো ঘোড়ার করোপযোগিতা নির্ধারণের কালে একজন প্রকৃত মালিকের অধীনে মোটসংখ্যক ঘোড়া এবং সেগুলো একই সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীনে একই অথবা একাধিক ভৌগোলিক সীমার মধ্যে অবস্থিত কি না, তা অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে।

৩. যে সব ঘোড়া চড়ে বেড়ানোর, বোঝা বহন করার, চাষ করার, পানি টানার, বা শাবকের জন্যে পালন করা হয় এবং ছয় মাসের বেশী সময়ের জন্যে গোয়ালে পালন করা হয় সেগুলো, গোয়ালে রেখে পালন করার ব্যয়-সাধ্যতা হেতু, যাকাতমুক্ত থাকবে—তাদের মূল্য যাই হোক না কেন।

৪. ছিন্নমুষ্ক ঘোড়ার যাকাত নেই। অনুরূপভাবে কেউ যদি শুধু টাট্টু ঘোড়া পালন করেন (একটিও ঘোড়ী না থাকে) তাহলে সেগুলো ছয় মাসের বেশী সময় যাবত মাঠে চরানো হলেও যাকাতমুক্ত থাকবে। উভয় ক্ষেত্রেই স্থায়ী মূল্যের শর্ত পূর্ণ হয় না, কারণ ঘোড়ী ব্যতীত টাট্টু নিজে প্রজনন করতে পারে না।

৫. ব্যবসায়ের যাকাতের ১৭ নং আইনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে, যে সব ঘোড়া বিক্রির উদ্দেশ্যে রাখা হয়, সেগুলো ব্যবসায়ের সম্পদরূপে গণ্য হবে—মাঠে চরানো বা গোয়ালে পালা যে রকমই হোক না কেন।

৬. ব্যবসায়ের যাকাতের ১৬ নং আইনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে, যে সব ঘোড়া প্রাথমিকভাবে ব্যবসায়ের জন্যে রাখা হয়েছিল কিন্তু পরবর্তীতে পালন করার জন্যে মাঠে চরানো হয়, সেগুলো স্বভাবতঃই আর ব্যবসায়ের যাকাতের সম্পদ থাকবে না এবং ঘোড়ার যাকাতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।

যে কোনসংখ্যক ঘোড়া যদি ব্যবসায়ের সম্পদ থেকে ব্যক্তিগত সম্পদে রূপান্তরিত হয় তাহলে (মাঠে চরানো ঘোড়া) নিসাবের সমপরিমাণ মূল্যের হলে, সেগুলো করোপযোগী থাকবে; বছরকাল যাবত মালিকানাধীন থাকার হিসাব রূপান্তরের কারণে ভঙ্গ হবে না।

৭. যদি কোন কারণে করোপযোগী ঘোড়ার মূল্য বছরের শুরুতে যত ছিল, যাকাত ধার্য হবার কালে তা অপেক্ষা কম হয়, তাহলে কেবল সেই

www.pathagar.com

পরিমাণ 'মূল্যেরই' যাকাত ধরতে হবে যা নাকি প্রকৃত মালিকের অধীনে কার্যকরভাবে এক বছরকাল যাবত ছিল।

৮. মাঠে চরানো ঘোড়ার দৈহিক খুঁত থাকলেও (অন্ধ, খোড়া, সারানো যাবে এমন রোগ বা আঘাত) সেগুলোর ব্যবহারের উপযোগিতা ও মালিকের নিকট মূল্য থাকলে যাকাত করাধীন হবে।

৯. ব্যবসায়ের সম্পদ হিসাবে ব্যতীত, এক বছরের কম বয়স্ক ঘোড়ার শাবক আইনসঙ্গতভাবে যাকাত করাধীন হয় না (নীচে ১২-ছ নং আইন দেখুন)।

১০. যৌথ মালিকানাধীন করোপযোগী ঘোড়ার যাকাত যৌথ মালিকানাধীন সম্পদের যাকাত আইন অনুযায়ী ধার্য করতে হবে।

১১. করোপযোগী ঘোড়া যদি যাকাত করোপযোগী অন্য কোন সম্পদের সঙ্গে বিনিময় করা হয়—তাহলে উক্ত বিনিময় করোপযোগী সম্পদ বিনিময়ের আইন অনুযায়ী করতে হবে (নীচে ১২-ঘ নং আইন দেখুন)।

১২. যদি মাত্র একটি বা কয়েকটি ঘোড়াই কারো মালিকানাধীনে থাকে তাহলে বছরকাল মালিকানাধীন থাকার হিসাব, মালিকের ইচ্ছা অনুযায়ী, প্রতিটি ঘোড়ার আলাদা আলাদাভাবে বা একই তারিখে দখলে আনা কয়েকটির একসঙ্গে ধার্য হতে পারে।

কিন্তু একপাল ঘোড়ার ক্ষেত্রে ত্রৈমাসিক হিসাব পদ্ধতি প্রয়োগ করা উচিত যেমন অন্যান্য গৃহপালিত পশুর ক্ষেত্রে হয়ে থাকে; তবে এটুকু তফাৎ থাকবে যে, ঘোড়ার ক্ষেত্রে পশুর সংখ্যা নয়, তার মূল্য অনুযায়ী হবে।

অতএব, করোপযোগী ঘোড়ার যাকাত ত্রৈমাসিক হিসাবের ভিত্তিতে নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে ধার্য করতে হবে।

(ক) মাঠে চরানো ঘোড়ার করোপযোগিতা নির্ধারণের জন্যে বছরকে প্রতিটি তিন মাস করে মোট চারটি ভাগে বিভক্ত করে নিতে হবে, প্রথম ভাগ শুরু হবে ১লা জানুয়ারী থেকে, ইত্যাদি (মাঠে চরানো গৃহপালিত পশুর ৪-ক নং আইন দেখুন)।

(খ) একইভাবে, অন্যান্য গৃহপালিত পশুর ক্ষেত্রে যেরূপ তেমনি প্রতি তিন মাস সময় ভাগের মুতাবিক বছরকাল মালিকানাধীন থাকার হিসাব

www.pathagar.com

উক্ত সময় ভাগ পূর্ণ হবার পরে এবং আপাত বৃদ্ধি, যদি হয়, কত হল তা জানার পরে শুরু করতে হবে (মাঠে চরানো গৃহপালিত পশুর যাকাত আইনের ৪-খ আইন দেখুন) । প্রতিটি তিন মাস সময়কালের ঘোড়ার যাকাত বছর-কাল পূর্ণ হবার পরে, উক্ত সময়ভাগের শেষ তারিখ থেকে গণনা করে ধার্য করতে হবে।

(গ) যে কোন তিন মাস সময় ভাগের মধ্যে নতুন ঘোড়া অর্জন করা হলে অর্থাৎ পালে নতুন জন্মালে, উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ হলে উপহার স্বরূপ পাওয়া গেলে, করমুক্ত সম্পদ দ্বারা ক্রয় করা হলে বা করোপযোগী কিন্তু নিসাবের কম পরিমাণ সম্পদ দ্বারা ক্রয় করা হলে, বা এক বছরের কম বয়সের শাবক হলে বা পালের এক বা একাধিক ঘোড়ার বিনিময়ে লাভ করা হলে, যেগুলো যৌথভাবে আপাত বৃদ্ধির সূচনা করেছে সেগুলোকে পরেরগুলোর সঙ্গে যোগ করতে হবে এবং সেগুলোর সঙ্গেই নতুন করে একটি বছরকালের হিসাব শুরু করতে হবে।

(ঘ) করোপযোগী সম্পদের বিনিময় আইনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে (উপরের ১১ নং আইন দেখুন) যে সব ঘোড়ার মূল্য নিসাবের সমপরিমাণ বা তার চেয়ে বেশী এবং যেগুলো করোপযোগী সম্পদের বিনিময়ে অর্জন করা হয়েছে (যথ. রূপা, সোনা, টাকা, করোপযোগী গৃহপালিত পশু, ব্যবসায়ের সম্পদ, মুক্তা বা মূল্যবান পাথর) এবং যেগুলো ইতিমধ্যেই একটি বছরকাল হিসাবের অধীন, সেগুলোকে বিনিময়কৃত সম্পদ যে সময়ে যাকাত করাধীন হত সেই সময়কালের অধীনে ধরতে হবে—বিনিময় যে তারিখেই করা হোক না কেন।

একই তিন মাস সময়ের মধ্যে যদি আরো অন্যান্য ঘোড়া থেকে থাকে তাহলে নতুন অর্জিত ঘোড়াগুলোকে পরেরগুলোর সঙ্গে একত্রে ধরতে হবে এবং এ দ্বারা যে নতুন পাল সৃষ্টি হল তা একত্রে যথাসময়ে যাকাত করাধীন হবে।

উদাহরণ : বিনিময় যদি ১৯৫৮ সালের ১৫ই জুলাই তারিখে হত এবং বিনিময়কৃত সম্পদের যাকাত যদি যথাসময়ে ১৯৫৮ সালের ১লা ডিসেম্বর তারিখে দেয় হত, তাহলে নতুন অর্জিত ঘোড়া বিনিময়কৃত সম্পদের স্থান দখল করত এবং ১৯৫৭ সালের চতুর্থ সময়ভাগের অন্তর্ভুক্ত হত এবং একই ত্রৈমাসিক সময়ভাগের অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য ঘোড়ার সমবায়ে ১৯৫৮ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে যাকাত করাধীন হত।

www.pathagar.com

বিনিময় যদি ১৯৫৮ সালের ১লা ডিসেম্বর পর্বের কোন তারিখে হত, ধরা যাক, ১৯৫৭ সালের ৩রা ডিসেম্বর বা ১৯৫৮ সালের ৪ঠা মার্চ, এমন কি ১৯৫৮ সালের ৩০শে নভেম্বর তারিখে হত, তাহলে অবস্থাটা উপরের বর্ণনার হুবহু অনুরূপ হত, অর্থাৎ নতুন অর্জিত ঘোড়াগুলো ১৯৫৭ সালের চতুর্থ সময়ভাগের অন্তর্ভুক্ত বলে বিবেচিত হত এবং তার যাকাত ১৯৫৮ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে দেয় হত।

অনুরূপভাবে বিনিময়কৃত সম্পদের যাকাত যদি স্বাভাবিকভাবে ১৯৫৮ সালের ১লা জানুয়ারী ও ৩১শে মার্চ তারিখের মাঝখানের কোন তারিখে হত, তাহলে নতুন অর্জিত ঘোড়াগুলো ১৯৫৭ সালের প্রথম সময়ভাগের অন্তর্ভুক্ত বলে বিবেচিত হত এবং সেগুলোর যাকাত একই সময়ভাগের অন্যান্য ঘোড়ার সঙ্গে ১৯৫৮ সালের ৩১শে মার্চ তারিখে দেয় হত।

এমনও হতে পারত যে, তারিখের একটা হুবহু ঘটনার সঙ্গতি ঘটে যেতে পারত, যাতে বিনিময়কৃত সম্পদের যাকাত স্বাভাবিকভাবেই ৩১শে মার্চ, ৩০শে জুন, ৩০শে সেপ্টেম্বর বা ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে দেয় হত, অর্থাৎ হুবহু সেই তারিখে যেদিন সংশ্লিষ্ট ৩ মাস সময়কালের যাকাতও স্বাভাবিকভাবেই দেয় হত।

অবস্থা যাই হোক না কেন, বিনিময়ের সঠিক তারিখের সঙ্গে যাকাতের কোন সম্পর্কই নেই। বিনিময় যদি সম্পদের যাকাত ধার্য হবার তারিখের একদিন আগেও করা হয়, তাহলেও বিনিময়লব্ধ ঘোড়াগুলো সংশ্লিষ্ট ত্রৈমাসিক সময়ভাগেরই অন্তর্ভুক্ত হবে, যে সময়ের যাকাত অনুরূপভাবে প্রায় দেয় হয়ে আসছিল।

(ঙ) বহুগুণ হিসাবের ৩-গ নং এবং করোপযোগী সম্পদ বিনিময়ের ৪ ও ৬ নং নিয়মের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে যে-সংখ্যক ঘোড়ার মূল্য হিসাবের সমপরিমাণ হয় এবং যেগুলো করোপযোগী সম্পদের বিনিময়ে অর্জন করা হয়েছে (যে সম্পদ দুই বা ততোধিক সম্পদাংশের সমষ্টি এবং তাদের জন্যে ততসংখ্যকই বছরকালীন হিসাব রয়েছে) সেগুলোকে পরিমাণ অনুসারে সংশ্লিষ্ট দুই বা ততোধিক সময়ভাগের অন্তর্ভুক্ত করে ধরতে হবে যে সময়ের শেষে বিনিময়কৃত ঘোড়ার যাকাত স্বাভাবিকভাবে দেয় হত।

(চ) করোপযোগী সম্পদ বিনিময়ের ৫-চ ও ৬ নং আইনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে, এক বা একাধিক মাঠে চরানো ঘোড়া যখন তাদের চেয়ে কম মূল্যের

www.pathagar.com

(কিন্তু তবু করোপযোগী) ঘোড়ার সঙ্গে বিনিময় করা হয় তখন শেষোক্তগুলো দুই বা ততোধিক পাল থেকে নেওয়াহেতু এবং তাদের সমসংখ্যক বছরকালের হিসাব থাকাহেতু নতুন ঘোড়াগুলোকেও বিনিময়কৃত ঘোড়াগুলোর স্থলে ধরে নিতে হবে এবং সেগুলোর যাকাত যখন দেয় হত এগুলোর যাকাতও তখনই দেয় হবে।

আর বিনিময় যদি এরূপ হয় যে, পাওয়া ঘোড়াগুলোর মূল্য দেওয়া ঘোড়াগুলোর মূল্য অপেক্ষা বেশী, তাহলে সেই অতিরিক্ত মূল্যের ব্যবস্থা করোপযোগী সম্পদ বিনিময়ের ৫-চ আইন অনুযায়ী এবং অবস্থাভেদে বহুগুণ হিসাবের ২ ও ৩ নং আইনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে করতে হবে।

(ছ) ইতিমধ্যেই বছরকালের হিসাবাধীন কোন করোপযোগী সম্পদের সঙ্গে যদি ১ বছরের কম বয়স্ক ঘোড়ার বাছুর বিনিময় করা হয়, তাহলে উক্ত হিসাব কার্যকরভাবে ভঙ্গ হবে। মূল্য যাই হোক না কেন, বাছুরটি ক্রয়কালীন সময়ভাগের অন্তর্ভুক্ত হয়ে আপাত বৃদ্ধি হিসাবে গণ্য হবে (উপরের ১২-গ নং আইন দেখুন)।

(জ) কোন ব্যক্তি যদি এক বা একাধিক মাঠে চরানো নতুন ঘোড়া ক্রয় বা অর্জন করেন যার মূল্য বা যেগুলোর যৌথ মূল্য নিসাব অপেক্ষা কম, তাহলে যতদিন পর্যন্ত আরো নতুন ঘোড়া অর্জন দ্বারা নিসাব পূর্ণ না হবে ততদিন পর্যন্ত সেগুলো যাকাত করমুক্ত থাকবে। নতুন ঘোড়া অর্জন দ্বারা ঘোড়াগুলোর মূল্য নিসাবের সমপরিমাণ হওয়ামাত্র বছরকালের হিসাব শুরু হবে এবং সবগুলো ঘোড়া একত্রে করোপযোগিতা অর্জনের সময়ের ত্রৈমাসিক কাল-ভাগের অন্তর্ভুক্ত হবে।

(ঝ) কোন ব্যক্তি যদি এক বা একাধিক মাঠে চরানো ঘোড়া ক্রয় বা অর্জন করেন যার বা যেগুলোর মিলিত মূল্য নিসাব অপেক্ষা কম, এবং তিনি পরবর্তীতে একসঙ্গে আরো একটি বা কয়েকটি ঘোড়া ক্রয় করলেন, যার ফলে সবগুলো ঘোড়ার মূল্য একত্রে নিসাবের সমপরিমাণ হয় এবং এই শেষোক্তগুলো ক্রয় করা হল এমন করোপযোগী সম্পদের বিনিময়ে যা ইতিমধ্যেই একটি বছরকালীন হিসাবের অন্তর্ভুক্ত ছিল, তাহলে পূর্বেরগুলো সাময়িকভাবে করমুক্ত থাকবে। নতুন অর্জিত ঘোড়াগুলো যে সম্পদের বিনিময়ে অর্জন করা হল তার স্থলভুক্ত হিসাবে গণ্য করা হবে এবং উক্ত সম্পদ যে ত্রৈমাসিক কালের অন্তর্ভুক্ত ছিল এগুলোও সেই কালভুক্ত হবে

www.pathagar.com

এবং বছরান্তে সে সম্পদের যাকাত যখন দেয় হত এগুলোর যাকাতও তখনই দেয় হবে এবং মূল্যের উপর এগুলোর যাকাত আদায় করতে হবে। অতঃপর নূর ঘোড়া বা ঘোড়াগুলো করোপযোগীগুলোর সঙ্গে যুক্ত হবে। এর মধ্যে যদি কোন বৃদ্ধি হয়ে থাকে তবে সেই বৃদ্ধিও যোগ করতে হবে এবং সেগুলোর জন্যে একটি নতুন বছরকালের হিসাব শুরু করতে হবে।

(ঞ) মাঠে চরানো ঘোড়া দ্বারা গঠিত সম্পদের মূল্য যদি সেগুলো অর্জনকালে নিসাব অপেক্ষা কম হয় (অর্জনকালে সেই একই কালভুক্ত অন্য কোন ঘোড়া যদি না থেকে থাকে) বা কোন কারণে বছরকাল সময়ের মধ্যে নিসাবের চেয়ে কম হয়ে যায়, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে সেগুলো তারিখের ক্রম অনুযায়ী প্রথম দলের সঙ্গে যুক্ত হবে এবং সেগুলোর ন্যায্য মালিকের অধীনে হয়ে বছরকালের হিসাব পূর্ণ করবে।

মাঠে চরানো ঘোড়ার মূল্য, সেগুলো যে সময়ভাগের অন্তর্ভুক্ত সে সময়ের মধ্যে (যাকাত দেয় হবার তারিখের আগে) নিসাবের নীচে পড়ে গেলে এবং এর মধ্যে কিছু বৃদ্ধি হয়ে থাকলেও তদ্দ্বারা যদি নিসাব পূর্ণ না হয়, তাহলে সেক্ষেত্রেও একই নিয়ম প্রযোজ্য হবে।

(ট) বিভিন্ন বছরকালীন হিসাবাধীন চারটি ভাগের ঘোড়ার সহজ ও সঠিক হিসাব রাখার জন্যে সবগুলো পশুর (সংশ্লিষ্ট সময়কালে জন্মানো ঘোড়ার বাচ্চুরসমেত) গায়ে চিহ্ন দিয়ে রাখতে হবে। যাকাত আদায়কারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উক্ত চিহ্নগুলো স্বীকৃত হতে হবে, যাতে কোনটি বছরের ত্রৈমাসিক হিসাবের কোন বিভাগভুক্ত তা স্পষ্ট বুঝা যায়।

মালিকানা বদলীর ফলে যেহেতু পশুগুলো মূলে যে সময়ভুক্ত ছিল পরবর্তীতে ভিন্ন কোন সময়ভুক্ত হতে পারে, তাই উক্ত চিহ্নগুলো সহজেই বদলে নেবার মত করে দিতে হবে।

১৩. করোপযোগী ঘোড়ার প্রকৃত মালিকের অসৎ কাজের কোন নির্দিষ্ট প্রমাণ না পাওয়া গেলে তাঁর উপর পরিপূর্ণ বিশ্বাস রাখতে হবে। মালিক নিজেই তাঁর ঘোড়ার পালের সঠিক হিসাব রক্ষা করবেন এবং সেগুলোর যাকাত আদায় করবেন।

১৪. যদি ব্যক্তিগত ব্যবহারের কোন করমুক্ত সম্পদের সঙ্গে (ব্যবসায়ের সম্পদ নয়) কোন করোপযোগী ঘোড়ার পালের সবগুলো বা কিছু

www.pathagar.com

অংশ বিনিময় করা হয়, দান করা হয় বা খাবারের জন্যে যবেহ করা হয়, চুরি যায় বা দুর্ঘটনাহেতু বিনষ্ট হয়, এবং এ ঘটনা যদি যাকাত দেয় হবার পরে কিন্তু আদায়ের আগে ঘটে, তাহলে যাকাত আদায়ের দায়দায়িত্ব থেকে যাবে এবং ঘোড়া তখন আর মালিকের নিকটে নেই সে অজুহাতে যাকাত না দেওয়া চলবে না। যাকাতের সকল শর্ত পূর্ণ হলে তখন (বছরকাল সময় পূর্ণ হলে) যাকাত অবশ্যই আদায় করতে হবে।

১৫. অপরপক্ষে, উপরে বর্ণিত ধরনের কোন ক্ষয়ক্ষতি যদি বছরকালের হিসাব শেষ হবার আগে সংঘটিত হয় তবে—এমন কি একদিন আগে হলেও—ঘোড়ার করোপযোগিতা এবং যাকাত আদায়ের দায়দায়িত্ব, পরিস্থিতি অনুযায়ী, হয় কমে আসবে বা আদৌ থাকবে না, কেন না, সম্পদ পূর্ণ এক বছরকাল মালিকের নিয়ন্ত্রণাধীনে ছিল না।

১৬. যদি এমন প্রমাণিত হয় যে, করোপযোগী ঘোড়ার পালের সবগুলোই বা অংশবিশেষ যাকাত কর ফাঁকি দিবার উদ্দেশ্যে ইচ্ছাকৃতভাবে হস্তান্তরিত করা হয়েছে বা ক্ষতিগ্রস্ত করা হয়েছে, তাহলে অপরাধী ব্যক্তি শাস্তিযোগ্য হবেন এবং তখন তাঁর কাছ থেকে জবরদস্তি করে যাকাত আদায় করতে হবে।

কৃষিজ সম্পদের যাকাত

"---- এবং ফসল তোলার দিনে তার প্রদেয় আদায় করবে ----"
(সূরা আন'আম: ১৪১-১৪২)

যাকাতের আইনসমূহ সচেতনভাবে পাঠ করলে অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় বোঝা যাবে যে, কৃষিজ পণ্যই এর অত্যাবশ্যকীয় বিষয়। বাস্তবিক, কৃষিজ পণ্যই মানুষের জীবন ধারণের মূল উৎস এবং এটাই যাকাত আইনেরও ভিত্তি।

মানুষের দুটি প্রধান খাদ্য, শস্য ও খেজুরকে (যেযোজাটি আরবের এবং আফ্রিকার মরুবাসী লোকের অত্যাবশ্যক খাদ্য) রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কৃষিজ পণ্যের যাকাতের আদর্শ বা পরিমাপ হিসাবে ধরে নিয়েছিলেন। এবং তাদের নিসাব এরূপ নির্ধারণ করেছিলেন যাতে গড়পড়তা এক পরিবারের এক বছরকালের প্রয়োজনীয় খাদ্যের চাহিদা মিটতে পারে।

www.pathagar.com

এর নিসাব হল ৫টি উটের বোঝা অর্থাৎ মাদানী পদ্ধতির ওজন ও মাপের হিসাব অনুসারে প্রায় ১,৫৬৮ কিলোগ্রাম বা ১,৬৮০ সের। যাকাত আদায়ের পরে এই পরিমাণ থেকে পরিবার প্রতি দৈনিক ৪½ সের বা ৩.৮৬৫ কিলোগ্রাম করে থাকে।

৫টি উটের বোঝা পরিমাণ এই নিসাব অনুসারে রূপা এবং রূপা নির্ভর অন্যান্য দ্রব্যের (যথা, সোনা, ব্যবসা-বাণিজ্যের দ্রব্য, ইত্যাদি) নিসাবও নির্ধারণ করা যায়। এটা সর্বজনগৃহীত যে, রসূলুল্লা (সাঃ)-এর আমলে প্রতি উটের বোঝা শস্য বা খেজুরের দাম ছিল ৪০ দিরহাম রূপা (৫টি উটের বোঝার দাম ২০০ দিরহাম)। সে বিবেচনায় রূপার জন্যে নির্ধারিত নিসাবও ছিল ২০০ দিরহাম, যে পরিমাণটা অবশ্যই ছিল বছরকালের অত্যাবশ্যক খাদ্যশস্যের সমান।

যাই হোক, কৃষিজ পণ্যের বিশেষ ও অভ্রান্ত গুরুত্ব যতটুকুই থাকুক না কেন, ইসলামী আইনের আদি ব্যাখ্যাতাগণ সকলে একমত হয়ে কৃষিজ পণ্যের নিসাব সম্বন্ধে নির্দিষ্ট কিছু বলে যাননি। ইমাম মালিক, ইমাম আবু ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মদ, ইমাম শাফি'ঈ, ইমাম আন্-নাওয়াী এবং ইমাম গাম্বালীর মত এতসংখ্যক সুবিখ্যাত আইন ব্যাখ্যাতা 'হাদীসে' উল্লেখিত নিসাব গ্রহণ করলেও ইমাম আবু হানীফা এবং তাঁরও আগে ইমাম ইব্রাহীম আন্-নাখাঈ এবং ইমাম হাম্মাদ ইবুন আবি সুলায়মান কখনো স্বীকার করেননি যে, কৃষিজ পণ্যের উপর নিসাব সেভাবে নির্ধারিত হোক।

ইমাম আবু হানীফার যুক্তি কুরআন শরীফের নিম্নলিখিত দুইটি আয়াতের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত:

"হে বিশ্বাসিগণ তোমরা যা উপার্জন কর এবং আমি যা ভূমি থেকে তোমাদের জন্যে উৎপাদন করে দিই তার মধ্যে যা উৎকৃষ্ট তা ব্যয় কর এবং তার নিকৃষ্ট বস্তু ব্যয় করার সংকল্প করো না, যেহেতু তোমরা চক্ষু বন্ধ না করে নিজেরা তা গ্রহণ কর না। এবং জেনে রাখ যে, আল্লাহ্ অভাব-মুক্ত, প্রশংসিত।" (সূরা বাকারা: ২৬৭)

"তিনিই লতা এবং বৃক্ষ-উদ্যানসমূহ সৃষ্টি করেছেন এবং খেজুর বৃক্ষ, বিভিন্ন স্বাদবিশিষ্ট খাদ্যশস্য, জয়তুন এবং ডালিমও সৃষ্টি করেছেন— এরা একে অপরের সদৃশ এবং বিসদৃশও। যখন তা ফলবান হয় তখন

www.pathagar.com

তার ফল আহার করবে আর ফসল তোলার দিনে তার দেয় প্রদান করবে এবং অপচয় করবে না, কারণ আল্লাহ অপচয়কারীদের পছন্দ করেন না।"

(সূরা আন'আম : ১৪১-১৪২)

এখন অবশ্যই, আয়াত দুইটির প্রথমটিতে কেবলমাত্র যাকাতের কথাই বলা হয়নি, সাধারণভাবে দানের কথাই বলা হয়েছে। দ্বিতীয় আয়াতটিতেও নিশ্চিতভাবে এমন বলা হয়নি যে, উৎপাদনের পরিমাণ যাই হোক না কেন, যাকাত দিতেই হবে। তবুও ইমাম আবু হানীফা এবং তাঁর পূর্ববর্তী ইমাম আন্-নাখাঈ এবং ইমাম হাম্মাদ ইব্‌ন আবি সুলায়মান এবং পরবর্তী ইমাম মুহিউদ্দীন ইবনুল আরাবী এবং আল-আইনী আয়াত দুইটির এই অর্থ গ্রহণ করেছেন যে, এখানে যাকাতের কথাই বিশেষভাবে বলা হয়েছে এবং তদুপরি অপচনশীল ও পচনশীল উভয় প্রকারের যে কোন পরিমাণের উৎপাদিত ফসলের ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য হবে।[১]

নিসাবের গুরুত্ব ও উদ্দেশ্য ইতিপূর্বে অন্যত্র ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তবু আরেকবার উল্লেখ করা ভাল যে, যাকাতের প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী আকস্মিক ঘটনাক্রমে অর্জিত নয় এমন সকল দ্রব্যের উপরই যাকাত ধার্য করা বিধেয়। যাকাত সকল গরীব মুসলমানেরই আইনসঙ্গত হক। অতএব এটা কেবল স্বাভাবিকই নয়, বরং অত্যন্ত প্রয়োজনীয় যে আইনে সে সকল মুসলমানগণের রক্ষা ব্যবস্থা থাকা উচিত যাদের অপেক্ষাকৃত স্বল্প খাদ্যসম্পদ কেবলমাত্র তাদের প্রয়োজনের জন্যেই যথেষ্ট; সে কারণেই যাকাতমুক্ত অবকাশের ব্যবস্থা।

তদুপরি একটা জিনিষ বুঝতে হবে এবং এই কথাটি ঘন ঘন পুনরুল্লেখ করা যায় না যে, কুরআনের নির্দেশ অনুযায়ীই যাকাত কেবলমাত্র উদ্বৃত্ত সম্পদের উপরই ধার্য করা যেতে পারে। এই আদর্শের বাস্তব প্রয়োগেরই প্রয়োজন যে, করাধীন সম্পদ যেন স্বাভাবিকভাবেই সংরক্ষণযোগ্য হয় বা অন্য কথায়, যেগুলোর স্থায়ী মূল্য রয়েছে। কারণ একমাত্র এই গুণের দ্বারাই স্থির করা সম্ভব হয় কোন বিশেষ ধরনের সম্পদের পরিমাণ প্রকৃত মালিকের প্রয়োজনের উদ্বৃত্ত কি না। বিশেষ করে কৃষিজ সম্পদের ক্ষেত্রে

১. ইমাম আবু-যুহরা পচনশীল শস্যের উপরও যাকাত সমর্থন করেন। তাঁর মতে তাজা ফলমূল ও শাক-সবজির মূল্য যদি ২০০ দিরহাম রূপার সমতুল্য হয় তাহলেই যাকাত করাধীন হবে।

www.pathagar.com

স্বাভাবিক সংরক্ষণ যোগ্যতার গুণটিকে উপেক্ষা করা যায় না। বস্তুতঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর যে সুবর্ণ বিধি, "সম্পদ মালিকের অধিকারে পূর্ণ এক বছরকাল না থাকলে তার উপর কোন যাকাত ধার্য হবে না", তাতে কুরআন শরীফের সূরা বাকারার ২১৯ নং আয়াতের নির্দেশিত বিধিরই যথার্থ প্রতিফলন পাওয়া যায় এবং এ বিধি অনুসারে যথাযথভাবে নির্দেশ দেওয়া যায় যে, কৃষিজ সম্পদ রক্ষণশীল প্রকৃতির না হলে তার উপর আইনসঙ্গতভাবে যাকাত ধার্য করা চলে না। তদুপরি, উক্ত বিধি অনুযায়ী করাধীন কৃষিজ সম্পদ সাধারণভাবে ভাল অবস্থায় অন্ততঃএক বছরকাল যাবত রক্ষা করার মত হতে হবে।

এ কারণে সকল পচনশীল শস্য (যেমন একেবারে তাজা ফলমূল ও শাক-সবজি) স্বভাবিকভাবেই যাকাত করের উপযোগী হয় না।[১]

যাকাত আইনের মৌলিক বিধিসমূহ তিনটি ভিন্ন ভিন্ন বিষয় বিবেচনা করে সম্পদের উদ্বৃত্ততা প্রতিষ্ঠিত করে এবং সেভাবে তা যাকাত করোপযোগী কিনা নির্ধারণ করে ঃ

(ক) যে সম্পদের উপর যাকাত ধার্য করতে হবে সে সম্পদ করারোপের আগে পূর্ণ এক বছরকাল মালিকের দখলে থাকা।

(খ) যে সম্পদের উপর যাকাত ধার্য করতে হবে, তা পূর্ণ এক বছরকাল সময়ের, প্রয়োজনের অতিরিক্ত, রক্ষণশীল ধরনের, কৃষিজ পণ্য হওয়া।

(গ) যে সম্পদের উপর যাকাত ধার্য করতে হবে তা ঘটনাক্রমে অর্জিত মূল্যের প্রতিনিধিত্বশীল, অর্থাৎ অনুপার্জিত হওয়া।

উপরের হাদীসে উল্লেখিত কৃষিজ সম্পদের বিষয়কে ইমাম ইব্রাহীম আন্-নাখায়ী, ইমাম হাম্মাদ ইব্ন আবী সুলায়মান, ইমাম আবু হানীফা এবং তাঁদের অনুসারীগণ ব্যাখ্যা করেছেন যে, কৃষিজ সম্পদ ব্যবসায়ের পণ্য হলেই কেবল তার ক্ষেত্রে এই হুকুম প্রযোজ্য হবে। এ কারণে এই খ্যাতনামা আইন ব্যাখ্যাতাগণ উপরের ব্যাখ্যার বিপরীত মত পোষণ করেন

১. কোন ব্যক্তি ইচ্ছা করলে এ ধরনের শস্যাদি গরীবগণের মধ্যে বিতরণ করতে পারেন, বিতরণের জন্যে যাকাত আদায়ের কর্মকর্তাগণের নিকটও প্রদান করতে পারেন, কিন্তু এ ধরনের ফসলের উপর বাধ্যতামূলকভাবে যাকাত আরোপ করা যাবে না।

www.pathagar.com

এবং মনে করেন যে, উটের বোঝা পরিমাণের নিসাবের ভিত্তি হল রূপার ২০০ দিরহামের নিসাব, বিপরীতটি নয়। বলা বাহুল্য যে, এই মত কুরআন শরীফের ২য় সূরার ২১৯ নং আয়াতের মর্মার্থের সঙ্গে—যে, যাকাত কেবলমাত্র উদ্বৃত্ত সম্পদের উপরই ধার্য করতে হবে—পুরাপুরি সঙ্গতিপূর্ণ হয় না।

শস্যের মূল্যায়ন

উপরে আলোচিত দুইটি বিরুদ্ধমত ছাড়া কাটার আগে কয়েক ধরনের শস্যের মূল্যায়ন (خرص) বিষয়ক তৃতীয় আরেকটি মতও ইসলামের নেতৃস্থানীয় আইন ব্যাখ্যাতাগণকে দ্বিধাবিভক্ত করেছে।

বিশেষভাবে আঙুর ও খেজুর সম্বন্ধে প্রযোজ্য মূল্যায়নের এই রীতিটি ফল পাকা শুরু হলে আরম্ভ করা হয় এবং সে সময়ে ওই ফল বিক্রি করাও ইসলামী আইনসম্মত; তখনই ফলের আনুমানিক পরিমাণ নির্ণয় করে (তাজা খেজুর বা আঙুর) যাকাত নির্ধারণ করতে হয়।

এই মূল্যায়নের কারণ ও উদ্দেশ্য হচ্ছে (যাঁরা এটাকে যাকাত আইনের প্রয়োজনীয় এমন কি অত্যাবশ্যক অংশ বলে মনে করেন, তাঁদের মতে) যাকাতদাতাকে সরকারী মূল্যায়নের পরে আঙুর ও খেজুর যথেচ্ছভাবে বিতরণের সুযোগ, স্বাধীনতা প্রদান করা; পরে যাকাত শুষ্ক খেজুর (تمر) এবং কিশমিশ (زبيب) দ্বারা মূল্যায়ন অনুসারে প্রদান করতে হবে।

এই রীতি যাঁরা সমর্থন করেন, তাঁদের মধ্যে সুবিখ্যাত হচ্ছেন ইমাম মালিক, ইমাম শাফিঈ, ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, ইমাম আয্‌-যুহরী, ইমাম আল-হাসান, ইমাম আবূ সওর এবং ইমাম দায়ূদ। এই খ্যাতনামা আইন ব্যাখ্যাতাগণের মধ্যে কয়েকজন যেমন, ইমাম মালিক, মূল্যায়নের পরে ফল-ফসল আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত বা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়ে গেলে শৈথিল্য প্রদর্শনের বা ক্ষতির পরিমাণ অনুযায়ী প্রকৃত মালিকের যাকাতের পরিমাণ মওকুফ করে দিবার পক্ষপাতী। অন্যান্যগণ, যথা ইমাম শাফিঈ, ক্ষতি যার দোষেই হোক না কেন, মূল্যায়ন হয়ে গেলে যাকাত অবশ্যই দেয় বলে মত পোষণ করেন।

অপরপক্ষে ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম সুফিয়ান, ইমাম সাওরী, ইমাম মুহাম্মদ, ইমাম ইবনুল-আরাবী, ইমাম আত্‌-তাহাবী এবং তাঁদের

www.pathagar.com

অনুসারীগণ এই রীতিকে একেবারেই আইন বিরোধী বলে মনে করেন। আত্-তাহাবী বর্ণিত একটি হাদীসে এই মতের সমর্থন পাওয়া যায়ঃ

"জাবির থেকে বর্ণিত আছে যে, রসুলুল্লাহ্ (সাঃ) ফসলের মূল্যায়ন করতে নিষেধ করেন এবং বলেনঃ তোমরা কি বিবেচনা করেছ যে, তোমাদের মধ্যে কেউ তার ভাইয়ের গাছের খেজুর খেতে ইচ্ছা করলেও ফল বিনষ্ট হয়ে গেলে তা খেতে পারবে না?"

(—ইমাম আত্-তাহাবী)

অধিকন্তু, যাকাত নির্ধারণের জন্যে গাছের ফল মূল্যায়ন করাকে সুদের কাছাকাছি স্থান করাহেতু একে নিন্দার চোখে দেখা হয়েছে এবং বোঝানো হয়েছে যে, যে-পরিমাণ যাকাত হিসাবে দিতে হবে, তা একটি বিশেষ পরিমাণ তাজা ফলের সমতুল্য মানে আলাদা করে রাখতে হবে এবং পরবর্তীতে শুষ্ক ফল দ্বারা যাকাত আদায় করতে হবে (অবশ্য শুকানোর ফলে ফল ওজনে ও পরিমাণে যতটুকু কমেছে সেটুকু ধরে নিয়ে)। কাজেই যাকাত-স্বরূপ প্রদানের জন্যে অনেক বেশী পরিমাণ শুষ্ক ফল প্রদান করতে হবে।

কড়াকড়িভাবে দেখতে গেলে এ রকম পদ্ধতির করারোপ করাটা কুর-আন শরীফে আদিষ্ট নৈতিক ও অর্থনৈতিক আদর্শের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হয় না। এ যে কেবল সুদের আওতাভুক্ত হয়ে যায় তাই নয়, এ যাকাতকে প্রকৃতপক্ষে অনুমানভিত্তিক করে ফেলে।

কুরআন শরীফে আছেঃ

"নিশ্চয়ই অনুমান কখনো সত্যের স্থান দখল করতে পারে না।"

(সূরা নাজম: ২৮)

উপরের বর্ণনা অনুযায়ী, এই প্রচলনটিকে যথাযথ প্রমাণ করার জন্যে যে যুক্তি দেখানো হয় তা হল, ফল-ফসলের প্রকৃত মালিক অতঃপর নিজ ইচ্ছামত তাজা আঙুর ও খেজুর খেতে পারবে, কিন্তু পচনশীল জিনিস যাকাত করাধীন হতে পারে না, এই আইন দৃষ্টে এবং আঙুর ও খেজুরে দুইটিকেই পচনশীল ধরে নিলে (যদিও কিশমিশ ও শুষ্ক খেজুর সংরক্ষণযোগ্য অপচনশীল) ফল-ফসলের মালিকের নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী সেগুলোর বিতরণের উপর কোন বিধি-নিষেধই থাকা উচিত নয়। বস্তুতঃ ইতিপূর্বে উল্লিখিত কুরআন শরীফের আয়াতটির পরিষ্কার নির্দেশঃ

www.pathagar.com

"ফল পাকলে তোমরা ফল খাও এবং ফল কাটার দিনে তার দেয় আদায় কর।" (সূরা আন্'আম ঃ ১৪২)

আয়াতটির কথাগুলো থেকেই এই মতের সমর্থন পাওয়া যায় যে, প্রকৃত মালিক তাজা ফল নিজ ইচ্ছা অনুযায়ী বিতরণ করতে পারেন, তাতে যাকাতের কোন দায়িত্ব বর্তায় না। যাকাত কেবলমাত্র বাধ্যিকভাবে দিতে হবে 'ফসল কাটার দিনে'—এই শর্ত সাপেক্ষে যে, যাকাতের মূল আদর্শ অনুযায়ী সেই ফল-ফসল অন্ততঃ এক বছরকাল সংরক্ষণযোগ্য হতে হবে।

এটা সর্বজনবিদিত বিষয় যে, খেজুর গাছের ফল যখন প্রথম পাকতে শুরু করে তখন তা খেতে সুস্বাদু হয় কিন্তু ঠিক তখনই ঘরে তুলে রাখার মত হয় না। নিয়ম অনুযায়ী খেজুর শুকানোর জন্যে গাছেই রেখে দেওয়া হয়। এ ধরনের ফলের যাকাত, তাই, গাছে থেকে শুকিয়ে গেলে যখন কেটে নামানো হয় তখন সেই 'ফসল কাটার দিনে' নির্ধারণ করতে হবে।

অন্য কথায় কোন সম্পদের প্রতি যাকাত তখনই স্বাভাবিকভাবে দেয় হবে যখন যাকাত আইনের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে তা স্থায়ী মূল্যের হবে অর্থাৎ যখন তা সংরক্ষণযোগ্য অবস্থার হবে।[১]

উভয় ক্ষেত্রেই কেবলমাত্র শুকনা খেজুর এবং কিশমিশ যাকাত করোপযোগী, এবং নিসাবের সমপরিমাণ হলে তবেই করোপযোগী। কাজেই ইসলামী আইনকে বিসর্জন দিয়ে এমন আইনকে গড়ে নেওয়ার কোন অর্থই হয় না যা আনুমানিক পরিমাণ সম্পদের উপর যাকাত কর আরোপ করে এবং এবং যা অংশতঃ যাকাতের শর্তও পূর্ণ করে না।

মাঠের ফসলের উপর সরকারীভাবে কর ধার্য করার উদ্দেশ্যে মূল্যায়ন করার একমাত্র উপকার এই হতে পারে যে, এ দ্বারা কোন ফসল পরিমাণের দিক থেকে যাকাত করোপযোগী হবে তা পূর্বেই নির্ধারিত হয়। বাস্তবিক-পক্ষে এই রীতিটি কেবলমাত্র যাকাত কর্মকর্তাগণের সুবিধার জন্যেই গৃহীত হতে পারে; সত্যিকারের যাকাত নির্ধারণের জন্যে গৃহীত হলে এটা নিশ্চয়ই ইসলাম বিরোধী পদ্ধতি হবে।

১. ইমাম মুহাম্মদের মতে যে আঙুর দিয়ে কিশমিশ করা হয় না তা যাকাত করমুক্ত।

www.pathagar.com

উশর ও খারাজ যমি

আইনের যে শেষ বিষয়টির উপর বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করা আবশ্যক সেটি একটি জটিল যাকাত পদ্ধতি। হানাফী মাযহাব মতে এই পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। এ অনুযায়ী অবস্থাভেদে (ক) একজন মুসলমান ভূস্বামীকে তাঁর কৃষিজ পণ্যের দ্বিগুণ অর্থাৎ ২০% যাকাত দিতে হয় এবং (খ) একজন মুসলমান ভূস্বামীকে যাকাত কর মওকুফ করা হয় এবং তার বদলে তিনি মুসলিম রাষ্ট্রকে 'খারাজ' প্রদান করেন।

হানাফী মাযহাব কতগুলো বিষয়কে অপরিবর্তনীয়ভাবে নির্ধারিত কর বলে গণ্য করে, তা ফসলের এক-দশমাংশ 'উশর' (عشر) বা 'খারাজ' (خراج) যাই হোক না কেন, এর ফলে যাকাতের উদ্দেশ্য ধর্মবোধ অপেক্ষা যমিনের আইনগত মালিকানার প্রতিই বেশী আরোপিত হয়। এ প্রসঙ্গে 'খারাজ' কর প্রদানের বিষয়গুলো বিস্তারিত আলোচনা করা আবশ্যক হবে। বিষয়টি সম্বন্ধে পরিচ্ছন্ন ধারণার জন্যে যমিনের উৎপাদনের দশমাংশ বা উশর (الارض العشرية) এবং খারাজ যমিনের (الارض الخراجية) মধ্যেকার মৌলিক তফাতটুকু বোঝা প্রয়োজন হবে এবং হানাফী মতে এ বিষয় দুইটি সংক্রান্ত সাধারণ আইন কি কি তা-ও জানতে হবে।

একেবারে কড়াকড়ি ইসলামী আইনে সঙ্গতভাবে মুসলিম অধিকৃত যমিন যদি যাকাত করোপযোগী কোন ফসল উৎপাদনের জন্যে চাষাবাদ করা হয় তাহলেই তা 'উশর' যমিন বলে গণ্য হয়। 'উশর' বা আরো যথাযথভাবে বলতে গেলে কৃষিজ পণ্যের যাকাত, মালিকের ইসলাম ধর্মাবলম্বী হওয়ার কারণেই ধার্য হয়ে থাকে। তাই ইসলামের প্রাথমিক যুগে আরব উপদ্বীপের অধিবাসীগণের ব্যাপক ইসলাম ধর্ম গ্রহণহেতু প্রায় সমগ্র উপদ্বীপই 'উশর' যমিনে পরিণত হয়। যে স্বল্পসংখ্যক লোকের জমি ধর্মান্তরিত হয়নি তারাই মুসলিম শাসনাধীনে আসার ফলে মুসলিম রাষ্ট্রকে 'খারাজ' প্রদানকারীরূপে পরিগণিত হয়।

মুসলিম আইন ব্যাখ্যাতাগণ 'উশর' যমিনের নিম্নলিখিতরূপ সংজ্ঞা প্রদান করেছেন :

(ক) যে সব যমিন যুদ্ধ করে জয় করা হয়েছে এবং সঙ্গতভাবে মুসলমানদের সম্পদে পরিণত হয়েছে বিধায় মুসলমানদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে, সে সব যমিনই 'উশর' যমিন।

www.pathagar.com

(খ) বসতবাড়ী সংলগ্ন বাগ-বাগিচাকে যদি প্রকৃত মালিক করোপযোগী কোন ফসল উৎপাদনকারী যমিনে পরিণত করেন তাহলে তা 'উশর' যমিন বলে গণ্য হবে।

(গ) মুসলিম রাষ্ট্রের অনুমোদনক্রমে মুসলমানরা যদি পতিত যমিন আবাদ করে তার উন্নয়ন সাধন করে নিজেদের যথার্থ আইনসঙ্গত সম্পদে পরিণত করে তাহলে সে সব যমিন 'উশর' বলে গণ্য হবে।

যথাযথ অর্থে ইসলামী আইন অনুসারে 'খারাজ'[১] বা খাজনা হচ্ছে মুসলিম রাষ্ট্র কর্তৃক অমুসলিম প্রজাদের উপর ভিন্ন ধর্মাবলম্বী হওয়াহেতু যমিনের উৎপাদিকা শক্তির সংশ্লিষ্ট কর (অর্থাৎ খারাজ কৃষিজ যমিনের উপর আরোপিত হয়ে থাকে)। অমুসলিম প্রজারা শান্তি-শৃংখলা এবং শত্রু-আক্রমণ থেকে নিরাপত্তা ভোগ করার জন্যে মুসলিম রাষ্ট্রকে যে খাজনা দিয়ে থাকে, তাই 'খারাজ'।

খাজনার বা খারাজের যমিনকে নিম্নলিখিতভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে:

(ক) মুসলমান কর্তৃক বিজিত হওয়ার পরেও অমুসলিম মালিকদের নিকট যে সব যমিন রেখে দেওয়া হয় সেগুলো খারাজ যমিন, কারণ সেগুলো অমুসলিমের সম্পদ বলে স্বীকৃত।

মুসলিম কর্তৃক বিজিত অমুসলিম প্রজা বা তাগালুবী (التغلبى) অর্থাৎ যে সকল অমুসলিমকে অস্ত্রবলে বিজয় দ্বারা মুসলিম শাসনাধীনে আনা হয়েছে, এবং অমুসলিম যিম্মি (الذمى), যারা মুসলিম রাষ্ট্রের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়ে স্বেচ্ছায় আনুগত্য স্বীকার করেছে এবং তার বিনিময়ে জীবনের নিরাপত্তা, সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ, নাগরিক অধিকার এবং ধর্ম-কর্মের স্বাধীনতা ভোগ করছে, এই উভয় শ্রেণীর অমুসলিমের প্রতি 'যিম্মি' শব্দটি প্রযোজ্য। যিম্মি তারাই হয় যারা ভিন্ন ধর্মাবলম্বী বিজিত প্রজা এবং যারা স্বেচ্ছায় মুসলিম রাজ্যে আশ্রয় ও বসবাসের অধিকার প্রাপ্ত করেছে।

---

১. 'খারাজ' মুসলমানরা প্রবর্তন করেনি। এটি প্রাক-মুসলিম পদ্ধতি, মুসলমানরা এটি চালু রেখেছে মাত্র। রোম সাম্রাজ্যে, প্রাচীন গ্রীসের বিভিন্ন রাষ্ট্রে, খৃষ্টান বাইজানটিয়ামে, সাসানীয় ইরান এবং প্রাক-খৃষ্টীয় ও খৃষ্টীয় মধ্যযুগের ইউরোপে খারাজ আঞ্চলিক কর হিসাবেই প্রচলিত ছিল।

www.pathagar.com

(খ) যিম্মিগণ যদি মুসলিম রাষ্ট্রের অনুমোদনক্রমে পতিত যমিন উদ্ধার করত উন্নয়ন সাধন করে এবং সেই যমিনের অধিকার লাভ করে তাহলে উক্ত যমিন 'খারাজ' বলে গণ্য হবে।

(গ) মুসলমান সেনাদল কর্তৃক বিজিত কোন যমিন যদি পরবর্তীতে কোন যিম্মিকে যুদ্ধকালে সাহায্য করার প্রতিদানে মঞ্জুর করা হয় তাহলে সে যমিনও অনুরূপভাবে 'খারাজ' বলে গণ্য হবে।

(ঘ) নিজেদের আবাসিক বাগিচাকে যদি যিম্মিগণ কৃষি যমিনে রূপান্তরিত করে তাহলে তা 'খারাজ' বলে গণ্য হবে।

(ঙ) ইসলামের প্রাথমিক যুগে ইরাক, মিসর ও সিরিয়ার কিছু কিছু যমিন মুসলিম অধিকারে এসেছিল এবং দ্বিতীয় খলীফা 'উমর ইবন খাত্তাব সে যমিনে 'খারাজ' আরোপ করেছিলেন ; মুসলিম আইনবিদগণ সে কারণে ঐ যমিনকে অবশ্যই 'খারাজ' বলে বিবেচনা করেন।

এই মতটি নিয়ে তর্ক আছে। কারণ খলীফা 'উমর যে কারণে এই যমিনের উপর খারাজ আরোপ করেছিলেন তা ছিল এই : যমিনগুলো মূল অমুসলিম মালিকদের দখলেই রাখার অধিকার প্রদান করা হয়েছিল। সেই মূল কারণটি এখানে বিবেচনা করা হয়নি।

এই সাধারণ আইনগুলো ছাড়াও রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাহাবীগণ সর্ব সম্মতিক্রমে স্থির করেছিলেন যে, একজন বিজিত প্রজা বা তাগালুবী যদি কোন মুসলমানের কাছ থেকে 'উশর' যমিন ক্রয় করেন তাহলে উক্ত ক্রেতা মুসলিম রাষ্ট্রকে 'দ্বিগুণ খাজনা' (২০% খারাজ করের সমপরিমাণ) প্রদান করবেন। ইমাম আবূ হানীফা (রঃ) এই মত গ্রহণ করেন। কিন্তু ইমাম মুহাম্মদ মত পোষণ করেন যে, এ ধরনের ক্ষেত্রে অমুসলিম ব্যক্তি সাধারণ পরিমাণ খাজনা অর্থাৎ উৎপাদনের ১০% মুসলিম রাষ্ট্রকে (কিন্তু যাকাত তহবিলে নয়) প্রদান করবেন। কারণ তাঁর মতে মালিকানা বদলের কারণে খাজনার পরিমাণ বদলাবে না।

অপরপক্ষে ইমাম আবূ হানীফা মত পোষণ করেন যে, একজন খৃস্টান যিম্মি যদি একজন মুসলমানের কাছ থেকে 'উশর' যমিন ক্রয় করেন তাহলে তিনি অবশ্যই মুসলিম রাষ্ট্রকে 'খারাজ' কর প্রদান করবেন ; তিনি অমুসলিম বিধায় এটা তাঁর অবশ্য দেয়। ইমাম আবূ ইউসুফ এ মত সমর্থন করেন

www.pathagar.com

না। তাঁর মতে এ ধরনের ক্ষেত্রে যমিনের খৃস্টান মালিক রাষ্ট্রকে 'দ্বিগুণ উশর' প্রদান করবেন, কারণ এ রকম ব্যবস্থা 'উশর থেকে খারাজে' পরিবর্তন অপেক্ষা অধিক সুবিধাজনক। এখানে ইমাম মুহাম্মদ আরও বলেন যে, সেই যমিন অবশ্যই উশর থাকবে এবং খাজনা অপরিবর্তিত, অর্থাৎ ১০% থাকবে।

অতঃপর ইমাম আবু হানীফার মতে একজন মুসলমান যদি খৃস্টান মালিকের কাছ থেকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে এ ধরনের যমিন ক্রয় করেন অথবা মূল বিক্রয় যদি কোন কারণে বাতিল বলে ঘোষণা করা হয় এবং যমিন আবার মূল মুসলমান মালিকের অধিকারে দেওয়া হয়, তাহলে উক্ত যমিন পুনরায় স্বাভাবিক 'উশর যমিন' বলে গণ্য হবে। প্রথম ক্ষেত্রে, অর্থাৎ মুসলমান যখন খৃস্টান মালিকের কাছ থেকে যমিন ক্রয় করেন তখন এই হস্তান্তর দুইজন মুসলমানের মধ্যে হস্তান্তরস্বরূপ জ্ঞান করা হবে এ কারণে যে, মূল মালিক নিজে একজন মুসলমান ছিলেন। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে বিক্রয় বাতিল ঘোষিত হওয়ায় এবং যমিন মূল মুসলিম মালিকের নিকট প্রত্যর্পণ করা হেতু মালিকানা-স্বত্ব কখনো বিনষ্ট হয়নি বিবেচনায় 'খারাজ' বা 'দ্বিগুণ উশরের' প্রশ্ন উঠে না।

ইমাম আবু হানীফা আরো বলেন যে, কোন যিম্মি যদি দ্বিগুণ 'উশরের' কোন যমিন বিজিত প্রজার কাছ থেকে ক্রয় করেন তাহলে তিনি উৎপাদনের ২০% অর্থাৎ দ্বিগুণ উশর দিতে বাধ্য থাকবেন এবং ইমাম আবু হানীফার মতে এই একই আইন সেই ব্যক্তির প্রতি, তাঁর ধর্ম যাই হোক না কেন, সমভাবে প্রযোজ্য হবে; অর্থাৎ একজন মুসলমান কোন যিম্মীর কাছ থেকে 'দ্বিগুণ 'উশরের' যমিন ক্রয় করলে বা একজন অমুসলিম বিজিত প্রজা বা একজন যিম্মি ইসলামে ধর্মান্তরিত হলে সেক্ষেত্রেও এই আইন প্রযোজ্য হবে। কারণ, তাঁর মতে 'দ্বিগুণ 'উশরের' যমিনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে যাওয়ার ফলে মুসলমান মালিকের প্রতিও তা প্রযোজ্য হবে; একইভাবে 'খারাজ' ও যমিনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে যাওয়ার ফলে সে যমিন যদি কোন মুসলমানও ক্রয় করেন তবে তাঁকেও খারাজ কর দিতে হবে।[১] একমাত্র তফাত এই

১. দ্বিগুণ 'উশরের যমিন সম্বন্ধে ইমাম আবু ইউসুফ মনে করেন যে, একজন মুসলমান যদি অমুসলিম মালিকের কাছ থেকে এরকম যমি ক্রয় করেন তাহলে সেই যমিন পুনরায় স্বাভাবিক খাজনার যমিনে রূপান্তরিত হয়ে যায়।

www.pathagar.com

যে, দ্বিগুণ উশরের যমিনের ক্ষেত্রে দ্বিগুণ উশর মুসলমান মালিককে দিতে হয় যাকাত তহবিলে এবং খারাজ যমিনের ক্ষেত্রে খারাজ কর দিতে হয় রাষ্ট্রকে। সেই যমিনের মুসলমান মালিক উশর দেওয়া থেকে অব্যাহতি পান; অন্য কথায় তাঁর কৃষিজ পণ্যের যাকাত দেওয়া থেকে রেহাই পান।

উপরে উল্লেখ করা হয়েছে যে, খারাজ সাধারণ যমিনের খাজনা নয়, অমুসলিম প্রজাদের ভূ-সম্পত্তির উপরে তাদের অমুসলমান হওয়ার কারণে আরোপিত একটি বিশেষ কর। এটা ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, খারাজ করের কারণটি না থাকলে করও আর থাকবে না। অন্য কথায়, খারাজ যমিনের মালিক যখন ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করবেন বা খারাজ যমিন আইন-সঙ্গতভাবে একজন মুসলমানের অধিকারভুক্ত হবে, তখন খারাজ করের শর্তসমূহ দূরীভূত হয়, যার ফলে স্বাভাবিকভাবেই আর সেই যমিন খারাজ যমিন থাকে না, মালিকের ইসলাম ধর্ম গ্রহণের কারণে উশর যমিনে পরিণত হয়ে যায়।

অপরপক্ষে, একজন মুসলমান যদি তাঁর যমিন কোন অমুসলমানের নিকট বিক্রি করেন তখন তা আর উশর যমিন থাকে না, স্বাভাবিকভাবেই খারাজ যমিনে পরিণত হয়ে যায়।

যাকাত প্রসঙ্গে বোঝা বড় মুশকিল যে, মুসলিম আইন ব্যাখ্যাতাগণ কিভাবে এক যমিনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করে ধরলেন। কারণ এটা তর্কাতীতভাবে সত্য যে, যাকাত হবে উৎপাদিত শস্যের এবং তা যমিনের প্রকৃত মালিকের ইসলাম ধর্মাবলম্বী হবার কারণে।

বস্তুত যাকাত আইনের মূলনীতি অনুযায়ী কৃষিজ উৎপাদনের প্রকৃত মালিকের—যাঁর উপর স্বাভাবিকভাবে এবং বাধ্যতামূলকভাবে উক্ত উৎপাদনের যাকাত আদায়ের দায়িত্ব বর্তায়—তাঁর নিজ কৃষিজ যমিনের প্রকৃত মালিক হবারও প্রয়োজন হয় না, অন্ততঃ যতদিন তিনি আইনসঙ্গতভাবে সেই যমিনের দখলদার রয়েছেন ততদিন পর্যন্ত। এমন কি একজন মুসলমান যদি কোন একজন অমুসলমানের যমিন ভাড়া হিসাবেও গ্রহণ করেন তাহলে উক্ত যমিনের উৎপাদনের উপর যাকাত আদায় করার দায়িত্ব সেই মুসলমানের, কারণ উক্ত যমিনের উৎপাদনের অবিসম্বাদিত মালিক তিনি। যমিনের মূল মালিক যে একজন অমুসলমান এটা যাকাতকে আদৌ প্রভাবিত করবে না। মুসলমান ভাড়াটিয়া চাষীর উপরই যাকাত ন্যায্যভাবে ধার্য হবে এ কারণে

www.pathagar.com

যে, তিনি ইসলাম ধর্মাবলম্বী এবং সেই করোপযোগী কৃষিজ উৎপাদনের প্রকৃত মালিক।

তদুপরি যাকাত ইসলামের পাঁচ মূল স্তম্ভের একটি এবং ঈমানের অঙ্গ হওয়ার কারণে দেয় হবার শর্তাবলী পূর্ণ হলে মুসলমানদের উপর চিরদিন অবশ্য দেয়। খারাজ পরিবর্তন করা যেতে পারে, এমন কি রাষ্ট্র তা বাতিলও করে দিয়ে তার স্থলে অন্য কোন ভূমিকর আরোপ করতে পারে, কিন্তু যাকাত কোন অবস্থাতেই মওকুফ বা বাতিল করা যায় না বা মানুষের চিন্তাপ্রসূত অপর কোন কর যাকাতের পরিবর্তে ধার্যও করা যায় না।

হানাফী মাযহাবমতে একই ব্যক্তির উপর খারাজ ও উশর আরোপ করা যায় না, অপরপক্ষে মালিকী ও শাফি'ঈ মাযহাবমতে পরিস্থিতিভেদে তা করা যায়। বলা বাহুল্য একই ব্যক্তি কর্তৃক খারাজ ও উশর আদায় করা ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গী থেকে অসমীয় হয়। এটা যেন এক ব্যক্তিকে একই সঙ্গে মুসলমান এবং অমুসলমান বলা, যে তিনি মুসলমান হবার কারণে তাঁর অত্যাবশ্যক দেয় আদায় করবেন এবং অমুসলমান হবার কারণেও তাঁর অবশ্য দেয় আদায় করবেন।

অবশ্য জাতীয় স্বার্থে রাষ্ট্র দেশের সকল উৎপাদন ভূমির উপর নিয়মিত ভূমিকর আরোপ করতে পারে। সে করের অজুহাতে অবশ্যই মুসলমান ভূমির মালিকের উৎপাদিত ফসলের যাকাতকর মওকুফ হবে না। যাকাত আদায় করেও তিনি প্রতিটি যমিনের রাষ্ট্রীয় কর প্রদান করবেন। কিন্তু রাষ্ট্র কর্তৃক আরোপিত নিয়মিত ভূমিকরকে 'খারাজ' বলে ব্যাখ্যা করা চলবে না, কারণ তা খারাজ নয়।

হানাফী মাযহাবের আরেকটি অনিয়ম হল এই যে, খারাজ যমিনে অবস্থিত বা বয়ে যাওয়া সকল নদী, হ্রদ, ঝর্ণা ও কূয়াকে 'খারাজ পানি' বলে গণ্য করা।[১] হানাফী নির্দেশ অনুযায়ী কোন মুসলমান যদি মুসলিম

১. ইমাম মুহাম্মদ জিহুন বা শির দরিয়া (Oxus), সিহুন বা আমু দরিয়া (Xaxartes), ফোরাত (Euphrates) ও দজলা (Tigris) নদীর পানিকে উশর পানি বলে বিবেচনা করেন, কারণ সে সময়ে এই নদীগুলো কোন বিশেষ সরকারের অধীনে ছিল না। ইমাম আবু ইউসুফ এগুলোর পানিকে 'খারাজ' পানি বিবেচনা করেন এ কারণে যে, এ সব নদীতে যে সকল নৌকা চলাচল করত সেগুলো কোন না কোন অমুসলিম সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল।

www.pathagar.com

সেনাদল কর্তৃক অধিকৃত এলাকার মধ্যে এমন বসতির মালিক হন, যা রাষ্ট্র তাঁকে প্রদান করেছে (ار خطة) এবং সেই বসতিকে তিনি যদি কৃষি-ক্ষেত্রে পরিণত করেন এবং সেই ক্ষেত যদি 'উশর' পানি দ্বারা সেচ করা হয়, তাহলে সেই ক্ষেত 'উশর' ক্ষেত বলে গণ্য হবে এবং খারাজ পানি দ্বারা সেচ করা হলে খারাজ ক্ষেত বলে গণ্য হবে। হানাফী মতে এর কারণ হল এই যে, কি ধরনের পানি দ্বারা সেচ দেওয়া হয় তার উপর খাজনা নির্ভর করবে।

অনুরূপভাবে হানাফী মাযহাবমতে কোন অমুসলিম যদি তাঁর বাস-স্থানকে কৃষিযমিনে পরিণত করেন তাহলে 'খারাজ' পানি দিয়ে ঐ যমিনে সেচ দিলে তিনি খারাজ কর দিবেন এবং 'উশর' পানি দিয়ে সেচ দিলে 'উশর' প্রদান করবেন।

ইমাম মুহাম্মদের মতে যমিনে যদি 'উশর' পানির সেচ দেওয়া হয়, তাহলে অমুসলিম মালিক উৎপাদনের উপর যথারীতি অর্থাৎ ১০% 'উশর' রাষ্ট্রকে প্রদান করবেন। কিন্তু আবু ইউসুফের মতে এ রকম যমিনে অমু-সলিম মালিক দ্বিগুণ অর্থাৎ ২০% 'উশর' প্রদান করবেন।

এটা সত্য যে, কারণটি পরিবর্তিত করে তা যাকাতেরই হোক বা খারা-জেরই হোক—সেচের পানির প্রকৃতির উপর কর আরোপ করার অর্থ দাঁড়ায় উভয় করকেই তাদের আসল গুরুত্ব থেকে বঞ্চিত করা।

খারাজের কথা ছেড়ে দিলে (কেন না এখানে আমরা সরাসরি খারাজের সঙ্গে সম্পর্কিত নই) সেই সত্যটিকেই আমরা জোর দিয়ে বলব যে, একজন মুসলমানের উপর তাঁর ইসলাম ধর্মাবলম্বী হওয়ার কারণেই যাকাত অবশ্য দেয় হয় এবং এর প্রকৃতির বা প্রয়োগের কোন পরিবর্তনের সুযোগ থাকতে পারে না।[১]

---

১. আধুনিক অমুসলিম সমালোচকদের মতে অমুসলিম ভূমির মালিকের উপর ২০% খারাজকর ধার্য করাটা অনুচিত, কেন না কৃষিজ উৎপাদনের যাকাত মাত্র ১০%। তাঁরা অবশ্য বিবেচনা করেন না যে, মুসলিম ভূমির মালিক যাকাত ছাড়াও যমির সরকারী খাজনা দিয়ে থাকেন।

অপরপক্ষে, আধুনিক মুসলিম সমালোচকরা মুসলিম ভূমির মালিকের উপর সরকারী খাজনায় অতিরিক্ত উৎপাদনের উপর যাকাত ধার্য করাকে অনুচিত মনে করেন। তাঁরা যাকাতের প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য কি তা বিবেচনা করেন না।

www.pathagar.com

করোপযোগী কৃষিজ সম্পদের প্রকারভেদ

পুরনো আইন অনুযায়ী করোপযোগী কৃষিজ উৎপাদনের দুই শ্রেণী : স্বাভাবিক পানি দেওয়া যমিনে উৎপাদন এবং সেচের পানি দেওয়া যমিনে উৎপাদন।

যাই হোক, আধুনিক যুগে অনেক ক্ষেত্রেই কৃষি একটি ব্যবসায়ে পরিণত হয়ে গেছে এবং সে সব ক্ষেতের মালিক নিজের জীবন ধারণের জন্যে ফসলের উপর নির্ভর করেন না, বরং ফসলকে একান্ত বিক্রির সামগ্রী, অর্থাৎ ব্যবসায়ের সামগ্রী বলে বিবেচনা করেন। কাজেই তৃতীয় একটি শ্রেণীর (যার অন্তর্ভূক্ত থাকবে সব রকমের রোপণ, বাগবাগিচা, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি) সৃষ্টি করে নিতে হবে। এখন তা ব্যক্তি মালিকানাধীনই হোক বা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানেরই হোক। এগুলোর উৎপাদন ব্যবসায়ের যাকাত আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে, ফলে অর্থকরী ফসলের জন্যে কৃষিজ উৎপাদনের যাকাত না দিয়ে তাঁরা ব্যবসায় সম্পদের যাকাত প্রদান করবেন।

ব্যবসায়ের যাকাতের আইন অনুযায়ী ব্যবসায়ীর (এ ক্ষেত্রে কৃষিজীবীর) রক্ষিত ও খাটানো পুঁজি এবং জমা (তাঁর কৃষিজ উৎপাদন) এই সবের মিলিত মূল্যের উপর যাকাতের হিসাব ধরতে হবে। কাজেই স্বাভাবিকভাবেই সব শ্রেণীর কৃষিজ উৎপাদন (সংরক্ষণ উপযোগী বা পচনশীল) যা ব্যবসায়িক ভিত্তিতে উৎপাদন করা হয় সেই সবই ধরতে হবে। ব্যবসায়ের সম্পদ হবার সঙ্গত কারণে স্বাভাবিকভাবেই সেগুলো যাকাত করোপযোগী হবে।

নিম্নলিখিত আইনের ব্যক্তির প্রয়োজনে অর্থাৎ যে কৃষিজ সম্পদ প্রাথমিকভাবে ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্যে উৎপাদন করা হয় তার প্রতি প্রয়োজ্য বলে ধরে নিতে হবে, এবং যা ব্যবসায়ের সম্পদ হিসাবে উৎপাদন করা হয় সেই কৃষিজ পণ্যের উপরে নয়।

কৃষিজ সম্পদের নিসাব এবং যাকাতের হার

রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কর্তৃক করোপযোগী কৃষিজ উৎপাদনের উপর নির্ধারিত নিসাব ও যাকাতের হার নিম্নলিখিত হাদীসগুলোতে বর্ণিত হয়েছে :

"আবু সাঈদ খুদরী থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন, '৫ উটের বোঝার কম পরিমাণ খেজুর বা শস্য হলে তার যাকাত দিতে হবে না।" (ইমাম মুসলিম)

www.pathagar.com

"আদ-দারকুতুনী থেকে বর্ণিত আছে যে, 'ইবন জাহশের (মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ বিন জাহশ) মন্নিয আবু কাসীর বলেছেন যে, তিনি শেয়োক্তজনের নিকট শুনেছেন যে রসূলুল্লাহ্ (সা.) যখন মু'আয ইব্‌ন জাবালকে ইয়ামানে পাঠান তখন তিনি প্রতি ৪০ দীনারে ১ দীনার (যাকাত) ধার্য করতে এবং প্রতি ২০০ দিরহামে ৫ দিরহাম ধার্য করতে আদেশ প্রদান করেন এবং ৫ উটের বোঝার কম পরিমাণ কৃষিজ উৎপাদনের কম হলে বা ৫ উটের কমসংখ্যক পাল হলে তার উপর যাকাত ধার্য করতে নিষেধ করেন। এবং (বলেন যে) তাদেরকে (মুসলমানদেরকে) তাজা শাক-সব্জির উপর কোন যাকাত প্রদান করতে হবে না।" (ইমাম আদ্-দারকুতুনী)

"সাঈদ ইবন আবী মরিয়ম আমাদের নিকট বলেছেন যে, আবদুল্লা ইব্‌ন ওহাব বর্ণনা করেছেন যে, ইউনুস ইব্‌ন ইয়াযীদ বলেছেন যে, আয্-যুহরী বলেছেন যে, তিনি সালিম ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ থেকে শুনেছেন যে, তিনি তাঁর পিতার নিকট থেকে শুনেছেন যে, তিনি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে (ঘোষণা করতে) শুনেছেন যে, 'বৃষ্টির পানি বা ঝর্ণার পানির সেচ দ্বারা উৎপাদিত কৃষিজ সম্পদের বা যে শস্যের কোন সেচ দিবার প্রয়োজন হয় না (عشريا) (যেমন খেজুর গাছ, যা শিকড় দ্বারা ভূ-নিম্নস্থ পানি টেনে নেয়), সেগুলোর যাকাত হল ১০% এবং যে কৃষিক্ষেত্রে ভারবাহী পশুর সাহায্যে সেচ দেওয়া হয় (নদী বা কুয়ার পানি টেনে তুলে) বা হাতে পানি তুলে তা দ্বারা সেচ দেওয়া হয়, তাদের উৎপাদনের উপর যাকাত হল ৫%।" (ইমাম বুখারী)

"মুসলিম থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি জাবির (রা.) থেকে শুনেছেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, 'নদী ও মেঘের (অর্থাৎ বৃষ্টির) পানি দ্বারা উৎপাদিত কৃষিজ উৎপাদনের যাকাত ১০%' এবং চাকার কল দ্বারা সেচ করা পানি ব্যবহার করে যে কৃষিজ উৎপাদন করা হয়, তার যাকাত ৫%।" (আল-আইনী)

উপরোক্ত হাদীসগুলোর নির্দেশের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে করোপযোগী কৃষিজ উৎপাদনের নিসাব নির্ধারিত হয় একই ধরনের শস্য ৫ উটের বোঝার পরিমাণ, যা মোটামুটি ১,৫৬৮ কিলোগ্রাম বা ১,৬৮০ সের (৪২ মণ)-এর সমপরিমাণ। ৫ উটের বোঝার চেয়ে কম পরিমাণের কৃষিজ উৎপাদন হলে তা যাকাতমুক্ত থাকবে।

www.pathagar.com

ইমাম আবু-ইউসুফ (রহ.)-এর এই নির্দেশের একটি প্রয়োজনোপযোগী সংশোধন অনুসারে যে কৃষিজ উৎপাদন সাধারণত উটের বোঝার মাপে পরিমাপ করা হয় না, যেমন তুলা, তার যাকাত নির্ধারণ করতে হবে ফসল তোলার পরে ৫ উটের বোঝার শস্যের মূল্যের সমমূল্যের পরিমাণ ধরে।১ ইমাম আবু ইউসুফের মতে যে শস্যের তুলনায় মূল্য নির্ধারণ করতে হবে সেটি হবে করোপযোগী সবচেয়ে নিম্নমানের শস্যদানা, যথা ভুট্টা।২ কিন্তু আইনটির মর্মবাণীর সঙ্গে যথাযথ সঙ্গতি রাখতে গেলে সেই শস্যই ধরতে হয়, যা দেশের অধিবাসীগণের প্রধান খাদ্য।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, কৃষিজ উৎপাদনের নিসাব বিষয়ক বিভিন্ন হাদীসে কেবল সেই সব শস্যেরই উল্লেখ রয়েছে যেগুলো উটের বোঝার হিসাবে পরিমাপ করা হত (যেমন গম, যব, খেজুর, কিশমিশ)। তবু কুরআন শরীফের সূরা আন'আমের ৪২ নং আয়াতে এমন নির্দিষ্ট করে উল্লেখ নেই যে, করোপযোগী কৃষিজ উৎপাদন শুধু খাদ্যশস্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে।

যে দুই শ্রেণীর কৃষিজ উৎপাদন দুই ভিন্ন হারে যাকাত করোপযোগী সেগুলো হলঃ

(ক) যে সকল ক্ষেতে একান্তভাবে বা বছরের অধিকাংশ সময়ে স্বাভাবিক পানি, যথা বৃষ্টি, নদী, পানিপ্রবাহ বা ঝর্ণার পানি দ্বারা সেচ দেওয়া হয় তাদের উৎপাদন নিসাবের সমপরিমাণ হলে ১০% যাকাত দিতে হবে।

(খ) যে সকল যমিনে একান্তভাবে বা বছরের অধিকাংশ সময়ে কুয়া বা নদীর পানি চাকার কলের সাহায্যে ভারবাহী পশুর দ্বারা বা পাম্প দ্বারা সেচ করা হয় বা হাতে টেনে বা টাকা দিয়ে খালের পানির ব্যবস্থা করে সেচ দেওয়া হয় সেগুলোতে অতিরিক্ত খরচ বহন করতে হয় বলে তাদের উৎপাদন নিসাবের সমপরিমাণ হলে ৫% যাকাত দিতে হবে।

পূর্বেই বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে কৃষিজ উৎপাদনের ক্ষেত্রে যাকাত আইনে নিসাব ছাড়া অন্য কোন করের সীমা নেই। তাই ন্যূনতম করসীমা

১. ইমাম দাসুদের মতে যে কৃষিজ উৎপাদন উটের বোঝার হিসাবে পরিমাপ করা হয় তা সবেরই নিসাব হল ৫ উটের বোঝার পরিমাণ। আর যে কৃষিজ উৎপাদন উটের বোঝার হিসাবে পরিমাপ করা হয় না, তা সবের কোন নিসাব থাকা উচিত নয়, যে পরিমাণ উৎপাদিত হবে তার উপরই যাকাত ধরতে হবে।

www.pathagar.com

ও উটের বোঝার বেশী বা দেশবাসীগণের প্রধান খাদ্যশস্যের হিসাবে নির্ধারিত নিসাবের মূল্যের সমপরিমাণের অতিরিক্ত হলেই তার ১০% বা ৫% যাকাত আদায় করতে হবে

কৃষিজ সম্পদের যাকাতের আইন

১. খাদ্যের উপযোগী যে সকল কৃষিজ উৎপাদন কমপক্ষে পূর্ণ এক বছরকাল ভাল অবস্থায় কোন প্রকার কৃত্রিম পদ্ধতির সাহায্য ছাড়া[১] সংরক্ষণ করা যায়, সেগুলো নিসাবের সমপরিমাণ হলেই (৫ উটের বোঝা ১,৬৮০ সের বা মোটামুটিভাবে ১,৫৬৮ কিলোগ্রাম) তার যাকাত আদায় করতে হবে।

২. খাদ্যের উপযোগী নয় এমন যে সকল কৃষিজ উৎপাদন ভাল অবস্থায় কোন প্রকার কৃত্রিম পদ্ধতির সাহায্য ছাড়া পূর্ণ এক বছরকাল সংরক্ষণ করা যায়, সেগুলো নিসাবের সমপরিমাণ হলেই অর্থাৎ সেগুলোর মূল্য দেশবাসীর প্রধান খাদ্যশস্যের ৫ উটের বোঝার মূল্যের সমপরিমাণ হলেই তার যাকাত আদায় করতে হবে।

৩. বিনা চাষে উৎপাদিত সকল প্রকার কৃষিজ সম্পদ (খাদ্যের উপযোগী বা অনুপযোগী) এবং ঔষধের প্রয়োজনে চাষ করা হয়ে থাকে এমন কৃষিজ সম্পদ বা অত্যাবশ্যক নয় (যথা মসলা) বা পচনশীল হবার কারণে কৃত্রিম পদ্ধতি ব্যতীত ভাল অবস্থায় সংরক্ষণ করা যায় না, এমন কৃত্রিম কৃষিজ সম্পদ যাকাত করমুক্ত! কিন্তু সেগুলো ব্যবসায়ের সামগ্রী হলে তখন যাকাত করাধীন হবে।

করমুক্ত কৃষিজ সম্পদের তালিকা

এ ধরনের করমুক্ত উৎপাদনের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছেঃ তাজা ফল[২] (খেজুর, আঙুর প্রভৃতি) ও শাক-সবজি, পাছ, ঔষধি, ফুল (জাফরান সমেত)[৩];

১. যথা সিদ্ধ করে, আচার করে, টিনজাত করে বা অনুরূপ কোন পদ্ধতিতে।

২. ইমাম শাফেয়ীর মতে খেজুর ও আঙুর যাকাত করোপযোগী নয়, যদি না কোন দুর্যোগহেতু কাঁচা অবস্থায়ই ফল-ফসল তুলতে হয়। আর সে ক্ষেত্রে তিনি মোট উৎপন্ন ফল-ফসলের ১০% যাকাত ধার্যের কথা বলেন।

৩. অনেক খ্যাতনামা আইনব্যাখ্যাতার বিপরীত মত পোষণ করে ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ হানাফী মতের সমর্থন করে বলেন যে, কৃষিজ পণ্য হিসাবে জাফরান করোপযোগী। যাই হোক, ব্যবসায়ের সামগ্রী ব্যতীত জাফরান ঔষধি বা খাদ্যের সুবাস হিসাবে ব্যবহৃত হলে তখন তা যাকাতকরমুক্ত থাকে।

www.pathagar.com

মেহেদী বা হেনা পাতা[১] তুঁত পাতা; পামগাছের পাতা ও শাখা, তামাক, লাকড়ি, আঠা (সকল প্রকার বৃক্ষজাত আঠা), ঘাস ও ঘাসশ্রেণীর উদ্ভিদ (ইক্ষু, পাট, বাঁশ, প্যাপিরাস ইত্যাদি); খড়, চা,[২] সব রকম বন্য ফল (জাম ও নারিকেল-সুপারী, ইত্যাদি)[৩], মসলা ও খাদ্য সুবাসিত বা সুস্বাদু করার যাবতীয় সামগ্রী[৪], জিরা[৫], সরিষা, তেঁতুল, আদা ইত্যাদি), টঙ্গা, সীম, দারুচিনি, খাদ্য নয় এমন তেলের বীচি, যেমন তুলাবীচি, তরমুজের বীচি, শশার বীচি এবং বীজস্বরূপ রক্ষিত সকল বীচি।

৪. যাকাত আইন অনুযায়ী করোপযোগী কৃষিজ সম্পদ আইনানুগ প্রধান প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত। যেমন এক ফসলের এক বিশেষ শ্রেণীর সমুদয় ফসল, যথা, খাদ্যশস্য (ভুট্টা, গম, যব), ডাল বা শুকনা ফল (খেজুর, কিশমিশ) এ সবই একসঙ্গে ধরে যাকাত নির্ধারণ করা হয়।

কোন কৃষিজীবী যদি গম ও যব দুই-এরই চাষ করেন তাহলে ফসল তোলার পরে গম ও যবকে একসঙ্গে হিসাবে ধরবেন এবং নিসাবের সম-পরিমাণ হলেই যাকাত আদায় করবেন। এ রকম ক্ষেত্রে, অর্থাৎ একই মূল শ্রেণীর দুই বা ততোধিক ফসল কাটা হলে তাদের যাকাত সকল জাতের ফসল থেকেই পরিমাণ অনুযায়ী দিতে হবে।[৬]

উদাহরণস্বরূপ, একজন কৃষিজীবী যদি স্বাভাবিকভাবে প্রাপ্ত পানির সেচ দিয়ে করোপযোগী পরিমাণের ফসল লাভ করেন এবং সেই ফসলের

---

১. হেনার প্রাথমিক উপযোগিতা ঔষধি হিসাবে। ইমাম আবু ইউসুফ হেনাকে করোপ-যোগী এবং অপরপক্ষে ইমাম মুহাম্মদ হেনাকে যাকাতকরমুক্ত বলে মনে করেন।

২. চা পাতা তোলার পরেই কারখানায় সেগুলোকে বিশেষ পদ্ধতিগতভাবে তৈরী করতে হয় বলে চা কৃষিজ সম্পদ হিসাবে করোপযোগী হয় না। ব্যবসায়ের সম্পদ হিসাবে চা যাকাত করোপযোগী হয়ে থাকে।

৩. বনজ ফল যাকাতের শর্তাবলী পূর্ণ করে না। তাই সেগুলোর উপর যাকাত কর আরোপ না করাই উচিত। বনজ ফল মুসলমান-অমুসলমান সকলেরই জন্যে, সকলেই ইচ্ছা করলে বন্য ফল বাজারে নিয়ে বিক্রি করতে পারে।

৪. ইমাম মালিক এবং ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল ধনিয়াকে যাকাত করোপযোগী বলে মনে করেন। অপরাপর ইমাম তা মনে করেন না।

৫. ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল জিরা ও সরিষাকে করোপযোগী বিবেচনা করেন।

৬. ইমাম শায়বানী যথার্থভাবেই বলেছেন যে, গমের যাকাত যব দিয়ে দেওয়া উচিত নয়, কারণ যব গম অপেক্ষা সস্তা। অপরপক্ষে তিনি এ মতও পোষণ করেন যে, এক জাতের যবের যাকাত আরেক জাতের যব দিয়ে দেওয়া চলবে।

www.pathagar.com

পরিমাণ যদি ২ উটের বোঝা পরিমাণ গম ও ৩ উটের বোঝা পরিমাণ যব হয় অর্থাৎ মোট ১,৬৮০ সের বা ১,৫৬৮ কিলোগ্রাম হয়, তাহলে এর ১০% যাকাত (১৬৮ সের বা ১৫৬·৮ কিলোগ্রাম) দিতে হবে ২ ভাগ গম (৬৭⅕ সের বা ৬২·৭ কিলোগ্রাম) এবং ৩ ভাগ যব (১০০⅘ সের বা ৯৪·১ কিলোগ্রাম) দ্বারা।

অপরপক্ষে, উক্ত কৃষিজীবীর ফসল যদি হয়, ধরা যাক, স্বাভাবিকভাবে প্রাপ্ত পানির সেচ দ্বারা উৎপাদিত ২ উটের বোঝা গম এবং ব্যয়সাধ্য কুয়ার পানি বা খালের পানি দ্বারা উৎপাদিত ৩ উটের বোঝা যব, তাহলে এই উভয় ফসল একই মূল শ্রেণীভুক্ত হওয়ার কারণে একসঙ্গে গণ্য হয়ে করোপযোগী হবে। কিন্তু যাকাত আদায় করতে হবে ২ উটের বোঝা পরিমাণ গমের ২০% (৬৭⅕ সের বা ৬২·৭ কিলোগ্রাম গম) এবং ৩ উটের বোঝা পরিমাণ যবের ৫% (৫০⅖ সের বা ৪৭ কিলোগ্রাম যব) দ্বারা।

আর যাকাতদাতা যদি তাঁর নিজের সুবিধার জন্যে বা করুণার বশবর্তী হয়ে এ রকম ইচ্ছা করেন যে তিনি পুরা যাকাতই গম দ্বারা (অপেক্ষাকৃত অধিক মূল্যবান শস্য) আদায় করবেন বা যাকাতের পরিমাণে গমের ভাগ যা হয় তার চেয়ে বেশী পরিমাণে প্রদান করবেন, তাহলে তিনি তা করতে পারেন। কিন্তু একই মূল শ্রেণীর অন্তর্গত দুই বা ততোধিক প্রকারের ফসল হলে সে ক্ষেত্রে কোন অবস্থাতেই অপেক্ষাকৃত কম মূল্যের ফসলটি দ্বারা ষোল আনা যাকাত আদায় করতে পারবেন না বা কম মূল্যের ফসলটি পরিমাণে অধিক দিয়েও যাকাত আদায় করতে পারবেন না।

৫. করোপযোগী কৃষিজ সম্পদ

শস্য ঃ সকল জাতের গম, যব, ভুট্টা, বাজরা, রাই, জই ও ধান। শস্যদানার পরিমাণ বিবেচনায় কর নির্ধারণ করতে হবে। ফসল কাটা, মাড়াই ও শুকানো হয়ে গেলে তখন পরিষ্কার দানা দ্বারা (অর্থাৎ শস্য ঝাড়া হলে সেই শস্য দ্বারা) যাকাত আদায় করতে হবে।

ডাল ঃ সকল জাতের সীম, মটর ও ডাল কেবলমাত্র পরিষ্কার দানার পরিমাণ বিবেচনায় কর নির্ধারণ করতে হবে। ফসল কাটা, শুকানো ও মাড়াই হয়ে গেলে পরিষ্কার দানার উপর যাকাত নির্ধারিত হবে এবং পরিষ্কার দানা দ্বারা যাকাত আদায় করতে হবে।

www.pathagar.com

ফলমূল : (না শুকিয়ে স্বাভাবিকভাবে সংরক্ষণযোগ্য) বেদানা, কাবুলের সারদা তরমুজ (যা এক বছরকাল যাবত ঘরে রাখা যায়), ফল তোলা হয়ে গেলে হিসাব করে একই ফল দ্বারা যাকাত আদায় করতে হবে।

শুকনা ফল : সব জাতের খেজুর (تمر), কিশমিশ (زبيب), শুকনা ডুমুর ইত্যাদি ফল তোলা ও শুকানোর পরে পরে যাকাত নির্ধারণ করতে হবে এবং পরিষ্কার শুকনা ফল দ্বারা যাকাত আদায় করতে হবে।

কৃষিজাত বাদাম : আখরোট, পেস্তা, আলুবোখারা, নারিকেল, চীনা-বাদাম ইত্যাদি। ফসল তুলে শুকানোর পরে যাকাত নির্ধারণ করতে হবে এবং পরিষ্কার খোসা ছাড়ানো ফল দ্বারা যাকাত আদায় করতে হবে।

মাড়প্রধান খাদ্য : কাসাভা শিকড়, অ্যারারুট, সাগু। ফসল তোলার পরেই যাকাতের পরিমাণ নির্ধারণ করতে হবে এবং একই ফসল দ্বারা যাকাত আদায় করতে হবে।

বৃক্ষজাত বীজ : সকল জাতের কফি ও কোকা বীজ। ফসল তোলা শেষ হলে যাকাত নির্ধারণ করতে হবে এবং কাঁচা কফি বীজ ও কোকা বীজ দ্বারা যাকাত আদায় করতে হবে।

খাদ্যোপযোগী তেল প্রদানকারী ফল-ফসল[১] **:** সকল জাতের যয়তুন, তিল, ক্যাস্টর-বীচি ইত্যাদি। ফল-ফসল তোলা হয়ে গেলেই কর নির্ধারণ করতে হবে এবং উৎপাদনকারী নিজে যদি নিষ্পেষণ না করেন তাহলে অনিষ্পেষিত আকারেই যাকাত প্রদান করতে হবে। আর উৎপাদনকারী নিজে নিষ্পেষণ করলে করোপযোগী উৎপাদন থেকে প্রাপ্ত তেলের ১০% বা ৫% যাকাত আদায় করতে হবে।

তুলা : সকল শ্রেণীর তুলা[২]। মোট কাঁচা তুলার পরিমাণ মূল্যের দিক থেকে নিসাবের (দেশের অধিবাসীর প্রধান খাদ্যের নিসাব) পরিমাণের মূল্যের সমান, অন্ততঃ সমপরিমাণ হলেই তার যাকাত আদায় করতে হবে। ফসল তোলা শেষ হয়ে গেলে যাকাত নির্ধারণ করতে হবে এবং কাঁচা তুলা

---

১. নারিকেল, চীনাবাদাম ইত্যাদি তেল প্রদানকারী হলেও এগুলো কৃষিজাত বাদামের অন্তর্ভুক্ত, কারণ এগুলো খাদ্যদ্রব্য এবং স্বাভাবিক অবস্থায় সংরক্ষণযোগ্য।

২. অর্থকরী ফসল হিসাবে তুলা কেবল ব্যবসায়ের সম্পদ হিসাবে করোপযোগী।

www.pathagar.com

(১০% বা ৫%) দ্বারা অথবা তুলার সমপরিমাণ মূল্য দ্বারা যাকাত আদায় করতে হবে।

৬. ফসল তোলা শেষ না হওয়া পর্যন্ত কোন অবস্থাতেই যাকাত নির্ধারণ করা যাবে না।

৭. একবারের চাষ থেকে প্রাপ্ত কিন্তু একাধিক মূল শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করোপযোগী কৃষিজ সম্পদকে (যথা, গম, শুষ্ক ফল ও তুলা) একসঙ্গে ধরে করোপযোগিতা নির্ধারণ করা যাবে না। এক মূল শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি ফসলকে আলাদা করে ধরতে হবে এবং আলাদা আলাদাভাবে যাকাত কর ধার্য করতে হবে।

একজন কৃষিজীবী যদি ৫ উটের বোঝা গম ও ৩ উটের বোঝা মটর পান তাহলে তিনি শুধু ৫ উটের বোঝা পরিমাণ গমের যাকাত আদায় করবেন; ৩ উটের বোঝা পরিমাণ মটর নিসাবের চেয়ে কম বিধায় তার যাকাত আদায় করতে হবে না।

৮. বীজ হিসাবে রক্ষিত ফসলকে আলাদা করে রেখে তারপরে বাদ-বাকী মোট ফসলের যাকাত নির্ধারণ করতে হবে।

কিন্তু কৃষিজীবীর অন্যবিধ কোন ব্যয়কে এ রকম আলাদা করে রাখা যাবে না, অর্থাৎ অন্যান্য ব্যয় বা খরচের পরিমাণকে করোপযোগী ফসলের সঙ্গে ধরে তার যাকাত নির্ধারণ করতে হবে। কিন্তু কেবলমাত্র ২৪ নং নিয়মকে যাকাত নির্ধারণ ও আদায়ের পূর্বে বিবেচনা করতে হবে।

৯. কৃষিজ উৎপাদনের যাকাত—উৎপাদন যদি খাদ্য হয়—সেই ফসল দ্বারাই আদায় করা বিধেয়। খাদ্য ব্যতীত অন্যান্য কৃষিজ উৎপাদনের যাকাত সেই ফসল বা তার মূল্য দ্বারা আদায় করা যেতে পারে।

১০. যাকাত যখন কৃষিজ উৎপাদন দ্বারাই আদায় করা হয়, তখন তা গড়পড়তা ভাল ফল-ফসল দ্বারা দিতে হবে। কিন্তু রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নির্দেশ অনুযায়ী, "জনগণের সম্পদ থেকে তাদের পছন্দের জিনিসটি গ্রহণ করো না, গড়পড়তা মূল্যের জিনিসটি গ্রহণ করো," প্রকৃত মালিকের ফসলের উৎকৃষ্ট অংশটি কোন অবস্থাতেই যাকাতস্বরূপ গ্রহণ করা উচিত নয়।

www.pathagar.com

অপরপক্ষে, কুরআন শরীফের সূরা বাকারার ২৬৭ নং আয়াতের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে নিম্নমানের কৃষিজ উৎপাদন বা ফসল কোন অবস্থাতেই যাকাত-স্বরূপ গ্রহণ করা যেতে পারে না।

১১. ইসলামী আইন অনুযায়ী যমিনের যে কোন প্রকার অপক্ক ফসল বিক্রি নিষিদ্ধ। অপরপক্ষে, ইসলামী আইনে যমিনের পাকা ফসল বিক্রির কোন বাধা নেই, অর্থাৎ পাকা ফল-ফসল কাটার আগেও বিক্রি করা যেতে পারে।

করোপযোগী ফল-ফসল সম্বন্ধে যাকাত আইনের নির্দেশ হল, যমিনের করোপযোগী কোন পরিপক্ক ফল-ফসলের মালিক যদি পূর্বে ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও পরে তাঁর ফসল বিক্রি করেন তাহলে উক্ত যমিনের ফসলের যাকাত প্রদানের দায়িত্ব তাঁরই থেকে যায়, যদি না ক্রেতার সঙ্গে তাঁর ভিন্নরূপ চুক্তি হয়। সেরূপ চুক্তি থাকলে যাকাত আদায়ের দায়িত্ব ক্রেতার উপর বর্তাবে।

এ রকম কোন চুক্তি না থাকলে ফসলের মূল মালিক (অর্থাৎ বিক্রেতা) তাঁর উৎপন্ন ফসলের মূল্য বুঝে পেলে, তিনি নিজ হাতে ফসল উৎপাদন করলে যেমন হত ঠিক তেমনি যাকাত আদায়ের দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। এ ক্ষেত্রে অবশ্য অকর্তিত ফসল বাবদ প্রাপ্ত মূল্যের প্রয়োজনীয় শতকরা হিসাবে যাকাত দিতে হবে।

১২. ১১ নং আইনে যেরূপ বলা হয়েছে তদনুযায়ী কোন ব্যক্তি যদি ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্যে করোপযোগী পরিমাণের অকর্তিত পাকা ফসল ক্রয় করেন তাহলে ঐ ফসল কাটার পরে তাঁর কোন যাকাত আদায়ের দায়-দায়িত্ব থাকবে না (কিন্তু ফসল ক্রয়ের পূর্বে বিক্রেতার সঙ্গে তাঁর পূর্ব চুক্তি থাকলে সে ক্ষেত্রে যাকাত আদায়ের দায়িত্ব ক্রেতার উপরই বর্তাবে)।

কিন্তু এই ফসল ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে ক্রয় করা হয়ে থাকলে তা স্বাভাবিক-ভাবেই ব্যবসায়ের যাকাত আইনের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে এবং নতুন ন্যায্য মালিকের ব্যবসায়ের পুঁজির অংশে পরিণত হবে।

১৩. ব্যবসায়িক ভিত্তিতে উৎপাদিত সংরক্ষণযোগ্য বা পচনশীল এই উভয় শ্রেণীর কৃষিজ উৎপাদনই ব্যবসায়ের সম্পদের যাকাত আইনের অধীন হবে।

১৪. যে কৃষিজ উৎপাদনের যাকাত ন্যায্য মালিক আদায় করেছেন অর্থাৎ কৃষিজীবী স্বয়ং আদায় করেছেন এবং তিনি নিজেই উক্ত উৎপাদনকে

www.pathagar.com

পরে ব্যবসায়ের পণ্যে রূপান্তরিত করেছেন, তা ব্যবসায় সম্পদের যাকাত আইনের অধীন হবে।

১৫. ফল-ফসলের ন্যায্য মালিক—মূলত ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্যে উৎপাদিত এবং ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে উৎপাদিত নয়—এমন ফসলের যাকাত প্রদানের পরে, যদি তাঁর নিজস্ব প্রয়োজনের অতিরিক্ত ফল-ফসল কোন করোপযোগী সম্পদের সঙ্গে বিনিময় করেন যা যাকাত করযোগ্যতার জন্যে পূর্ণ এক বছরকাল মালিকের হস্তগত থাকার প্রয়োজন হয় (যথা সোনা, রূপা টাকার নোট, ব্যবসায়ের দ্রব্য ইত্যাদি), তাহলে উক্ত বিনিময় করোপযোগী সম্পদ বিনিময়ের ৩ নং আইন অনুযায়ী হবে।

১৬. মূলত ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্যে উৎপাদিত—ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে নয়—কৃষিজ সম্পদ মাত্র একবার কৃষিজ সম্পদ হিসাবে যাকাত করাধীন হবে এবং তা হবে ফসল তোলা শেষ হলে তার পরে।

যাকাত আদায়ের পরে উক্ত কৃষিজ দ্রব্য ন্যায্য মালিকের (কৃষিজীবীর) দখলে এক বা একাধিক বছরকাল ধরে থাকলেও তার উপর দ্বিতীয়বার যাকাত ধার্য হবে না। কিন্তু ব্যবসায়ের সম্পদে রূপান্তরিত করা হলে পুনরায় যাকাত ধার্য হবে।

১৭. করোপযোগী কৃষিজ সম্পদ ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্যে অর্জন করা হলে—তা স্বয়ং কৃষিজীবীর কাছ থেকেই হোক বা কোন ব্যবসায়ীর কাছ থেকেই হোক—যতদিন ধরেই নতুন ন্যায্য মালিকের দখলে থাকুক না কেন তা যাকাত করমুক্ত থাকবে। কিন্তু উক্ত সম্পদকে ব্যবসায়ের সম্পদে রূপান্তরিত করা হলে তখন তা যাকাত করাধীন হবে।

১৮. কোন ব্যক্তি যদি তাঁর কৃষিজ ফসলী যমিন (যমিন বা বাগ-বাগিচা) করোপযোগী ফসল থাকাকালীন সময়ে বিক্রি করেন—যে ফসল তখন পর্যন্ত কাঁচা কিন্তু বিক্রয়ের অন্তর্ভুক্ত—তাহলে যাকাতের ষোল আনা দায়-দায়িত্ব ক্রেতার অর্থাৎ নতুন মালিকের। তিনি ফসল তোলা হলে যাকাত আদায় করবেন।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ১২ নং আইন যমিন ব্যতীত কেবল ক্ষেতের ফসল সংক্রান্ত। আর এখানে বিক্রীত হচ্ছে যমিন, কাঁচা ফসল ঘটনাক্রমে ক্রয়-বিক্রয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।

www.pathagar.com

১৯. কৃষিজ উৎপাদন যৌথ মালিকানাধীন হলে সে ক্ষেত্রে যাকাতের যৌথ মালিকানাধীন করোপযোগী সম্পদের আইন প্রযোজ্য হবে। তবে মুসলিম দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে যমিন চাষের যে পদ্ধতিসমূহ বর্তমানে প্রচলিত রয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে যমিনের মালিক ও কৃষকের মধ্যকার অংশীদারিত্ব সম্বন্ধে কয়েকটি আইন উল্লেখ করা প্রয়োজন ঃ

(ক) মালিক ও কৃষক উভয়েই উৎপাদিত ফসলের ন্যায্য অংশীদার বলে উভয়ের উপরই ফসলের নিজ নিজ অংশের যাকাত আদায়ের দায়িত্ব বর্তাবে। খাদ্যের অনুপযোগী কৃষিজ পণ্যের ক্ষেত্রে ; প্রত্যেকের নিজ নিজ অংশের কোন এক জাতের শস্যের পরিমাণ মূল্যের দিক থেকে নিসাবের সমপরিমাণ হলেই অর্থাৎ তা দেশবাসীর প্রধান খাদ্যের জন্যে নির্ধারিত নিসাবের সমমূল্যের হলেই প্রত্যেকে আলাদাভাবে নিজ নিজ অংশের যাকাত আদায় করবেন।

(খ) ৮ নং আইনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে, কেবলমাত্র বীজ হিসাবে রক্ষিত ফসল বাদ রেখে, কৃষির খরচের পরিমাণ, ষোল আনা ফসলের যাকাত নির্ধারণ ও আদায় না হওয়া পর্যন্ত. বাদ দেওয়া যাবে না।

(গ) কৃষক এবং মালিকের পারস্পরিক সমঝোতার মাধ্যমে মালিক যদি তাঁর অংশ ফসলে না নিয়ে নগদ অর্থে গ্রহণ করেন তাহলেও যমিনের মালিকের যাকাত আদায়ের দায়-দায়িত্ব থেকে যাবে।

অথবা এ-ও করা যেতে পারে যে, একই জাতের ষোল আনা ফসল থেকে দেয় যাকাতের পরিমাণ বাদ রেখে তারপর বাকী ফসলের অর্ধেকের মূল্য কৃষক যমিনের মালিককে প্রদান করবেন।

উভয় ক্ষেত্রেই করোপযোগী ফসলের কেবলমাত্র নিজ অংশের যাকাত আদায়ের দায়-দায়িত্বই কৃষকের থাকবে।

২০. কোন ব্যক্তি যদি একই দেশের ভিতরে বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত চাষযোগ্য যমিনের মালিক বা লীজ গ্রহণকারী অধিকারভোক্তা হন এবং সেই যমিন থেকে যাকাত করোপযোগী পরিমাণের ফসল ভোগ করেন, তাহলে বিভিন্ন ক্ষেতের ফসল শ্রেণী অনুসারে একত্রিত করতে হবে ; প্রত্যেক শ্রেণীর ফসল করোপযোগী হতে হবে এবং প্রত্যেক শ্রেণী আলাদাভাবে নিসাবের অন্ততঃ সমপরিমাণের হলে তার যাকাত আদায় করতে হবে।

www.pathagar.com

খাদ্যদ্রব্য নয় এমন ফসলের ক্ষেত্রে সেগুলোর মূল্য দেশবাসীর প্রধান খাদ্যের নিসাবের সমপরিমাণ মূল্যের হলে যাকাত আদায় করতে হবে।

২১. পরলোকগত ব্যক্তির সম্পদের যাকাত আদায়ের ১ নং আইনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে, করোপযোগী পাকা ফসল তোলার আগে বা তোলার সময়ে যদি তার ন্যায্য মালিক মারা যান তাহলে যাকাত আদায়ের দায়-দায়িত্ব তাঁর ন্যায়সঙ্গত উত্তরাধিকারী বা উত্তরাধিকারিগণের উপর বর্তাবে। ফসল তোলা শেষ হলে নতুন মালিকের, অর্থাৎ উত্তরাধিকারীর, যাকাত যখন দেয় হবে তখন তা আদায় করতে হবে।

যমিন যদি দুই বা ততোধিক আইনসঙ্গত উত্তরাধিকারীর মধ্যে ভাগ-বাটোয়ারা হয় তাহলে নিজ নিজ অংশের যাকাত আদায়ের দায়িত্ব তাঁদের প্রত্যেকের—অবশ্য ফসল তোলা হয়ে যাবার পরে প্রত্যেকের অংশ নিসাবের সমপরিমাণ হলে, তবে।

২২. পরলোকগত ব্যক্তির সম্পদের যাকাত আদায়ের ২নং আইনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে, করোপযোগী পাকা ফসল তোলার পরে, কিন্তু যাকাত আদায়ের আগে যদি তাঁর ন্যায্য মালিক মারা যান তাহলে যাকাত যেহেতু মালিকের মৃত্যুর আগে দেয় হয়েছিল তাই সে যাকাত আদায়ের সম্পূর্ণ দায়-দায়িত্ব মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারিগণের; সম্পত্তি ভাগ-বাটোয়ারা করার আগেই সেই যাকাত আদায় করে নিতে হবে।

২৩. ১৯ নং আইনে উল্লেখিত যমিনের মালিক এবং লীজ গ্রহণকারীর মধ্যকার সম্পর্কের বিপরীত ক্ষেত্রে, যমিন যদি এমন শর্তে কৃষককে লীজ দেওয়া হয় যে, তিনি মালিককে ভাড়াস্বরূপ নিয়ম মাফিক একটা পরিমাণের নগদ অর্থ প্রদান করবেন, তাহলে উভয়ের মধ্যে উক্ত শর্ত অংশীদারিত্ব বলে গণ্য হবে না। এ ধরনের ক্ষেত্রে যাকাত আদায়ের ষোল আনা দায়িত্ব লীজ গ্রহণকারী কৃষকের উপর বর্তাবে, কেননা তিনিই উৎপন্ন ফসলের ন্যায়-সঙ্গত মালিক।

যমিনের মালিকের যেহেতু উৎপাদিত ফসলের উপর কোন অধিকার থাকছে না—ফসলের পূর্ণ অধিকার লীজ গ্রহণকারী কৃষকের—তাই যমিনের ভাড়া বাবদ প্রাপ্ত টাকার যাকাত প্রদানের কোন দায়-দায়িত্বও তাঁর থাকবে না। যমিন ভাড়ার টাকা এক ধরনের আয় বলে গণ্য হবে এবং তা যাকাতমুক্ত

www.pathagar.com

থাকবে।[১] ভূভোক্তার যে অংশ ন্যায্য মালিকের পূর্ণ কর্তৃত্বাধীন পূর্ণ এক বছরকাল থাকবে, অর্থাৎ যে অংশ করোপযোগী উদ্বৃত্ত সম্পদ হবে তার ২½% যাকাত আদায় করতে হবে।

ধার করা যমিন থেকে লব্ধ করোপযোগী কৃষিজ সম্পদের ক্ষেত্রে এই একই আইন প্রযোজ্য হবে, কেন না উক্ত যমিন ব্যবহারহেতু কোন ক্ষতিপূরণ যমিনের মালিককে দিতে হয় না; অর্থাৎ যাকাত আদায়ের সম্পূর্ণ দায়-দায়িত্ব ধার গ্রহণকারীর যিনি উক্ত যমিনের উৎপাদনের ন্যায়সঙ্গত মালিক।

২৪. যাকাত আইন অনুযায়ী যে কোন ধরনের করোপযোগী সম্পদ ঋণের জন্যে দায়বদ্ধ হতে পারে; সে ক্ষেত্রে তা সাময়িকভাবে যাকাত করমুক্ত থাকবে।

অতএব ঋণের দায়বদ্ধ সম্পদের ১১ নং আইন অনুযায়ী করোপযোগী কৃষিজ সম্পদের মালিক কোন ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি যদি তাঁর ঋণকে সম্পদের দায়বদ্ধ করতে ইচ্ছা করেন তা হলে তাঁকে সে অনুমতি প্রদান করতে হবে। অতঃপর বাদবাকী কৃষিজ সম্পদ যদি করোপযোগী হয় তবে সেই অবশিষ্ট অংশের যাকাত আদায় করতে হবে।

২৫. করোপযোগী কৃষিজ সম্পদের ন্যায্য মালিকের বিরুদ্ধে অসদাচরণের কোন যথার্থ প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত তাঁর সততার উপর পূর্ণ বিশ্বাস রাখতে হবে। তিনি নিজে তাঁর সম্পদের যথাযথ হিসাব রক্ষা করবেন এবং ফসল বিভিন্ন জাতের হলে প্রত্যেক রকমের সঠিক হিসাব রক্ষা করবেন ও তার যাকাত আদায় করবেন।

২৬. করোপযোগী কৃষিজ ফসল যদি তোলার বা কাটার আগে হারিয়ে যায়, চুরি যায় বা দুর্ঘটনাক্রমে বিনষ্ট হয়ে যায়, অর্থাৎ যাকাত ধার্য হবার আগেই যদি এ ধরনের অনিষ্ট হয় তাহলে হারানো, চুরি যাওয়া বা বিনষ্ট ফসলের যাকাত প্রদানের দায়-দায়িত্ব থাকবে না।

---

১. ইমাম আবূ হানীফার মতে যাকাত যেহেতু যমিনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তাই যমিন ভাড়া দিয়েও যাকাত আদায়ের দায়িত্ব যমিনের মালিকের, বীজ গ্রহণকারী কৃষকের নয়। কৃষিজ পণ্যের যাকাতকে তিনি যমিন ব্যবহারহেতু ধার্য হয় বলে বিবেচনা করেন এবং বীজের ক্ষেত্রে কৃষকের কাছ থেকে গৃহীত টাকাকে তিনি অপরকে যমিন ব্যবহারের অনুমতি দানের মূল্য বলে বিবেচনা করেন। টাকা প্রদানের পরে কৃষকের আর দায়-দায়িত্ব থাকে না।

www.pathagar.com

২৭. করোপযোগী কৃষিজ সম্পদের ন্যায্য মালিক যদি অবহেলাহেতু যথাসময়ে যাকাত প্রদান না করেন এবং যদি এরূপ হয় যে, ফসল কাটা শেষ হবার পরে, অর্থাৎ যাকাত ধার্য হয়ে যাবার পরে, কৃষিজ উৎপাদনা বা তার অংশ বিশেষ হারিয়ে গেছে, চুরি হয়ে গেছে বা বিনষ্ট হয়ে গেছে, তাহলে যাকাতের দায়-দায়িত্ব থেকে যাবে। ফল-ফসল মালিকের অধিকারে নেই সে অজুহাতে তখন আর যাকাত না দেওয়া চলবে না।

২৮. যদি এমন প্রমাণিত হয় যে, যাকাত ফাঁকি দিবার উদ্দেশ্যে কেউ করোপযোগী ফল-ফসলের সম্পূর্ণ বা অংশ ইচ্ছাকৃতভাবে বা পরিকল্পিত-ভাবে কাউকে দিয়ে দিয়েছেন বা তার ক্ষতিসাধন করেছেন, তাহলে উক্ত ব্যক্তি শাস্তিযোগ্য হবেন এবং তখন তাঁর কাছ থেকে বলপূর্বক যাকাত আদায় করতে হবে।

মধু ও রেশমের যাকাত

প্রকৃতি ও ব্যবহারের দিক থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের হওয়া সত্ত্বেও মধু এবং রেশম যাকাত আইনের দৃষ্টিতে সমশ্রেণীরই সম্পদ। বাস্তবিকপক্ষে মধু ও রেশম দুই-ই পতঙ্গের (মৌমাছি ও গুটিপোকা) স্বাভাবিক উৎপাদন। এদের উৎপাদনকে মৌমাছির চাষ এবং রেশম চাষ বলা হয়।

ইসলামী আইনের বিভিন্ন মাযহাব ও মতাদর্শী পণ্ডিতগণ মধুর করো-পযোগিতা সম্বন্ধে একমত নন। আর রেশমকে কেউই করোপযোগী বলে বিবেচনা করেননি। অথচ এ দুইটি সম্পদই যাকাত করোপযোগী হবার শর্তাবলী পূরণ করে।

যাকাত আইনের পুরানো মত অনুযায়ী এবং আইনের মূলনীতির আলোকের পুনর্বিবেচনায় এই দুইটি সম্পদের করোপযোগিতার পক্ষে এবং বিপক্ষে প্রদর্শিত মতামতগুলো নিম্নরূপ ঃ

(ক) কয়েকটি হাদীসে মধুকে যাকাত করের অন্তর্ভুক্ত করার উল্লেখ পাওয়া যায়; তাদের মধ্যে প্রধান হাদীসটি আবদুল্লাহ্ ইবন উমর ইবনুল-খাত্তাবের বর্ণিত। ইমাম আত-তিরমিযী থেকে এটি উল্লেখিত এবং সহীহ্ বুখারীর সুবিখ্যাত ব্যাখ্যাদানকারী ইমাম আল-আইনী কর্তৃক উদ্ধৃত ঃ

"মুহাম্মদ ইবন ইয়াহিয়া আন্-নিশাপুরী আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন ঃ আমর ইবন আবী সালমা আত্-তিউনিসী বর্ণনা করেছেন যে, তিনি সাদাকা

www.pathagar.com

ইবন আবদুল্লাহ্ থেকে শুনেছেন যে, তিনি মুসা ইবন ইয়াসার থেকে শুনেছেন যে, তিনি নাফিয়া থেকে শুনেছেন যে, তিনি ইবন উমর থেকে শুনেছেন যে, রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "মধুর (যাকাতের হার) দশ কাতরার জন্যে এক কাতরা'।" (ইমাম তিরমিযী)

আল-কুরতুবী কর্তৃক বর্ণিত এবং ইমাম আল-আইনী কর্তৃক গৃহীত অপর একটি হাদীস নিম্নরূপ ঃ

"আমর ইবন শুআইব থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি তাঁর পিতার নিকট থেকে শুনেছেন যে, তিনি তাঁর পিতামহ থেকে শুনেছেন যে, রসূলুল্লাহ (সা.) সাধারণ আকারের দশ কলসীপূর্ণ মধুর যাকাত ধার্য করতেন এক কলসী-পূর্ণ মধু।" (ইমাম আল-কুরতুবী)

তদুপরি এটি প্রতিষ্ঠিত সত্য যে, দ্বিতীয় খলীফা উমর ইবনুল-খাত্তাব মধুর উপর ১০% যাকাত ধার্য করতেন। এ বিষয়ে ইমাম আল-আইনী যাঁদের মতামত গ্রহণ করেন, তাঁদের অন্যতম হলেন আবদুর রহমান ইবন আবী যাআব। তিনিও তাঁর পিতা থেকে একথা শুনেছেন বলে বর্ণনা করেছেন।

যাই হোক, ইমাম মালিক, ইমাম শাফিঈ, ইমাম বুখারী, ইমাম দাউদ, ইমাম সুফিয়ান সওরী, ইমাম গাযযালী, ইমাম মুহাম্মদ ইবন আবদুর রহমান বিন আবী লায়েল এবং ইমাম আল-হাসান ইবন সালিহ বিন হাই[১], প্রমুখ খ্যাতনামা আইনব্যাখ্যাতা মধুর যাকাত প্রশ্নে উক্ত হাদীসটির যথার্থতা সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলে এই মত পোষণ করেন যে, ব্যবসায়ের দ্রব্য হিসাবে ব্যতীত মধু যাকাত করোপযোগী নয়; কারণ মধু যেহেতু যমিনের উৎপাদন নয়, পতঙ্গের উৎপাদন, তাই তা রসূলুল্লাহ (সা.) নির্দেশিত স্বাভাবিক উৎপাদনের পর্যায়ভুক্ত হতে পারে না। ; রসূলুল্লাহ্ (সা.) কেবলমাত্র বৃষ্টির পানি দ্বারা যমিন থেকে উৎপাদিত ফসলকেই যাকাত করোপযোগী বলে নির্দেশ করেছেন।

অপরপক্ষে, যাঁরা মধুর যাকাত সমর্থন করেন (হানাফী ও হাম্বলী মাযহাবভুক্তগণ) তাঁদের যুক্তি হল এই যে, মৌমাছি সেই সব যমিন থেকেই

---

১. শোনা যায় যে উমাইয়া খলীফা হযরত উমর ইবন আবদুল আযীয মধুর উপর যাকাত ধার্য করতেন না। আবদুল্লাহ্ ইবন আবি বকর বিন আমর বিন হাযম-এর পিতার নিকট লিখিত একটি চিঠিতে তিনি মধুকে যাকাত করোপযোগী সম্পদের তালিকা থেকে বহির্ভূত রাখার নির্দেশ দিয়েছিলেন বলে কথিত আছে।

www.pathagar.com

মধু পান করে যেগুলো বৃষ্টির পানি দ্বারা পুষ্ট; অতএব মধু ১০% যাকাত করাধীন হওয়া উচিত। তাঁরা মধুকে স্বাভাবিক যাকাত করাধীন বলে গণ্য করেন। এটিকে খুব মজবুত যুক্তি বলে মনে করা যায় না। কারণ মৌমাছি ফুলের মধু অংশই পান করে, কিন্তু ফুল —কেবলমাত্র ব্যবসায়ের সামগ্রী না হলে—করোপযোগী হয় না।

মধুকে যদি কৃষিজ সম্পদরূপে গণ্য না করা হয়—একেবারে যথাযথ-ভাবে বিবেচনা করলে মধু কৃষিজ সম্পদ নয়—তাহলে এর উপর যাকাত কর আরোপ করা যুক্তিসঙ্গতই হয়। মধু মূল্যবান প্রাকৃতিক খাদ্য এবং তা স্বাভা-বিকভাবেই রক্ষণশীল, অতএব রক্ষণশীল প্রাকৃতিক খাদ্যদ্রব্য হিসাবেই তা যাকাতকর আরোপের শর্তাবলী পূরণ করে।

হানাফী মাযহাবমতে মধুর যাকাত হচ্ছে হাদীসের উল্লেখ অনুযায়ী ১০%। তদুপরি হানাফী মতে কেবলমাত্র উশর যমিনের উৎপাদিত মধুই যাকাত করাধীন হবে, খারাজ যমিন থেকে উৎপাদিত মধু নয়।

অপরপক্ষে, যে কারণে ইমাম আবু হানীফা এবং তাঁর দুইজন ছাত্র, ইমাম আবু ইউসুফ এবং ইমাম মুহাম্মদ ইবনুল হাসান, ভিন্ন মত পোষণ করেন, অর্থাৎ কৃষিজ উৎপাদনের নিসাবের পরিমাণ, সেই একই কারণে মধুর নিসাব সম্বন্ধেও তাঁদের মত ভিন্ন। ইমাম আবু হানীফার মতে মধুর নিসাব নেই, যে পরিমাণ মধুই উৎপাদিত হোক না কেন তার ১০% যাকাত আদায় করতে হবে। আর ইমাম আবু ইউসুফ এবং ইমাম মুহাম্মদ দুইজনেই মনে করেন যে, অন্যান্য দ্রব্যের মত মধুরও নিসাব নির্ধারিত থাকা উচিত।

ইমাম মুহাম্মদের মতে সংগৃহীত মধু ৫ আফরাকের সমপরিমাণ হলে (৩৩৬ সের বা ৩১৩.৫ কিলোগ্রাম) তা যাকাত করোপযোগী হবে। ফারাক (৬৭ $\frac{1}{5}$ সের বা ৬২·৭ কিলোগ্রাম) ছিল মাদানী পদ্ধতির ওজন এবং ৩৬ মাদানী রাতলের সমান; মাদানী পদ্ধতিতে মধুর জন্যে এটাই ছিল তৎকালীন সবচেয়ে বড় মাপ। ইমাম আবু ইউসুফ মধুকে যাকাত করো-পযোগী জ্ঞান করেন হয় উপরোক্ত দুইটি হাদীসের শেষেরটির নির্দেশ অনুযায়ী, অর্থাৎ মোটামুটি আকারের ১০ কলসীপূর্ণ হলে, নতুবা মধুর মূল্য ৫ উটের বোঝা খাদ্যশস্যের সমপরিমাণ হলে।

ইমাম আবু ইউসুফের এই বিকল্প নির্দেশের ফলে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, তৎকালে হাদীসে উল্লেখিত মোটামুটি আকারের দশ কলসীপূর্ণ

www.pathagar.com

মধু এবং কৃষিজ উৎপাদনের জন্যে নির্ধারিত ৫ উটের বোঝা পরিমাণ নিসাবের মধ্যে একটা আনুপাতিক মূল্যমান বিরাজমান ছিল। অন্য কথায় অপরাপর করোপযোগী সম্পদের মত মধুর নিসাব নির্ধারণেও একটা যাকাত-মুক্ত অবকাশ রাখার ব্যবস্থা ছিল—যা নাকি এক বছরকালের জন্যে প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্যের মূল্যের সমপরিমাণ ছিল।

অতএব, এই অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির সত্যতা গৃহীত হলে নিসাবের সত্যিকারের গুরুত্ব রক্ষার জন্যে এটাও গ্রহণ করতে হবে যে, মধুর পরিমাণ মূল্যের দিক থেকে কৃষিজ পণ্যের ৫ উটের বোঝার সমপরিমাণ হলেই তা যাকাত করাধীন হবে। বলা বাহুল্য, যাকাতের হার ১০% বলবৎ থাকবে।

(খ) রেশমের যাকাত প্রসঙ্গে বলা যায় যে, এ সামগ্রীটি যাকাত করাধীন হবে বলে কোন হাদীসে উল্লেখ নেই।[১] ইসলামের কোন মাযহাবই রেশমকে যাকাত করাধীন বলে বিবেচনা করে না।

এ প্রসঙ্গে যে যুক্তি প্রদর্শন করা হয় তা হল এই যে, রেশম এক জাতীয় পতঙ্গের সৃষ্টি—কোন যমিনের উৎপাদন নয়। যে হানাফী মাযহাবমতে মধুকে যাকাত করাধীন বলে বিবেচনা করা হয়, সে মতেও রেশম যাকাত করাধীন নয়। তাঁদের যুক্তি হল এই যে মৌমাছিরা ক্ষেতের করোপযোগী ফসল থেকে মধু সংগ্রহ করে, কিন্তু গুঁটিপোকা তুঁত গাছের পাতা খেয়ে রেশম সৃষ্টি করে এবং পাতা করোপযোগী সামগ্রী নয়। বস্তুত রেশম একটি মূল্যবান প্রাকৃতিক তন্তু এবং স্বাভাবিকভাবে সংরক্ষণযোগ্য। অতএব তা সম্পদের করোপযোগিতার শর্ত পূর্ণ করে—শুধু এই একটি কারণেই রেশম করোপযোগী হয়।

কৃষিজ সম্পদের অনুরূপভাবে করোপযোগী মধু ও রেশমের জন্যে যাকাত আইনে দুইটি ভিন্ন পদ্ধতি থাকা উচিত।

(ক) যে মধু ও রেশম ব্যক্তিগত উদ্যোগে চাষ ও পালন করা হয় এবং যা ব্যক্তিগত ব্যবহার ও ন্যায্য মালিকের ব্যবহারের জন্যে ব্যবহৃত হবে।

---

১. করোপযোগী বিভিন্ন সম্পদের তালিকা থেকে রেশম বাদ পড়ার কারণ এ হতে পারে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর আমলে কোন মুসলমান রেশম উৎপাদনে নিযুক্ত ছিলেন না। দুঃখের বিষয়, এ সম্বন্ধে আমরা কোন যুক্তি এই মুহূর্তে প্রদর্শন করতে পারলাম না।

www.pathagar.com

(খ) যে মধু ও রেশম নিয়মিত ব্যবসায়ের ভিত্তিতে বিক্রয়যোগ্য সামগ্রী হিসাবে চাষ ও পালন করা হয়, তা ব্যবসায়ের সামগ্রী হিসাবেই ব্যবসায়ের যাকাতের অন্তর্ভুক্ত হবে।

অতএব ব্যক্তিগত উদ্যোগে মধু ও রেশম চাষকারীগণের প্রতি প্রযোজ্য নিম্নলিখিত আইনগুলো বুঝতে হবে। অর্থাৎ যাঁরা ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্যে এ দুইটির চাষ করে থাকেন—অবশ্য ন্যায্য মালিক যে ভাবে খুশী যাকাত আদায় করতে পারেন এবং ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে উৎপাদিত মধু ও রেশমের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন হার প্রযোজ্য হবে।

মধু ও রেশম যাকাত আইনের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে সমশ্রেণীর সম্পদ হওয়া হেতু স্বভাবতই তাদের একই নিসাব এবং যাকাতের হার হবে এবং এ দুটি একই যাকাত আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে।

মধু ও কাঁচা রেশমের নিসাব এবং যাকাতের হার

চাকের মধু অর্থাৎ অপরিশোধিত মধু এবং কাঁচা রেশম এক মৌসুমে উৎপাদনের পরিমাণ মূল্যের দিক থেকে দেশবাসীর প্রধান খাদ্যশস্যের ৫ উটের বোঝার সমান হলেই তার জন্যে ১০% যাকাত আদায় করতে হবে।

অতঃপর যে কোন পরিমাণ মধু বা কাঁচা রেশম মূল্যের দিক থেকে নিসাবের বেশী হলেই তার জন্যে ১০% যাকাত ধার্য হবে।

মধু ও কাঁচা রেশমের যাকাতের আইন

মধু এবং কাঁচা রেশমের যাকাতের আইন স্বাভাবিকভাবে অবশ্যই কৃষিজ উৎপাদনের উপর ভিত্তি করে নির্ধারিত হবে এবং তাদের হার হবে নিম্নরূপ:

১. মধু এবং কাঁচা রেশমের করোপযোগিতা তাদের মূল্যের বিবেচনায় করতে হবে। কোন এক ব্যক্তি এক মৌসুমে একই সরকারের অধীনে একই দেশের এলাকার ভিতরে মোট কি পরিমাণ মধু বা কাঁচা রেশম উৎপাদন করলেন, তা সঠিকভাবে জানা গেলেই তাদের যাকাত প্রয়োজনীয় পরিমাণে মধু (চাকের বা অপরিশোধিত) দ্বারা বা কাঁচা রেশম দ্বারা অথবা তাদের নগদ মূল্য দ্বারা আদায় করতে হবে।

www.pathagar.com

একই ব্যক্তি যদি একই দেশের ভিতরে বিভিন্ন স্থানে দুই বা ততোধিক মধু চাষের বা রেশম চাষের খামারের মালিক হন, তাহলে প্রদেয় যাকাতের মোট পরিমাণ হিসাব করে অতঃপর প্রতিটি এলাকায়, সেখান থেকে সংগৃহীত মধু বা রেশমের পরিমাণ অনুযায়ী, যাকাত প্রদান করতে হবে; কোন বিশেষ এলাকার মধু বা রেশম নিসাবের সমপরিমাণ হওয়া বা না হওয়াতে কিছু এসে যাবে না।

২. যদিও যাকাত আইনের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে এ দুটি সমশ্রেণীর সম্পদ-রূপে গণ্য হয়ে থাকে—যেহেতু এগুলো একই ধরনের উৎস থেকে আহৃত—তথাপি মধু যেহেতু খাদ্য এবং রেশম একটি তন্তু তাই উভয়ে একটি সাধারণ শ্রেণীভুক্ত হতে পারে না। তাই ব্যবসায়ের সম্পদ হিসাবে ব্যবহৃত না হলে কোন অবস্থাতেই যাকাত করোপযোগিতার উদ্দেশ্যে এ দুটিকে একত্রে ধরা যাবে না।

কোন ব্যক্তি যদি ব্যক্তিমালিকানায় মৌমাছি ও গুটিপোকার চাষ করেন তাহলে তাঁর যে পরিমাণ মধু ও রেশম উৎপাদিত হবে তার আলাদা আলাদা মূল্য ধরে যাকাতের পরিমাণ নির্ধারণ করতে হবে।

৩. মৌমাছির খাদ্য হিসাবে যে মধু রাখা হবে এবং নতুন ডিম পাড়ার জন্যে যে গুটিপোকা রাখা হবে সেগুলো যাকাত করমুক্ত থাকবে। এছাড়া মৌমাছি ও গুটিপোকার চাষকারীর আর কোন খরচ করাধীন মূল্য থেকে বাদ যাবে না এবং বিশেষ অবস্থাধীনে ব্যতীত (১৭ নং আইনের উল্লেখ অনুযায়ী) উৎপাদিত মধু ও রেশমের যাকাতের হিসাব শেষ না হওয়া পর্যন্ত এবং যাকাত প্রদান না করা পর্যন্ত তা থেকে কোন অংশ হস্তান্তর করা যাবে না।

৪. মধু ও কাঁচা রেশমের যাকাত যখন দ্রব্য দিয়েই প্রদান করা হয় তখন মোটামুটি ভাল মানের মধু ও রেশম দিতে হবে। কোন অবস্থাতেই মালিককে উৎপাদনের শ্রেষ্ঠ অংশটুকু দিতে বাধ্য করা যাবে না। আবার একেবারে নিকৃষ্ট মানের দ্রব্যও যাকাত হিসাবে গৃহীত হবে না।

৫. বনে উৎপাদিত মধুর কোন যাকাত নেই, কারণ তা যাকাত করোপযোগী হবার শর্তাবলী পূরণ করে না।[১]

১. ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-র মতে বনে উৎপাদিত মধুরও যাকাত দিতে হবে। ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.)-এর মতে বনের মধু কেবলমাত্র ব্যবসায়ের দ্রব্য হিসাবে ব্যবহৃত হলে তবেই তার যাকাত দিতে হবে।

www.pathagar.com

৬. ব্যক্তিমালিকানাধীন মৌমাছি ও গুটিপোকার চাষ প্রতিষ্ঠানের কোন ন্যায্য মালিক যদি মৌসুম শেষ হবার আগেই অর্থাৎ উৎপাদিত মধু ও রেশমের পরিমাণ হিসাব করে তার যাকাত প্রদান করার পূর্বে, তাঁর প্রতিষ্ঠান বিক্রি করে দেন তাহলে বিক্রয়ের তারিখ পর্যন্ত উৎপাদিত সম্পদের হিসাব ধরতে হবে এবং তা করোপযোগী পরিমাণের হলে বিক্রেতাকে, অর্থাৎ মূল ন্যায্য মালিককে, যাকাত প্রদান করতে হবে। আর উৎপাদিত মধু ও রেশম যদি বিক্রির অংশ হিসাবে গণ্য হয়ে থাকে তাহলে যাকাত আদায়ের দায়-দায়িত্ব ক্রেতার উপর বর্তাবে। যদি সে ধরনের কোন চুক্তি না থেকে থাকে তবে হস্তান্তরের তারিখের পূর্বের উৎপাদিত মধু ও রেশমের যাকাত আদায়ের কোন দায় ক্রেতার অর্থাৎ নতুন মালিকের থাকবে না।

৭. মধু ও কাঁচা রেশম যদি ব্যবসায়িক ভিত্তিতে উৎপাদন করা হয় তাহলে তা ব্যবসায়ের সম্পদের যাকাত আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে।

৮. যে মধু ও কাঁচা রেশমের যাকাত ন্যায্য মালিক কর্তৃক যথাযথভাবে প্রদান করা হয়েছে এবং যা পরবর্তীতে ন্যায্য মালিক কর্তৃক ব্যবসায়ের সম্পদে রূপান্তরিত হয়েছে, তাও অনুরূপভাবে ব্যবসায়ের যাকাত করাধীন হবে।

৯. ব্যক্তিগত ব্যবহারের উদ্দেশ্যে (এবং ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে নয়) উৎপাদিত মধু ও কাঁচা রেশমের যাকাত প্রদান করার পরে ন্যায্য মালিক যদি তাঁর প্রয়োজনাতিরিক্ত উৎপাদন করোপযোগী সম্পদের সঙ্গে বিনিময় করেন, যে সম্পদ নাকি যাকাত করোপযোগী হবার জন্যে এক বছরকাল মালিকানাধীন থাকা অত্যাবশ্যক (অর্থাৎ রূপা, সোনা, টাকার নোট, ব্যবসায়ের সম্পদ ইত্যাদি), তাহলে উক্ত বিনিময় করোপযোগী সম্পদ বিনিময়ের ৩ নং আইন অনুযায়ী করতে হবে।

১০. ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে নয় এবং ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্যে উৎপাদিত মধু ও কাঁচা রেশম মৌসুমের শেষে মাত্র একবার ১০% যাকাত করাধীন হবে। তারপরে উক্ত মধু ও রেশম ন্যায্য মালিকের দখলে যতদিন ধরেই থাকুক না কেন তা আর যাকাত করাধীন হবে না। কিন্তু পরবর্তীতে তা ব্যবসায়ের সম্পদে রূপান্তরিত করা হলে তখন পুনরায় যাকাত করাধীন হবে।

১১. মধু ও কাঁচা রেশম ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্যে সংগ্রহ করা হলে —খোদ চাষকারীর কাছ থেকেই হোক বা কোন ব্যবসায়ীর কাছ থেকেই

www.pathagar.com

হোক—তা যাকাত করমুক্ত থাকবে। ব্যবসায়ের সম্পদে রূপান্তরিত না করা হলে তা যতদিন ধরেই নতুন ন্যায্য মালিকের দখলে থাকুক না কেন, করমুক্তই থাকবে।

১২. যৌথ মালিকানাধীনে উৎপাদিত মধু ও রেশমের ক্ষেত্রে যৌথ মালিকানাধীন করোপযোগী সম্পদের যাকাত আইন প্রযোজ্য হবে।

১৩. মৃত্যুর পরে যাকাত আদায়ের ১ নং আইনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বিশেষ একটি মৌসুম শেষ হবার আগেই মধু বা রেশম চাষকারীর মৃত্যু হলে অর্থাৎ যাকাত দেয় হবার আগেই মালিকের মৃত্যু হলে সে যাকাত আদায়ের দায়-দায়িত্ব আইনসঙ্গত উত্তরাধিকারীর উপর বর্তাবে। মৌসুমের মোট উৎপাদন কত তা জানা হলে তখন যাকাত আদায় করতে হবে।

উত্তরাধিকারীর সংখ্যা একের অধিক হলে প্রত্যেকেই নিজ নিজ অংশের (মূল্যের দিক থেকে করোপযোগী হলে) যাকাত আদায় করবেন।

১৪. মৃত্যুর পরে যাকাত আদায়ের ২ নং আইনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বিশেষ মৌসুম শেষ হবার ঠিক পর পরই, কিন্তু যাকাত প্রদানের পূর্বে, কোন মধু বা রেশম উৎপাদনকারীর মৃত্যু ঘটলে যাকাত যেহেতু মৃত্যুর পূর্বেই দেয় হয়েছিল, তাই তাঁর আইনসঙ্গত উত্তরাধিকারিগণ নিজেদের অংশীদারিত্ব গ্রহণের আগেই সেই যাকাত আদায় করবেন।

১৫. যাকাত আইন অনুযায়ী যে কোন-প্রকারের করোপযোগী সম্পদ ঋণের জন্যে দায়বদ্ধ হতে পারে এবং সে ক্ষেত্রে তা সাময়িকভাবে যাকাত করমুক্ত থাকবে।

অতএব ঋণের দায়বদ্ধ সম্পদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ১১ নং আইন অনুযায়ী কোন মধু বা রেশম উৎপাদনকারী যদি তাঁর সম্পূর্ণ বা আংশিক ঋণ শোধ করার জন্যে করোপযোগী মধু বা রেশম দায়বদ্ধ রাখতে চান তাহলে তাঁকে দায়বদ্ধ রাখার অনুমতি দিতে হবে; অতঃপর বাদবাকী পরিমাণ করোপযোগী হলে সেটুকুর যাকাত আদায় করতে হবে।

১৬. মধু ও রেশম উৎপাদনকারীর বিরুদ্ধে কোন অপরাধ বা অসদাচরণের অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত তাঁর উপর পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। তিনি নিজে তাঁর উৎপাদিত সম্পদের সঠিক হিসাব রক্ষা করবেন এবং নিজেই তার যাকাত আদায় করবেন।

www.pathagar.com

১৭. কোন মৌসুমে করোপযোগী মধু ও কাঁচা রেশমের সম্পূর্ণ বা অংশ-বিশেষ বছরকাল পূর্ণ হবার আগে হারিয়ে গেলে, চুরি হলে বা দুর্ঘটনাক্রমে বিনষ্ট হলে হারানো, চুরি যাওয়া বা বিনষ্ট সম্পদের যাকাত আদায়ের কোন দায়-দায়িত্ব থাকবে না।

১৮. কোন মধু বা রেশম চাষকারী যদি যথাসময়ে যাকাত আদায় না করার জন্যে দায়ী হন আর যদি এমন হয় যে, উৎপাদিত মধু ও রেশম সম্পূর্ণ বা আংশিক যাকাত আদায়ের আগেই চুরি যায়, হারিয়ে যায় বা বিনষ্ট হয়, তাহলে যাকাত আদায়ের দায়-দায়িত্ব থেকে যাবে এবং উৎপাদিত সম্পদ বর্তমানে আর মালিকের হাতে নেই এই অজুহাতে যাকাত না দেওয়া চলবে না।

১৯. যদি নিশ্চিতভাবে এমন প্রমাণিত হয় যে, যাকাত ফাঁকি দিবার উদ্দেশ্যে করোপযোগী মধু বা কাঁচা রেশমের সম্পূর্ণ বা অংশ বিশেষ ইচ্ছাকৃত-ভাবে কাউকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে বা তার ক্ষতিসাধন করা হয়েছে, তাহলে উক্ত ব্যক্তি অর্থাৎ সম্পদের মালিক অপরাধী হিসাবে শাস্তিযোগ্য হবেন এবং তখন তাঁর কাছ থেকে জোরপূর্বক যাকাত আদায় করতে হবে।

ঈদুল ফিতরের যাকাত

সামাজিক সংহতির যে অন্তর্নিহিত আদর্শ যাকাতের বৈশিষ্ট্য, তার অতি সূক্ষ্ম প্রকাশ দেখা যায় ঈদুল-ফিতরের যাকাতের মধ্যে। এই বিশেষ ধরনের যাকাতের আইনশাস্ত্রীয় নাম ফিতরা (الفطر) এবং রসূল (সা.) সকল সঙ্গতিপন্ন মুসলমানের উপর এই যাকাত আদায়ের নির্দেশ দান করে গেছেন। সাধারণ যাকাতের সঙ্গে এর তফাৎ হল এই যে, এটা উদ্বৃত্ত সম্পদের উপর ধার্য ও আদায়কৃত কোন পরিমাণ নয়, বরং সঙ্গতিপন্ন মুসলমানদের প্রাত্যহিক আয়-ব্যয় থেকে প্রদত্ত পরিমাণ, যার উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে, পবিত্র রমযান সমাপ্ত হবার পরের আনন্দের দিনে দরিদ্র মুসলমান পুরুষ, নারী ও শিশু সবাই যেন অভাবমুক্ত থাকতে পারে এবং সকলের সঙ্গে আনন্দ-উৎসবে সমভাবে শরীক হতে পারে।

সাধারণ যাকাতের মত ঈদুল-ফিতরের যাকাতও ইসলামী আইনের সকল মাযহাব এবং শাখা কর্তৃক স্বীকৃত। ধর্মপ্রাণ মুসলমান নারী ও পুরুষের এটা নৈতিক কর্তব্য যে তিনি নিজে বা তাঁর উপর নির্ভরশীলগণ কোনরকম অস্বস্তিকর দুশ্চিন্তায় না পড়ে এই পরিমাণটা প্রদান করতে পারেন।

www.pathagar.com

ঈদুল-ফিতরের যাকাত সম্বন্ধে কয়েকটি হাদীসেই উল্লেখ রয়েছে, তাদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হাদীসগুলো আবদুল্লাহ্ ইবন উমর বিন আল-খাত্তাব এবং আবু সাঈদ খুদরী কর্তৃক বর্ণিত। নিম্নলিখিত হাদীসটিতে মৌলিক আইনের কথা বর্ণিত হয়েছে:

"ইয়াহিয়্যা ইবন মুহাম্মদ ইবনুস-সাকান আমাদের নিকট এরূপ বর্ণনা করেছেন যে, মুহাম্মদ ইবন্ জাহদাম বলেছেন যে, ইসমাঈল ইবন জাফর বলেছেন যে, তিনি উমর ইব্ন নাফি থেকে শুনেছেন যে, তিনি তাঁর পিতার কাছ থেকে শুনেছেন যে, তিনি ইবন উমর (তাঁদের উভয়ের উপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক) থেকে শুনেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) সকল মুসলমানের উপর ঈদুল-ফিতরের যাকাত নির্ধারণ করেছিলেন ১ ছা' (৫৩/৮ সের বা ৫.২২৫ কিলোগ্রাম) খেজুর বা ১ছা' যব (অবেতনভুক) কর্মচারী[১] এবং স্বাধীনভাবে জীবনযাপনে সক্ষম (ব্যক্তি) নারী এবং পুরুষ, শিশু এবং বয়স্ক প্রতিটি মুসলমানের জন্যে। এবং তিনি আদেশ করেছেন যে, (ঈদের) নামাযে যাওয়ার আগে তা আদায় করতে হবে। (ইমাম বুখারী)

অতএব যাকাত আইন অনুযায়ী 'ফিতরা' আদায় করা প্রতিটি মুসলমানের জন্যে অবশ্য করণীয়। নারী-পুরুষ সবাইকে সঙ্গতি থাকলে এবং নিজের ও নিজের উপরে নির্ভরশীলদের খাদ্য-বস্ত্র-আশ্রয়ের নিশ্চয়তা থাকলে তা অবশ্য আদায় করতে হবে।

এই আইন দ্বারা বুঝায় যে, পরিবারের কর্তার উপর নির্ভরশীলরা অসচ্ছলতাহেতু নিজেরা ফিতরা আদায় করতে সক্ষম না হওয়ায় তাদের দায়িত্ব কর্তার উপর বর্তাবে। অন্য কথায়, মুসলমানরা তাদের নিজেদের উপর নির্ভরশীলদেরও—মুসলমান নাবালক বা সাবালক আত্মীয়স্বজন, বন্ধু বা অবেতনভুক কর্মচারী যারা জীবিকার জন্যে তাঁর উপর নির্ভরশীল—ফিতরা আদায় করবেন।

উপরোক্ত হাদীসে উল্লেখিত আব্দ (عبد—কর্মচারী বা গোলাম) এবং আবু সাঈদ খুদরী কর্তৃক ব্যবহৃত মামলুক (مملوك—কর্তৃত্বাধীন) শব্দ দুইটির অর্থ আইনগত সঙ্গতি রেখে গ্রহণ করতে হবে। অর্থাৎ

১. অনুরূপ একটি হাদীস বর্ণনাকালে আবু সাঈদ খুদরী (রা.) আব্দ (عبد)-এর স্থলে মামলুক (مملوك) শব্দ ব্যবহার করেছেন।

www.pathagar.com

এ দ্বারা এমন মুসলমান কর্মচারীকে বুঝায় যে পরিবারের উপর জীবিকার জন্যে নির্ভরশীল সদস্য এবং যে তার চাকরির জন্যে বেতনের পরিবর্তে নিয়োগকারীর কাছ থেকে পূর্ণ জীবিকা গ্রহণ করে থাকে। এ কারণেই এই উভয় শব্দের জন্যে আমরা অবেতনভুক কর্মচারী ব্যবহার করেছি এবং 'হুর্‌র' (حر) শব্দের জন্যে দাসের বিপরীতার্থক স্বাধীন শব্দ ব্যবহার না করে স্বাধীনভাবে জীবন যাপনে সক্ষম ব্যক্তি কথাটি ব্যবহার করেছি।

কুরআন শরীফে 'আব্‌দ' শব্দ দ্বারা কোন ব্যক্তিকে আল্লাহ্‌র গোলাম হওয়া বুঝায় এবং মাত্র একবার শব্দটি 'মামলুক' শব্দের সহযোগে ব্যবহৃত হয়েছে (সূরা নাহল ঃ ৭৫) এবং সেখানে 'মামলুক' শব্দের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে যাতে একজন মানুষের সঙ্গে আরেকজন মানুষের যে বন্ধন রয়েছে তা বুঝায়। 'দাস' কথাটি বুঝানোর জন্যে কুরআন শরীফে বারবার 'রাকাবাত' (رقبة—ঘাড়, ঘাড়ে বাঁধা মানুষ, অতএব 'দাস') শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। আইনের পুরানা ভাষ্যে এমন কি এ বিষয়ের উপর লিখিত আধুনিক গ্রন্থেও 'আব্‌দ' শব্দ দ্বারা 'দাস' বুঝানো হয়েছে যা আইনের বিষয়বস্তুর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

একজন দাস ও একজন অবেতনভুক কর্মচারীর মধ্যে মর্যাদার তফাৎ রয়েছে। দাস তার মনিবের আইনসঙ্গত সম্পদ, সে সৎ বা অসৎ সকল কাজের জন্যে মনিবের পূর্ণ আনুগত্য স্বীকার করে এবং সে মনিবের নিকট বিক্রীত বা ন্যস্ত। দাসের কোন নাগরিক অধিকার থাকে না বা তার কোন নাগরিক দায়-দায়িত্বও থাকে না।

ইসলামে একজন অবেতনভুক নারী বা পুরুষ কর্মচারী নাগরিক হিসাবে তার মনিব অপেক্ষা কোন অংশে কম নয়, কারণ সে মালিকের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়ে চাকরি গ্রহণ করেছে এবং কেবলমাত্র আইনের আওতার ভিতরেই সে মনিবের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করে। মনিবের মত সেও একই নাগরিক অধিকার এবং নাগরিক দায়-দায়িত্ব ভোগ ও পালন করে থাকে। সে মনিবের আইনসঙ্গত সম্পদ নয় বরং তাঁর ধর্মীয় ভাই —যদিও বা তাঁর উপর নির্ভরশীল। কোনভাবেই তাঁর নাগরিক অধিকার খর্ব হয় না। সে কোন বাধ্যবাধকতার অধীন নয়। এবং চুক্তির শর্ত হলে যখন খুশী সে চাকরি ত্যাগ করতে পারে। বাস্তবিকপক্ষে বেতনভুক কর্মচারী এবং অবেতনভুক

www.pathagar.com

কর্মচারীর মধ্যে একমাত্র পার্থক্য হচ্ছে এই যে, প্রথমোক্তজন তাঁর চাকরির পুরস্কার পান নির্ধারিত বেতনের আকারে—নগদ টাকায় বা দ্রব্যাদি গ্রহণ দ্বারা, আর শেষোক্তজন তার চাকরির পুরস্কার পায় পরিবারের নিয়মিত সদস্য হিসাবে পূর্ণ জীবিকা গ্রহণ দ্বারা। তার সকল জীবিকার ব্যয়ভার পালনের দায়িত্ব তার মনিবের। খাবার, বাসস্থান, কাপড়-চোপড় ও অন্যান্য সকল দায়-দায়িত্ব ইসলামী জীবনযাত্রার মান অনুযায়ী রুচিসম্মত হতে হবে। সবশেষে নির্ভরশীলতার কারণে ও তার নিজের অপ্রতুল বা কোন সম্পদই না থাকার কারণে, তার পক্ষ থেকে 'ফিতরা' আদায়ের দায়িত্ব মনিবের উপর বর্তায়।

ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়ে বা না হয়ে একজন মুক্তিপ্রাপ্ত দাস অবেতনভুক কর্মচারীর মর্যাদা লাভ করতে পারে, সে যে অবস্থায় মনিবের চাকরিতে থাকতে ইচ্ছুক হয়। কোন ব্যক্তি স্বেচ্ছায় চাকরিতে প্রবেশ করে বা কোন পরিবারে জন্মগ্রহণ করে যদি অনুরূপ চুক্তিবদ্ধ হয়ে স্বেচ্ছায় অপরের চাকরিতে প্রবেশ করে, অথবা কোন যুদ্ধবন্দী যদি বন্দীদশায় থাকা অবস্থায় বিজেতা কর্তৃক অনুরূপ শর্তে চাকরিতে নিযুক্ত হয় তাহলেও সে অবেতনভুক কর্মচারীর মর্যাদা লাভ করতে পারে। বলা বাহুল্য, অবেতনভুক কর্মচারী মুসলমান না হলে তাঁর পক্ষ থেকে 'ফিতরা' আদায়ের কোন প্রশ্নই উঠবে না।

তদুপরি, যে মুসলমান আর্থিক দিক থেকে স্বাধীন অথচ পরিবারের দৈনন্দিন প্রয়োজন মিটানোর সঙ্গতিটুকুমাত্র আছে বা তাও নেই, তার ফিতরা নেই, এরকম ব্যক্তি বরং 'ফিতরা' পাবারই হকদার।

ঠিক কি ধরনের খাদ্য বা শস্য দ্বারা ফিতরা আদায় করা উচিত, সে সম্বন্ধে আলেমগণের মধ্যে কিছু কিছু মতভেদ রয়েছে। ইমাম দায়ূদ ও তাঁর অনুসারীগণের মতে ফিতরা কেবলমাত্র খেজুর ও যব দ্বারা দেওয়া উচিত। ইবন 'উমর কর্তৃক বর্ণিত পূর্বে উল্লেখিত হাদীসটিই তাঁদের এই মতের ভিত্তি। অন্যান্য আইন ব্যাখ্যাতার মতের বিরোধিতা করে ইমাম দায়ূদ খেজুর ও যব ব্যতীত অন্যান্য খাদ্যসামগ্রী যথা গম, আটা, যবের ময়দা, রুটি, কিশমিশ বা অপর যে কোন খাদ্যকে আইনসঙ্গত ফিতরা বলে বিবেচনা করেন না। অথচ ইবনু 'উমরেরই বর্ণিত অপর একটি হাদীসে আছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর আমলে যব এবং খেজুর ব্যতীত অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য, যথা গম, কিশমিশ দ্বারা 'ফিতরা' আদায় করা হত।

www.pathagar.com

"আল-হায়ছাম ইবৃন খালিদ আজ-জাহ্নী থেকে বর্ণিত আছে যে, হুসাইন ইবৃন জাফী বলেছেন যে, তিনি যায়েদা থেকে শুনেছেন যে, আবদুল আযীয ইবৃন আবী দায়ূদ বলেছেন যে, তিনি নাফে' থেকে শুনেছেন যে, আবদুল্লাহ্ ইবৃন উমর বর্ণনা করেছেন ঃ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর আমলে লোকেরা ঈদুল-ফিতরের যাকাত দিতেন ১ ছা' যব বা খেজুর বা যব জাতীয় শস্য বা কিশমিশ।' আবদুল্লাহ্ বলেন, এবং উমর (রা.)-এর আমলে গমের প্রাচুর্য দেখা দিলে তখন তিনি নির্দেশ প্রদান করেন যে আধা ছা' গম (উল্লেখিত) এক ছা' দ্রব্যের সমতুল্য।" (আবু দায়ূদ)

আবু সাঈদ খুদরী বর্ণিত নিম্নলিখিত হাদীসটি থেকেও প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়া যায় ঃ

"আবদুল্লাহ্ ইবৃন মাসলামা বিন কানাব থেকে বর্ণিত আছে যে, দায়ূদ অর্থাৎ ইবৃন কায়েস বলেছেন যে, তিনি ইয়াদ ইবৃন আবদুল্লাহ্ থেকে শুনেছেন যে, তিনি আবু সাঈদ খুদরী থেকে শুনেছেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সা.) যখন আমাদের মধ্যে ছিলেন, তখন আমরা প্রতিটি শিশু ও বয়স্ক, স্বাধীন (উপার্জনক্ষম) অথবা (অবেতনভুক) কর্মচারীর জন্যে ঈদুল-ফিতরের যাকাত দিতাম ১ ছা' খাবার বা ১ ছা' পনির বা ১ ছা' যব বা ১ ছা' খেজুর বা ১ ছা' কিশমিশ এবং মু্য়াবিয়া হাজী কিংবা ভ্রমণকারী হিসাবে এসে মিম্বর থেকে জনগণের উদ্দেশ্যে ভাষণ দানের পূর্ব পর্যন্ত আমরা ঐ পরিমাণ যাকাত প্রদান থেকে বিরত হইনি। তিনি জনগণের উদ্দেশ্যে অন্যান্যের মধ্যে এই কথাগুলো বলেন, 'আমার মতে ২ হিজাজী 'মুদ্দ' (অর্থাৎ আধা ছা') পরিমাণ সিরীয় গম ১ ছা' পরিমাণ খেজুরের সমান।' অতঃপর জনগণ সেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তখন আবু সাঈদ বললেন ঃ "আমার বিষয়ে বলতে পারি যে, সারা জীবন আমি একই রীতিতে (রসূলের কালের রীতিতে) 'ফিতরা' প্রদানে কখনো বিরত থাকি নি।"

(ইমাম মুসলিম)

এই হাদীসটি থেকে এবং অন্যান্য ঐতিহাসিক বিবরণ থেকে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কালে সাধারণত গম 'ফিতরা' হিসাবে দেওয়া হত না। অবশ্যই এর কারণ ছিল এই যে, সে আমলে মদীনাতে গম দুর্লভ ছিল এবং চতুষ্পার্শ্ববর্তী মুসলিম অধিকৃত এলাকাতেও দুর্লভ ছিল। যেহেতু মুসলিম জনসাধারণের প্রধান খাদ্য গম ছিল না, বরং প্রধান খাদ্যশস্য ছিল যব ও খেজুর তাই গমকে ফিতরার প্রদত্ত খাদ্যের অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

www.pathagar.com

পরবর্তীকালে ইসলামের প্রসারের ফলে আরব উপদ্বীপের বৃহত্তর অংশই যখন মুসলিম শাসনাধীনে আসে এবং গম উৎপাদনকারী বিশাল জিলা সিরিয়া ও ইরাক তার অন্তর্ভুক্ত হয় এবং গমও সকলেরই সহজলভ্য হয়, তখন স্বভাবতই এবং আইনসঙ্গতভাবেই গম ফিতরার প্রদেয় খাদ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়।

কিন্তু হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী যব অপেক্ষা গম অধিক মূল্যবান শস্য হওয়াহেতু এরূপ মতের উদ্ভব হয় যে, পরিমাণে কম গমও দেওয়া যেতে পারে। সিদ্ধান্তটি যদিও সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়নি, তবু এরূপ লিখিত হয় যে, আধা ছা' (২$\frac{৪}{৫}$ সের বা ২·৬১২ কিলোগ্রাম) পরিমাণ গম ফিতরা প্রদান করলে তা ১ ছা' যব বা খেজুরের সমপরিমাণ হবে। আবূ সাঈদ খুদরীর বর্ণনা থেকে আমরা জানতে পারি যে, এই সিদ্ধান্তটি উমাইয়া খলীফা মুয়াবিয়া ইব্‌ন আবূ সুফিয়ান গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু এই মতাবলম্বী হানাফী মাযহাবপন্থী আইন ব্যাখ্যাতাগণের মতে এই রীতির প্রথম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন দ্বিতীয় খলীফা উমর ইবনুল-খাত্তাব এবং পরে তা সমর্থন ও প্রবর্তন করেন খলীফা উসমান ইব্‌ন আফ্‌ফান, আলী ইব্‌ন আবী তালিব, মুয়াবিয়া (রা.) এবং উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয। ইমাম আত-তাহাবী মত পোষণ করেন যে, এক ছা' যব ইত্যাদির বদলে আধা ছা' গম ফিতরা প্রদানের অনুমতি প্রদত্ত হয় আরও আগে এবং তা করেন প্রথম খলীফা আবূ বকর সিদ্দিক (রা.)।

আল-খুদরী যে এক ছা' যব বা খেজুর বা কিশমিশের পরিবর্তে সমমূল্যের আধা ছা' গম প্রদান অগ্রাহ্য করেছিলেন তার কারণে ইমাম আল-আইনী অনুমান করেন যে, গম আদিতে ফিতরা হিসাবে প্রদানযোগ্য খাদ্য-সামগ্রীর অন্তর্ভুক্ত ছিল না এবং সে কারণেই আল-খুদরী হয়ত বিবেচনা করেছিলেন যে, তা ফিতরার বহির্ভূত থাকাই উচিত। যাই হোক, আল-খুদরীর ধারণার যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা এই হতে পারে যে, তিনি গমকে আপত্তি করেননি, করেছিলেন গমের পরিমাণ অর্ধেক করাকে।

বাস্তবিকপক্ষে ফিতরা প্রসঙ্গে উপলব্ধিটির মর্মবাণীর এটাই যুক্তিগ্রাহ্য বিষয় হবে যে, বিভিন্ন প্রকার খাদ্যশস্যের আনুপাতিক মূল্য বিবেচনা না করে তার পরিমাণকেই সর্বাগ্রে বিবেচনা করা উচিত। বস্তুত, মালিকী, শাফিঈ ও হাম্বলী মাযহাবের আইন ব্যাখ্যাতাগণ হাদীসটিকে গ্রহণ করেছেন এবং আল-খুদরীর মত সমর্থন করে যথার্থ কারণেই হাদীসে উল্লেখিত তা'আম (طعام) অর্থাৎ 'খাদ্য' শব্দটি দ্বারা গম এবং অন্যান্য সকল প্রকার

www.pathagar.com

খাদ্যশস্যই গ্রহণ করেছেন এবং নির্দেশ দিয়েছেন যে, 'ফিতরা' হিসাবে যখনই গম দেওয়া হবে তখন পূর্ণ এক ছা' পরিমাণ দিতে হবে।

বাস্তবিকপক্ষে 'তা'আম' (খাদ্য) শব্দটির ব্যাপক অর্থ রয়েছে; কিন্তু এ ক্ষেত্রে একটি বিষয় অত্যাবশ্যক যে, ফিতরা হিসাবে প্রদত্ত খাদ্য স্বাভাবিকভাবে সংরক্ষণযোগ্য হতে হবে।

এ বিষয়ে ইমাম গাযযালী একটি সুন্দর মীমাংসা করেছেন যে, প্রত্যেক ব্যক্তি তাঁর প্রধান খাদ্যশস্য যা, তা দ্বারা 'ফিতরা' আদায় করবেন।

ইমাম গাযযালীর এই নির্দেশটি খুবই যুক্তিসঙ্গত, কারণ ইসলামের নীতি-পদ্ধতিগুলো দুনিয়ার সকল মুসলমানের প্রতি সমভাবে প্রযোজ্য এবং পৃথিবীর বিভিন্ন মুসলিম দেশের প্রাকৃতিক অবস্থা ও আবহাওয়া বিবেচনা করেই তা প্রয়োগ করা উচিত। বার্মার মুসলমানদেরকে চাউলের পরিবর্তে যব দ্বারা ফিতরা আদায় করতে বলা হলে বা বাধ্য করা হলে তা ইসলামী ন্যায়বিচারের বিরুদ্ধাচরণই করা হবে। মেক্সিকোর মুসলমানকে ভুট্টা দ্বারা ফিতরা আদায় করতে না দেওয়া হলেও তার প্রতি অবিচার করা হবে, কারণ ভুট্টা তার দেশের প্রধান খাদ্য। এটা চিন্তাও করা যায় না যে, রসূলুল্লাহ্ (সা.) এমন কোন কঠোর আদেশ প্রদান করতেন, যা হয়তো আল্লাহ্র দুনিয়ার কোন বিশেষ এলাকাতেমাত্র ভক্তিভরে পালন করা সম্ভব ছিল এবং অন্যান্য অঞ্চলে সে বিশেষ দ্রব্যটির দুর্লভতাহেতু অন্যান্যরা সে নির্দেশ পালনে অসমর্থ হত। অতএব দেখা যাচ্ছে যে, এ বিষয়ে ইমাম দায়ূদের কঠোর মনোভাব নিশ্চিতভাবেই বাস্তবতা থেকে বহু দূরে।

হাদীসে বিধৃত যে মতাদর্শ রয়েছে তাতে কোন রকম সন্দেহ বা দ্বিমতের অবকাশ নেই। আর তা হল, রসূলুল্লাহ্ (সা.) যে প্রত্যেক ব্যক্তির জন্যে ১ ছা' করে খাদ্যদ্রব্য ফিতরা নির্ধারণ করেছিলেন, তা এ উদ্দেশ্যে যাতে প্রত্যেক অভাবী মুসলমান ঈদ অনুষ্ঠানের কালব্যাপী যথেষ্ট পরিমাণে সাহায্য লাভ করতে পারে।

যদিও হাদীসটির অর্থ অনুযায়ী দেশের বা ফিতরা দানকারীর প্রধান খাদ্যশস্যই প্রদান করা উচিত, তবুও কিশমিশ বা পনিরের মত সংরক্ষণযোগ্য খাদ্যও দেওয়া যেতে পারে। ময়দা (ফিতরা প্রদানকারী নিজে যে ধরনের ময়দা খেয়ে থাকেন, ডাল, গোল আলু, শুকনা ফল, এমন কি চিনি, তেল, ঘি ইত্যাদিও আইনসঙ্গতভাবে ফিতরাস্বরূপ প্রদত্ত খাদ্যের অন্তর্ভুক্ত

www.pathagar.com

না হওয়ার কোন কারণ নেই। অবশ্য এগুলোর প্রতিটির ক্ষেত্রে ১ ছা' এই পরিমাণ ঠিক থাকতে হবে। অপরপক্ষে প্রদত্ত ফিতরার মূল্য অবশ্যই প্রদানকারী ব্যক্তির আওকাতের উপরে নির্ভর করবে।

অনুরূপভাবে, ফিতরা যদি খাদ্যশস্য দ্বারা না দিয়ে নগদ টাকায় দেওয়া হয়—যা অধিকাংশ আলেম সমর্থন করেন—তাহলে অন্যথায় তিনি যে খাদ্যশস্য দ্বারা ফিতরা প্রদান করবেন তার পূর্ণ ১ ছা' পরিমাণের সমমূল্যের হতে হবে।

ঠিক কোন সময়ের মধ্যে ফিতরা আদায় করতে হবে সে সম্বন্ধেও ইসলামের আইন-ব্যাখ্যাতাগণের মধ্যে কিছু কিছু মতভেদ দেখা যায়, যদিও তাঁদের অধিকাংশই স্বীকার করেন যে, আইনসঙ্গত সময়সীমা হল ঈদুল-ফিতরের নামাযের পূর্বক্ষণ পর্যন্ত, যেরূপ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নির্দেশ। ইবন উমর বর্ণিত উপরে উল্লেখিত হাদীসে এই সময়সীমার উল্লেখ রয়েছে। তাঁরই বর্ণিত অপর একটি হাদীসেও এই সময়সীমার উল্লেখ আছে ঃ

"আদম (অর্থাৎ ইবুন আবি আয়াস) থেকে বর্ণিত আছে যে, হাফ্স ইবুন মায়সারা বলেছেন যে, মূসা ইবুন উকবা বলেছেন যে, নাফে' বলেছেন যে, তিনি ইবুন উমর (আল্লাহ্‌র রহমত তাঁদের উভয়ের উপর বর্ষিত হোক) থেকে শুনেছেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সা.) নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, ঈদুল-ফিত্‌রের যাকাত লোকজন (ঈদের) নামাযে যাবার আগে প্রদান করতে হবে।" (ইমাম বুখারী)

ঈদুল ফিতরের নামাযে যাবার আগেই ফিতরা আদায়ের জন্যে রসূলুল্লাহ্ (সা.) তাঁর সাহাবীগণকে যে তাগিদ করেছেন তা থেকে সমাজের অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিদের কল্যাণ ও দুঃখবোধের প্রতি যে গভীর বিবেচনা জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায় সত্যিকারের মুসলিম সমাজে তা চিরদিন বর্তমান থাকা উচিত। এই প্রজ্ঞাসম্পন্ন নির্দেশের উদ্দেশ্য অবশ্যই ছিল যাকাত কর্ম-চারীগণকে যথেষ্ট সময় প্রদান করা, যাতে তাঁরা নিজ নিজ মহল্লা বা এলাকার যথার্থ পাওনাদারগণের মধ্যে সুবিচারের সঙ্গে ফিতরা বিতরণ করতে পারেন। বাস্তবিকপক্ষে ফিতরার মূল উদ্দেশ্য যদি পূর্ণ করতে হয় তাহলে তা বিতরণের জন্যে ঈদ দিবসের সকাল বেলা অতিক্রম করা উচিত নয়। অর্থাৎ একেবারে ঠিক ঈদের নামাযের পূর্ব পর্যন্ত এবং যখন শীতকালের

www.pathagar.com

ছোট দিনের সময়ে ঈদ পড়ে তখন সম্ভব হলে রমযানের শেষ তারিখেই তা দিয়ে দেওয়া উচিত।

ইমাম শাফিঈ, ইমাম আহমদ ইব্‌ন হাম্বল, ইমাম ইসহাক এবং ইমাম আল-আউযায়ী শেষ রমযান দিবসের সূর্যাস্ত পর্যন্ত ফিতরা আদায়ের সর্বশেষ সময় বলে নির্দেশ করেছেন। অপরপক্ষে ইমাম আবূ হানীফা এবং ইমাম মালিক হাদীসের নির্দেশ অনুযায়ী ঈদের দিনের সূর্যোদয় পর্যন্ত ফিতরা আদায়ের শেষ সময়সীমা নির্ধারণ করেছেন। ইমাম আল-লাইস ইব্‌ন সাদও এই মত সমর্থন করেন। যাই হোক, নাফে' থেকে বর্ণিত আছে যে, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর তাঁর ফিতরা সংগ্রাহক কর্মকর্তাগণের নিকট ঈদের দুই-তিন দিন আগেই পাঠিয়ে দিতেন। প্রত্যেক দায়িত্বশীল মুসলমানের এই দৃষ্টান্তই অনুসরণ করা উচিত।

বিশেষ অবস্থাধীনে ঈদুল-ফিতরের যাকাতসমেত অন্যান্য যাকাত আদায়ের সময় পূর্ণ হবার আগেই প্রদান করার আইনগত সমর্থন রয়েছে। ইমাম আবূ হানীফার মতে ফিতরাসমেত যাকাত আইনসঙ্গতভাবেই প্রদানকারীর সুবিধা অনুযায়ী এমন কি দুই বছর আগে পর্যন্ত অগ্রিম প্রদান করা যেতে পারে। অপরাপর আইন ব্যাখ্যাতাগণ এটা সমর্থন করে বলেন যে, ফিতরা আইনসঙ্গতভাবে রমযান মাসের যে কোন সময়ে আদায় করা যেতে পারে এবং সেটাই আদর্শ হয়। কারণ নগদ অর্থ বা সংরক্ষণযোগ্য খাদ্যদ্রব্য যা দ্বারাই ফিতরা দেওয়া হোক না কেন, সময় থাকতে দিলে তা যাকাতদাতা, গ্রহীতা এবং যাকাত কর্মকর্তা সকলের পক্ষেই সুবিধাজনক হয়; ফিতরার পরিমাণ নির্ণয় করে তখন ন্যায়বিচারের সঙ্গে সকলের মধ্যে যথাযথভাবে তা বিতরণ করা যায়।

ঈদুল-ফিতরের যাকাতের আইন

১. নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল মুসলমান—যাঁর সামর্থ্য আছে এবং যিনি নিজের ও নিজের উপর নির্ভরশীলগণের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থানের সংস্থান করেও তার উপর কিছু অতিরিক্ত সম্পদের অধিকারী—তাঁর উপরই ফিতরা ওয়াজিব।[১]

১. ইমাম শাফিঈর মতে যে ব্যক্তির নিজের ও পরিবারের জন্যে একদিনের খাদ্য রয়েছে তাঁর জন্যেই ফিতরা ওয়াজিব।

www.pathagar.com

২. ঈদুল ফিতরের যাকাত যাঁর উপর সরাসরি ওয়াজিব তিনি নিজে তাঁর নিজের, তাঁর উপর নির্ভরশীলদের অর্থাৎ মুসলমান পরিবার-পরিজন (ঈদুল ফিতরের রাতে জন্মগ্রহণকারী শিশুসমেত অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক-বালিকা), মুসলমান বন্ধু এবং মুসলমান অবেতনভুক কর্মচারী, যারা জীবিকার জন্যে তাঁর উপর নির্ভরশীল, তাদের সকলের যাকাত আদায় করবেন।

৩. ঈদুল ফিতরের রাতে ধর্মান্তরিত মুসলমানসহ সকল নবদীক্ষিত মুসলমানের উপর বা তারা নির্ভরশীল হলে, যাঁর উপর নির্ভরশীল তার উপর, যাকাত ওয়াজিব।[১]

৪. অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক-বালিকার ঈদুল ফিতরের যাকাত আদায়ের দায়িত্ব তাদের পিতার।[২]

৫. ইয়াতীম শিশুর ঈদুল-ফিতরের যাকাত তার পক্ষ থেকে সে জীবিকার জন্যে যাঁর উপর নির্ভরশীল তিনি (পুরুষ বা নারী) আদায় করবেন।[৩]

৬. যে ইয়াতীম শিশুর কোন সম্পদ রয়েছে তার ঈদুল ফিতরের যাকাত যে ব্যক্তি তার সম্পদ দেখাশোনা করেন তিনি তার পক্ষে উক্ত সম্পদ থেকে আদায় করবেন।

৭. বিবাহিতা বা অবিবাহিতা যে কোন মহিলার সম্পদ থাকলে তাঁর নিজের এবং তাঁর উপর নির্ভরশীলদের ঈদুল-ফিতরের যাকাত আদায়ের দায়িত্ব তাঁর নিজের।[৪]

---

১. এটি হানাফী মত। ইমাম শাফি'ঈর (রহ.)-র মতে নবজাত শিশু বা নবদীক্ষিত মুসলমানের জন্যে ঈদুল-ফিতরের যাকাত নেই।

২. ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-র এবং ইমাম আবু ইউসুফের মতে কোন শিশুর—ইয়াতীম হোক বা না হোক—যদি নিজস্ব সম্পদ থাকে (যেমন মায়ের কাছ থেকে পাওয়া), তাহলে উক্ত সম্পদ থেকে তার ফিতরা আদায় করতে হবে।

৩. ইমাম মালিক সমেত অধিকাংশ আলেমের মতে ইয়াতীম শিশুদের ফিতরা অন্যান্য শিশুর মতই আদায় করতে হবে। ইমাম মুহাম্মদ এবং ইমাম জাফরের মতে ধনী হোক বা দরিদ্র হোক, ইয়াতীম শিশুদের কোন ফিতরা নেই।

৪. ইমাম শাফি'ঈ, ইমাম মালিক ও ইমাম হাম্বালীর মতে বিবাহিতা মহিলার ফিতরা তাঁর স্বামী প্রদান করবেন। ইমাম হাম্বালীর মতে বিবাহিতা মহিলার নিজস্ব সম্পদ থাকলেও তাঁর ফিতরা প্রদানের দায়িত্ব তাঁর স্বামীর, কারণ তিনি স্বামীর উপর নির্ভরশীল। ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-র মতে সম্পদশালিনী স্ত্রীর ফিতরা প্রদানের দায়িত্ব তাঁর স্বামীর নয়, স্ত্রীর নিজের।

www.pathagar.com

৮. বিবাহিতা মহিলার যদি নিজের কোন সম্পদ না থাকে, তাহলে তাঁর ফিতরা প্রদানের দায়িত্ব হবে তাঁর স্বামীর, কেননা, এ ক্ষেত্রে তিনি একান্ত-ভাবেই স্বামীর উপর নির্ভরশীল।

৯. অবিবাহিতা মেয়ের যদি কোন সম্পদ না থাকে, তাহলে তার ঈদুল-ফিতরের যাকাত তার পক্ষ থেকে তার পিতা বা মেয়ে জীবিকার জন্যে যাঁর উপর নির্ভরশীল তিনি প্রদান করবেন—অবশ্য তিনি যদি ঈদুল-ফিতরের যাকাত প্রদানের মত সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তি হন তবে। পিতা জীবিত না থাকলে মেয়ে জীবিকার জন্যে যাঁর উপর নির্ভরশীল তিনি প্রদান করবেন (২ নং আইন দেখুন)।

১০. পরিবারে নির্ভরশীল কোন ব্যক্তি যদি উন্মাদ হয় তাহলে তার পক্ষ থেকে ফিতরা আদায় করা বাধ্যতামূলক নয়।

১১. কোন সম্পদশালী ব্যক্তি যদি উন্মাদ হন তাহলে উক্ত সম্পদ যিনি দেখাশোনা করেন তিনি তাঁর পক্ষ থেকে ঈদুল-ফিতরের যাকাত আদায় করবেন।

১২. আর্থিকভাবে স্বাধীন কোন মুসলমান ব্যক্তির অবস্থা যদি এমন হয় যে, তিনি কোনমতে পরিবারের অর্থাৎ তাঁর নিজের ও তাঁর উপর নির্ভর-শীলদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার ব্যয় নির্বাহমাত্র করতে পারেন, তাহলে তাঁর ঈদুল-ফিতরের যাকাত আদায়ের দায়-দায়িত্ব থাকবে না।

১৩. ঈদুল-ফিতরের যাকাত ওয়াজিব এমন কোন ব্যক্তি যদি ঈদের দিন সূর্যোদয়ের আগে মারা যান, তাহলে তাঁর ফিতরার দায়-দায়িত্ব থাকবে না।

১৪. ঈদুল-ফিতরের যাকাত প্রদান কেবলমাত্র মুসলমানদের উপর ওয়াজিব। অমুসলিম আত্মীয়-পরিজনের জন্যে কোন ঈদুল-ফিতরের যাকাত নেই। অমুসলিম আশ্রিত ব্যক্তি, অবেতনভুক কর্মচারী যদি কোন মুসলমানের উপর নির্ভরশীলও হয়, তবুও তাদের কোন যাকাত নেই।[১]

১. ইমাম মালিক (রহ.), ইমাম শাফি'ঈ (রহ.), ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (রহ.), ইমাম গাযযালী (রহ.), এবং ইমাম আবু সওর (রহ.)-এর মতে অমুসলিম নির্ভরশীলদের জন্যে কোন ফিতরা দিতে হবে না। অপরপক্ষে ইমাম আবু হানীফা (রহ.), ইমাম আন-নাখাঈ (রহ.) এবং তাঁদের অনুসারীগণের মতে কোন অমুসলমান যদি মুসলমানের উপর নির্ভরশীল হয় তাহলে সেই অমুসলমানের পক্ষ থেকে ফিতরা অবশ্যই প্রদান করতে হবে। খলীফা উমর ইবন আবদুল আযীয (রা.) এই মত সমর্থন করতেন বলে কথিত আছে। আবু হুরায়রা (রা.) ও ইবন আব্বাস (রহ.) বর্ণিত কয়েকটি হাদীসে আছে যে, রসূল (সা.) মুসলমানদেরকে তাঁদের খ্রীস্টান, য়াহুদী ও Magian দাসগণের পক্ষ থেকে ফিতরা প্রদানের নির্দেশ দিয়েছিলেন।

www.pathagar.com

১৫. মাতৃগর্ভস্থ শিশুর জন্যে কোন অবস্থাতেই ঈদুল-ফিতরের যাকাত প্রদান করতে হবে না।

১৬. নিয়ম অনুযায়ী মোটামুটি সংরক্ষণযোগ্য ধরনের খাদ্য দ্বারাই— সেই খাদ্য যা ব্যক্তির নিজের এবং দেশবাসীর প্রধান খাদ্য- ঈদুল-ফিতরের যাকাত আদায় করা বাঞ্ছনীয়। কোন্ বিশেষ ধরনের খাদ্যশস্য ফিতরাস্বরূপ প্রদান করতে হবে তা অবশ্য দাতার সামর্থ্যের উপরে নির্ভর করবে।

"তোমরা আল্লাহ্কে যথাসাধ্য ভয় কর, তাঁর আদেশ শোন, তাঁর অনুগত হও ও ব্যয় কর; এতে রয়েছে তোমাদের নিজেদেরই কল্যাণ, যারা কার্পণ্য থেকে মুক্ত তারাই সফলকাম।" (সূরা তাগাবুন ঃ ১৬-১৭)

১৭. যে সব ধরনের খাদ্য ঈদুল-ফিতরের যাকাতস্বরূপ প্রদেয় সেগুলো হল[১] খাদ্যশস্য, আস্ত বা ভাঙানো (অর্থাৎ সকল জাতের গম, যব, ভুট্টা, রাই, ওট, চাউল ইত্যাদি; ডাল (যথা, ডাল, মটর ইত্যাদি); শুকনা ফল (যথা খেজুর, কিশমিশ, আলুবোখারা, ডুমুর ইত্যাদি); তাজা রুটি (অন্ততঃ শেষ রমযানের দিন বিকালে সেঁকা হয়েছে এমন); গোল আলু, কাসাভা, সাগু ইত্যাদি; আখরোট, পেস্তা, বাদাম, নারিকেল, চীনাবাদাম ইত্যাদি; চিনি, খাবার তেল (যথা, যয়তুনের তেল, ক্যাস্টর তেল, সরিষার তেল ইত্যাদি); পনির এবং ঘি।

১৮. ঈদুল-ফিতরের যাকাত যখন দ্রব্য দ্বারা দেওয়া হয়, তখন মোটামুটি ভাল ধরনের খাদ্য দিতে হবে।

কুরআন শরীফের নিম্নোদ্ধৃত আয়াতের হুকুমের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে কখনো, কোন অবস্থাতেই খারাপ জাতের বা নিম্নমানের খাদ্যদ্রব্য দ্বারা ঈদুল-ফিতরের যাকাত প্রদান করা যাবে না।

"হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা যা উপার্জন কর এবং আমি যা যমিন থেকে তোমাদের জন্যে উৎপাদন করিয়ে দিই, তা থেকে যা উৎকৃষ্ট তা ব্যয় কর; এবং তার নিকৃষ্ট অংশ ব্যয় করার সঙ্কল্প করো না, যেহেতু তোমরা নিজেরা তা চোখ বন্ধ করে ছাড়া গ্রহণ করো না। এবং জেনে রাখ যে, আল্লাহ্ অভাবমুক্ত, প্রশংসিত।" (সূরা বাকারা ঃ ২৬৭)

১. ইমাম মালিক (রহ.)-এর মতে নয় ধরনের খাদ্য ফিতরাস্বরূপ গ্রহণযোগ্য ; যথা. গম, যব, সালত (এক ধরনের যব), ভুট্টা, বাজরা, চাউল, খেজুর, কিশমিশ ও পনির।

www.pathagar.com

১৯. প্রত্যেক ব্যক্তির জন্যে যে সাধারণ পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য ঈদুল ফিত্‌রের যাকাতস্বরূপ প্রদান করতে হবে তা হল পূর্ণ ১ ছা' (৫$\frac{৩}{৪}$ সের বা ৫.২২৫ কিলোগ্রাম)। যে কোন ধরনের খাদ্যশস্য দেওয়া হোক না কেন ঐ পূর্ণ ১ ছা'ই দিতে হবে।

২০. এটা সাধারণভাবে স্বীকৃত যে, কতগুলো বিশেষ অবস্থাধীনে, যেমন শহরের অধিবাসীদের বেলায়, ঈদুল-ফিত্‌রের যাকাত খাদ্যদ্রব্য দ্বারা না দিয়ে নগদ টাকায় দিলে প্রদানকারী এবং গ্রহণকারী উভয়ের পক্ষেই সুবিধাজনক হয়।

অনুরূপভাবে, অবস্থাভেদে বা ব্যক্তিবিশেষের সুবিধা অনুযায়ী ঈদুল-ফিত্‌রের যাকাত যদি নগদ মুদ্রায় (স্থানীয় মুদ্রায়) দিলেই ভাল হয়, তাহলে জনপ্রতি পূর্ণ ১ ছা' খাদ্যের সঠিক বাজার মূল্য প্রদান করতে হবে।

২১. কোন ঈদুল ফিত্‌রের যাকাত প্রদানকারীর অবস্থা যদি এমন হয় যে, তিনি পরিবারের প্রতিজন সদস্যের জন্যে যাকাত প্রদান করতে পারছেন না, তাহলে পরিবারের কারো কষ্ট সৃষ্টি না করে বা যাকাত প্রদানকারী স্বয়ং লজ্জাজনক অবস্থায় না পড়ে স্বচ্ছন্দে যতজনের ফিতরা প্রদান করতে পারেন, ততজনেরই প্রদান করবেন।

এই মতের বিখ্যাত পোষক ইমাম শাম্বলী বলেন যে, এ রকম ক্ষেত্রে কার কার নামে ফিতরা প্রদান করতে হবে তা 'ভাগ্য পরীক্ষা' দ্বারা নির্ধারণ করা যেতে পারে; কিন্তু তা অবশ্যই এই পদ্ধতিতে ঃ

প্রথমত, ফিতরা প্রদানকারীর নাবালক ছেলেমেয়েদের পক্ষ থেকে; দ্বিতীয়ত, তার পরেও ফিতরা প্রদানের সামর্থ্য থাকলে প্রদানকারীর স্ত্রীর পক্ষ থেকে—যদি স্ত্রীর নিজের কোন সম্পদ না থাকে; তৃতীয়ত, তার পরেও সামর্থ্য থাকলে অবেতনভুক কর্মচারীদের পক্ষ থেকে; অতঃপর, সামর্থ্য থাকলে অন্যান্য আত্মীয়স্বজন বা নির্ভরশীলজনের পক্ষ থেকে।

২২. রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নির্দেশ অনুযায়ী ঈদুল ফিত্‌রের যাকাত প্রদানের সর্বশেষ সময় হল ঈদের দিনের সূর্যোদয় পর্যন্ত, লোকজনের নামাজে যাবার আগে।

কিন্তু ফিতরা আদায়কারী কর্মকর্তাগণ যাতে সংগ্রহ ও বিতরণের জন্যে যথেষ্ট সময় পান এবং ফিতরা গ্রহণকারীদের মধ্যে যথাসময়ে

www.pathagar.com

সুষ্ঠুভাবে বন্টন ও বিতরণ করতে পারেন, তার সুবিধার জন্যে আইন-সঙ্গতভাবেই রমযান মাসের যে কোন সময়ে ফিতরা প্রদান করা যেতে পারে।

২৩. কোন সঙ্গত কারণে যদি নির্ধারিত শেষ সময়ে অর্থাৎ ঈদুল ফিতরের দিন সূর্যোদয়ের আগে কেউ ফিতরা প্রদান করতে না পারেন, তাহলে সেই দায়-দায়িত্ব থেকে যাবে এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তা আদায় করতে হবে।

২৪. ফিতরার উদ্দেশ্য যাতে পরিপূর্ণভাবে এবং সন্তোষজনকভাবে সাধিত হয় তার জন্যে বিতরণ ঈদের দিনের সূর্যোদয়ের পরে অর্থাৎ সরাসরি ঈদের নামাযের পর পর্যন্ত বিলম্বিত হওয়া উচিত নয়।

পরিস্থিতিগত কারণে প্রয়োজন হলে, যেমন ঈদ যদি শীতের ছোট্ট দিনে পড়ে, তাহলে শেষ রোযার দিনে স্বচ্ছন্দে ফিতরা বিতরণ করা যেতে পারে।

২৫. কোন ফিতরা প্রদানকারীর বিরুদ্ধে অসৎ হবার কোন অভি-যোগ নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত উক্ত ব্যক্তির সামাজিক দায়িত্ব-বোধের উপর পূর্ণ বিশ্বাস রাখতে হবে।

২৬. যাঁর উপর ঈদুল-ফিতরের যাকাত ওয়াজিব এরূপ কোন ব্যক্তি যদি তা প্রদান করতে প্রকাশ্যে অস্বীকার করেন, আর যদি এরূপ প্রমাণিত হয় যে তিনি নিজের বা নিজের উপর নির্ভরশীলদের দেয় পূর্ণ ফিতরা প্রদানে ইচ্ছাকৃতভাবে ব্যর্থ হয়েছেন, তাহলে তাঁর কাছ থেকে জোর করে ফিতরা আদায় করতে হবে।

করোপযোগী সম্পদের বিনিময়

যাকাত আইনের উদ্দেশ্য এই যে, কোন বিশেষ ধরনের করোপযোগী সম্পদ যদি একই ধরনের বা ভিন্ন ধরনের করোপযোগী সম্পদের সঙ্গে বিনিময় বা তার মূল্যস্বরূপ প্রদান করা হয়, তাহলে সেই বিনিময় দ্বারা সম্পদের ধরন ও পরিমাণ অনুসারে, বছরকাল মালিকানার হিসাব হয় নতুন করে শুরু হবে, অথবা ভগ্ন হবে, অথবা হিসাব চলতে থাকবে এবং নতুন অর্জিত সম্পদে তা প্রযোজ্য হবে। এই নিয়ম, যার উদ্দেশ্য হচ্ছে করোপযোগী সম্পদের বিনিময় নিয়ন্ত্রণ করা এবং যাকাত ফাঁকি দিবার উদ্দেশ্যে অসৎভাবে

www.pathagar.com

বছরকালীন মালিকানার হিসাব ভঙ্গ করাকে নিরুৎসাহিত করা, মালিকী এবং শাফি'ঈ এই উভয় মাযহাব কর্তৃক স্বীকৃত।[১]

করোপযোগী সম্পদের বিনিময়ের আইনে এরূপ ব্যবস্থা থাকতে হবে যাতে ব্যক্তিগত সম্পদ ও ব্যবসায়ে খাটানো সম্পদ উভয় ক্ষেত্রেই তা প্রযোজ্য হতে পারে।

করোপযোগী ব্যক্তিগত সম্পদ বিনিময়ের আইন

(অর্থাৎ যে সম্পদ মূলত ব্যবসায়ের জন্যে নয়)

১. যখন নিসাবের সমপরিমাণ বা তার অধিক এবং যা যাকাত করাধীন হবার জন্যে পূর্ণ এক বছরকাল মালিকানাধীন থাকার শর্ত রয়েছে, এমন সম্পদ যখন ভিন্ন ধরনের এবং ভিন্ন যাকাত আইনাধীন কোন করোপযোগী সম্পদের সঙ্গে বিনিময় করা হয় (যেমন, ৪০টি কি তদূর্ধ্ব সংখ্যক ভেড়ার বিনিময়ে কৃষিজ সম্পদ), অথবা এরূপ সম্পদের সঙ্গে যা একই যাকাত আইনাধীন হলেও তা নিসাবের চেয়ে পরিমাণে কম (যেমন ৪০টি কি তদূর্ধ্ব সংখ্যক ভেড়ার বিনিময়ে ৪টি উট অথবা ১,০০০ টাকার বিনিময়ে ৫টি গাভী), তাহলে বিনিময়কৃত সম্পদের বছরকাল মালিকানাধীন থাকার হিসাব কার্যকরভাবে ভঙ্গ হয়—যদি বিনিময় বছরকাল পূর্ণ হবার আগে করা হয়। কিন্তু বিনিময় যদি যাকাত দেয় হবার কালে বা দেয় হবার পরে এবং যাকাত আদায়ের আগে হয়, তাহলে বিনিময়ের কারণে যাকাতের দায়-দায়িত্ব থেকে যাবে এবং যাকাত অবশ্যই আদায় করতে হবে।

২. যখন, যে কোন সময়ে, নিসাব অপেক্ষা কম পরিমাণ সম্পদ—তা এক বছরকাল মালিকানাধীন থাকার নিয়মাধীন হোক বা না হোক—ভিন্ন ধরনের করোপযোগী সম্পদের সঙ্গে (যা নিসাবের সমপরিমাণ বা তার চেয়ে বেশী) বিনিময় করা হয় (যেমন, ৪টি উট বা ৪ উটের বোঝা পরিমাণ কৃষিজ সম্পদের বিনিময়ে ৪০টি বা তদূর্ধ্ব সংখ্যক ভেড়া বা করোপযোগী পরিমাণের রূপা, সোনা, নগদ টাকা বা ব্যবসায়ের সামগ্রী ইত্যাদি অথবা ৫টি ষাঁড়ের বিনিময়ে ১,০০০ টাকা) তাহলে নতুন অর্জিত সম্পদের জন্যে বছরকাল

---

১. হানাফী মতে করোপযোগী সম্পদ বিনিময় করলে হস্তান্তরিত সম্পদের নিসাব কার্যকরভাবে ভঙ্গ হয় এবং বছরকাল মালিকানার হিসাবও ভঙ্গ হয়। অতএব নতুন অর্জিত সম্পদের জন্যে বছরকালের মালিকানার একটি নতুন হিসাব ধরতে হবে, যার যাকাত এক বছরকাল সময় পরে ধার্য হবে—যদি ততদিন তা মালিকের হাতে থাকে

www.pathagar.com

মালিকানাধীন রাখার হিসাব বিনিময়ের তারিখ থেকে নতুন করে শুরু করতে হবে।

অতঃপর, বিনিময়ের পরে, নতুন অর্জিত সম্পদ যদি ন্যায্য মালিকের নিকট পূর্ণ এক বছরকাল যাবত থাকে তবে বছর পূর্ণ হবার পরে যাকাত প্রদেয় হবে এবং তারপর মালিকানার যথানির্দিষ্ট সময় পরে পরে প্রদেয় হতে থাকবে।

৩. কোন ব্যক্তি যদি নিসাবের সমপরিমাণ বা তার বেশী পরিমাণ করোপযোগী কৃষিজ সম্পদ (যা ব্যবসায়ের সম্পদরূপে রাখা হয়নি) এমন সম্পদের সঙ্গে বিনিময় করেন যা যাকাত করাধীন হবার জন্যে বছরকাল মালিকানাধীন থাকার শর্তাধীন (যেমন, কৃষিজ সম্পদের বিনিময়ে করোপযোগী-সংখ্যক গৃহপালিত পশু, অথবা করোপযোগী পরিমাণ রূপা, সোনা, নগদ টাকা বা ব্যবসায়ের সম্পদ ইত্যাদি বিনিময়), তাহলে উক্ত সম্পদের ১০% বা ৫% যাকাত আদায় করার পরেই কেবল তিনি বিনিময় করতে পারবেন।

এই আইন (ক) গুপ্তধন থেকে প্রাপ্ত সম্পদ যা কেবলমাত্র ২০% যাকাত আদায় করার পরই হস্তান্তর করা যায়; এবং (খ) রূপা ও সোনার খনি থেকে প্রাপ্ত সম্পদ যা-ও উত্তোলিত সম্পদের ২০% বা ২½% যাকাত আদায়ের পরেই কেবলমাত্র হস্তান্তর করা যায়, এর ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য।

বিনিময়ের পরে নতুন অর্জিত সম্পদের জন্যে নতুন বছরকালের হিসাব শুরু করতে হবে। বছরকাল পূর্ণ হবার পরে এবং তারপরে যথানির্দিষ্ট সময়ের পরে পরেই যাকাত ধার্য হতে থাকবে।

৪. যদি নিসাবের সমপরিমাণ বা তার বেশী কোন করোপযোগী সম্পদ —যা করোপযোগিতা অর্জনের জন্যে এক বছরকাল মালিকানাধীন থাকার শর্তাধীন—ঠিক অনুরূপ আইনের অধীন কোন করোপযোগী সম্পদের সঙ্গে বিনিময় করা হয় (যেমন, ৬,০০০ টাকার সঙ্গে ৩০টি ষাঁড়) তাহলে বছরকাল মালিকানাধীন থাকার হিসাব ভঙ্গ হবে না এবং তা নতুন সম্পদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে ও বছরকাল মালিকানাধীন থাকার শর্ত পূর্ণ হলে হার, করের সীমা ও সাধারণ আইনের ভিত্তিতে তার যাকাত দেয় হবে। (উদাহরণস্বরূপ, করোপযোগী সংখ্যক ভেড়া বা ষাঁড়ের বিনিময় করোপযোগী সংখ্যক উট বা করোপযোগী পরিমাণ রূপার সঙ্গে করা হলে যাকাত প্রদান করতে হবে। উট বা রূপার জন্যে নির্ধারিত যাকাতের হার, করের সীমা ও সাধারণ আইন অনুযায়ী)।

www.pathagar.com

এ রকম ক্ষেত্রে বিনিময়কে করোপযোগী মূল্যের সঙ্গে করোপযোগী মূল্যের বিনিময় বলে গণ্য হয়ে থাকে এবং সেহেতু নতুন অর্জিত করোপযোগী সম্পদ বছরকালের হিসাবে ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে থাকবে এরূপ সম্পদের সঙ্গে বিনিময় করা হয়েছে বলে ধরে নেওয়া হয়, যেন এ সম্পদও এক বছরকাল যাবতই নতুন মালিকের অধিকারে রয়েছে।

যদি এমন হয় যে, কোন ব্যক্তি সম্পদ বিনিময় করে যে নতুন সম্পদ পেয়েছেন ঠিক সেই ধরনের সম্পদ তাঁর পূর্ব থেকেই আরো রয়েছে এবং সে সম্পদের বছরকালের হিসাব হস্তান্তরিত সম্পদের হিসাবের সঙ্গে অভিন্ন, অর্থাৎ একই তারিখে শুরু ও শেষ, তাহলে নতুন অর্জিত সম্পদ উক্ত পুরানা সম্পদের সঙ্গে যুক্ত হবে এবং এগুলো একক সম্পদরূপে গণ্য হয়ে করোপযোগী হবে।

কিন্তু যদি এমন হয় যে, কোন ব্যক্তি সম্পদ বিনিময় করে যে নতুন সম্পদ পেয়েছেন সেই ধরনের সম্পদ তাঁর আগে থেকেই রয়েছে এবং সে সম্পদের বছরকালের হিসাব হস্তান্তরিত সম্পদের হিসাব থেকে ভিন্ন, তাহলে এগুলো আলাদা আলাদা থাকবে এবং বিনিময়কৃত সম্পদের সঙ্গে হিসাবের মিল রেখে এদের বছরকালের হিসাব ধরতে হবে।

৫. যদি বিনিময়কৃত প্রাপ্ত সম্পদ একই ধরনের ও একই জাতের হয় (সংখ্যায়, পরিমাণে, মূল্যে বা তাদের সংখ্যা, পরিমাণ বা মূল্যের হ্রাস-বৃদ্ধিতেও যদি একই রকম হয়) তাহলে কিছু কিছু বিশেষ অবস্থার সৃষ্টি হবে। যেমন :

(ক) বিনিয়োগকৃত সম্পদ যদি একই ধরনের, একই জাতের করোপ-যোগী গৃহপালিত পশু হয় (যেমন এক জাতের ৪০টি ষাঁড়ের সঙ্গে আরেক জাতের ৪০টি ষাঁড় বিনিময়) বা এক আকারের করোপযোগী সোনার বা রূপার জিনিসের সঙ্গে হুবহু একই ওযনের ভিন্ন আরেক আকারের করোপ-যোগী সোনার বা রূপার জিনিস (যেমন সোনা বা রূপার তালের সঙ্গে সোনা বা রূপার পাতের বিনিময়) বা তাদের সঠিক মূল্যের নগদ কাগজের টাকার সঙ্গে বিনিময় করা হয়, তাহলে বছরকালের মালিকানাধীন থাকার হিসাব ভঙ্গ হবে না এবং সেই বিনিময় উপরোক্ত ৪ নং আইন অনুযায়ী হবে।

(খ) একই জাতের করোপযোগী সংখ্যক গৃহপালিত পশু যদি (বিনিময়-কারীর নিকট অতঃপর সেই বিশেষ জাতের আর কোন পশু না থাকলে)

www.pathagar.com

আরও অধিক মূল্যের কোন জাতের পশুর সঙ্গে বিনিময় করা হয়, যার অর্থ কম সংখ্যক পশুর বিনিময়ে অপেক্ষাকৃত বেশী সংখ্যক পশু প্রদান (যেমন, অপেক্ষাকৃত কম মূল্যের ৪০টি পশুর বদলে বেশী মূল্যের ৩০টি পশু), তাহলে হস্তান্তরিত পশুর বছরকালের হিসাব ভঙ্গ হবে না এবং যাকাত আইন অনুযায়ী যেহেতু মূল্য নয়, সংখ্যা বিবেচনা করা হয়, সে হেতু যাকাত ধার্য করার সময়ে অপেক্ষাকৃত কম সংখ্যক নবলব্ধ পশুর (অর্থাৎ ৩০টির) যাকাত ধরতে হবে।

(গ) অপরপক্ষে, করোপযোগী সংখ্যক এক জাতের গৃহপালিত পশু যদি (বিনিময়কারীর নিকট অতঃপর সেই বিশেষ জাতের আর পশু না থাকলে) সেগুলোর চেয়ে কম মূল্যবান জাতের সঙ্গে বিনিময় করা হয়, যার অর্থ বেশী সংখ্যক পশুর বিনিময়ে অপেক্ষাকৃত কম সংখ্যক পশু প্রদান (যেমন, বেশী মূল্যের ৩০টি ষাঁড়ের বিনিময়ে অপেক্ষাকৃত কম মূল্যের ৪০টি ষাঁড়,) তাহলে প্রদত্ত পশুর বছরকালের হিসাব ভঙ্গ হবে না এবং নতুন পশুগুলোর যাকাত ধরার সময়ে কেবলমাত্র প্রদত্তগুলোর সমসংখ্যক নবলব্ধ পশুর যাকাত দিতে হবে।

বহুগুণ হিসাবের ২ নং আইনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে অতিরিক্ত সংখ্যক নবলব্ধ পশু যদি করোপযোগী সংখ্যক না হয়, তাহলে অবস্থা অনুসারে সেগুলো হয় একই জাতের আরো পশুর সংযোজন দ্বারা করোপযোগী না হওয়া পর্যন্ত যাকাতমুক্ত থাকবে, অথবা গৃহপালিত পশুর যাকাত আইনের ৪-ধ অনুযায়ী তারিখ অনুসারে প্রথম দলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ন্যায্য মালিকের নিয়ন্ত্রণাধীন এক বছরকালের হিসাব পূর্ণ করবে।

অপরপক্ষে, বহুগুণ হিসাবের ৩ নং আইন অনুযায়ী এবং ত্রৈমাসিক করারোপ পদ্ধতির ব্যাখ্যা অনুযায়ী নতুন অর্জিত অতিরিক্ত পশুগুলো যদি নিজেরাই করোপযোগী হয় তাহলে বিনিময়ের তিন মাস কাল থেকে শুরু করে তাদের জন্যে আলাদা এক বছরকালের হিসাব শুরু করতে হবে।

(ঘ) কোন বিশেষ জাতের করোপযোগী সংখ্যক গৃহপালিত পশু যদি (অতঃপর বিনিময়কারীর নিকট সেই জাতের আর কোন পশু না থাকলে) অধিক মূল্যবান জাতের পশুর সঙ্গে (যা নিসাব অপেক্ষা সংখ্যায় কম) বিনিময় করা হয় (যেমন, কম মূল্যবান জাতের ৩০টি ষাঁড়ের সঙ্গে অপেক্ষাকৃত অধিক মূল্যবান জাতের ২০টি ষাঁড় বিনিময়) তাহলে প্রদত্ত পশুর বছরকালের হিসাব

www.pathagar.com

কার্যকরভাবে ভঙ্গ হবে এবং তার ফলে যাকাতের দায়-দায়িত্ব আর থাকবে না।

অনুরূপভাবে করোপযোগী পরিমাণের রূপা বা সোনা বা করোপযোগী মূল্যের কাগজের টাকা যদি (অতঃপর বিনিময়কারীর নিকট সেই জাতের আর কোন সম্পদ না থাকলে) রূপা বা সোনার শিল্প-মূল্যসম্পন্ন মূল্যবান ধাতব পদার্থের সঙ্গে (বস্তুর শিল্পমূল্য বাদে) বিনিময় করা হয় তাহলে শেষোক্ত দ্রব্য নিসাব অপেক্ষা কম মূল্যের হলে প্রদত্ত দ্রব্যের বছরকালের হিসাব কার্যকরভাবে ভঙ্গ হবে এবং তখন যাকাতের দায়-দায়িত্বও আর থাকবে না।

(ঙ) করোপযোগী অপেক্ষা কম সংখ্যক কোন বিশেষ জাতের গৃহপালিত পশু (যদি অতঃপর বিনিময়কারীর নিকট সেই জাতের আর কোন পশু না থাকে) অপেক্ষাকৃত কম মূল্যবান জাতের পশুর সঙ্গে— যা নিসাবের সমান বা তার চেয়ে বেশী—বিনিময় করা হয় (যেমন ২০টির বেশী মূল্যবান ষাঁড়ের সঙ্গে অপেক্ষাকৃত কম মূল্যবান জাতের ৩০টি ষাঁড়), তাহলে নতুন অর্জিত পশুগুলোর জন্যে বিনিময়ের তিন মাসকাল সময় থেকে বছরকালের হিসাব শুরু করতে হবে।

অনুরূপভাবে শিল্পমূল্যসম্পন্ন রূপা বা সোনার জিনিস—যেগুলোতে মূল্যবান ধাতুর পরিমাণ করোপযোগী নয়—যদি (অতঃপর বিনিময়কারীর নিকট আর সেই শ্রেণীর মূল্যবান ধাতব পদার্থ না থাকলে) করোপযোগী পরিমাণের রূপা, সোনা বা কাগজের নোটের সঙ্গে বিনিময় করা হয়, তাহলে নতুন অর্জিত সম্পদের জন্যে বিনিময়ের তারিখ থেকে বছরকালের হিসাব শুরু করতে হবে।

(চ) বিভিন্ন জাতের করোপযোগী সম্পদ বিনিময়ের বিষয়ের বিপরীত হলে অর্থাৎ একই শ্রেণীর করোপযোগী সম্পদের বিনিময় যদি আংশিক হয় (অর্থাৎ প্রদত্ত সম্পদ যদি ইতিমধ্যেই বছরকালের হিসাবাধীন কোন করোপযোগী বৃহত্তর সম্পদ থেকে নেওয়া হয়ে থাকে) তাহলে বছরকালের হিসাব ভঙ্গ হবে না এবং নতুন অর্জিত সম্পদের জন্যে—যা সংখ্যায়[১], পরিমাণে বা মূল্যের দিক থেকে[২] প্রদত্ত সম্পদের সমান বা তার চেয়ে কম—নতুন

১. গৃহপালিত পশুর যাকাতের ৪-চ দেখুন।

২. মাঠে চরানো ঘোড়ার যাকাত আইনের ১২-চ দেখুন।

www.pathagar.com

হিসাব শুরু করতে হবে। বিনিময়কৃত সম্পদসমূহ আলাদা আলাদাভাবে নিসাবের সমপরিমাণ হোক বা তার চেয়ে কম যাই হোক।

যেমন, ৩০০ ভেড়ার একটি পাল—যার বছরকালের হিসাব চালু রয়েছে—থেকে ৪০টি ভেড়া নিয়ে যদি অধিকতর মূল্যবান ৩০টি ভেড়ার সঙ্গে বিনিময় করা হয় তাহলে শেষোক্ত সংখ্যার ভেড়াগুলো আলাদাভাবে করোপযোগী না হলেও এগুলো বাকীগুলোর সঙ্গে যুক্ত হবে—যার সংখ্যা বিনিময়ের ফলে এখন দাঁড়াবে ২৯০-তে এবং যাকাত করাধীন হবে।

অথবা করোপযোগী এবং বছরকালের হিসাবাধীন ১,০০০ টাকা থেকে যদি ৩০০ টাকা নিয়ে ২৫০ টাকা মূল্যের রূপা বা সোনার সঙ্গে বিনিময় করা হয় (তাদের শিল্পগত মূল্য বাদে) তাহলে শেষোক্ত মূল্য অবশিষ্ট ৭০০ টাকার সঙ্গে যুক্ত হবে এবং সেই মিলিত পরিমাণ ৯৫০ টাকা) যাকাত করাধীন হবে।

কোন বিশেষ জাতের করোপযোগী সম্পদের অংশ যদি এরূপভাবে বিনিময় করা হয় যে, ক্ষুদ্রতর পরিমাণের বিনিময়ে বৃহত্তর পরিমাণ পাওয়া গেছে তাহলে সে ক্ষেত্রে ৫-গ আইন প্রয়োগ করতে হবে। অন্য কথায়, বহুগুণ হিসাবের ২ নং আইনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে যদি দেখা যায় যে, নতুন অর্জিত অতিরিক্ত সম্পদ করোপযোগী হয় না, তাহলে অবস্থা অনুসারে তা যাকাতমুক্ত থাকবে—যতদিন পর্যন্ত না ঐ একই শ্রেণীর আরো সম্পদ যোগ দ্বারা বা মূল সম্পদের যাকাত আদায়ের পরে অবশিষ্টাংশের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যাকাত করোপযোগী হয়।

অপরপক্ষে, বহুগুণ হিসাবের ৩ নং আইনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে যদি দেখা যায় যে, নতুন অর্জিত অতিরিক্ত সম্পদ যাকাত করোপযোগী, তাহলে বিনিময়ের দিন থেকে তা সরাসরি যাকাত করাধীন হবে অথবা গৃহপালিত পশু হলে বিনিময়ের তারিখের তিন মাসকাল সময় থেকে যাকাত করাধীন হবে।

উদাহরণস্বরূপ, বছরকালের হিসাবাধীন ১০০টি ষাঁড়ের পাল থেকে ২০টি ষাঁড় যদি অপেক্ষাকৃত কম মূল্যবান জাতের ২৫টি ষাঁড়ের সঙ্গে বিনিময় করা হয়, তাহলে এই ২৫টির মধ্যে ২০টি মূল পালের সঙ্গে যুক্ত হবে এবং পালের করোপযোগিতা অক্ষুণ্ণ থাকবে; এবং বাকী ৫টি সাময়িকভাবে করমুক্ত থাকবে ও তারিখের ক্রম অনুযায়ী প্রথম পালের

www.pathagar.com

সঙ্গে যুক্ত হয়ে ন্যায্য মালিকের নিয়ন্ত্রণাধীন থেকে বছরকালের হিসাব পূর্ণ করবে।

অথবা যদি, ১০,০০০ টাকা মূল্যের করোপযোগী এবং বছরকালের হিসাবাধীন রূপা বা সোনার জিনিস থেকে ৫,০০০ টাকা মূল্যের জিনিস নিয়ে ৭,০০০ টাকার কাগজের নোটের সঙ্গে মূল্যস্বরূপ বিনিময় করা হয় তাহলে কেবলমাত্র ৫,০০০ টাকা মূল পরিমাণের সঙ্গে যুক্ত হবে এবং মূল সম্পদের করোপযোগিতা অক্ষুণ্ণ থাকবে; বাদবাকী ২,০০০ টাকার জন্যে বিনিময়ের দিন থেকে নতুন বছরকালীন হিসাব শুরু হবে।

৬. [১] বহুগুণ হিসাবের ৩-ছ আইনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে যে করোপযোগী সম্পদ একই বা ভিন্ন শ্রেণীর করোপযোগী সম্পদের সঙ্গে বিনিময় করা হয়—যা দুই বা ততোধিক পরিমাণের মিশ্রণ এবং প্রতি পরিমাণের ভিন্ন ভিন্ন বছরকালের হিসাব রয়েছে—তাহলে প্রতিটিকে পরিমাণ অনুসারে গ্রহণ করতে হবে এবং বছরকালের হিসাব শেষ করতে হবে। উল্লেখিত পরিমাণগুলোকে তারিখের ক্রম অনুসারে গ্রহণ করতে হবে এবং যেটির বছরকালের হিসাব সবচেয়ে সম্প্রতি শুরু হয়েছে সেটিকে প্রথমে ধরতে হবে।

৭. করোপযোগী সম্পদের বিনিময়ের ফলে যদি ন্যায্য মালিকের নিকটে থাকা অবশিষ্ট সম্পদ যাকাতমুক্ত অবকাশ লাভ করে, তবে উক্ত শ্রেণীর সম্পদের সর্বনিম্ন করোপযোগী সীমা থেকে দেয় যাকাতের হিসাব ধরতে হবে।

উদাহরণ স্বরূপ, বিনিময়ের ফলে ১২১টি ভেড়ার একটি পাল যদি ১০৫টি ভেড়ার পালে ক্ষুদ্রায়িত হয় (অর্থাৎ ৪০ থেকে ১২০টি ভেড়ার যাকাতমুক্ত অবকাশ-সীমার মধ্যে এসে যায়) তাহলে নিম্নতম করোপযোগিতার সীমা ৪০টি ভেড়া থেকে যাকাতের হিসাব ধরতে হবে।

৮. বিনিময়কৃত সম্পদ যদি এমন একক মূল সম্পদের সেই করোপযোগী অংশ থেকে নেওয়া হয়, যা যাকাতমুক্ত অবকাশের মধ্যে পড়ে এবং বিনিময় যদি একই শ্রেণীর সম্পদের মধ্যে হয়, তাহলে এ দ্বারা মূল সম্পদের করোপযোগিতা লুপ্ত হবে না। —কারণ বিনিময় দ্বারা মূল সম্পদ

১. গৃহপালিত পশুর যাকাত আইনের ৪-ঙ এবং মাঠে চরানো ঘোড়ার যাকাত আইনের ১২-ঙ দেখুন।

www.pathagar.com

করোপযোগিতা সীমার নীচে অবনীত হয় না—তাই, দেয় যাকাতের পরিমাণ অপরিবর্তিতই থাকবে।

৯. করোপযোগী সম্পদ বিনিময়ের ফলে ন্যায্য মালিকের হাতে অবশিষ্ট বাদবাকী সম্পদ যদি নিসাব অপেক্ষা কম হয় তাহলে যাকাত আদায়ের দায়-দায়িত্ব আর থাকবে না।

১০. যদি এরূপ প্রমাণিত হয় যে, অসৎ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে করোপযোগী সম্পদ বিনিময় করা হয়েছে অর্থাৎ ইচ্ছাকৃতভাবে যাকাত কর ফাঁকি দিবার জন্যেই তা করা হয়েছে, তাহলে অভিযুক্ত ব্যক্তি শাস্তিযোগ্য হবেন এবং সম্পদ হস্তান্তর ব্যতীত বছরকাল পূর্ণ হলে যে পরিমাণ যাকাত নির্ধারিত হত তাঁর কাছ থেকে সে অনুপাতে যাকাত বলপূর্বক আদায় করতে হবে।

ব্যবসায়ে খাটানো করোপযোগী সম্পদ বিনিময়ের আইন

১. [১] কোন ব্যবসায়ীর পুঁজির মোট মূল্য (নগদ টাকা ও বিনিয়োগ) যা বছরকালীন হিসাবের অধীন—যদি নিসাবের সমান বা তার বেশী হয় তাহলে টাকার সঙ্গে ব্যবসায়ের দ্রব্যাদি বা দ্রব্যাদির সঙ্গে টাকা বা দ্রব্যাদির সঙ্গে দ্রব্যাদি বিনিময়ের ফলে উক্ত হিসাব ব্যাহত হবে না—বিনিময়ের পরিমাণ করোপযোগী হোক বা না হোক। ফলে, লাভ বাদে ক্রীত বা বিক্রীত সম্পদ (অর্থাৎ টাকা বা ব্যবসায়ের সম্পদের মূল্য) স্বাভাবিকভাবেই বছরকালীন হিসাবাধীন হবে—সেই পুঁজির যার অংশ ছিল বিক্রীত বা প্রদত্ত সম্পদ।

২. [২] নিসাবের সমপরিমাণ বা তার চেয়ে বেশী মূল্যের ব্যবসায়ের সম্পদ যদি (ক) করোপযোগী নয় এবং মূলত ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে নয় এমন সম্পদের বা (খ) করোপযোগী, মূলে ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে নয় এবং যা যাকাত করোপযোগী হবার জন্যে এক বছরকাল মালিকানাধীন থাকাও অত্যাবশ্যক নয় (যথা কৃষিজ, মৌমাছির ও গুটিপোকা চাষের উৎপাদন) এমন সম্পদের বা (গ) করোপযোগী সম্পদ যা এই আইনের অধীন কিন্তু তা নিসাব অপেক্ষা কম এমন সম্পদের বিনিময়ে অর্জন করা হয়, তাহলে অর্জনের তারিখ থেকেই বছরকাল মালিকানাধীন থাকার হিসাব শুরু করতে হবে।

---

১. ব্যবসায়ের যাকাতের ১৫ নং আইন দেখুন।

২. ব্যবসায়ের যাকাতের ২৭ নং আইন দেখুন।

www.pathagar.com

এরূপ সম্পদ বিক্রির পরে বছরকালীন চলতি হিসাব ক্রয়মূল্যের উপর (লভ্যাংশ বাদে) ধরতে হবে--তা নগদ টাকাই হোক বা করোপযোগী দ্রব্যাদিই হোক।

৩. নিসাবের সমপরিমাণ বা তার চেয়ে বেশী মূল্যের ব্যবসায়ের সম্পদ যদি করোপযোগী নগদ টাকা বা সম্পদের বিনিময়ে অর্জন করা হয় (যেমন—রূপা, সোনা, কাগজের নোট ইত্যাদি) যা মূলে ব্যবসায়ের সম্পদ ছিল না কিন্তু মূল্যের দিক থেকে নিসাবের সমান বা তার চেয়ে বেশী, তাহলে বছরকালীন মালিকানাধীন থাকার হিসাব ভঙ্গ হবে না এবং চলতি হিসাব নতুন অর্জিত ব্যবসায়ের সম্পদের প্রতি প্রযোজ্য হবে।

৪. বহুগুণ হিসাবের ৩-ছ আইনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এবং তারই ফল হিসাবে ব্যবসায়ের সম্পদ যদি টাকা বা অন্য কোন ব্যবসায়ের সম্পদের সঙ্গে বিনিময় করা হয়, যা মূলধনের দুই বা ততোধিক পরিমাণ থেকে নেওয়া এবং তাদের সমসংখ্যক বছরকালীন হিসাবও রয়েছে, তাহলে উক্ত হিসাব নতুন অর্জিত ব্যবসায়ের সম্পদের উপরও আনুপাতিকভাবে প্রযোজ্য হবে। অতঃপর উক্ত সম্পদ বিক্রির পরে তার চলতি বছরকালীন হিসাব বিনিময়ে অর্জিত নতুন সম্পদের উপর আনুপাতিকভাবে প্রযোজ্য হবে—নগদ টাকাই হোক বা করোপযোগী সম্পদরূপেই হোক, যা তাদের ক্রয়মূল্য (লভ্যাংশ বাদে) তার উপর।

৫. অনুরূপভাবে ব্যবসায়ের সম্পদ যদি মূলধনের দুই বা ততোধিক পরিমাণ পুঁজি থেকে নেওয়া হয় যাদের সমসংখ্যক বছরকালীন হিসাব রয়েছে এবং উক্ত সম্পদ যদি একসঙ্গে টাকার বদলে হস্তান্তর করা হয়, তাহলে প্রাপ্ত সম্পদের সেই ক্রয়মূল্য অংশ (লভ্যাংশ বাদে) আনুপাতিক হারে স্ব-স্ব পরিমাণ মূলধনের সঙ্গে যোগ করতে হবে—প্রদত্ত সম্পদ যে মূলধনের অবিভাজ্য অংশ ছিলে এবং যার সঙ্গে তার একই বছরকালীন হিসাব চালু ছিল।

যৌথ মালিকানাধীন (অংশীদারিত্ব) সম্পদের যাকাত

যাকাত আইনের মূলনীতির আলোকে যাকাত পদ্ধতির উপর বা প্রত্যেক অংশীদারের করোপযোগী সম্পদের বাস্তব করোপযোগিতার সঙ্গে যৌথ মালিকানার (বা অন্য কথায় অংশীদারিত্বের) কোন সরাসরি সম্পর্ক নেই।

www.pathagar.com

বাস্তবিকপক্ষে অংশীদারিত্বজাত দায়িত্ব ও সুযোগ-সুবিধা কোনভাবেই অংশীদারগণের আইনসঙ্গত অধিকারকে খর্ব করে না বা অংশীদারিত্বের দায়িত্ব ভাগাভাগি কোনভাবেই তাঁদের ব্যবসায় তদারকির অধিকারকে খর্ব করে না বা কমায় না। অংশীদারিত্বের বাস্তবতা বরং প্রত্যেক অংশীদারের উপর দ্বিগুণ দায়িত্ব বর্তায়, কেননা প্রত্যেক অংশীদারের কর্তব্যই হয়ে দাঁড়ায় যে, তিনি যৌথ স্বার্থ রক্ষার খাতিরে তাঁর নিজের এবং অপর অংশীদারগণের কাজকর্ম নিরীক্ষা করবেন এবং শুধু তাই নয়, প্রয়োজনবোধে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কুরআনের আইন বাস্তবায়নের জন্যে মুসলমানদের উপর ন্যস্ত দায়দায়িত্ব পূরণ করার জন্যে তাঁদেরকে বাধ্য করবেন। অতএব, কড়াকড়িভাবে বলতে গেলে অংশীদারিত্বের ক্ষেত্রে প্রত্যেক অংশীদারের উপর যাকাতের দায়দায়িত্ব যতটা বস্তুভিত্তিক তার চেয়ে বেশী নৈতিক।

কুরআনের নির্দেশ অনুযায়ী সুসংগঠিত মানব সমাজের সামঞ্জস্যপূর্ণ কার্যতৎপরতার প্রথম নীতি হচ্ছে সকলের স্বার্থসংশ্লিষ্ট সকল বিষয়েই আলোচনা।

"বস্তুত তোমাদিগকে যা কিছু দেওয়া হয়েছে তা পার্থিব জীবনের ভোগ; কিন্তু আল্লাহ্‌র নিকট যা আছে তা উত্তম ও স্থায়ী, যারা বিশ্বাস করে ও তাদের প্রতিপালকের উপর নির্ভর করে তাদের জন্য। ...... যারা তাদের প্রতিপালকের আহ্বানে সাড়া দেয়, সালাত কায়েম করে, নিজেদের মধ্যে পরামর্শের মাধ্যমে নিজেদের কর্ম সম্পাদন করে এবং তাদেরকে আমি যে জীবনোপকরণ দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে।"

(সূরা শূরা: ৩৬, ৩৮)

অনুরূপভাবে সামগ্রিক সমাজের ক্ষেত্র অপেক্ষা কাজের সুযোগ স্বভাবতই যদিও কম তবুও সার্থকভাবে অংশীদারিত্বের ব্যবসা পরিচালনার প্রথম, বরং বলা উচিত যে অপরিহার্য, প্রয়োজন হল যৌথ মালিকানার ব্যবসায়ের সুষ্ঠু পরিচালনা এবং উন্নতির জন্যে ত্বরিৎ আলোচনা।

রসূলুল্লাহ্ (সা.) কর্তৃক নির্দেশিত আইনসঙ্গত মালিকানাধীন যৌথ সম্পদ পরিচালনার আইন কুরআনের আদর্শের সঙ্গে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং তা যাকাতসমেত যৌথ লেনদেনের যাবতীয় বিষয় ও দায়দায়িত্বের প্রতি সমভাবে প্রযোজ্য।

www.pathagar.com

"মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি তাঁর পিতা থেকে শুনেছেন, তিনি সুমামা থেকে শুনেছেন, তিনি আনাস থেকে শুনেছেন যে, আবু বকর (রা.) তাঁকে দুই অংশীদারের সম্পদ সম্বন্ধে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নির্দেশ লিখে জানিয়েছিলেন যে, সে ধরনের সম্পদের বিষয় ন্যায়নিষ্ঠার সঙ্গে তারা নিজেরা মীমাংসা করবে।" (ইমাম বুখারী)

হানাফী এবং মালিকী মযহাবের আইনবেত্তাগণের মতে এই আইন দ্বারা বুঝায় যে, যৌথ মালিকানাধীন কোন পরিমাণের সম্পদের করোপযোগিতা নির্ভর করবে প্রত্যেক অংশীদারের করোপযোগিতার উপর অর্থাৎ একদিকে আদৌ যাকাত নির্ধারণ করতে হলে প্রতিটি অংশের সম্পদ অন্ততঃ নিসাবের সমপরিমাণ হতে হবে; এবং অপরদিকে প্রত্যেক অংশীদারের ন্যায়সঙ্গত অংশের যাকাত আদায়ের দায়-দায়িত্ব হবে তাঁর নিজের। অতএব, কোন একজন অংশীদারের অংশ যদি নিসাব অপেক্ষা কম হয় তাহলে তা স্বভাবতই যাকাতমুক্ত থাকবে—যদিওবা যৌথ সম্পদের যোগ আনা নিসাব অপেক্ষা বেশী হয়।

এই মত যাকাত আইনের মূল আদর্শের সঙ্গে পুরাপুরি সঙ্গতিপূর্ণ হলেও ইমাম মুহাম্মদ, ইমাম শাফিঈ, ইমাম আহমদ ইব্‌ন হাম্বল, ইমাম ইস্‌হাক, ইমাম গায্‌যালী, ইমাম লাইস এবং ইমাম ইব্‌ন হাযমের মত খ্যাতনামা আইন ব্যাখ্যাতাগণ এরূপ মত পোষণ করেন যে, যৌথ মালিকানাধীন সম্পদের ক্ষেত্রে একজন অংশীদারের অংশ আরেকজনের বা আর সকলের অংশের পরিপূরক, তাই উক্ত সম্পদকে একক করোপযোগী সম্পদরূপে গণ্য করতে হবে এবং সকল অংশীদারের জন্যে একটি নিসাব ধরতে হবে। সাধারণ অংশীদারিত্বের ক্ষেত্রে এ ধরনের করারোপ পদ্ধতি যে কেবল অতিরঞ্জনই নয়, বরং যাকাত আইনের মূল আদর্শের সঙ্গেও সামঞ্জস্যহীন, তার প্রমাণ পাওয়া যাবে এরই সমর্থনকারী আইন ব্যাখ্যাতাগণের নিম্নলিখিত কয়েকটি উদাহরণ থেকে :

(ক) ইমাম মুহাম্মদের মতে, ৫ জন লোক যদি যৌথভাবে ৫টি উটের মালিক হন তাহলে প্রত্যেকে ১টি ভেড়ার মূল্যের $\frac{১}{৫}$ পরিমাণ যাকাত প্রদান করবেন; এবং ১০ জন লোক যদি যৌথভাবে ৫টি উটের মালিক হন তাহলে প্রত্যেকে ১টি ভেড়ার মূল্যের $\frac{১}{১০}$ পরিমাণ যাকাত প্রদান করবেন।

www.pathagar.com

(খ) ইমাম শাফিঈর মতে, ৪০ জন লোক যদি যৌথভাবে ৪০টি ভেড়ার মালিক হন তাহলে ১টি ভেড়া যাকাত দিতে হবে। অন্য কথায়, প্রত্যেকে যদিও ১টি করে ভেড়ার ন্যায্য মালিক, তথাপি তাঁকে ১টি ভেড়ার মূল্যের $\frac{১}{৪০}$ পরিমাণ যাকাত প্রদান করতে হবে।

(গ) ইমাম হাম্বালীর মতে, যৌথ মালিকানাধীন বিশেষ কোন ধরনের কৃষিজ সম্পদের মোট পরিমাণ যদি অন্ততঃ নিসাবের সমপরিমাণ ৫টি উটের বোঝার সমান হয়, তাহলে বিভিন্ন অংশীদারের স্ব-স্ব পরিমাণ নিসাব অপেক্ষা কম হলেও যাকাত অবশ্য প্রদান করতে হবে।

(ঘ) ইমাম ইব্ন হাযম এরূপ উদাহরণ দেখিয়েছেন যে, ২০০ জন লোক যদি যৌথভাবে ২০০ দিরহামের মালিক হন এবং প্রত্যেকে ১টি দিরহামের ন্যায্য মালিক হন, তাহলে তাঁরা সবাই যৌথভাবে ৫ দিরহাম যাকাত প্রদান করবেন।

এই পদ্ধতির যাকাতের আরেকটি গরমিল হল এই যে, যৌথ মালিকানাধীন বিশেষ পরিমাণের সম্পদের যাকাত স্বাভাবিকভাবে যা দেয় হতে পারত তার চেয়ে কম বা বেশীও হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, দুইজন অংশীদার যদি ২০২ টি ভেড়ার পালের মালিক হন, প্রত্যেকে ১০১টি ভেড়ার ন্যায্য মালিক, তাহলে দুইজনের প্রত্যেককে ১$\frac{১}{২}$টি ভেড়ার মূল্য যাকাত দিতে হবে, কেননা ২০২টি ভেড়ার যাকাত ৩টি ভেড়া। অথচ তাঁদের প্রত্যেককে যদি নিজ নিজ অংশের যাকাত দিতে হত তাহলে ১০১টি ভেড়ার স্বাভাবিক যাকাত হত মাত্র ১টি ভেড়া।

অপরপক্ষে, ১২০টি ভেড়ার মালিক যদি হন যৌথভাবে দুই বা তিন জন, তাহলে তাঁদের প্রত্যেককে একটি ভেড়ার $\frac{১}{২}$ বা $\frac{১}{৩}$ পরিমাণ মূল্য যাকাত দিতে হবে, কেননা ১২০টি ভেড়ার যাকাত ১টি ভেড়া। অথচ অংশীদারগণের প্রত্যেককে যদি শুধু নিজ নিজ অংশের যাকাত দিতে হত তাহলে প্রত্যেকের ৪০টি ভেড়ার (অর্থাৎ, নিসাবের সমপরিমাণ) জন্যে যাকাত দিতে হত ১টি ভেড়া, কেননা যৌথ মালিকানাধীন ১২০টি ভেড়ার মোট যাকাত হচ্ছে ৩টি ভেড়া।

এখন হানাফী মাযহাবের যথার্থ যুক্তির সমর্থনে আমরা বলতে পারি যে, নিসাব যেহেতু ন্যায়সঙ্গত মালিকানার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত তাই নিসাব অপেক্ষা কম পরিমাণের উপর যাকাত ধার্য করা নিষেধ। তদুপরি সাধারণ

www.pathagar.com

অংশীদারিত্বের ক্ষেত্রে একজন অংশীদারের যেহেতু অন্যান্য অংশীদারের অংশের উপর কোন আইনগত অধিকার নেই, তাই পরিষ্কারই প্রমাণিত হয় যে, কোন একটি বিশেষ অংশ সমগ্র সম্পদের অবিচ্ছেদ্য অংশ নয়, আর সেজন্যে সমগ্র সম্পদকে আইনগতভাবে যাকাত করাধীন না-ও করা যেতে পারে। এটা যথার্থই বলা যায় যে, নিসাবের গুরুত্বই ব্যক্তিগত করা-রোপকে গুরুত্ব দান করে।

আরো যথার্থ হবার জন্যে বলা যায় যে, দুই বা ততোধিক ব্যক্তির যে সাধারণ অংশীদারিত্ব তা অবশ্যই হয়ে থাকে সীমাবদ্ধ প্রকৃতির, যা বাস্তব এবং আইনের দৃষ্টিকোণ থেকে অংশীদারদের মধ্যে সীমাবদ্ধ সম্পর্কই প্রতিষ্ঠিত করে। কেবলমাত্র নীতিগত দিক থেকে অর্থাৎ দায়িত্বের দিক থেকেই সম্পর্ক পূর্ণাঙ্গ হয়।

এই আইনের একমাত্র ব্যতিক্রম দেখা যায় ইসলামী বিবাহ বন্ধনের চুক্তির অর্থনৈতিক অংশীদারিত্বের মধ্যে। এই চুক্তিতে নিহিত থাকে যে, স্বামীর বর্তমান আয় এবং পরবর্তীকালীন উপার্জন দুই-ই স্বামী-স্ত্রী উভয়ের যৌথ সম্পদ এবং ফলে দায়-দায়িত্ব যৌথ হয়। সাধারণ অংশীদারিত্ব অপেক্ষা স্বামী-স্ত্রীর অংশীদারিত্বের দায়-দায়িত্ব বরং বেশী হয়, এটা স্বামী-স্ত্রী উভয়ের কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায় যে তাঁরা নিজেদের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়াদির রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে প্রত্যেকেই নিজের এবং একে অপরের কাজ দেখবেন যাতে তাঁদের পবিত্র দায়িত্ব যথাযথভাবে পূর্ণ হতে পারে। কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে প্রতিষ্ঠিত বন্ধনের প্রকৃতির ফলেই এরূপ দেখা যায় যে, ইসলামী বিবাহবন্ধন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব—যতদিন পর্যন্ত বিবাহ বন্ধন কার্যকরভাবে স্থায়ী থাকে ততদিন পর্যন্ত পূর্ণাঙ্গ ও সম্পূর্ণ থাকে। তালাক বা মৃত্যুজনিত কারণে বন্ধন ছিন্ন না হলে এই পবিত্র অংশীদারিত্ব সম্পূর্ণই থাকে, এ সাধারণ অংশীদারিত্বের ক্ষেত্রের বরং বিপরীত।

তদুপরি, এটা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, যদিও একেবারে খাঁটি আইনের দৃষ্টিকোণ থেকে বিবাহ অংশীদারিত্বের যৌথ মালিকানাধীন সম্পদের সম্পূর্ণই স্বামীর অবদান, তবু স্ত্রীরও তাতে পরিষ্কার আইনসঙ্গত অধিকার থাকে, এটা সাধারণ অংশীদারিত্ব ব্যবসায়ের ব্যতিক্রম। অপরপক্ষে, স্ত্রী নিজ অধিকারে যা কিছু সম্পদের মালিক হোন না কেন, তা যৌথ

www.pathagar.com

সম্পদ থেকে আলাদা থাকে, সে সম্পদ স্ত্রী নিজেই দেখাশোনা করেন, নিজ ইচ্ছামত তিনি স্বাধীনভাবে তা থেকে ব্যয় করতে পারেন—অবশ্যই কুরআনের নির্দেশ অনুযায়ী। এই বিশেষ কারণে স্বামী-স্ত্রীর যৌথ সম্পদের যে কোন অংশের যাকাতের বিবেচনা করার কাজে তাকে একক করোপযোগী সম্পদরূপে বিবেচনা করতে হবে এবং স্বামী-স্ত্রী উভয়ের জন্যে একটি অভিন্ন নিসাব ধরতে হবে।

বিবাহ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত অংশীদারিত্ব এবং সাধারণ অংশীদারিত্বের ব্যবসা এই উভয় ক্ষেত্রেই যাকাত আইনমতে বিধান আছে যে, স্বার্থের খাতিরে যেহেতু দায়িত্ব বর্তায় তাই উভয় বা সকল অংশীদারের পক্ষথেকে একজন অংশীদার যাকাত প্রদান করবেন। তবে এটুকু তফাৎ যে, সাধারণ অংশীদারিত্বের ক্ষেত্রে যৌথ মালিকানাধীন সম্পদের ন্যায্য যাকাত প্রত্যেক অংশীদারের অংশের মূল্য অনুপাতে ধরতে হবে এবং প্রত্যেক অংশীদারেরই এটা নৈতিক ও আইনগত দায়িত্ব যে, তিনি তাঁর নিজ অংশের যাকাতের সমপরিমাণ মূল্যের নগদ টাকা বা দ্রব্যাদি কোন একজনের নিকট প্রদান করবেন যিনি সকলের পক্ষ থেকে প্রদেয় ষোল আনা যাকাত দিবেন।

সাধারণ অংশীদারিত্বের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে (ক) উত্তরাধিকার, দান বা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের (অংশ প্রদানকারী কোম্পানী সমেত) দ্বারা সৃষ্ট অংশীদারিত্ব (خلطة الشيوع), এবং সুবিধাজনক বা "প্রতিবেশীমূলক" অংশীদারিত্ব (خلطة الجوار), যাতে অংশীদারগণ কোন একটি সাধারণ মাঠ, রাখাল, চারণ, আস্তাবল বা পানি খাওয়ানোর জলাশয়ের মালিক হন বা কোন সাধারণ যমিন, লাঙল, কৃষক বা পানিসেচ পদ্ধতির অংশীদার হন ইত্যাদি।

যৌথ মালিকানাধীন সম্পদের জন্যে প্রযোজ্য নিম্নলিখিত আইনগুলো (সাধারণ অংশীদারিত্বের ক্ষেত্রে) ব্যক্তিগত করারোপ পদ্ধতির সঙ্গে এবং বিবাহ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত অংশীদারিত্বের ক্ষেত্রের করারোপ পদ্ধতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।

যৌথ মালিকানাধীন সম্পদের যাকাতের আইন

১. যাকাত আইনের মূলনীতি ও আদর্শের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে যৌথ মালিকানাধীন সম্পদের সম্মিলিত করোপযোগিতা—যেমন, রূপা, সোনা,

www.pathagar.com

কাগজের নোট, ব্যবসায়ের দ্রব্যাদি, করযোগ্য গৃহপালিত পশু, করযোগ্য কৃষিজ উৎপাদন, মধুর চাষ, রেশমের চাষ ইত্যাদি নির্ধারণকালে প্রত্যেক অংশীদারের অংশ বিবেচনা করে করতে হবে।

অতএব, আদৌ যাকাতকর ধার্য করার জন্যে প্রত্যেক অংশীদারের অংশ অবশ্যই করযোগ্য হতে হবে অর্থাৎ অন্ততঃ নিসাবের সমপরিমাণ হতে হবে এবং প্রত্যেক অংশীদারকে আলাদাভাবে তাঁর নিজ আইনসম্মত অংশের যাকাত আদায়ের দায়দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ :

(ক) ৪০টি ভেড়ার একটি পাল যদি দুই বা ততোধিক ব্যক্তির যৌথ মালিকানাধীন হয়, তাহলে তাঁদের কারো যাকাতের দায়দায়িত্ব থাকবে না, কেননা, কারো অংশই নিসাবের সমপরিমাণ হয় না।

(খ) ১২০টি ভেড়ার একটি পালের যৌথ মালিক যদি হন দুইজন অংশীদার এবং তাঁদের একজন ৩৯টি এবং অপরজন ৮১টি ভেড়ার ন্যায্য মালিক হন, তাহলে প্রথম অংশীদারের কোন যাকাতের দায়দায়িত্ব থাকবে না, কারণ তাঁর অংশ নিসাব পূর্ণ করে না; আর দ্বিতীয় অংশীদার তাঁর অংশের জন্যে ১টি ভেড়া যাকাত প্রদান করবেন।

(গ) যদি চারজন লোক যৌথভাবে ২৩০টি ভেড়ার মালিক হন, প্রথম জন ৪০টি ভেড়ার, দ্বিতীয় জন ১২১টি ভেড়ার, তৃতীয় জন ৪৫টি ভেড়ার এবং চতুর্থ জন মাত্র ২৪টি ভেড়ার মালিক, তাহলে প্রথম অংশীদারকে ১টি ভেড়া, দ্বিতীয় অংশীদারকে ২টি ভেড়া, তৃতীয় অংশীদারকে ১টি ভেড়া যাকাত প্রদান করতে হবে; চতুর্থ জনের অংশ যেহেতু নিসাব পূর্ণ করে না তাই তাঁকে কোন যাকাত দিতে হবে না।

অনুরূপভাবে, যৌথ মালিকানাধীন ২৩০টি ভেড়ার জন্যে যাকাত প্রদান করতে হবে ৪টি ভেড়া।

অথচ ২৩০টি ভেড়া যদি কোন এক ব্যক্তির একক সম্পদ হত বা কোন বিবাহিত দম্পতির যৌথ সম্পত্তি হত তাহলে যাকাত নির্ধারিত হত মাত্র ২টি ভেড়া।

(ঘ) যদি দুইজন লোক যৌথভাবে ১২০টি ভেড়ার মালিক হন এবং উভয়েরই ৬০টি করে ভেড়া থাকে, তাহলে প্রত্যেককেই ১টি করে ভেড়া যাকাত দিতে হবে, কেননা, পুরা পালের যাকাত হয় ২টি ভেড়া।

www.pathagar.com

এই একই সংখ্যক ভেড়ার পালের মালিক যদি তিনজন হন এবং তাঁদের প্রত্যেকে ৪০টি করে ভেড়ার মালিক হন, তাহলে প্রত্যেককে যাকাত প্রদান করতে হবে ১টি করে ভেড়া, কেননা পুরা পালের যাকাত হয় ৩টি ভেড়া।

এই একই সংখ্যক ভেড়ার পালের মালিক যদি চারজন হন এবং তাঁদের প্রত্যেকে ৩০টি করে ভেড়ার মালিক হন, তাহলে চারজনের কাউকেই যাকাত দিতে হবে না, কেননা কারো অংশই নিসাব পূর্ণ করে না।

অথচ ১২০টি ভেড়ার একটি পাল যদি এক ব্যক্তির একক সম্পদ হত বা কোন বিবাহিত দম্পতির যৌথ সম্পত্তি হত তাহলে যাকাত নির্ধারিত হত মাত্র ১টি ভেড়া।

(ঙ) ২০২টি ভেড়ার একটি পালের যৌথ মালিক যদি হন দুইজন এবং তাঁদের প্রত্যেকের ১০১টি করে ভেড়া থাকে, তাহলে প্রত্যেককে ১টি করে ভেড়া যাকাত দিতে হবে, কেননা পুরা পালের যাকাত হয় ২টি ভেড়া।

এই একই পালের যৌথ মালিকানা যদি হত তিনজন অংশীদারের এবং তাদের প্রত্যেকে কমপক্ষে ৪০টি এবং উর্ধ্বে ১২০টি ভেড়ার মালিক হতেন তাহলে প্রত্যেককে যাকাত দিতে হত ১টি করে ভেড়া, যাতে সর্বমোট যাকাতের পরিমাণ হয় ৩টি ভেড়া।

এই একই পালের যৌথ মালিকানা যদি হত তিনজনের এবং তাঁদের প্রথম ও দ্বিতীয়জনের প্রত্যেকের অংশের পরিমাণ হত ৪০টি করে ভেড়া আর তৃতীয় অংশীদারের অংশের পরিমাণ হত ১২২টি ভেড়া, তাহলে প্রথম ও দ্বিতীয় অংশীদারকে যাকাত প্রদান করতে হত ১টি করে ভেড়া আর তৃতীয় অংশীদারকে দিতে হত ২টি ভেড়া যাতে সর্বমোট যাকাতের পরিমাণ হয় ৪টি ভেড়া।

অথচ এই ২০২টি ভেড়া যদি কোন এক ব্যক্তির একক সম্পদ হত অথবা কোন বিবাহিত দম্পতির যৌথ সম্পদ হত তাহলে যাকাত ধার্য হত মাত্র ৩টি ভেড়া।

(চ) ১০ উটের বোঝা অপেক্ষা কম পরিমাণ কৃষিজ সম্পদের মালিক (একই ধরনের) যদি যৌথভাবে দুই বা ততোধিক ব্যক্তি হন এবং প্রত্যেক অংশীদার অর্ধেক বা তার কম পরিমাণের আইনসঙ্গত মালিক হন, তাহলে

www.pathagar.com

কাউকেই যাকাত দিতে হবে না, কারণ কারো অংশই নির্ধারিত নিসাব ৫ উটের বোঝা পরিমাণের সমান হয় না।

আর এই একই পরিমাণ কৃষিজ সম্পদের যৌথ মালিক যদি দুই বা ততোধিক ব্যক্তি হন এবং প্রথম অংশীদার কমপক্ষে ৫ উটের বোঝা পরিমাণ সম্পদের মালিক হন এবং অন্যান্য অংশীদারগণ বাদবাকী সম্পদের মালিক হন, তাহলে কেবলমাত্র প্রথম অংশীদারকে যাকাত দিতে হবে। অন্যান্য শরীকদের অংশ নিসাব অপেক্ষা কম পরিমাণের হওয়াহেতু তাঁদেরকে কোন যাকাত দিতে হবে না।

অথচ এই একই পরিমাণের কৃষিজ সম্পদ যদি কোন এক ব্যক্তির একক মালিকানাধীন হত বা কোন বিবাহিত দম্পতির যৌথ সম্পদ হত, তাহলে নিসাব অপেক্ষা পরিমাণে অধিক হওয়াহেতু ষোল আনা সম্পদেরই যাকাত দিতে হত।

(ছ) ১০ উটের বোঝা পরিমাণ একই ধরনের কৃষিজ সম্পদের মালিক যদি যৌথভাবে দুইজন হন এবং উভয় শরীক ৫ উটের বোঝা পরিমাণ করে সম্পদের মালিক হন তাহলে উভয় শরীকই তাঁর নিজ নিজ অংশের যাকাত প্রদান করবেন।

(জ) ৫ উটের বোঝা পরিমাণ (১,৬৮০ সের বা ১,৫৬৮ কিলো) গমের মূল্য যদি ৫২৫ টাকা ধরে নিই, বা রূপা, সোনা, টাকার নোট, ব্যবসায়ের সম্পদ ইত্যাদির সমপরিমাণ এবং করোপযোগিতা বৃদ্ধি ধরে নিই প্রতি ১০৫ টাকার, তাহলে ৬,০০০ টাকা মূলধনের একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের ৪০০ টাকা, ৫০০ টাকা, ১,০০০ টাকা, ২,০০০ টাকা এবং ২,১০০ টাকা পরিমাণের পাঁচজন অংশীদারের নিজ নিজ অংশের যাকাত হবে নিম্নরূপ ঃ

৪০০ টাকা ও ৫০০ টাকা পরিমাণের দুই শরীকের অংশই যাকাত-মুক্ত থাকবে, কারণ তাঁদের অংশ নিসাব পূর্ণ করে না।

তৃতীয় শরীকের অংশের (১,০০০ টাকা) যাকাত হবে ২৩·১০ টাকা (৯৪৫ টাকার) উপর ধার্য, বাকী ৫৫ টাকা, ৯৪৫ টাকা ও ১,০৫০ টাকার মধ্যবর্তী যাকাতমুক্ত অবকাশ লাভ করবে)।

www.pathagar.com

চতুর্থ শরীকের অংশের (২,০০০ টাকা) যাকাত হবে ৪৯'১৪ টাকা (১,৯৯৫ টাকার উপর ধার্য, বাকী ৫ টাকা, ১,৯৯৫ টাকা ও ২,১০০ টাকার মধ্যবর্তী যাকাতমুক্ত অবকাশ লাভ করবে)।

পঞ্চম শরীকের অংশের (২,১০০ টাকা) যাকাত হবে ৫২'০৮ টাকা (পুরা টাকার উপর ধার্য, কোন পরিমাণ যাকাতমুক্ত অবকাশ লাভ না করায়)।

অতএব উপরোক্ত ক্ষেত্রে যৌথ মালিকানাধীন ৬,০০০ টাকা মূলধনের মোট যাকাত হবে ১২৬ টাকা।

অথচ এই পরিমাণ মূলধন যদি কোন এক ব্যক্তির একক মূলধন হত অথবা কোন বিবাহিত দম্পতির যৌথ সম্পত্তি হত এবং একটিমাত্র বছর-কালীন হিসাবের অধীন হত, তাহলে যাকাত হত ১৪৯'১০ টাকা (৫,৯৮৫ টাকার উপর ধার্য, বাকী ১৫ টাকা, ৫,৯৮৫ টাকা ও ৬,০৯০ টাকার মধ্যবর্তী হওয়ায় যাকাতমুক্ত অবকাশ লাভ করত)।

২. উত্তরাধিকার বা উপহারের সম্পদ দ্বারা সৃষ্ট অংশীদারিত্বের ক্ষেত্রে সকল শরীকের যৌথ সম্পদ স্বাভাবিকভাবেই মাত্র একটি বছরকালীন হিসা-বের অধীন হবে।

কিন্তু, বছরকালীন হিসাবের আইন এবং করোপযোগী সম্পদ বিনি-ময়ের আইনহেতু 'প্রতিবেশী' শরীক এবং শেয়ার প্রদানকারী কোম্পানী বা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের শরীকের ক্ষেত্রে প্রায়ই দেখা যায় যে, বিভিন্ন শরীক বা শেয়ার ক্রেতারা ব্যক্তিগতভাবে যে পরিমাণ সম্পদ প্রদান করেন সেগুলো গোড়া থেকেই ভিন্ন বছরকালীন হিসাবের অধীন থাকে। এ ধরনের ক্ষেত্রে যৌথ মালিকানাধীন সম্পদে প্রত্যেক শরীকের অংশ তা ইতিমধ্যেই যে বছরকালীন হিসাবের অধীন রয়েছে সে হিসাবের অধীনই থাকবে এবং যে তারিখে সে সম্পদের যাকাত স্বাভাবিকভাবে দেয়া হত সেই তারিখেই প্রদান করতে হবে।

অপরপক্ষে, বহুগুণ হিসাবের ৩-চ আইনের সঙ্গে, ব্যবসায়ের যাকাতের ২৯ নং আইনের সঙ্গে, গৃহপালিত পশুর যাকাতের ৪-গ আইনের সঙ্গে এবং মাঠে চরানো ঘোড়ার যাকাতের ১২-গ আইনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে অংশী-দারিত্ব থেকে এককালে বা একই সময়ের মধ্যে লভ্যাংশস্বরূপ পাওয়া

www.pathagar.com

করোপযোগী সম্পদ যদি পরবর্তীতে যৌথ সম্পদে খাটানো (গৃহপালিত পশু হলে যোগ করা) হয়, তাহলে তা স্বাভাবিকভাবেই একই বছরকালীন হিসাবের অন্তর্ভুক্ত হবে ; অর্থাৎ প্রত্যেক শরীকের অংশের সঙ্গে একই তারিখে হিসাব শুরু ও শেষ করতে হবে।

৩. সাধারণ অংশীদারিত্বের ক্ষেত্রে বাস্তব যাকাত প্রদান এভাবে হতে পারে; প্রত্যেক শরীক বা শেয়ার-অধিকারী তাঁর নিজ অংশের যাকাত নিজে প্রদান করবেন[১], যৌথ সম্পদের বিভিন্ন অংশীদারদের অংশের যদি একেবারে অনুরূপ বছরকালীন হিসাব থাকে অর্থাৎ সকলের অংশেরই বছরকালীন হিসাবের শুরু ও শেষ একই তারিখে হয়, তাহলে যৌথভাবে যাকাত প্রদান করতে হবে অথবা সাধারণ মতৈক্য দ্বারা অথবা কোন শরীক অনুপস্থিত থাকলে বা ইচ্ছাপূর্বক অনাদায়কারী হলে, কোন একজন অংশীদার সেই ব্যক্তির পক্ষে এবং অন্য সকলের পক্ষে যাকাত আদায় করবেন। শেষোক্ত ক্ষেত্রে সকল অংশীদারেরই এটা নৈতিক দায়িত্ব হবে যে, তাঁরা যাকাত প্রদানকারী শরীককে নিজ নিজ অংশের যাকাত দিয়ে দেবেন।

কি পদ্ধতিতে যাকাত আদায় করবেন তা সম্পূর্ণরূপে যাকাত প্রদানকারীদের উপর নির্ভর করবে। তবে একটি অপরিহার্য শর্ত যে, (১ নং আইন অনুযায়ী) যৌথ মালিকানাধীন সম্পদের প্রত্যেক অংশীদারের অংশের সংখ্যা, পরিমাণ বা মূল্য অনুসারে যাকাত নির্ধারণ করে নিতে হবে।

৪. ইসলামী বিবাহ বন্ধন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত অর্থনৈতিক অংশীদারিত্বের পূর্ণাঙ্গ প্রকৃতির কারণে স্বামী-স্ত্রীর যৌথ যে কোন করোপযোগী সম্পদ যা সংখ্যা, পরিমাণ বা মূল্যের দিক থেকে অন্ততঃ নিসাবের সমপরিমাণ, তা স্বাভাবিকভাবে এবং অবিভক্তভাবে যাকাত করাধীন হবে।

৫. ইসলামী বিবাহ বন্ধন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত অংশীদারিত্বের ক্ষেত্রে যে কোন একজন অর্থাৎ স্বামী বা স্বামীর অনুপস্থিতিতে কিংবা তিনি অনাদায়কারী হলে স্ত্রী যাকাত প্রদান করবেন।

৬. স্বামী বা স্ত্রী যে কোন একজন অংশীদার অনুপস্থিত থাকলে বা অনাদায়কারী হলে তাঁর পক্ষ থেকে অপরজন যদি বা যখন আইনসঙ্গতভাবে দেয় যাকাত আদায় করেন তখন কোন অবস্থাতেই সে ব্যক্তি কোন

১. কোম্পানীর শেয়ার অধিকারীদের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতিতে যাকাত প্রদান অত্যাবশ্যক।

www.pathagar.com

আপত্তি উত্থাপন করতে পারবেন না। এবং ৩ নং আইনের উল্লেখ অনুযায়ী, সাধারণ অংশীদারিত্বের ক্ষেত্রে সকল শরীকেরই একটা নৈতিক দায়িত্ব হয়ে যায় যে, তাঁর বা তাঁদের পক্ষ থেকে যিনি যাকাত দিয়ে দিলেন, তাঁকে নিজ নিজ অংশের যাকাত দিয়ে দেওয়া।

৭. অনুরূপভাবে, যাকাত হিসাব করার আইন যেমন ঠিক, তেমনি বিভিন্ন ধরনের করোপযোগী সম্পদের যাকাতের আইনও বহুগুণ হিসাব, বছরকালীন মালিকানাধীন থাকার হিসাব, করোপযোগী সম্পদ বিনিময়, ঋণস্বরূপ প্রদত্ত যাকাতের হিসাব, ঋণের জন্যে দায়বদ্ধ করোপযোগী সম্পদ, বিলম্বে বা অতীতে কার্যকরভাবে যাকাত আদায় এবং মৃত ব্যক্তির যাকাত অদায়ের বেলায়, যৌথ সম্পদ হলে তখন ব্যক্তিগত ভিত্তিতে প্রযোজ্য হবে। অর্থাৎ প্রত্যেক শরীকের অংশ সংখ্যা, পরিমাণ বা মূল্য অনুযায়ী যাকাত ধার্য হবে ও আদায় করতে হবে।

নির্ভুল হবার জন্যে, বলা যেতে পারে যে, কোন এক ব্যক্তি—শরীকদের মধ্যে একজন হলেই ভাল হয়—যৌথ সম্পদের যথাযথ হিসাব রক্ষা করবেন এবং প্রত্যেক শরীকের যাকাত কত তারও হিসাব রক্ষা করবেন।

তদুপরি, এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে, যে কোন অংশীদারিত্বের ক্ষেত্রে প্রত্যেক শরীক তাঁর নিজ অংশের এবং অন্য শরীকদেরও অংশের বছরকালীন হিসাব কবে শুরু হয় এবং কবে শেষ হয় সে সম্বন্ধে অবগত থাকবেন।

৮. লভ্যাংশ ভাগ করার প্রয়োজনে যদি দুই বা ততোধিক শরীকের যে কোন পরিমাণ সম্পদের সাধারণ অংশীদারিত্ব গঠিত হয় এবং একজন বা একাধিক শরীক করোপযোগী পুঁজি প্রদান করেন এবং অন্যজন বা অন্যান্যরা তাঁদের শ্রম প্রদান করেন, তাহলে মূল পুঁজির বিবেচনায়, যাকাত প্রদানের দায়িত্ব হবে প্রথমোক্তগণের অর্থাৎ পুঁজি প্রদানকারীদের, যাঁরা করোপযোগী সম্পদের ন্যায্য মালিক। তবে কোন শ্রম প্রদানকারী শরীক যদি পরবর্তীতে অংশীদারী করোপযোগী সম্পদে পুঁজি বিনিয়োগ করেন (অংশীদারিত্ব থেকে লভ্যাংশস্বরূপ প্রাপ্ত অর্থ হোক বা না হোক) যে পুঁজির তিনি ন্যায়সঙ্গত মালিক, তাহলে তিনি উক্ত বিনিয়োগ দ্বারা পুঁজির অন্যতম ন্যায্য অংশীদার হবেন। অতঃপর তিনি নিজ অংশের সংখ্যা, পরিমাণ বা মূল্য অনুযায়ী দেয় যাকাত প্রদানে বাধ্য হবেন।

www.pathagar.com

৯. কোন করোপযোগী যৌথ সম্পদের অংশীদারের যদি সেই একই জাতের অন্য সম্পদও থাকে এবং উভয় সম্পদের বছরকালীন হিসাব শুরু ও শেষ হবার তারিখ যদি একই হয়, তাহলে (উভয় সম্পদ নিসাব পূর্ণ করলে) তিনি এই উভয় সম্পদকে এক সম্পদরূপে গণ্য করে একত্রে তাদের যাকাত প্রদান করতে পারেন।[১]

তবে কোন শরীকের যৌথ সম্পদের জাতের একই সম্পদ যদি অন্যত্র থাকে কিন্তু সে সম্পদ ভিন্ন তারিখে অর্জিত হয়ে থাকে এবং তা নিসাবও পূর্ণ না করে, তাহলে করোপযোগিতা অর্জন না করা পর্যন্ত তা যাকাতমুক্ত থাকবে। কিন্তু তাঁর যৌথ মালিকানার অংশীদারিত্বের সম্পদের যাকাত দেয় হবার কালে যদি উক্ত আলাদা সম্পদ করোপযোগিতা অর্জন না করে, তাহলে তা যৌথ অংশের যাকাত প্রদানের পরে তার সঙ্গে যোগ করতে হবে (যাকাত হিসাব করার জন্যে); এবং তা করতে হবে যেদিন তা বছরকালের হিসাব পূর্ণ করবে তার পরদিন। অতঃপর এই উভয় মিলিত সম্পদের জন্যে একটিমাত্র বছরকালীন হিসাব ধরতে হবে।

সকল সাধারণ অংশীদারিত্বের ক্ষেত্রে (অর্থাৎ উত্তরাধিকার, উপহার, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান, শেয়ার প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান) এই নিয়ম প্রযোজ্য হবে এবং 'প্রতিবেশী' অংশীদারিত্বের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে।

১০. সাধারণ অংশীদারিত্বের মুসলমান ও অমুসলমান উভয়েই যদি অংশীদার বা শেয়ার অধিকারী হন, তাহলে শুধু মুসলমান শরীকের বা শরীকদের আইনসঙ্গত করোপযোগী অংশই যাকাত করাধীন হবে এবং অমুসলমান অংশীদারদের অংশ—তা অমুসলমানের সম্পদ, এ কারণেই—যাকাতমুক্ত থাকবে।

যাকাতমুক্ত সম্পদ

যাকাত আইনের নীতি ও আদর্শ অনুযায়ী অনুৎপাদনশীল সম্পদ, অর্থাৎ যা স্থায়ী মূল্যের উদ্বৃত্ত সম্পদ নয় বা আরো পরিষ্কারভাবে বলতে গেলে (ক) যা কিছু ব্যক্তির সম্মানজনক ভাবে বাৎসরিক প্রয়োজন মিটানোর জন্যে অত্যাবশ্যক, (খ) যা কিছু পারিবারিক, জনগণের বা শিল্পক্ষেত্রের জন্যে

১. ব্যবসায়ের যাকাতের ৩০ নং আইন দেখুন।

www.pathagar.com

প্রাত্যহিক প্রয়োজনের জিনিস এবং (গ) যা কিছু ব্যবহার করলে বা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে লোপ পেতে থাকে আর যেহেতু রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে ন্যায্য মালিককে নিয়মিত খরচ করতে হয়, তা-ই যাকাতমুক্ত সম্পদ। ব্যবসায়ের জন্যে ব্যবহৃত হলেই শুধু এর ব্যতিক্রম হবে।

যাকাতমুক্ত সম্পদের শ্রেণীবিভাগ ঃ

১. যে সম্পদ স্বাভাবিকভাবে যাকাত করোপযোগী হওয়া সত্ত্বেও অর্জনের এক বছর সময়ের মধ্যে ব্যয়িত হয়ে যায় বা যা সংখ্যা, পরিমাণ বা মূল্যের দিক থেকে সেই শ্রেণীর সম্পদের জন্যে নির্ধারিত নিসাব অপেক্ষা কম হয়।

২. কম মূল্যমানের সকল মুদ্রা, কম মূল্যের ধাতুর তৈরী সকল মুদ্রা (এ দেশের আধুনিক কাঁচা টাকাতে কোন রূপা বা সোনা থাকে না, কাজেই কাগজের নোটের যাকাতের ৩ নং আইনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কাঁচা টাকাকে কাগজের বদলে ধাতুতে ছাপা নোটরূপে গণ্য করতে হবে এবং তার যাকাতও সেভাবেই নির্ধারণ করতে হবে)।

৩. ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্যে ক্রয় করা সকল প্রকার খাদ্যশস্য (অর্থাৎ যা ব্যবসায়ের জন্যে নয়।)

৪. পারিবারিক ব্যবহারের সকল আসবাবপত্র ও তৈজসপত্র (কিন্তু রূপা, সোনা, মুক্তা, মূল্যবান পাথরের তৈরী বা কারুকার্যমণ্ডিত হলে তখন নিয়মানুযায়ী উক্ত করোপযোগী সম্পদ যাকাত করাধীন হবে)।

৫. সকল পোশাক-পরিচ্ছদ এবং কাপড়-চোপড় (কিন্তু রূপা ও সোনার তন্তুর তৈরী হলে অথবা সোনা বা মণিমুক্তার কারুকার্যখচিত হলে তখন যথারীতি যাকাত করাধীন হবে)।

৬. কাগজ, বইপত্র, যে কোন রকম ছাপানো জিনিস, পাণ্ডুলিপি, মূল্যবান ধাতু বা মূল্যবান পাথরের তৈরী ব্যতীত সকল শিল্পদ্রব্য, চীনামাটির জিনিসপত্র ইত্যাদি।

৭. সকল দালানকোঠা অর্থাৎ ব্যক্তি বিশেষের বাসভবন ও গণ-প্রতিষ্ঠানের ভবন, ওয়্যারহাউজ, গুদাম, মিল, কারখানা, আস্তাবল ইত্যাদি।

৮. পূর্ণাঙ্গ বা সম্পূর্ণরূপে ব্যবহার হয় না এমন সকল গৃহপালিত

www.pathagar.com

পশু (যেমন গাধা[১], খচ্চর[২], হাতী, কুকুর, বিড়াল, বলদ-গরু, বলদ-ঘোড়া ইত্যাদি)।

৯. সকল গৃহপালিত পাখী (যেমন, হাঁস, মুরগী, কবুতর, ময়ূর ইত্যাদি)।

১০. মাঠে চরানো নয় এমন সকল উট, ষাঁড়, ভেড়া ও ছাগল এবং ঘোড়া অর্থাৎ যেগুলো বছরের মধ্যে ৬ মাসের বেশীকাল যাবত গোয়ালে বা বাড়ীতে পালন করা হয়।

১১. আবাদী এবং অনাবাদী যমীন।

১২. পানি অর্থাৎ ব্যক্তি মালিকানাধীন কূপ, ঝর্ণা ইত্যাদি।

১৩. স্বাভাবিকভাবে এক বছরকাল যাবত সংরক্ষণ করা যায় না এমন সকল কৃষিজ সম্পদ।

১৪. গাছ, কাঠ, জ্বালানি কাঠ; সকল প্রকার আঠা, রবার, আম্বর; সকল প্রকার পাতা (চা ও তামাকসমেত); বেত, আঁশ (তুলা বাদে); ঔষধি, ফুল (জাফরানসমেত); ঘাস, নলখাগড়া, খড়; সকল প্রকার মসলা ও খাদ্য সুস্বাদুকরণের উপকরণ, খাদ্যোপযোগী নয় এমন সকল তৈলবীজ, যথা তৈল, পামের ফল, তুলাবীজ ইত্যাদি; তরমুজের বীচি ও শশার বীচি।

১৫. বপনের জন্যে রাখা সকল প্রকার বীজ।

১৬. সকল প্রকার বনজ সম্পদ (বনে জন্মানো নলখাগড়া, বাঁশ, প্যাপিরাস ইত্যাদি; বন্য ফল, জাম, তাল, সুপারী, নারিকেল ইত্যাদি)।

১৭. সকল প্রকার শিকার (পশু, পাখী, সরীসৃপ ইত্যাদি যা গোশ্‌ত, লোম, পালক, চামড়া ইত্যাদির জন্যে শিকার করা হয়; সামুদ্রিক মাছ এবং মিঠাপানির মাছ।[৩]

---

১. গৃহপালিত গাধা নোংরা খাবার খায় বলে সেগুলোর গোশ্‌ত অপবিত্র বলে গণ্য হয়ে থাকে এবং সে কারণেই তা মুসলমানদের নিকট হারাম।

২. খচ্চর বংশবৃদ্ধি করতে সক্ষম নয় বলে যাকাতের স্থায়ী মূল্যের হবার শর্ত পূরণ করে না। তাই স্বভাবতই খচ্চর করোপযোগী সম্পদের অন্তর্ভুক্ত নয়।

৩. শাহ্‌ আতাউল্লাহ, এম-এ. তাঁর 'যাকাতের পুনরুজ্জীবন' গ্রন্থে জেলেদের ধরা মাছকে যাকাত করাধীন করার প্রস্তাব দিয়েছেন। কিন্তু তা হবে যাকাতের মূলনীতির একেবারে

www.pathagar.com

১৮. পশু-পাখীজাত বিনাশশীল দ্রব্যাদি এবং তা থেকে উৎপন্ন দ্রব্যাদি (গোশ্‌ত, দুধ, দই, মাখন, পনির, ঘি, ইত্যাদি ; ডিম)।

১৯. পশুজাত দ্রব্যাদি (যথা পশম, লোম, চামড়া, হাড়, শিং, হাতীর দাঁত ইত্যাদি)। এটা বেশ চমকপ্রদ যে, উল্লেখিত দ্রব্যাদি যাকাত করারোপযোগী পশু থেকেই আহৃত ; অতএব এগুলোর উপর পুনরায় যাকাত ধার্য করলে দ্বিগুণ করারোপ হয়ে যায় এবং তখন তা হয়ে পড়ে যাকাতের আদর্শের বিরোধী। তদুপরি চামড়া ও লোমকে ব্যবহারোপযোগী স্থায়িত্ব দান করতে হলে সেগুলোকে বিশেষভাবে তৈরী করে নিতে হয়। তারপর সে সব যখন নিয়মিত ব্যবসায়ের সামগ্রী হয়ে যায় তখন স্বাভাবিকভাবেই ব্যবসায়ের যাকাত আইন অনুযায়ী যাকাত করাধীন হয়।

২০. সুগন্ধি দ্রব্যাদি, যথা কস্তুরী ও তিমি মাছের দেহজাত সৌরভময় দ্রব্য, যেগুলো মূল্যবান কিন্তু প্রধানত প্রসাধন সামগ্রী ও ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।[১]

২১. রূপার খনি ও সোনার খনি ব্যতীত অন্যান্য সকল প্রকার খনিজ সম্পদ।

২২. কোরাল[২], ঝিনুক, কাছিমের খোল এবং অনুরূপ দ্রব্যাদি।

বিপরীত, কারণ এখানে যাকাতের প্রধান শর্ত মালিকানারই অভাব। নিয়মিত ব্যবসায়ের সম্পদ না হলে শিকারের পশুপাখী বা মাছ যাকাত করাধীন হতে পারে না। দ্বিতীয়ত, যে কোন গোশ্‌ত বা মাছ সহজে পচনশীল ; স্বাভাবিকভাবে অপচনশীল না হলে কোন দ্রব্যই যাকাত করাধীন হয় না। শিকারের পশুপাখী বা মাছ 'বন্য', তাই মুসলমান-অমুসলমান সকলের জন্যেই তা মুক্ত সম্পদ। শিকারী বা জেলে ইচ্ছা করলে অবশ্য তাদের ধরা পশু-পাখী বা মাছের কিছু অংশ গরীবদের দান করতে পারেন।

১. ইমাম আবু হানীফা, ইমাম মালিক এবং ইমাম মুহাম্মদসহ অধিকাংশ আইন ব্যাখ্যাতা কস্তুরী ও তিমি মাছের দেহজাত সৌরভময় দ্রব্যকে যাকাত করোপযোগী বিবেচনা করেন না। অপরপক্ষে ইমাম আবু ইউসুফের মতে এগুলো ২০% যাকাত করাধীন হওয়া উচিত। বর্ণিত আছে যে, দ্বিতীয় খলীফা উমর ইবনুল-খাত্তাব কস্তুরী এবং তিমির দেহজাত সুরভির উপর ২০% কর আরোপ করেছিলেন, কিন্তু খুব সম্ভবত সেটা যাকাত ছিল না, ছিল সরকারী কর। ব্যবসায়ের সম্পদরূপে ব্যবহার করা হলেই কেবলমাত্র সে দুটি দ্রব্য যাকাত করাধীন হবে।

২. ইমাম আবু ইউসুফের মতে কোরাল ২০% যাকাত করাধীন হবে।

www.pathagar.com

২৩. যন্ত্রপাতি (শিল্পকারখানা তৈরী হোক বা যেভাবেই তৈরী হোক) এবং সকল প্রকার মেরামতি সরঞ্জামাদি।

২৪. সকল প্রকার যানবাহন, জলযান এবং বিমানপোত।

২৫. সকল প্রকার অস্ত্রশস্ত্র (আগ্নেয়াস্ত্রসমেত)।

কিন্তু কোন যন্ত্রপাতির গায়ে রূপা, সোনা বা মণিমুক্তার কারুকাজ করা থাকলে সে সব মূল্যবান দ্রব্যাদি যথারীতি যাকাত করাধীন হবে।

২৬. প্রথমবার হজ্জ করতে যাবার উদ্দেশ্যে আলাদা করে রাখা সম্পদ যাকাতকরমুক্ত থাকবে। যতদিন ধরেই তা ন্যায্য মালিকের দখলে থাকুক না কেন ততদিনই যাকাতমুক্ত থাকবে। ইসলামী আইন অনুযায়ী দৈহিক সক্ষমতা এবং আর্থিক সাচ্ছন্দ্য থাকলে প্রত্যেক মুসলমান নারী-পুরুষের জন্যে জীবনে একবার হজ্জ করা ফরয।

"মানুষের মধ্যে যার সেখানে যাবার সামর্থ্য রয়েছে, আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে পবিত্র ঘরে হজ্জ করা তার জন্যে ফরয।"

(সূরা আল-ইমরান : ৯৭-৯৮)

প্রথমবারের হজ্জ ফরয, পরবর্তীগুলো ইচ্ছাধীন। কাজেই প্রথম-বারের পরে হজ্জ করার জন্যে আলাদা করে রাখা সম্পদ হবে সঞ্চয় বা উদ্বৃত্ত সম্পদ, অতএব উক্ত সম্পদ পরিমাণ বা মূল্যের দিক থেকে নিসাব পূর্ণ করলেই তা যাকাত করাধীন হবে।

www.pathagar.com

তিন

যাকাত প্রশাসন

যাকাত প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে ইসলামী আইনের সকল মাযহাব একমত নয়। বস্তুত যাকাত প্রতিষ্ঠান কিভাবে কাজ করবে সে সম্বন্ধে ইসলামী আইন ব্যাখ্যাতাগণের মধ্যে বিভিন্ন মত প্রচলিত রয়েছে।

হানাফী মাযহাবমতে, করোপযোগী সম্পদ দুই প্রকারেরঃ (ক) দৃশ্যমান বা আপাতঃ প্রতীয়মান নয় এমন সম্পদ, যথা, রূপা, সোনা, মওজুদ করে রাখা ব্যবসায়ের সম্পদ যেগুলো নগর শুল্ক ঘাঁটি বা শুল্ক ঘাঁটি থেকে পাস করিয়ে 'দৃশ্যমান' সম্পদ করা হয়নি এবং (খ) দৃশ্যমান সম্পদ, যথা, গৃহপালিত পশু, কৃষিজ সম্পদ এবং ব্যবসায়ের সম্পদ যা নগর শুল্ক ঘাঁটি বা শুল্ক ঘাঁটি থেকে পাস করিয়ে 'দৃশ্যমান' করা হয়েছে।

হানাফী মতে দৃশ্যমান নয় এমন সম্পদের যাকাত রাষ্ট্রের মধ্যস্থতা ছাড়াও আদায় করা যেতে পারে অর্থাৎ যাকাত প্রদানকারী নিজের ইচ্ছামত আইনসঙ্গত যাকাত গ্রহণকারীদের মধ্যে বিতরণ করতে পারেন।

এ বিষয়ে হানাফী মাযহাব তৃতীয় খলীফা 'উসমান ইব্‌ন আফ্‌ফানের আদর্শ গ্রহণ করেছে। হযরত উসমান যাকাতদাতাদেরকে তাঁদের দৃশ্যমান নয় এমন সম্পদ বিষয়ে, অর্থাৎ যাকাত আদায়কারীদের অযথা হয়রানি থেকে অব্যাহতিদানের জন্যে তাদেরকে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাধীনে যাকাত প্রদানের দায়-দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়েছিলেন।

অপরপক্ষে, হানাফী মাযহাব দৃশ্যমান সম্পদের যাকাত ধার্য ও বিতরণ রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাধীনে হওয়া উচিত বলে মনে করে এবং বলে যে, এ ধরনের সম্পদের ক্ষেত্রে যাকাত সংক্রান্ত বিষয়াদি মীমাংসার দায়িত্ব যাকাতদাতার নিজের উপর না নেওয়াই উচিত।

www.pathagar.com

শাফি'ঈ মাযহাবের আইন ব্যাখ্যাতাগণ বলেন যে, যাকাত সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় যাকাতদাতা সরাসরি নিজে করবেন, সেখানে রাষ্ট্রের কোন হস্তক্ষেপ থাকা উচিত নয়।

অপরপক্ষে মালিকী মাযহাবমতে দৃশ্যমান এবং দৃশ্যমান নয় এমন উভয় সম্পদের উপর ধার্য এবং বিতরণে যাকাত তহবিল, রাষ্ট্রে যদি সুবিচার থাকে তবে, সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাধীনে থাকা উচিত।

আসলে, মালিকী মাযহাব রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সময়ে যাকাত পদ্ধতি মূল প্রকৃতি যা ছিল এবং প্রথম দুই খলীফার শাসনামলে যে প্রকৃতিটি রক্ষিত ছিল, তা-ই সমর্থন করে। বাস্তবিকপক্ষে, এ সংক্রান্ত কুরআনের আদেশ এবং ইসলামের প্রথম যুগের তথ্যাবলী থেকে পরিষ্কারই বুঝা যায় যে, যাকাত পদ্ধতির উদ্দেশ্যই হচ্ছে সুসংগঠিতভাবে কাজ করা এবং রাষ্ট্র সেখানে তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে থাকবে। যাকাত প্রতিষ্ঠানের ব্যাপকতা, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের প্রয়োজনেই এ রকম হওয়া উচিত।

এতদসংক্রান্ত নিম্নোদ্ধৃত কুরআন শরীফের আয়াতটিতে অতি পরিষ্কার নির্দেশ রয়েছে ঃ

"তাদের সম্পদ থেকে 'সাদকা' গ্রহণ করবে। এ দ্বারা তুমি সেগুলোকে পবিত্র করবে এবং পরিশোধিত করবে। তুমি তাদেরকে আশীর্বাদ করবে! তোমার আশীর্বাদ তাদের জন্যে চিত্ত-স্বস্তিকর। আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।"
(সূরা তওবা ঃ ১০৩)

বিভিন্ন হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর যে নির্দেশসমূহ পাওয়া যায় তা থেকেও সন্দেহাতীতভাবে এটাই বুঝা যায় যে, যাকাত প্রতিষ্ঠান সংগঠিত ধরনেরই হওয়া উচিত। নিম্নের হাদীসটি ইবন আব্বাস বর্ণিত ঃ

"উমাইয়্যা ইব্‌নবিসতাম থেকে বর্ণিত আছে যে, ইয়াযীদ ইব্‌ন যুরাই থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাওহ ইবনুল- কাসিম থেকে শুনেছেন যে, তিনি ইসমাঈল ইব্‌ন উমাইয়্যা থেকে শুনেছেন যে, তিনি ইয়াহিয়্যা আবদুল-লাহ্ ইব্‌ন সাইফী থেকে শুনেছেন যে, তিনি আবী মা'বাদ থেকে শুনেছেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (তাঁদের উভয়ের উপর আল্লাহ্‌র রহমত বর্ষিত হোক) বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সা.) মু'আজ (রা.)-কে ইয়ামানে পাঠানোর কালে বলেছিলেন ঃ তুমি কিতাবী লোকদের নিকটে যাচ্ছ। তাই সর্বপ্রথম

www.pathagar.com

তুমি তাদেরকে আল্লাহ্‌র পথে আহ্বান করবে। অতঃপর তারা আল্লাহ্‌কে মানলে তখন জানাবে যে আল্লাহ্‌ তাদের জন্যে রোজ পাঁচ ওয়াক্ত সালাত বাধ্যতামূলক করেছেন। অতঃপর, তারা তা পালন করলে তখন জানাবে যে, আল্লাহ্‌ তাদের উপর যাকাত (প্রদান) ফরয করেছেন, তা তাদের সম্পদ থেকে নেওয়া হবে এবং তাদের মধ্যে যারা অভাবী তাদেরকে দেওয়া হবে। অতঃপর, তারা আদেশ পালন করলে (তাদের সম্পদের যাকাত) গ্রহণ করবে, কিন্তু জনগণের সম্পদের শ্রেষ্ঠ অংশটুকু (যাকাতস্বরূপ) গ্রহণ করা থেকে সাবধান।" (ইমাম বুখারী)

দেখা যাচ্ছে যে, যাকাত প্রতিষ্ঠানের কার্যকরতার জন্যে দুই স্তর রয়েছে, যথা: দেয় যাকাত আদায় ও রক্ষা করা এবং তহবিল বিতরণ করা, যার মধ্যে নিহিত রয়েছে রাষ্ট্রের অধিকার ও দায়দায়িত্ব এবং যার প্রতিনিধিত্ব করেন দায়িত্বপ্রাপ্ত যাকাত কর্মচারীগণ। তাঁরা যাকাত ধার্য করেন এবং যাকাত তহবিল পরিচালনা করেন।

সরকার যাকাত ধার্য করার কাজ তত্ত্বাবধান করেন বলে সম্প্রতি একটা ভুল ধারণার সৃষ্টি হয়েছে যে, যাকাত বুঝি রাষ্ট্রকেই প্রদান করা হয়। সে কারণে এটা বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে বুঝানো অত্যাবশ্যক যে, আইনের কোন ব্যাখ্যা দ্বারাই প্রমাণ করা যাবে না যে, যাকাত রাষ্ট্রকে প্রদেয় কোন কর। যাকাতের প্রকৃতি এবং এর যা মূলনীতি ও আইন তা দ্বারা এ-ই বুঝায় যে, এটা এক ধরনের কর যা রাষ্ট্রের মাধ্যমে আইনসঙ্গত হকদার-দেরকে প্রদান করতে হয়। এ কারণে নিম্নোদ্ধৃত কুরআনের আয়াতটিতে বিশেষভাবে উল্লেখিত উদ্দেশ্য বা প্রয়োজন ছাড়া অন্য কোন প্রয়োজনে কোন সময়েই যাকাত তহবিল ব্যবহার করা যাবে না।

"সাদাকা (যাকাত) তো কেবল নিঃস্ব, অভাবগ্রস্ত ও তৎসংশ্লিষ্ট কর্ম-চারীদের জন্যে, যাদের চিত্ত আকর্ষণ করা হয় (ইসলামের প্রতি) তাদের জন্যে, দাসমুক্তির জন্যে, ঋণ ভারাক্রান্তদের জন্যে, আল্লাহ্‌র পথে সংগ্রাম-কারী ও পর্যটকদের জন্যে। এ আল্লাহ্‌র বিধান। আল্লাহ্‌ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।" (সূরা তওবা : ৬০)

যাকাত তহবিল রাষ্ট্র সংগ্রহ করলেও এর সঙ্গে রাষ্ট্রীয় রাজস্বের কোন সম্পর্ক নেই এবং যাকাতকে রাষ্ট্রীয় রাজস্ব থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন করে রাখতে হবে। উপরে উদ্ধৃত কুরআনের আয়াতটিতে যাকাত তহবিলের বিবিধ

www.pathagar.com

ব্যবহার সম্বন্ধে বিস্তারিত নির্দেশ রয়েছে। এই নির্দেশ যেহেতু কুরআনের, তাই যাকাতের অর্থব্যয়ের সীমা বাড়ানো বা কমানোর কোন অধিকার রাষ্ট্রের নেই। রাষ্ট্র যাকাত আইনের নিয়মকানুন মেনে নিতে বাধ্য এবং মূলনীতি বিনষ্ট না করে কেবলমাত্র আইন সংশোধন করতে পারে—কিন্তু তা-ও কুরআনের আদেশের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে। অতএব রসূলুল্লাহ্ (সা.) স্বয়ং যেভাবে যাকাত কর, করের সীমা ও করের হার নির্ধারণ করে দিয়ে গেছেন তার কোন রকম পরিবর্তন বা হ্রাস-বৃদ্ধি করার অধিকার রাষ্ট্রের নেই। যাকাত করারোপ, স্থগিত বা বাতিল করার অধিকারও রাষ্ট্রের নেই। যাকাতের উদ্দেশ্য এবং যে কারণে যাকাত ফরয করা হয়েছে রাষ্ট্র প্রতিটি ক্ষেত্রে তা অবশ্যই রক্ষা করবে। যাকাত কর যথাযথভাবে যাতে আদায় হয় এবং সততার সঙ্গে তহবিল রক্ষা করা হয়, রাষ্ট্র তার দায়িত্ব গ্রহণ করবে। অনুরূপভাবে যাকাত তহবিল যাতে সঠিকভাবে ব্যবহৃত হয় এবং কুরআনের উপরোক্ত আদেশ অনুসারে সুষ্ঠুভাবে বিতরণ করা হয়—যেন ন্যায্য পাওনাদাররা তা পেতে পারে—সেটা দেখার দায়িত্বও রাষ্ট্রের। যাকাত তহবিল যাতে ন্যায়নিষ্ঠার সঙ্গে ব্যবহৃত হয় এবং যাকাত প্রশাসনও দক্ষতার সঙ্গে পরিচালিত হয় সে বিষয়ে রাষ্ট্র মুসলমান নাগরিকদের নিকট জবাবদিহি করতে বাধ্য। তদনুসারে রাষ্ট্র বিশেষ সময়ান্তরে মুসলমান জনগণের নিকট যাকাত করের আয়-ব্যয়ের একটি হিসাবও দিবে। যাকাত তহবিলের যে কোন রকম অপব্যবহার বা তসরুফ হলে, তা রাষ্ট্রের পক্ষ থেকেই হোক কি যাকাত কর্মকর্তাদের পক্ষ থেকেই হোক, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি মৌলিক, ধর্মীয় ও সামাজিক-অর্থনৈতিক দায়িত্ব ভঙ্গ এবং মুসলমানদের জাতীয় ট্রাস্ট-এর বিশ্বাসঘাতকতার দায়ে অভিযুক্ত হবেন এবং তাঁরা অত্যন্ত কঠোর শাস্তি ভোগ করবেন।

অপরপক্ষে যাকাত তহবিলের যথাযথ পরিচালনার, যাকাত কর আদায়ের ও বিতরণের তদারকির অধিকার প্রশ্নাতীতভাবেই মুসলিম রাষ্ট্রের উপর ন্যস্ত। নিম্নে উদ্ধৃত কুরআন শরীফের আয়াতটির আদেশ অনুযায়ী কুরআনের আইনের যথাযথ বাস্তবায়নের দায়িত্ব ও অধিকার দুইই রাষ্ট্রের।

"এবং যারা কিতাবকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করে এবং সালাত কায়েম করে, দেখ! আমি তাদের ন্যায় সৎকর্মপরায়ণদের শ্রমফল নষ্ট করি না।"

(সূরা আ'রাফ : ১৭০)

www.pathagar.com

অতএব কোন ব্যক্তি যাকাত করোপযোগী সম্পদ থাকা সত্ত্বেও ইচ্ছা-পূর্বক এই ধর্মীয় ও সামাজিক-অর্থনৈতিক দায়িত্ব পালনে অবহেলা প্রদর্শন করলে তাঁকে জোরপূর্বক যাকাত প্রদানে বাধ্য করার কর্তৃত্ব রাষ্ট্রের রয়েছে। যাঁরা ইচ্ছাপূর্বক যাকাত ফাঁকি দিবার চেষ্টা করেন তাঁদের অপরাধ মুসলিম জাতির প্রতি অবিশ্বস্ততা এবং ধর্মের একটি অত্যাবশ্যক অংগের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শনের সামিল এবং সে কারণে তাঁরা শাস্তিযোগ্য।

যাকাতদাতাগণের অধিকার ও দায়-দায়িত্ব সম্বন্ধে আমরা ইতিমধ্যেই আলোচনা করেছি। এখন হকদারের অধিকার ও নৈতিক দায়িত্ব সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করব।

যাকাতের হকদার

যাকাতের প্রাপক বা হকদারদের মর্যাদার বিষয় বিবেচনা করার সময়ে যে বিষয়টিকে সর্বপ্রথম অত্যন্ত ভাল করে বুঝতে হবে তা হল, কুরআন শরীফের আদেশ অনুসারে যাকাত একমাত্র মুসলমানদের উপর ফরয এবং একমাত্র মুসলমানরাই তার পাওনাদার। এ মুসলমানের প্রতি মুসলমানের বাস্তব সহায়তা। যাকাত যেহেতু যারা ইসলামের সীমার বাইরে তাদের প্রতি প্রযোজ্য নয়, তাই মুসলিম রাষ্ট্রের অমুসলিম অধিবাসীদের উপর যাকাত ধার্য করা যায় না এবং যাকাতের উপকারও তারা লাভ করতে পারে না।

এ দ্বারা এরূপ বুঝায় না যে, মুসলিম রাষ্ট্রের অনুগত অমুসলমান নাগরিকরা প্রয়োজনের সময়ে রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বা সহায়তা লাভ করবে না। বরং তার বিপরীত, মুসলমান-অমুসলমান নির্বিশেষে সকল নাগরিকেরই যথেষ্ট নিরাপত্তা বিধান করা এবং সকলেরই কল্যাণ সাধন করা রাষ্ট্রের কর্তব্য। কিন্তু যাকাতের প্রকৃতিই "আল্লাহ্‌র প্রতি ইসলামী ইবাদত" বিধায় এবং তা "আল্লাহ্‌র হক" বিধায় যারা ইসলাম ধর্মাবলম্বী নয় যাকাত তাদেরকে দেওয়া যায় না। কোন অমুসলমান নাগরিক যদি বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়ে এবং রাষ্ট্রীয় সাহায্য প্রার্থনা করে তাহলে রাষ্ট্রীয় তহবিল অর্থাৎ জনগণের কোষাগার (بيت المال الحكومة) থেকে বা সামাজিক বীমার মাধ্যমে সাহায্য প্রদান করা উচিত, কেননা যাকাত তহবিলের উপর অমুসলমানদের কোন অধিকার নেই। অপরপক্ষে মুসলিম রাষ্ট্রে বসবাসকারী অমুসলিম অধিবাসীরাও নিজেদের মধ্যে দান প্রতিষ্ঠান গঠন করতে পারে

www.pathagar.com

যা থেকে প্রয়োজনের কালে সদস্যদেরকে তাৎক্ষণিক সাহায্য প্রদান করা যেতে পারে। যাঁরা সঠিক চিন্তা করেন তাঁরা নিশ্চয়ই এ ধরনের প্রশংসনীয় উদ্যোগকে সমর্থন করবেন। সংগঠিত দান ধর্ম বিশ্বাসের অংগ। কোন কোন অমুসলমান সমাজেও এ জিনিসটা বর্তমান আছে, যেমন মোজাইক-পন্থীগণ, এন্তানবেলীয়গণ এবং অগ্নি উপাসকগণ। কিন্তু তাদের মধ্যে এ আদর্শটির প্রতি বরং উপেক্ষাই লক্ষ্য করা যায়।

প্রাথমিকভাবে, অভাবগ্রস্ত মুসলমানদের কষ্ট উপশমের জন্যেই যাকাত। দারিদ্র্য বর্ণনা করার জন্যে কুরআন শরীফে দুইটি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে: 'ফকর' (فقر) ও 'মাসকানাত' (مسكنة)। প্রথম শব্দটির মূল ধাতু হচ্ছে 'ফাকারা' (فقر) যার অর্থ কোন ব্যক্তির উত্তরণ (যথা দুর্দশা থেকে, অর্থাভাব থেকে)। ক্রিয়াপদ 'ফাকুরা' (فقر) অর্থ অভাবী হওয়া এবং বিশেষ্য 'ফকর' (فقر) অর্থ দারিদ্র্য বা অভাব এবং বিশেষণ 'ফকির', বহুবচন 'ফুকারা' (فقير ج فقراء) অর্থ দরিদ্র।

দ্বিতীয় শব্দটির মূল ধাতু হচ্ছে 'সাকানা' (سكن), অর্থ শান্ত হওয়া, স্থির হওয়া, রূপক অর্থে 'দরিদ্র হওয়া'। বিশেষ্য 'মাসকানাত' (مسكنة) অর্থ দারিদ্র্য, সম্বলহীনতা এবং বিশেষণ 'মিসকিন', বহুবচন 'মাসাকীন' (مسكين ج مساكين) অর্থ 'অতি দরিদ্রজন, নিঃস্ব ব্যক্তি।'

ইমাম আবু হানীফার ব্যাখ্যা অনুযায়ী 'ফকির' শব্দ দ্বারা সেই ব্যক্তিকে বুঝায়, "যার প্রয়োজনীয় বস্তুর অভাব রয়েছে অর্থাৎ যে টানাটানি অবস্থায় রয়েছে" (من له ادنى شيء), এবং 'মিসকিন' শব্দ দ্বারা বুঝায়, "যার কিছুই নেই, অর্থাৎ যে সহায়-সম্বলহীন" (من لا شيء له)।

কোন কোন পণ্ডিত শব্দ দুইটির ভিন্ন অর্থ প্রদান করলেও ব্যাকরণের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ এবং কুরআন শরীফে শব্দ দুইটি যে অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে সে অনুসারে ইমাম আবু হানীফার অর্থই সম্পূর্ণ সঠিক। নিম্নে উদ্ধৃত কুরআন শরীফের আয়াত দুটি থেকে তা বুঝা যাবে:

(ক) 'ফকীর'

"মূসা তখন তাদের জানোয়ারগুলোকে পানি খাওয়ালেন। অতঃপর ছায়ার নীচে আশ্রয় গ্রহণ করে বললেন: হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমার প্রতি যে অনুগ্রহ করবে আমি তার প্রার্থী।" (সূরা কাসাস: ২৪)

www.pathagar.com

"হে মানবগণ তোমরাই তো আল্লাহ্র মুখাপেক্ষী, কিন্তু আল্লাহ্ অভাব-মুক্ত, প্রশংসার্হ।" (সূরা ফাতির ঃ ১৫)

"এ অভাবগ্রস্ত লোকদের প্রাপ্য, যারা আল্লাহ্র পথে এমনভাবে ব্যাপৃত যে জীবিকার সন্ধানে ঘোরাফিরা করতে পারে না, যাচঞা করে না বলে অজ্ঞ লোকেরা তাদের অভাবমুক্ত বলে মনে করে। তুমি লক্ষণ দেখে তাদের চিনতে পারবে; তারা মানুষের নিকট নাছোড়বান্দা হয়ে যাচঞা করে না। যে ধনসম্পদ তোমরা ব্যয় কর আল্লাহ্ তা সবিশেষ অবহিত আছেন।" (সূরা বাকারা ঃ ২৭৩)

"এই সম্পদ (যুদ্ধজয়লব্ধ মাল) অভাবগ্রস্ত মুহাজিরদের জন্যে, যারা আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের সাহায্যে এগিয়ে এসে নিজেদের ঘরবাড়ি ও সম্পত্তি থেকে উৎখাত হয়েছে, তারাই তো সত্যাশ্রয়ী।" (সূরা হাশর ঃ ৭-৮)

(খ) "মিসকিন"

"তুমি কি জান, কষ্টসাধ্য পথ কি? তা হল ঃ দাসমুক্তি অথবা দুর্ভিক্ষের দিনে খাদ্য দান পিতৃহীন আত্মীয়কে অথবা দারিদ্র্য নিষ্পেষিত নিঃস্বকে।" (সূরা বালাদ ঃ ১২-১৬)

"তারা লাঞ্ছনা ও দারিদ্র্যগ্রস্ত হল এবং তারা আল্লাহ্র ক্রোধের পাত্র হল।" (সূরা বাকারা ঃ ৬১)

"তারা (আল্লাহ্র দাসগণ) অভাবগ্রস্ত, পিতৃহীন ও বন্দীকে খাদ্য দান করে।" (সূরা দাহ্র ঃ ৮)

"(সিয়ামের বিধান দেওয়া হল) নির্দিষ্ট কয়েকদিনের জন্যে। তোমাদের মধ্যে কেউ পীড়িত হলে বা ভ্রমণে থাকলে অন্য সময়ে এই সংখ্যা পূরণ করে নিতে হবে। এ যাদের জন্য অত্যধিক কষ্টদায়ক তাদের কর্তব্য এর পরিবর্তে একজন অভাবগ্রস্তকে অন্ন দান করা। যদি কেউ স্বতঃস্ফূর্তভাবে সৎকাজ করে তবে তা তার পক্ষে অধিক কল্যাণকর।" (সূরা বাকারা ঃ ১৮৪)

অতএব, ইসলামে দুই ধরনের দারিদ্র্যকে বিবেচনা করা হয়, উভয় শ্রেণীর দরিদ্রই যাকাতের হকদার। 'ফকর' শব্দ দ্বারা ঐ ধরনের ব্যক্তিকে বুঝায়, যার সামর্থ্য দ্বারা জীবনের নিতান্ত আইনসঙ্গত প্রয়োজনটুকু

www.pathagar.com

যথাযথভাবে মিটে না। 'মাস্‌কানাত' শব্দ দ্বারা তাদের অবস্থা বুঝায়, যাদের আদৌ কোন সামর্থ্য নেই অথবা সামর্থ্য এতই কম, যা দ্বারা জীবনের ন্যূনতম আইনসঙ্গত প্রয়োজনটুকু পর্যন্ত মিটে না।

ইসলামী আইন অনুযায়ী আইনসঙ্গত ন্যূনতম প্রয়োজন হল ঃ অন্ন, বস্ত্র ও বাসস্থানের সংস্থান এবং শিক্ষা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা। এ হল ইসলামে স্বীকৃত জাগতিক কল্যাণকর অবস্থার ন্যূনতম মান।

খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থানের নিরাপত্তা ও স্বনির্ভরতা হল ইসলামী ভাষায় যাকে 'গিনা' (الغنى) বলে তার প্রথম স্তর। অর্থাৎ যে অবস্থায় থাকলে একজন মানুষ অপরের সাহায্য ছাড়াও চলতে পারে। 'গিনা' পর্যায়ভুক্ত ব্যক্তি যাকাতের দাবীদার হতে পারে না। আইনসঙ্গতভাবে সে আর যাকাত দাবীও করতে পারে না। তদুপরি গিনার পর্যায় যখন এমন স্তরে গিয়ে পৌঁছায় যে, তিনি ন্যায়সঙ্গতভাবে যাকাত করোপযোগী সম্পদের মালিক, তাহলে সেই ব্যক্তি স্বাভাবিকভাবেই যাকাতদাতার পর্যায়ভুক্ত হয়ে যাবেন।

নিম্নোদ্ধৃত হাদীস অনুযায়ী বৃহত্তর অর্থে, 'গিনা' শব্দটি দ্বারা দেহ ও মনের পূর্ণতা, সন্তুষ্টি এবং অভাবহীনতাও বুঝায়।

যুহায়র ইব্‌ন হারব এবং ইব্‌ন নুমায়ের থেকে বর্ণিত আছে যে, তাঁরা সুফিয়ান ইব্‌ন 'উয়ায়না থেকে শুনেছেন যে, তিনি আবু আয্‌-যিনাদ থেকে শুনেছেন যে, তিনি আল-আ'রাজ থেকে শুনেছেন যে, তিনি আবু হুরায়রা থেকে শুনেছেন যে, রসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন ঃ "পার্থিব সম্পদের প্রাচুর্য প্রাচুর্য নয়, (ভূগত ও যোগ্য) আত্মার তুষ্টিই প্রাচুর্য।" (ইমাম মুসলিম)

কুরআন শরীফের সূরা তওবার ৬০ সংখ্যক আয়াত অনুযায়ী যাকাতের ন্যায্য হকদার হল ঃ

১. স্বল্প সামর্থ্যের দরিদ্ররা (الفقراء)[১]। যে সকল মুসলমান যথাসাধ্য চেষ্টা করা সত্ত্বেও বা দৈহিক অক্ষমতাহেতু প্রাত্যহিক ন্যায়সঙ্গত প্রয়োজনটুকু মিটাতে পারে না তারা এর অন্তর্ভুক্ত।

২. অসহায় দরিদ্র (المساكين)[২]। যে সকল মুসলমান যথাসাধ্য

১-২. ইমাম আবু হানীফার মতে 'ফুকারা' ও 'মাসাকিন' দ্বারা দুই আলাদা শ্রেণীর হকদার বুঝায়। ইমাম আবু ইউসুফের মতে এ দুইটি শব্দ দ্বারা একই শ্রেণীভুক্ত হকদার বুঝায়, অর্থাৎ দরিদ্র। কুরআনে যেহেতু 'ফুকারা' ও 'মাসাকিন' শব্দ দুইটির আলাদা উল্লেখ রয়েছে, তাই ইমাম আবু হানীফার মতই যথার্থ ও গ্রহণযোগ্য।

www.pathagar.com

চেষ্টা করা সত্ত্বেও বা দৈহিক অক্ষমতাহেতু প্রাত্যহিক প্রয়োজনটুকু মিটাতে একেবারেই অক্ষম বা পুরাপুরি সক্ষম নয়, তারা এর অন্তর্ভুক্ত।

৩. যাকাত কর্মচারীগণ (العاملون على الصدقة)। নীতিগতভাবে, সকল যথার্থ যাকাত-কর্মচারী অর্থাৎ বিভিন্ন মর্যাদায় যাকাত কর্মচারীরূপে নিযুক্ত সকল মুসলমান যাকাত তহবিল থেকে পারিশ্রমিক-লাভ করতে পারেন। যে সকল কর্মচারী এঁদের অন্তর্ভুক্ত বলে সাধারণভাবে গৃহীত তাঁরা হলেন :

(ক) আদায়কারীগণ (المصدقون)। যাঁরা যাকাত আদায় করে তা যথাযথ যাকাত কেন্দ্রে জমা দিয়ে থাকেন।

(খ) বিতরণকারীগণ (القاسمون)। যাঁরা যাকাত তহবিল বিতরণ করেন।

(গ) হিফাযতকারীরা (الحافظون)। যাঁরা যাকাত তহবিল নিরাপত্তার সঙ্গে রক্ষা করেন এবং ন্যায়সঙ্গত দান গ্রহণকারীদের মধ্যে বিতরণ করেন। কোষাধ্যক্ষ, যাকাত-গুদাম ও যাকাত-গোলার রক্ষণাবেক্ষণকারীগণ ; এবং যাকাতস্বরূপ আদায়কৃত গৃহপালিত পশুর তদারককারীরা (যথা রাখাল, মেষপালক, পানি খাওয়ানোর লোকজন) এই হিফাযতকারীদের অন্তর্ভুক্ত।

(ঘ) ওজনকারীগণ (الكيالون)। যাঁরা যাকাতস্বরূপ দেয় শস্য, ইত্যাদি কৃষিজ পণ্য পরিমাপ করেন।

(ঙ) কেরানী বা লেখকগণ (الكاتبون)। যাঁরা যাকাত সংক্রান্ত কাগজপত্র রক্ষা করেন।

(চ) হিসাবরক্ষাকারীগণ (الحاسبون)। যাঁরা যাকাতকরের আয়-ব্যয়ের হিসাব রক্ষা করেন।

(ছ) তথ্য সংগ্রহকারীগণ (العارفون)। যাঁরা যাকাতের ন্যায্য হকদারদের নাম, ঠিকানা সংগ্রহ করেন এবং তাঁদের অবস্থা সম্বন্ধে যাকাত কর্মচারীদেরকে অবহিত রাখেন।

(জ) জমায়েতকারীগণ (الحاشرون)। যাঁরা প্রয়োজনবোধে যাকাত-দাতা বা যাকাত গ্রহীতাদেরকে সমবেত করেন।

www.pathagar.com

(ঝ) যাকাত অধিকর্তাগণ (رؤساء العاملين)। যাঁরা বিভিন্ন যাকাত কেন্দ্রসমূহ পরিচালনা করেন এবং যাঁরা নিজ নিজ কেন্দ্রের যথাযথ পরিচালনার জন্যে জনগণ এবং রাষ্ট্রের নিকট দায়ী থাকেন।

যাকাত যথাযথভাবে আদায় ও প্রদান করা হচ্ছে কিনা তা তদারক করার দায়িত্ব যদিও রাষ্ট্রের, তথাপি রাষ্ট্রের বেতনভুক কর্মকর্তাগণ (প্রাদেশিক শাসনকর্তা, বিচারপতি, প্রমুখ) যাকাত তহবিল থেকে কোন বেতন গ্রহণ করতে পারবেন না, কারণ তাঁরা যাকাত-কর্মকর্তাদের অন্তর্ভুক্ত নন।

যাকাত-কর্মচারীদের কাজের বিনিময়ে কত পারিশ্রমিক দেওয়া উচিত সে সম্বন্ধে মুসলিম আইন ব্যাখ্যাতাদের মধ্যে কিছুটা মতভেদ রয়েছে। হানাফী মতে, যাকাত-কর্মচারীদের বেতন নির্ধারণ করবেন ইমাম—এমন পরিমাণে যাতে তাঁরা ভালভাবে জীবিকা নির্বাহ করতে পারেন অর্থাৎ এর কোন নির্ধারিত সীমা থাকবে না। অপরপক্ষে, হানাফী মতে, যথাযথভাবেই নির্দেশিত আছে যে, কোন সচ্ছল ব্যক্তিকে যাকাত না দেওয়াই উচিত।

শাফি'ঈ এবং মালিকী মাযহাব মতে যাকাত-কর্মচারীগণ ধনী হলেও তাঁরা যাকাত তহবিল থেকে বেতন গ্রহণ করতে পারেন।

এখন যাকাতের মর্মবাণী থেকে বুঝা যায় যে, যাকাত-কর্মচারীদের মধ্যে যাঁরা জীবন ধারণের জন্যে যাকাতের উপর নির্ভরশীল, কেবলমাত্র তাঁরাই যাকাত পেতে পারেন। যদিও বা নীতিগতভাবে তাঁরা সকলেই তা দাবী করতে পারেন। কোন যাকাত-কর্মচারী যদি যাকাতের বেতন ছাড়াও যথেষ্ট সচ্ছল হন, তাহলে মুসলমান হিসাবে এটা অবশ্যই তাঁর কর্তব্য যে তিনি এই পারিশ্রমিক গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকবেন।

এটা পুরোপুরিভাবে উপলব্ধি করতে হবে যে, যাকাত-কর্মচারীর বিষয়টি সাধারণ গুরুত্বের নয়। যাকাতের প্রয়োজনীয়তা এমন সুদূরপ্রসারী যে মুসলিম রাষ্ট্রে যাকাত কর্মচারীগণের স্থান সর্বোচ্চ কর্মকর্তাদের সমপর্যায়ে। ইমাম আবু দাউদ এবং ইমাম আত-তিরমিযী বর্ণিত নিম্নলিখিত হাদীসটি থেকে প্রমাণিত হয় যে, রসূলুল্লাহ্ (সা.) স্বয়ং যাকাতের উদ্দেশ্যে নিবেদিত কর্মচারীদের সম্মানজনক মর্যাদা সম্বন্ধে কি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেছিলেন। রাফি' ইবন খাদীজ থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন যে, যথার্থ যাকাত-কর্মচারী আল্লাহ্র পথে জিহাদকারী ব্যক্তির ন্যায়, যতক্ষণ পর্যন্ত না তিনি নিজ ঘরে প্রত্যাবর্তন করেন।'

(ইমাম আবু দাউদ ও ইমাম আত্-তিরমিযী)

www.pathagar.com

রসূলুল্লাহ্ (সা.) কর্তৃক যাকাত-কর্মচারীদেরকে আল্লাহ্র পথে জিহাদ-রতদের সঙ্গে তুলনা করা থেকে এটাই প্রতিপন্ন হয় যে, যাঁরা যাকাত ব্যবস্থার নিবেদিত প্রাণ এবং নিঃস্বার্থ কর্মী তাঁরা পার্থিব সমৃদ্ধি চান না, নিজেদের কর্মপ্রচেষ্টার পুরস্কারস্বরূপ চান আল্লাহ্র দয়া ও অনুগ্রহ। যাকাতের জন্যে কাজ করাকে কোনভাবেই লাভজনক জীবিকার পথ হিসাবে বিবেচনা করা উচিত নয়। যাকাতের কাজ একটি মহৎ কাজ, সেই মনোভাব নিয়েই এর কাজ করে যেতে হবে।

এটা সাধারণভাবে স্বীকৃত যে যাকাত-কর্মচারীদেরকে প্রদত্ত বেতনের মোট পরিমাণ সর্বমোট যাকাত তহবিলের অর্ধেকের বেশী হওয়া উচিত নয়—যদিও কোন কোন আইন ব্যাখ্যাতার মতে যাকাত তহবিলের তিন-চতুর্থাংশ পরিমাণ পর্যন্ত ন্যায়সঙ্গতভাবেই এ জন্যে ব্যয় করা যেতে পারে। তথাপি, সন্দেহ নেই যে, বেতনের পরিমাণ এত বেশী হলে তা যাকাত ব্যবস্থার উদ্দেশ্যকেই ব্যাহত করে দেবে। অতএব এ ধরনের অবাঞ্ছিত পরিস্থিতি এড়াতে হলে এই নীতি গ্রহণ করতে হবে যে, কোন অবস্থাতেই এমন কর্মচারীকে যাকাত দেওয়া হবে না, যার নিজের আর্থিক অবস্থা সচ্ছল। এ নীতি সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হলে অবস্থাপন্ন যাকাত-কর্মচারীরা আর যাকাতের ন্যায্য হকদার থাকবেন না এবং তখন যাকাত তহবিল পুরাপুরিভাবে দুঃস্থ ও অভাবগ্রস্তদের দুর্দশা নিয়ন্ত্রণে এবং উপকারে ব্যয় করা সম্ভব হবে।

যাকাত কর্মচারীদের কাজ ধর্মপরায়ণ প্রকৃতির বলে এটা সর্বসম্মতভাবে স্বীকৃত হওয়া উচিত এবং সর্বোপরি যাকাত কর্মচারীগণ কর্তৃকও মেনে নেওয়া উচিত যে, তাঁদের নিজেদের মধ্যে যাঁদের প্রয়োজন রয়েছে তাঁদের সর্বোচ্চ পারিশ্রমিক সাধারণ অথচ সুন্দর জীবন-যাপনের জন্যে যতটুকু প্রয়োজন তার বেশী হওয়া উচিত নয়। ইসলামের প্রাথমিক যুগে বায়তুল-মালের উপর মুসলমান খলীফাগণের এতটুকু অধিকারই ছিল। বস্তুত, এটাই কুরআন শরীফের সূরা আন'আমের ষষ্ঠ আয়াতের মর্মবাণীর সঙ্গে পুরাপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ যা দ্বিতীয় খলীফা উমর ইব্নুল খাত্তাব (রা) মুসলিম জাহানের খলীফা নির্বাচিত হয়ে ঘোষণা করেছিলেন:

"আপনাদের সম্পদের উপর আমার অধিকার ততটুকুই, যতটুকু একজন ইয়াতীমের অভিভাবকের থাকে। আমি যদি সচ্ছল থাকি তাহলে কিছুই গ্রহণ করব না; আর যদি অসচ্ছল অবস্থায় পড়ি তাহলে এ থেকে যতটুকু

www.pathagar.com

আইনসঙ্গত ততটুকুই (অর্থাৎ জীবন যাপনের মত পারিশ্রমিক) গ্রহণ করব।"
(আল্-আইনী)

কুরআনের ভাষায়ঃ (ইয়াতীমদের অভিভাবকদের মধ্যে) যে অভাবমুক্ত সে যেন যা অবৈধ তা থেকে নিবৃত্ত থাকে এবং যে বিত্তহীন সে যেন সঙ্গত পরিমাণে ভোগ করে (অর্থাৎ অভিভাবক হিসাবে জীবন যাপনের মত পারিশ্রমিক)। (সূরা নিসা : ৬)

তদনুযায়ী যে সকল ধর্মপরায়ণ মুসলমানের পক্ষে সম্ভব তাঁদের জন্যে এটা কর্তব্য যে তাঁরা যাকাত-কেন্দ্রে অবৈতনিক কর্মচারীরূপে কাজ করবেন যাতে জাতির খিদমত হয় এবং আল্লাহ্ সন্তুষ্ট হন।

৪. যাঁদের হৃদয় (ইসলামের প্রতি) আসক্ত (المؤلفة قلوبهم)। ৮ম হিজরীতে মক্কা বিজয়ের পরে রসূলুল্লাহ্ (স.) শহরের বিধর্মীদের পূর্ব-শত্রুতা এবং মুসলিম নির্যাতনের সকল অপরাধের জন্যে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেন। এই মহত্ত্বে মুগ্ধ হয়ে সকল বিধর্মীই রসূল (সা)-এর নিকট আনুগত্য প্রকাশ করেন এবং ইসলাম কবুল করেন।

কুরআন শরীফে এই নও-মুসলমানদেরকে আখ্যায়িত করা হয়েছে, 'যাদের হৃদয় আসক্ত' বলে, এবং তাদের জন্যে যাকাতের অংশ নির্ধারণ করা হয়েছে, কেননা তাদের পুনর্বাসন প্রয়োজন ছিল এবং বিধর্মী কুরায়েশ ও ইসলামের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী সংঘর্ষে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল ও কষ্ট ভোগ করেছিল।

যুদ্ধের বছরগুলোতে ইসলামের শত্রুদের অবস্থাও যে মুসলমানদের মতই বেদনাদায়ক ছিল তার পরিচয় কুরআন শরীফেও রয়েছেঃ

"শত্রুদলের সন্ধানে তোমরা কাতর হয়ো না। যদি তোমরা যন্ত্রণা পাও তবে তারাও তো তোমাদের মতই যন্ত্রণা পায় এবং আল্লাহ্র নিকট তোমরা যা আশা কর তারা তা আশা করে না। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।"
(সূরা নিসা : ১০৪)

দেখা যাচ্ছে, কুরআন শরীফে নবদীক্ষিত মুসলমানদেরকে যে যাকাতের আইনসঙ্গত হকদার বলা হয়েছে, তা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার কারণে নয়, তাঁদের দারিদ্র্যের কারণে। যাকাতের সহায়তা দানের ফলে তাঁদের মনে আর কোন সন্দেহ রইল না যে পূর্বশত্রুতার কারণে ইসলামী আইনের এবং ইসলামী ভ্রাতৃত্বের কোন সুযোগ-সুবিধা বা সহৃদয়তা থেকে তাঁরা

www.pathagar.com

বঞ্চিত হবেন। তাঁদের মনে আর কোন ভয়ও রইল না যে, তাঁদের বিরুদ্ধে কেউ কোন অভিসন্ধি পোষণ করবে বা তাঁরা ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে সম্পূর্ণ নিরাপত্তার সঙ্গে আশ্রয় লাভ করেন নি।

তদুপরি হুনায়নের যুদ্ধের একটি ঘটনা সম্বন্ধে কথিত আছে যে, রসূলুল্লাহ্ (স.) যখন প্রায় দশ হাজার 'আনসার' এবং কুরায়েশ বংশীয় নবদীক্ষিত মুসলিম সৈন্যের নেতৃত্ব করে কতিপয় শত্রু গোত্রের বিরুদ্ধে জয়লাভ করেন—যাদের মধ্যে কাবা পুনর্দখল করার উদ্দেশ্যে আগত মালিক গোত্রও ছিল —তখন তিনি তাঁর সর্বক্ষণের বিশ্বস্ত সঙ্গী আনসারদের তুলনায় নবদীক্ষিত কুরায়েশদের মধ্যে যুদ্ধলব্ধ মাল তুলনামূলকভাবে বেশী পরিমাণে বিতরণ করেন। রসূল যখন বুঝতে পারলেন যে আনসারদের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি হয়েছে তখন তিনি তাঁদেরকে ডাকলেন এবং বললেন, 'হে আনসারগণ তোমরা কি সন্তুষ্ট নও যে, জনগণ দুনিয়ার সম্পদ নিয়ে তাদের ঘরে ফিরে যাক আর তোমরা মুহাম্মদ (স.)-কে সঙ্গে নিয়ে ঘরে ফির? তখন আনসাররা জবাব দিল, 'হে রসূলুল্লাহ্, নিশ্চয়ই আমরা সন্তুষ্ট।'

"যাদের হৃদয় আসক্ত", কুরআনের এই উক্তি দ্বারা কুরআন শরীফ নাযিল হওয়াকালীন মক্কার নবদীক্ষিত মুসলমানদেরকে বুঝিয়েছিল বলে হানাফী ও মালিকী মাযহাবসমেত অধিকাংশ মুসলিম আইনব্যাখ্যাতা মনে করেন যে, যাকাতে উক্ত শ্রেণীটির অংশ লুপ্ত হয়েছে। যাই হোক, কোন মানুষেরই যেহেতু কুরআন শরীফের কোন একটি অংশ অমান্য করার অধিকার নেই, তাই সূরা তওবার ৬০ সংখ্যক আয়াতের নির্দেশের সর্বোচ্চ মর্যাদা রক্ষা করে অনুরূপ পরিস্থিতিতে তাই করে যেতে হবে (অর্থাৎ কোন অমুসলিম এলাকা বিজয়ের পরে যদি স্থানীয় জনগণ বিপুল সংখ্যায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে এবং তাদের পুনর্বাসনের প্রয়োজন হয়)।

"সত্য ও ন্যায়ের দিক থেকে তোমার প্রতিপালকের বাণী সম্পূর্ণ এবং তাঁর বাক্য পরিবর্তন করার কেউ নেই ; তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

(সূরা আনআম ঃ ১১৫-১১৬)

যাকাত আইনের মর্মবাণী অনুযায়ীই 'যাদের হৃদয় আসক্ত হয়েছে' তাঁদের যাকাত তহবিল থেকে সাহায্য পাওয়া উচিত। কারণ এ দ্বারা তারা মুসলমান হিসাবে নতুন জীবন শুরু করবেন, কুরআন নির্দেশিত পরিচ্ছন্ন ও মর্যাদাসম্পন্ন জীবন।

www.pathagar.com

৫. ক্রীতদাস এবং বন্দীরা (الرقاب)। কুরআন শরীফের একটি অলঙ্ঘনীয় আদর্শ হচ্ছে এই যে, 'আল্লাহ্‌র গোলাম' মুসলমান কোনদিন কোন সৃষ্ট শক্তির দাসত্ব করতে পারে না। তাই কোন মুসলমান অন্য কোন মানুষের আইনগত সম্পদ হবে, এটা শুধু বর্জনীয় নয়, কুরআনের মতাদর্শী ইসলামে সহনীয় পর্যন্ত নয়। বস্তুত, কুরআনের নির্দেশ অনুযায়ী যাকাতের একটা অংশ যে দাসমুক্তির জন্যে প্রদান করা হয়েছে তাতে এই আদর্শই প্রতিফলিত হয়েছে।

ইতিপূর্বেই বলা হয়েছে যে, যাকাত মুসলমানের প্রতি মুসলমানের বাস্তব সাহায্য। অতএব, ক্রীতদাসরা (الرقاب) কুরআন শরীফের সূরা তওবার ৬০ সংখ্যক আয়াত অনুযায়ী যাকাতের আইনসংগত হকদার। কোন মুসলিম ক্রীতদাস যদি অ-মুসলিম ব্যক্তির আইনসঙ্গত সম্পদ হিসাবে কাজে নিযুক্ত থাকে তাহলে উক্ত ব্যক্তির প্রতিও এই নির্দেশ প্রযোজ্য হবে। এ ধরনের দাসদেরকে ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করার উদ্দেশ্যেই যাকাত তহবিল ব্যবহার করা উচিত।

হানাফী মাযহাব ব্যতীত আর অধিকাংশ মুসলিম আইন ব্যাখ্যাতাই স্বীকার করেন যে, যাকাত তহবিল দ্বারা অমুসলিম মালিকের কাছ থেকে ইসলাম ধর্মাবলম্বী ক্রীতদাসদেরকে ক্রয় করে মুক্তিদানপূর্বক কুরআনের নির্দেশ অনুযায়ী জীবন যাপনের সুযোগ করে দেওয়া উচিত।

হানাফী মাযহাবমতে যাকাত তহবিল সেই সব ক্রীতদাসকে সাহায্য করার জন্যে ব্যবহার করা উচিত যারা ইতিমধ্যেই 'মুকাতাব'-এর (مكاتب — মুক্তির আদেশপ্রাপ্ত ক্রীতদাস) মর্যাদা লাভ করেছে, যাকাতের টাকা দ্বারা তাদের মুক্তিপণ প্রদান করা যেতে পারে। কিন্তু যাকাত তহবিলের অর্থ দ্বারা ক্রয় করে সেই দাসকে মুক্তিদান করাকে হানাফী মাযহাব সমর্থন করে না। হানাফী মাযহাবের এই মতের পিছনে যুক্তি হচ্ছে এই যে, যাকাত প্রদান দ্বারা অবশ্যই মালিকানা এক ব্যক্তি থেকে (যাকাতদাতা) অপর ব্যক্তিতে (যাকাত গ্রহীতা) হস্তান্তরিত হতে হবে। একজন ক্রীতদাসকে ক্রয় করে মুক্তি প্রদান করলে উপরোক্ত ধরনের মালিকানার হস্তান্তর হয় না আর তাই যাকাতও যথার্থ হয় না।

এখন প্রথমত, কুরআন শরীফে হানাফী মাযহাবের এই সিদ্ধান্তের — যে যাকাত প্রদানে প্রত্যেক ক্ষেত্রে অবশ্যই সরাসরি মালিকানার হস্তান্তর হতে

www.pathagar.com

হবে—যৌক্তিকতা পাওয়া যায় না। অথচ দরিদ্রদের ক্ষেত্রে, যাকাত কর্মচারীদের ক্ষেত্রে, 'যাদের হৃদয় আসক্ত হয়েছে' তাদের ক্ষেত্রে এবং পর্যটকদের ক্ষেত্রে যেখানে সরাসরি মালিকানার হস্তান্তর হয়, হানাফী মতে অধমর্ণের ক্ষেত্রে সেরূপ মালিকানা হস্তান্তরিত হয় না এবং হতে পারে না। একজন অধমর্ণ যখন যাকাতের সাহায্যে ঋণের বোঝা থেকে মুক্তিলাভ করে তখন যে ব্যক্তি অর্থলাভ করে সে হয় উত্তমর্ণ, কেননা তাকেই পূর্ণ মূল্য বা আংশিক মূল্য প্রদান করা হয়েছে, আর উক্ত অর্থ হয় তারই আইনসঙ্গত সম্পদ। যে ব্যক্তি যাকাত দ্বারা উপকৃত হয়, সে হল ক্রীতদাস, তার অমুসলিম মনিবকে মুক্তিপ্রদত্ত সম্পদের মূল্যের বিনিময়েই যাকাত তহবিল থেকে অর্থ প্রদান করা হয়।

একজন মুসলমানকে মুক্তির মহৎ স্বাদ প্রদানের জন্যে যাকাত তহবিল যেভাবেই ব্যবহৃত হোক না কেন তা নিঃসন্দেহে কুরআনের নির্দেশের উদ্দেশ্য পূর্ণ করে। কুরআন শরীফে ক্রীতদাসদেরকে যাকাতের আইনসঙ্গত হকদার হিসাবে গণ্য করা হয়েছে।

ইমাম ইব্রাহীম আন্-নাখাঈ, ইমাম আবু হানীফা, ইমাম আস্-সাওরী, ইমাম শাফি'ঈ এবং ইমাম লাইসসহ অধিকাংশ ইমামই একমত যে, ক্রীতদাসদের সাবেক মনিব—তিনি মুসলিম বা অমুসলিম যাই হোন না কেন—যদি কুরআনের নির্দেশ অনুযায়ী তাঁর মুক্তিপ্রদত্ত সাবেক দাস ও নতুন মুসলিম ভাইকে ইসলামের বন্ধনের মধ্যে নতুন করে স্বাধীনভাবে জীবন শুরু করার জন্যে অর্থ সাহায্য প্রদান করতে সক্ষম না হন তাহলে যাকাত তহবিল থেকে তাকে সাহায্য করা যেতে পারে।

"তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসদাসীদের মধ্যে কেউ তার মুক্তির জন্যে চুক্তি করতে চাইলে তাদের সঙ্গে চুক্তিতে আবদ্ধ হও, যদি জান যে, তাদের মুক্তিদানে কল্যাণ রয়েছে। আল্লাহ্ তোমাদের যে সম্পদ দান করেছেন তা থেকে তোমরা তাদেরকে দান করবে।"

(সূরা নূর : ৩৩)

'রিকাব' (ক্রীতদাস বা বন্দী) শব্দটি দ্বারা ঐ সকল মুসলিমকেও বুঝায় যারা শত্রুর হাতে বন্দী হয়েছে। অতএব এটা সাধারণভাবে স্বীকৃত যে, যখনই সম্ভব যাকাতের অর্থ দ্বারা যেন মুসলমান যুদ্ধবন্দীদের মুক্তিদান করা হয়।

www.pathagar.com

৬. ঋণগ্রস্তরা (الغارمون)। কষ্ট সহ্য করা ব্যতীত বা আশ্রয়হীন হওয়া ব্যতীত যারা ঋণ শোধ করতে পারে না বা যারা এতটা সহায়সম্বলহীন যে ঋণ পরিশোধ করতে অপারগ, তারা যাকাত গ্রহণ করে ঋণমুক্ত হতে পারে।

আইন অনুযায়ী ঋণগ্রস্তগণ যে যে অবস্থায় যাকাত গ্রহণ করতে পারে সেগুলো হল ঃ

(ক) গৃহীত ঋণ কোন ন্যায়সঙ্গত কারণে করা হয়েছিল এমন হতে হবে, উদ্দেশ্য একান্তই ব্যক্তিগত বা পরার্থপরতা যাই হোক না কেন। কোন ব্যক্তি যদি অপর ব্যক্তির আইনসঙ্গত স্বার্থের বিষয়ে নিশ্চয়তাদানকারী হন এবং পরবর্তীতে অবস্থা যদি এমন দাঁড়ায় যে, একদিকে ঋণের সম্পূর্ণ দায়-দায়িত্ব তাঁর উপর এসে পড়েছে এবং অপরপক্ষে ঋণ শোধ করতে গেলে তিনি অসহায় অবস্থায় পড়বেন, তাহলে আইনসঙ্গতভাবেই তিনি যাকাত গ্রহণ করতে পারেন। অনুরূপভাবে, ইমাম শাফি'ঈর মত অনুযায়ী কোন মুসলমান যদি দু জন মুসলমানের মধ্যকার বা দুই মুসলিম গোত্রের মধ্যকার বিবাদ মিটিয়ে দিবার উদ্দেশ্যে ঋণ গ্রহণ করে থাকেন এবং পরবর্তীতে অবস্থা এমন দাঁড়ায় যে তিনি ঋণ পরিশোধ করতে অক্ষম বা অসহায় হয়ে পড়েছেন, তাহলে আইনসঙ্গতভাবেই যাকাত তহবিল থেকে সে ঋণ পরিশোধ করে দেওয়া যেতে পারে।

অপরপক্ষে, বেআইনী কাজের উদ্দেশ্যে গৃহীত ঋণ, যথা জুয়া খেলা, মদ খাওয়া, যত্তারজ অপব্যয় বা অন্য যে কোন নীতিবিগর্হিত কাজ, কোন অবস্থাতেই যাকাত তহবিলের অর্থ দ্বারা পরিশোধ করা যাবে না।

(খ) ঋণ অবশ্যই কোন মুসলমান ব্যক্তির কাছ থেকে গৃহীত হতে হবে, যিনি স্বয়ং তৎকালে দারুণ প্রয়োজনে রয়েছেন এবং ঋণগ্রহীতার সময়-সুযোগের জন্যে আর অপেক্ষা করে থাকতে পারছেন না। এই শর্তটির গুরুত্ব খুবই বেশী।

বাস্তবিক, কুরআন শরীফে নিষেধ রয়েছে যে কোন মুসলমান ঋণদাতা ঋণগ্রহীতার বিপদ-আপদ উপেক্ষা করে ঋণ পরিশোধের জন্যে তাগাদা করবেন বা তাঁর জন্যে কোন অবাঞ্ছিত বিড়ম্বনার সৃষ্টি করবেন ঃ

"যদি ঋণগ্রহীতা অভাবগ্রস্ত হয় তবে সচ্ছলতা পর্যন্ত তাকে অবকাশ দেওয়া বিধেয়। আর যদি তোমরা ছেড়ে দাও তবে তা তোমাদের জন্যে কল্যাণকর, যদি তোমরা জানতে।" (সূরা বাকারা ঃ ২৮০)

www.pathagar.com

উপরে উদ্ধৃত কুরআনের আয়াতের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে, ঋণের মূল্য যদি ঋণগ্রহীতার অতি প্রয়োজনীয় সম্পদের মূল্যমানের সমান হয় তাহলে ঋণ-দাতা অবশ্যই নীতিগতভাবে ঋণগ্রহীতার পক্ষে সুবিধাজনক সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করবেন।[১] কুরআনের এই ধারণা অনুযায়ী সুবিধাজনক শর্তে বা পরিস্থিতিতে যে ঋণ গ্রহণ করা হয়েছে তা পরিশোধের জন্যে যাকাত তহবিলের ব্যবহার করা চলে না।

(গ) যাকাত তহবিল থেকে সাহায্য গ্রহণের পূর্বে ঋণগ্রহীতা অবশ্যই আইনসঙ্গতভাবে নিজ উদ্যোগে ঋণ পরিশোধের সাধ্যমত চেষ্টা করবেন।

ঋণগ্রহীতার আইনসঙ্গত যে সম্পদ রয়েছে, তা যদি স্বাভাবিকভাবে যাকাত করোপযোগী হয়, তাহলে ঋণ পরিশোধের জন্যে আগে সেই সম্পদ বিক্রি করতে হবে। আর ঋণগ্রহীতার যদি করোপযোগী কোন সম্পদ না থাকে অথবা করোপযোগী সম্পদ থাকলেও তা দ্বারা যদি ঋণ পরিশোধ করা সম্ভব না হয়, তাহলে তিনি নিজ প্রয়োজনের অতিরিক্ত আর যা যা সম্পদ আছে সেগুলো বিক্রি করে বা নিজের প্রাত্যহিক প্রয়োজন খাটো করে ঋণের দায়মুক্ত হতে চেষ্টা করবেন।

অতঃপর, যথাসাধ্য চেষ্টার পরেও সে যদি ঋণ পরিশোধ করতে সক্ষম না হন, তাহলে সেই ঋণ সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে যাকাত তহবিল থেকে পরি-শোধ করা যেতে পারে।

৭. আল্লাহর পথে (في سبيل الله)। কুরআন শরীফে উক্ত 'ফী সাবিলিল্লাহ্' অর্থাৎ 'আল্লাহর পথে বা আল্লাহর উদ্দেশ্যে' কথাটিকে পুরানা মুসলিম আইন ব্যাখ্যাতাগণ ভিন্ন ভিন্ন রূপে ব্যাখ্যা করেছেন।

ইমাম আবু হানীফা এবং ইমাম আবু ইউসুফ উভয়েই 'ফি সাবিলিল্লাহ্' কথা বিশেষভাবে 'আল-গিজা' (الغزا), অর্থাৎ ইসলামের প্রতি-রক্ষার কারণে বা মুসলমানদের বা মুসলিম এলাকার প্রতিরক্ষার কারণে আইনসঙ্গত যুদ্ধ অর্থে গ্রহণ করেছেন। সেইহেতু এই দুইজন খ্যাতনামা আইন ব্যাখ্যাতা মত প্রকাশ করেছেন যে, যোদ্ধাদেরকে (غاز) যাকাত দেওয়া যেতে পারে, কিন্তু একটিমাত্র শর্তে যে, উক্ত যোদ্ধা দরিদ্র হবেন।

---

১. মালিকী মাযহাবমতে, যে ঋণ পরিশোধ না করলে জেল হবার আশংকা আছে, একমাত্র সেরূপ ঋণ পরিশোধের জন্যেই যাকাত তহবিল ব্যবহৃত হতে পারে। এই মত কুরআনের ধারণার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হয় না। যাকাতের মর্মবাণীর সঙ্গেও না।

www.pathagar.com

অন্যান্য আইন ব্যাখ্যাতাগণ, যাঁরা নিম্নোদ্ধৃত হাদীসটিতে উক্ত 'গনি' (غني) শব্দ দ্বারা জাগতিক সচ্ছলতা অর্থ গ্রহণ করেছেন, তাঁদের মতে যোদ্ধা এমন কি ধনী হলেও তাঁকে যাকাত দেওয়া যেতে পারে।

আবদুর রায্যাক থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি মা'মার থেকে শুনেছেন যে, তিনি যায়েদ ইবন আসলাম থেকে শুনেছেন যে, তিনি আতা ইবন ইয়া-সার থেকে শুনেছেন যে, তিনি আবু সাঈদ আল-খুদরী থেকে শুনেছেন যে, রসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "সচ্ছল ব্যক্তির জন্যে যাকাত পাঁচটি ক্ষেত্রে ব্যতীত আইনসঙ্গত নয়; সে ব্যক্তি যাকাত কর্মচারী হলে বা আল্লাহ্র পথে যোদ্ধা হলে, অথবা সচ্ছল ব্যক্তি যদি নিজ সম্পদ দ্বারা তা ক্রয় করে থাকে, অথবা একজন গরীব ন্যায্য হকদার যদি তা কোন সচ্ছল ব্যক্তিকে ব্যক্তি-গত উপহার হিসাবে প্রদান করে, অথবা ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রে।"

(ইমাম আবু দাউদ)

আসলে আগেও যেমন বলা হয়েছে যে, 'গিনা' শব্দটি এবং তার বিশেষণ 'গনি' দ্বারা পার্থিব সচ্ছলতা এবং আরো বৃহত্তর অর্থে একজন পরিতুষ্ট মানুষের সচ্ছলতা ও দৈহিক সুস্বাস্থ্যের উপভোগ, এই দুই-ই বুঝানো যেতে পারে।

তাই ইমাম আল-আইনী, যিনি হানাফী মত সমর্থন করেন, মনে করেন যে, উপরের উদ্ধৃত হাদীসটিতে উক্ত 'গনি' শব্দটি দ্বারা সেই ব্যক্তিকে বুঝায় 'যিনি সুস্বাস্থ্যের অধিকারী এবং জীবিকা উপার্জনে সক্ষম' এবং এমন কোন কথা নেই যে শব্দটি দ্বারা শুধু সেই ব্যক্তিকেই বুঝাবে, 'যিনি পার্থিব ধনসম্পদে সচ্ছল'। এই ব্যাখ্যার আলোকে, কোন ব্যক্তি দরিদ্র হলেও যদি নিজ জীবিকা উপার্জনে সক্ষম হন এবং তা করার সম্ভাবনা যদি তাঁর থাকে তবে তিনি যাকাত পেতে পারেন না। অবশ্য উক্ত হাদীসটির উল্লেখ অনুযায়ী যদি সেই ব্যক্তি যাকাত কর্মচারী বা আল্লাহ্র পথে যুদ্ধ করেন তাহলে যাকাত পেতে পারেন, যদি না তিনি নিজ সম্পদ দ্বারা তা ক্রয় করেন বা কোন দরিদ্র যাকাতের হকদারের কাছ থেকে তা ব্যক্তিগত উপহার হিসাবে লাভ করেন বা তিনি যদি কোন ঋণদাতার নিকটে জরুরী ঋণী থাকেন। এই ব্যাখ্যা যাকাতের মর্মবাণীর সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গতি-পূর্ণ।

www.pathagar.com

কুরআন শরীফে উক্ত 'ফি সাবিলিল্লাহ্' কথাটিকে ইমাম মুহাম্মদ (র.) এই অর্থে ব্যাখ্যা করেছেন যে, এ দ্বারা পবিত্র নগরী মক্কাতে হজ্জ করা বুঝায়। তাই এ দ্বারা সেই হকদারকেই বুঝাতে হবে, যিনি হজ্জ করতে ইচ্ছুক অথচ দরিদ্র। হজ্জ পালনে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে তাঁকে যাকাত তহবিল থেকে সহায়তা করা যেতে পারে।

ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর এই ব্যাখ্যা প্রদানের ভিত্তি হল এরূপ একটি তথ্য যে, রসূলুল্লাহ্ (স.) জনৈক ব্যক্তি কর্তৃক 'ফি-সাবিলিল্লাহ্' স্বরূপ প্রদত্ত একটি উট একজন হজ্জ গমনেচ্ছুকে দান করার নির্দেশ দিয়েছিলেন যাতে তিনি সেই উটে চড়তে পারেন। কিন্তু রসূলুল্লাহ্ (স.) 'আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে প্রদত্ত' একটি উট জনৈক হজ্জ গমনেচ্ছুকে চড়তে দিয়েছিলেন বলে 'আল্লাহ্‌র পথ' কেবলমাত্র মক্কা শরীফে হজ্জ করা পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না। তদুপরি হজ্জ পালন কেবলমাত্র সেই মুসলমানের উপরই ফরয যাঁর আর্থিক সামর্থ্য রয়েছে। এ বিষয়ে কুরআনের নির্দেশ অতি সুস্পষ্ট :

"মানুষের মধ্যে যার সেখানে যাবার সামর্থ্য রয়েছে, আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে পবিত্র ঘরে হজ্জ করা তার জন্যে ফরয।"

(সূরা আল ইমরান : ৯৭-৯৮)

অতএব এটা গ্রহণযোগ্য নয় যে, দরিদ্র মুসলমানদের হজ্জের খরচ বহন করা যাকাত তহবিলের উদ্দেশ্য। কোন ব্যক্তি ইতিমধ্যেই হজ্জের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেছেন কিন্তু ঘটনাক্রমে তিনি টাকার প্রয়োজনে পড়ে গেছেন, সেটা সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা। সে রকম ক্ষেত্রে হজ্জযাত্রীর যাকাতের উপর যে অধিকার তা হচ্ছে তৎকালে বিপদগ্রস্ত হওয়ার কারণে (ابن السبيل), হজ্জযাত্রী হবার কারণে নয়।

এই শেষোক্ত ব্যাখ্যার আলোকে বিবেচনা করলে 'ফি-সাবিলিল্লাহ্' বাবদ যাকাত তহবিল নিম্নোক্তভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে :

(ক) ইসলামের প্রতি নিবেদিতপ্রাণ হওয়াহেতু যে সকল মুসলমান নিজেদের জীবন ধারণের জন্যে স্বাভাবিক কাজকর্ম করা থেকে বিরত থাকেন এবং যাঁদের জীবন ধারণের আর কোন উপায় নেই, সে রকম ব্যক্তিগণ হলেন :

(১) যে সকল দরিদ্র মুসলমান সাধারণভাবে মানব জাতি সম্বন্ধে এবং বিশেষভাবে মুসলমানদের সম্বন্ধে লেখাপড়া, গবেষণা (বৈজ্ঞানিক,

www.pathagar.com

সাহিত্য বিষয়ক বা অন্যান্য বিষয়ে) বা শিক্ষকতা করছেন এবং যাঁদের কাজের উদ্দেশ্য হচ্ছে দ্বীন ইসলামের প্রচার ও তার সুসংহতি সাধন করা।

(২) যে সকল দরিদ্র মুসলমান চিকিৎসক, নার্স ও সমাজ সেবিকা, এবং হাসপাতাল ও ডাক্তারখানার নিয়মিত কর্মচারী যাঁরা নিজেরা দরিদ্র মুসলমানদের ও ইয়াতীমখানার ইয়াতীমদের সেবায় নিয়োজিত; এবং যাঁরা দরিদ্র, অক্ষম, অন্ধ, খঞ্জ ও বোবা মুসলমান শিশু বা পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তিদের কল্যাণের জন্যে প্রতিষ্ঠিত বিশেষ ধরনের সংস্থায় নিয়োজিত।

(৩) দরিদ্র মুসলমান-স্বেচ্ছাসেবক বৈমানিক ও কর্মীগণ (নিয়মিত নৌ-স্থল-বা বিমান বাহিনীর সদস্যগণ নয়), যাঁরা যুদ্ধের কালে ইসলাম এবং মুসলিম অধিবাসী ও এলাকা রক্ষার জন্যে কাজ করেন।

(৪) বিচার বিভাগীয় দরিদ্র মুসলিম সদস্যগণ, যাঁরা রাষ্ট্র থেকে কোন পারিশ্রমিক পান না।[১]

(খ) যাঁরা মুসলিম সরকারের অধীনে যে কোন স্থানে বন্যা, ভূমিকম্প, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত, খরা, ঘূর্ণিঝড় ইত্যাদি এবং গরকী বা সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস, অগ্নিকাণ্ড, দুর্ভিক্ষ, মহামারী বা পানি, যমিন ও আসমানে সংঘটিত দুর্ঘটনাহেতু ক্ষতিগ্রস্ত মুসলমানদেরকে জরুরী সাহায্য প্রদানের জন্যে।

(গ) যাঁরা পানি, যমিন ও আসমানে দুর্ঘটনাহেতু যে সকল মুসলমান সর্বস্ব হারিয়েছে বা অপূরণীয় ক্ষতির সম্মুখীন হয়ে দুর্দশায় নিপতিত হয়েছে, তাদের পুনর্বাসনের জন্যে।

(ঘ) যে সকল দরিদ্র মুসলমান এমন নিঃসম্বল অবস্থায় মারা যায় যে তাদের কাফনের (الكفن) খরচ সংকুলান হয় না এবং তাদের আত্মীয়-স্বজনরাও এরূপ সঙ্গতিপন্ন নয় যে, মুর্দার কাফন-দাফনের খরচ বহন করতে পারে, তাঁদের কাফন-দাফনের ব্যবস্থা করা।

হানাফী মাযহাব মতে, যাকাত দ্বারা যেহেতু মালিকানা অবশ্যই এক ব্যক্তি থেকে অন্য ব্যক্তিতে হস্তান্তরিত হতে হবে, তাই কাফন-দাফনের খরচের বাবদ যাকাতের অর্থ ব্যয় করা আইনসঙ্গত হয় না। কিন্তু এটা

১. সকল নিয়মিত সরকারী কর্মচারীর বেতন সরকারী কোষাগার থেকে দেওয়া হবে এবং তা যাকাত তহবিল থেকে প্রদান করা যাবে না।

www.pathagar.com

যেন যাকাত সম্বন্ধে কুরআনের প্রদত্ত ধারণার সঙ্গে ঠিক সঙ্গতিপূর্ণ হয় না।
এ প্রসঙ্গে মু'আজকে প্রদত্ত রসূলুল্লাহ্ (স)-র নির্দেশও স্মরণীয়ঃ

"...তাদেরকে বলবে যে, আল্লাহ্ তাদের নিজ সম্পদের উপর যাকাত ধার্য করেছেন যা তাদের মধ্যে যারা ধনী তাদের কাছ থেকে গ্রহণ করা হবে এবং যারা গরীব তাদেরকে প্রদান করা হবে--।"

এই নির্দেশসমূহ যাকাতের উদ্দেশ্যকে পরিষ্কারভাবে প্রকাশ করে। আরবী ক্রিয়াপদ 'রাদ্দায়াদা (رد على) যারা প্রদান করা, প্রতিদান দেওয়া, কোন ব্যক্তির উপকার করা (যথা, কোন ব্যবসায়িক লেনদেন সংক্রান্ত), ইত্যাদি বুঝায়। অন্য কথায় হকদারগণ তাঁদের প্রয়োজন অনুযায়ী যাকাত তহবিল থেকে উপকার লাভ করবেন। যাকাতের আইনসঙ্গত বিতরণের জন্যে প্রত্যেক ক্ষেত্রেই যে মালিকানার হস্তান্তর হতে হবে সে রকম কোন ধরাবাঁধা নির্দেশ নেই। তদুপরি এটা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, কাফন হচ্ছে ধনী-দরিদ্র সকল মুসলমানের দুনিয়ার শেষ সম্বল। অতএব নিঃস্ব মুসলমানের দুনিয়ার শেষ কাজটি বাবদ যাকাত তহবিল ব্যবহার করাতে কোন আপত্তিই থাকা উচিত নয়।

(ঙ) দরিদ্র মুসলমানদের মঙ্গলের জন্যে হাসপাতাল বা চিকিৎসালয় স্থাপন বা ভাড়া নিবার জন্যে এবং অসহায় মুসলমান ছেলেমেয়েদের জন্যে ইয়াতিমখানা স্থাপন বা ভাড়া নিবার জন্যে এবং দরিদ্র ছেলেমেয়ে বা বয়স্ক অন্ধ, কালা ও বোবাদের শিক্ষা ও পুনর্বাসনের উদ্দেশ্যে বিশেষ ধরনের প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্যে।

(চ) দরিদ্র মুসলমান ছেলেমেয়ে এবং নিরক্ষর বয়স্ক মুসলমানদের শিক্ষার উদ্দেশ্যে স্কুল স্থাপন বা ভাড়া নিবার জন্যে।

(ছ) যুদ্ধকালীন জরুরী অবস্থায় যখন মুসলিম জাতি ও মুসলিম রাষ্ট্রসীমা রক্ষা করা প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়, তখন যে কোন প্রয়োজনের জন্যে যাকাত তহবিল ব্যবহৃত হওয়া উচিত। উদাহরণস্বরূপ, প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সুদৃঢ় করা, অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করা, সিপাহীদের খাদ্য ও ঔষধ সরবরাহ করা, যুদ্ধহেতু আশ্রয়হীনের পুনর্বাসন ইত্যাদি জাতীয় সংগ্রামের যাবতীয় প্রয়োজনে।

"আল্লাহ্ বিশ্বাসীদের নিকট থেকে তাদের জীবন ও সম্পদ ক্রয় করে নিয়েছেন, তাদের জন্যে জান্নাত রয়েছে এর বিনিময়ে। তারা আল্লাহর

www.pathagar.com

পথে সংগ্রাম করে, নিধন করে ও নিহত হয়। বস্তুত তাওরাত, ইঞ্জিল ও কুরআনে তিনি এই প্রতিশ্রুতিতেই আবদ্ধ। প্রতিজ্ঞা পালনে আল্লাহ্ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর কে আছে? তোমরা যে সওদা করেছ সেই সওদার জন্যে আনন্দ কর এবং সেটাই মহা সাফল্য।" (সূরা তওবা : ১১১)

৮. পর্যটক বা ভ্রমণকারীদেরকে (ابن السبيل) কুরআন শরীফে একটি বিষয়ে গুরুত্বের সঙ্গে মূল্যদান করা হয়েছে। সেইটি হচ্ছে জ্ঞান অর্জন এবং ব্যক্তিগত যোগাযোগ দ্বারা মানুষের মধ্যে ইসলামী ভ্রাতৃত্ববোধের আদর্শ বিস্তারের উদ্দেশ্যে ভ্রমণ করা। ভ্রমণ দ্বারা মুসলমানদের মধ্যে বান্ধব সংহতি বৃদ্ধি পায় এবং মানুষ মাত্রের মধ্যেই স্বাস্থ্যকর, গঠনমূলক পরিবেশ গড়ে উঠে বলে বিশ্বশান্তিও প্রতিষ্ঠিত হয়।

অবাস্তব আদর্শ এবং পুঁথিগত বিদ্যার প্রয়োজন ইসলামে কমই স্বীকৃত। ইসলাম স্থায়ী, মজবুত ভিত্তির উপর এমন সমৃদ্ধিশালী ন্যায়নীতির সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করে যা মুসলমানদের হৃদয়ের গভীরে সংস্থাপিত হবে এবং তাহলেই কেবল সত্য জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত পরিবেশে স্থায়ী মূল্যবোধ বেঁচে থাকবে।

তাই, কুরআন শরীফে মুসলমানদেরকে বারবার 'যমিনে সফর' করতে তাকিদ দেওয়া হয়েছে। এটা কেবল সফরের দাওয়াত নয় বরং যারা 'আল্লাহ্র কর্মপদ্ধতি' (سنة الله) পর্যবেক্ষণ করবেন এবং একমাত্র সফর দ্বারাই সত্য অভিজ্ঞতার বিশাল ক্ষেত্র থেকে বাস্তব প্রজ্ঞা আহরণ করবেন তাঁদের প্রতি যথার্থ নির্দেশ।

এই নির্দেশের পরিপূরক হিসাবে এবং মুসলমানদেরকে গৃহকোণ ছেড়ে ব্যক্তিগতভাবে এবং বাস্তবভাবে দুনিয়াকে জানার প্রয়োজনে তাঁরা যাতে নিরাপদে ভ্রমণ করতে পারেন সেজন্যে কুরআন শরীফে বিশেষ আইনের অনুশাসন রয়েছে।

অপরপক্ষে মুসলমান যাতে ব্যক্তিগতভাবে পর্যটক বা মুসাফিরকে সহায়তা করে সে জন্যেও বিশেষভাবে বলা হয়েছে :

"লোকে কি ব্যয় করবে সে সম্বন্ধে তোমাকে প্রশ্ন করে। বল, যে ধন-সম্পদ তোমরা ব্যয় করবে তা পিতামাতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম এবং

www.pathagar.com

পর্যটকগণের জন্যে। ভাল কাজের জন্যে তোমরা যা কিছু কর না কেন, আল্লাহ্ সে সম্বন্ধে অবহিত আছেন।" (সূরা বাকারা : ২১৫-২১৬)

অপরপক্ষে, পর্যটক বা ভ্রমণকারীদের—নিজ দেশে ধনী বা দরিদ্র যাই হোক না কেন—সব সময়েই কিছু না কিছু অর্থের প্রয়োজন থাকে। এরই স্বীকৃতিস্বরূপ কুরআন শরীফের সূরা তওবার ৬০ নং আয়াতে পর্যটকগণের জন্যে যাকাত তহবিলের একটা অংশ নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। ভ্রমণকালে যখনি তাঁরা অর্থাভাবে অসুবিধার সম্মুখীন হবেন তখনি যাকাত তহবিল থেকে তাঁরা সাহায্য লাভ করতে পারবেন। নিজের টাকা হারানো বা চুরি গেলে, যুদ্ধহেতু যোগাযোগবিহীন হয়ে পড়লে যদি তিনি আর্থিক অসুবিধার সম্মুখীন হন এবং নিজের অবশিষ্ট টাকায় সে অসুবিধা কাটিয়ে উঠতে না পারেন বা ব্যক্তিগতভাবে ঋণ সংগ্রহ করতে না পারেন, তাহলে স্থানীয় যাকাত তহবিল থেকে আইনসঙ্গতভাবে তিনি আর্থিক সাহায্য গ্রহণ করতে পারেন।

যাকাত আইনে পর্যটকগণের দাবীর যৌক্তিকতা সম্বন্ধে দুটি শর্ত আরোপ করা হয়েছে :

(ক) পর্যটকের সফর সম্পূর্ণ আইনসঙ্গত প্রয়োজনে হতে হবে। যথা—ইসলামের খিদমত, মক্কা শরীফে হজ্জযাত্রা, শিক্ষা, পারিবারিক, স্বাস্থ্যগত বা সামাজিক যে কোন প্রয়োজনে বা ব্যবসায়সূত্রে পর্যটন।

(খ) যাকাত তহবিল থেকে সাহায্য গ্রহণের আগে ভ্রমণকারী ব্যক্তিগত উদ্যোগে (যথা—ব্যক্তিগতভাবে ঋণ গ্রহণের চেষ্টা) নিজের অসুবিধা দূর করার চেষ্টা করবেন। এতে ব্যর্থ হলে তখন ভ্রমণ সমাপ্ত করার জন্যে অথবা নিজ দেশে ফিরে যাবার জন্যে তিনি স্থানীয় যাকাত তহবিল থেকে অর্থ সাহায্য গ্রহণ করতে পারেন।

যাকাতের অন্যান্য হকদারদের মতোই পর্যটকগণও যাকাত তহবিল থেকে যে সাহায্য গ্রহণ করবেন তা সম্পূর্ণ দায়-দায়িত্বমুক্ত। দেশে ফিরে যাওয়ার পর অবস্থা সচ্ছল হলে তখন তাঁকে আর সে টাকা ফেরত দিতে হবে না বা সেই পরিমাণ অর্থ গরীব-মিসকিন বা কাউকে প্রদান করতে হবে না। হকদারদের জন্যে যাকাত আল্লাহ্ প্রদত্ত অধিকার এবং তা কোন ঋণের টাকা নয়—কোন কোন আধুনিক লেখক যদিও বা সেরূপ মতামত প্রকাশ করতে পারেন।

www.pathagar.com

পর্যটকদের অধিকতর মঙ্গল চিন্তা করে সাধারণভাবে এটা গৃহীত হয়েছে যে, যাকাত তহবিল দ্বারা সরাইখানা, বিশ্রামভবন, মুসাফিরখানা, ইত্যাদি সড়কের ধারে, গ্রামে ও শহরে নির্মাণ করা যেতে পারে যেখানে মুসলমান ভ্রমণকারী বিনামূল্যে খাদ্য ও আশ্রয় লাভ করতে পারবে।

এ ধরনের সরাই বা মুসাফিরখানার রক্ষণাবেক্ষণকারীরাও সঙ্গত-ভাবেই যাকাত তহবিল থেকে তাঁদের বেতন পাবেন। স্বাধীনভাবে চলার সামর্থ্য থাকলে তাঁরা অবশ্য আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে স্বেচ্ছায়ও কাজ করতে পারেন।

যাকাতের অর্থে রাস্তা ও পুল নির্মাণ বা পুনঃনির্মাণও করা যেতে পারে। মুসাফির বা ভ্রমণকারীদের ভ্রমণের অসুবিধা দূর করার জন্যে ভাল রাস্তাঘাট ও পুল থাকা বাঞ্ছনীয়। শহর এলাকার ভিতরে এবং দেশের অন্যান্য স্থানে এ কাজের দায়িত্ব পৌরসভার ও রাষ্ট্রের। জনগণের অর্থেই তা করতে হবে। একেবারে কড়াকড়িভাবে দেখতে গেলে যাকাত তহবিলের অর্থে জরুরী ভিত্তিতে ভবন, সড়ক বা সেতু নির্মাণ বা মেরামত তখনি করা যেতে পারে যখন জননিরাপত্তা ও জনকল্যাণার্থে জনগণের অর্থে বা ব্যক্তিগত চাঁদার টাকা দ্বারা তা করা সম্ভব হয়ে উঠছে না।

প্রশাসনিক প্রয়োজনে উপরে উল্লেখিত যাকাতের আট শ্রেণীর হক দারকে দুইটি ভাগে বিভক্ত করে নিতে হবে :

(ক) যেসব হকদার অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নিয়মিত যাকাত ভাতা গ্রহণ করেন। এদের অন্তর্গত হল : অসহায় চিররোগী, রুগ্ন ও পঙ্গু মুসলমান, গরীব, অসহায় বিধবা ও ইয়াতিম ছেলেমেয়ে; 'আল্লাহ্‌র পথে'-র অন্তর্গত সকল মুসলমান অর্থাৎ যাঁদের জীবন ইসলামের খিদমতে নিবেদিত; যাকাত-কর্মচারী—যাঁদের সাহায্যের প্রয়োজন রয়েছে; সরাইখানা, বিশ্রামাগার ও মুসাফিরখানার তত্ত্বাবধারকদের এবং অন্যান্য কর্মচারীদের।

(খ) যেসব হকদারের সাময়িকভাবে বা মাঝে মাঝে যাকাত সহায়-তার প্রয়োজন হয়। এদের অন্তর্গত হল : আর্থিক টানাটানি অবস্থায় রয়েছে এমন এবং নিঃসহায় মুসলমান যাদেরকে যাকাতের সাহায্য দ্বারা পুনর্বাসিত করতে হবে; যমিনে, পানিতে ও আসমানে দুর্ঘটনাহেতু ক্ষতিগ্রস্ত, ঋণগ্রস্ত, ক্রীতদাস এবং বন্দী (মুসলমান যুদ্ধবন্দী); যাদের হৃদয় আসক্ত হয়েছে তাঁরা ও মুসাফিরগণ।

www.pathagar.com

হানাফী মাযহাব মতে কুরআন শরীফের সূরা তওবার ৬০ নং আয়াতের নির্দেশ অনুযায়ী যাকাত তহবিল সকল শ্রেণীর সকল হকদারের মধ্যে সমভাবে বিতরণ করতে হবে—কেবলমাত্র 'যাদের হৃদয় আসক্ত' হয়েছে, তাঁরা ছাড়া। হানাফীমতে তাঁরা এখন আর যাকাতের ন্যায্য হকদার নন। অন্যান্য আইনব্যাখ্যাতা সকলেই একমত যে, অন্য কোন শ্রেণীর হকদারদের অনুপস্থিতিতে যে কোন এক শ্রেণীর হকদারকেই তহবিলের সমুদয় যাকাত প্রদান করা যেতে পারে।

যাই হোক, এই দুই মতের মাঝামাঝি একটা ব্যবস্থা সম্ভবত সন্তোষজনক বলে গৃহীত হতে পারে। বাস্তবিকপক্ষে যাকাত তহবিল বিতরণের সুষ্ঠুতা নির্ভর করে, বাস্তবে কতজন হকদার উপস্থিত আছে তার উপরে। কিন্তু সূরা তওবার ৬০ নং আয়াতে কোন স্পষ্ট নির্দেশ নেই যে, মোট আট শ্রেণীর হকদারের সকলে উপস্থিত থাকুক আর নাই থাকুক, যাকাত কিছুসংখ্যক হকদারের মধ্যে সমভাবে বিতরণ করতেই হবে এবং তাও প্রত্যেক হকদারের সত্যিকারের প্রয়োজন কতটুকু সেটা বিবেচনা না করে। উদাহরণস্বরূপ, কোন এলাকাতে যদি যাকাত কর্মচারী, ঋণগ্রস্ত বা ক্রীতদাস না থাকে তাহলে এলাকাতে যারা উপস্থিত আছে তাদের কল্যাণের জন্যে যাকাত তহবিল পরিপূর্ণভাবে—যদিও বা নিঃশেষ না হতে পারে—বিতরণ না করার কোন সঙ্গত কারণ থাকতে পারে না।

অপরপক্ষে সূরা তওবার ৬০ নং আয়াতে পরিষ্কারই বলা হয়েছে যে, স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে যাকাত তহবিলের একটা বিশেষ অংশ সব সময়ে অবশ্যই মওজুদ রাখতে হবে, যা দ্বারা যে কোন শ্রেণীর হঠাৎ আগত হকদারদের প্রয়োজন মিটানো যায়।

প্রত্যেক হকদারকে প্রদত্ত সাহায্যের পরিমাণ ও প্রকৃতি অবশ্যই তার বিশেষ পরিস্থিতি ও প্রয়োজনের উপযোগী হতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, গ্রাম এলাকায় বসবাসকারী একজন অভাবী মুসলমানকে গৃহপালিত পশু, খাদ্যশস্য বা অন্য কোন কৃষিজ উৎপাদন দ্বারা যাকাত প্রদান করাই অধিক সঙ্গত হবে। গ্রাম এলাকায় এগুলো পাওয়াও যাবে অধিক। আবার শহরবাসী একজন হকদার হয়ত নগদ টাকাই গ্রহণ করতে বেশী ইচ্ছুক হবে, শহরের যাকাত কেন্দ্রসমূহে নগদ টাকা থাকার সম্ভাবনাও বেশী হবে। পর্যটকগণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই খাদ্য এবং নগদ অর্থে যাকাত গ্রহণ করতে অধিক ইচ্ছুক হয়ে থাকেন। ঋণগ্রস্তদেরও নগদ অর্থেরই প্রয়োজন পড়ে বেশী।

www.pathagar.com

নিয়মানুযায়ী, মুসলিম আইনব্যাখ্যাতাগণ একজন মাত্র সাময়িক বা স্থায়ী হকদারকে একসঙ্গে এমন পরিমাণ যাকাত দেওয়াকে অসঙ্গত রীতি বলে মনে করেন যে পরিমাণটাই যাকাত করোপযোগী হতে পারে। অপরপক্ষে, নিয়মিত যাকাত গ্রহীতাগণকে এমন একটা বাৎসরিক পরিমাণ নির্ধারণ করে দেওয়া উচিত যাতে তারা জীবনযাত্রার সাধারণ মান রক্ষা করে সুন্দরভাবে জীবিকা নির্বাহ করতে পারে।

সবশেষে, অন্যান্য যে সকল প্রয়োজনে যাকাত তহবিল আইনসঙ্গতভাবে ব্যয় করা যায়, যথা—হাসপাতাল, ডাক্তারখানা, স্কুল ইত্যাদি ভবন নির্মাণ বা ভাড়া গ্রহণ করা (যা থেকে দরিদ্র মুসলমানরা চিকিৎসা ও শিক্ষালাভ করতে পারে)। সেগুলোকে ব্যক্তিগত হকদারদের দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করে গুরুত্ব নির্ধারণ করতে হবে। এরূপ ক্ষেত্রে শ্রম, মাল-মসলা এবং ভাড়ার প্রচলিত হারও বিবেচনা করতে হবে।

হকদার মুসলমানের যাকাতের দাবী অনস্বীকার্য এবং কোন অবস্থাতেই তা বাতিলযোগ্য নয়। শুধু এ কারণে এবং মুসলমান সমাজে যাতে দারিদ্র্য ব্যাপক আকারে দেখা না দিতে পারে সেই রক্ষাব্যবস্থা হেতু কুরআন শরীফেও একে এত অত্যাবশ্যক বিবেচনা করা হয়েছে। তাই প্রত্যেক মুসলমানেরই নৈতিক দায়িত্ব, সে যেন ন্যায়নিষ্ঠার সঙ্গে যাকাত গ্রহণ করে এবং যাকাতের উপর তার ন্যায্য হক থাকলে তবেই গ্রহণ করে। প্রত্যেক হকদারেরই কর্তব্য যে, সে নিজের বিবেকের নির্দেশ অনুযায়ী নিজেই বিচার করে দেখবে তার আর্থিক অবস্থা যাকাত পাওয়ার মত কিনা। এমন কি যাকাত পাওয়ার মত অবস্থা হলেও যাকাতস্বরূপ লব্ধ অর্থ যথাযথভাবে ব্যয় করাটা আল্লাহ্‌র প্রতি এবং মুসলমান ভাইদের প্রতি তার দায়িত্ব। তারা পরিপূর্ণভাবে এ সম্বন্ধেও সচেতন থাকবে যে, যাকাতের অপব্যবহার করাটা পাপ। যাকাত-দাতা সময়মত যাকাত না দিলে তাঁর যেমন শাস্তি হবে, যাকাতগ্রহীতা যথাযথ-ভাবে তা ব্যয় না করলে তারও শাস্তি হবে।

নিম্নলিখিত হাদীসটি থেকে বুঝা যাবে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা.) কত গুরুত্বের সঙ্গে তাঁর অনুসারীদেরকে সাবধান করে দিয়ে গেছেন, যাতে যথার্থ হকদার না হয়ে তারা নিজস্ব সম্পদ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে যাকাতের মাল গ্রহণ না করে।

"আবু কুরায়র এবং ওয়াসেল ইবন আবদুল-আ'লা থেকে বর্ণিত আছে যে, ইবন ফুযায়ল বলেছেন যে, 'উমারা ইবনুল-কা'কা বলেছেন যে, আবু

www.pathagar.com

মুরা'আ বলেছেন যে, আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি (নিজের ব্যক্তিগত সম্পদ) বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে জনগণের সম্পদ প্রার্থনা করে সে জ্বলন্ত অঙ্গার প্রার্থনা করে (যা তাকে গ্রাস করে ধ্বংস করে ফেলবে), পরিমাণ কম আর বেশী যাই হোক না কেন।"

(ইমা'ম মুসলিম)

কোন মুসলমান যখন যথার্থভাবে জানে যে, সে যাকাতের হকদার, তখন তাঁর ইসলামী কর্তব্য হয়ে যায় যে, সে যাকাত দাবী করে এবং তদ্দ্বারা উপকৃত হয়। অনুরূপভাবে, অভাবী কোন মুসলমানের দুর্দশার খবর যখন দায়িত্বশীল যাকাত কর্মকর্তাগণ জানতে পারেন, তখন উক্ত ব্যক্তি প্রার্থনা করার আগেই যদি যাকাতের সম্পদ তার নিকট পৌঁছিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে মিথ্যা গৌরবের বশে, সেও হয়তো তা প্রত্যাখ্যান করবে না।

যাকাত প্রার্থনা করা বা গ্রহণ করার মধ্যে কোন অসম্মান নেই। যাকাত আল্লাহ্-প্রদত্ত রহমত এবং আল্লাহ্র হুকুমেই তা প্রদত্ত হয়ে থাকে। তাই মিথ্যা গৌরবের বশে যাকাত গ্রহণ না করার মধ্যে কোন মহত্ত নেই। প্রকৃতপক্ষে, মুসলিম সমাজ থেকে অভাব দূর করার বা অভাব নিয়ন্ত্রণ করার কার্যকর মাধ্যম হিসাবে পূর্ণ সাফল্য অর্জনের জন্যে হকদার মুসলমানদের যেমন, ঠিক তেমনি যাকাতদাতা এবং যাকাত আদায়কারী কর্মচারীদেরও প্রত্যেকেই সঠিকভাবে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করা উচিত।

সরকারী চাকরির বিভিন্ন শাখায় অতীতে প্রায়ই যে দুর্নীতির প্রবণতা দেখা দিত, তার ফলে মুসলমানদের মধ্যে অবিশ্বাস ও ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হয় এবং তারা রাষ্ট্রীয় তত্ত্বাবধানে যাকাত সংগ্রহ ও বিতরণ সম্বন্ধে সন্দিহান হয়ে পড়ে। যাকাত প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনের পুনর্ব্যবস্থা করার কালে এই সুপ্রতিষ্ঠিত জনমত বা বোধটির কথা মনে রাখতে হবে এবং এ থেকে যাকাত কর্মকর্তাদের দুর্নীতির সামান্যতম সম্ভাবনাকেও দূরীভূত করার সম্ভাব্য সকল চেষ্টা করতে হবে।

আইনের অন্যান্য শাখার মতই আমাদের কালে সুষ্ঠু এবং সুদক্ষ যাকাত প্রশাসনের জন্যে রসূলুল্লাহ্ (সা.) কর্তৃক প্রচলিত সহজ এবং সুষ্ঠু প্রশাসন প্রণালী অনুসরণ করতে হবে। এই উদ্দেশ্যেই ইসলামের মূল নিয়মগুলোর কিছুটা পরিবর্ধন করে নীচে উল্লেখ করা গেল, যাতে আমাদের আধুনিক যুগের প্রয়োজন সন্তোষজনকভাবে মিটতে পারে।

www.pathagar.com

যাকাত প্রশাসনের আইন

১. কুরআন শরীফের সূরা তওবার ১০৩ নং আয়াতের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এবং সহীহ্ হাদীসের আলোকে রসূল (সা.)-এর নির্দেশ অনুযায়ী, মুসলিম সমাজের ভিতরে যাকাতকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে বিভিন্ন মুসলিম সরকারের দায়িত্বশীল তত্ত্বাবধানে গঠিত আন্তর্জাতিক মুসলিম তত্ত্বাবধান-কারীর অধীনে যাকাতকে সুসংগঠিত করতে হবে।

"তাদের সম্পদ থেকে 'সাদাকা' গ্রহণ করবে। এ দ্বারা তুমি তাদেরকে পবিত্র করবে এবং পরিশোধিত করবে। তুমি তাদেরকে আশীর্বাদ করবে। তোমার আশীর্বাদ তাদের জন্যে চিত্ত-স্বস্তিকর। আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।"

(সূরা তওবা: ১০৩)

২. যাকাত কর সংগ্রহ এবং যাকাত তহবিল বিতরণের জন্যে মুসলিম এলাকার প্রত্যেক গ্রাম ও শহরে যাকাত-কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে।

৩. এটা সন্দেহাতীতভাবে জানা কথা যে, রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর জীবিত-কালে যাকাতের প্রশাসন পরিচালিত হত মসজিদ থেকে। বর্তমানকালেও মসজিদকেই যাকাত-প্রশাসনের কেন্দ্র করলে সবচেয়ে সুষ্ঠু ও সুন্দর হবে কারণ, স্থানীয় বা বহিরাগত সকল মুসলমানেরই স্বাভাবিক কেন্দ্র হচ্ছে মসজিদ। তদনুসারে, বিভিন্ন যাকাত-কেন্দ্র নিম্নরূপভাবে অবস্থিত থাকা বাঞ্ছনীয়:

(ক) সকল মুসলিম রাষ্ট্রের প্রধান যাকাত কেন্দ্র, সকল মুসলমানের নিকট গ্রহণযোগ্য, সকল মুসলমানেরই নিকট কেন্দ্রীয় সাধারণ বিবেচিত হয় এরূপ স্থানের (যথা মদীনা শরীফ) জামে মসজিদ সংলগ্ন করে প্রতি-ষ্ঠিত হওয়া উচিত। মুসলিম রাষ্ট্রের সকল যাকাত কেন্দ্রের উপর এর তত্ত্বাবধানের কর্তৃত্ব থাকবে।

(খ) প্রত্যেক মুসলিম অধ্যুষিত দেশের প্রধান যাকাত-কেন্দ্র সেই দেশের রাজধানীর জামে মসজিদ সংলগ্ন থাকা উচিত; দেশের মুসলিম সরকারের অধীনস্থ সকল যাকাত কেন্দ্রের উপর এর তত্ত্বাবধানের কর্তৃত্ব থাকবে।

(গ) মুসলিম দেশের প্রদেশসমূহের যাকাত-কেন্দ্র প্রাদেশিক রাজ-ধানীর জামে মসজিদ সংলগ্ন থাকা উচিত। প্রাদেশিক প্রশাসনের অধীনস্থ সকল যাকাত-কেন্দ্রের উপর এর তত্ত্বাবধানের কর্তৃত্ব থাকবে।

www.pathagar.com

(ঘ) জিলার যাকাত-কেন্দ্র জিলা সদরের জামে মসজিদ সংলগ্ন থাকা উচিত ; জিলা প্রশাসনের অধীনস্থ সকল যাকাত-কেন্দ্রের উপর এর তত্ত্বাবধানের কর্তৃত্ব থাকবে।

(ঙ) শহর বা গ্রামের যাকাত-কেন্দ্র সেই শহর বা গ্রামের জামে মসজিদ সংলগ্ন থাকা উচিত ; শহরের পৌর-এলাকার সকল শাখা যাকাত-কেন্দ্রের উপর এটির তত্ত্বাবধানের কর্তৃত্ব থাকবে। গ্রাম-কেন্দ্রের কর্তৃত্ব থাকবে সমগ্র গ্রাম এলাকার উপর।

(চ) শাখা যাকাত-কেন্দ্র শহরের মহল্লার মসজিদ সংলগ্ন থাকা উচিত ; মহল্লা এলাকার উপর এটির কর্তৃত্ব থাকবে।

৪. বিভিন্ন যাকাত-কেন্দ্র (প্রধান যাকাত-কেন্দ্র থেকে শাখা কেন্দ্র পর্যন্ত) ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কর্তৃত্বাধীন থাকবে (رئيس العاملين)। কর্মকর্তাগণ নিজ নিজ যাকাত-কেন্দ্রের যথাযথ পরিচালনার জন্যে রাষ্ট্র এবং মুসলিম জনসাধারণের নিকট দায়ী থাকবেন।

৫. যাকাত-কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাসমেত অন্যান্য যাকাত-কর্মচারী সবাই স্থানীয় অধিবাসী হওয়াই বাঞ্ছনীয় ; তাঁরা অবশ্যই মুসলমান হবেন এবং মুসলিম সমাজের নিকট সততা ও সংহতিবান ব্যক্তিরূপে সুপরিচিত, এমন হবেন।

৬. প্রত্যেক শাখা যাকাত-কেন্দ্র নিজ নিজ কর্তৃত্বাধীন গ্রাম বা মহল্লার যাকাত-কর নির্ধারণ করবে।

৭. যাকাত প্রতিষ্ঠানের সকল কাজ মুসলিম জাতির প্রতি সর্বোচ্চ সংহতি, মর্যাদা ও আনুগত্য রক্ষা করে পালন করতে হবে।

নিম্নে উদ্ধৃত কুরআন শরীফের আয়াতের নির্দেশ অনুযায়ী প্রত্যেক যাকাতদাতারই কর্তব্য যে, তিনি বিনম্রতার সঙ্গে, খুশী মনে, স্বেচ্ছায় এই পবিত্র দেয় আদায় করবেন।

"যারা আল্লাহর পথে ধন-ঐশ্বর্য ব্যয় করে এবং যা ব্যয় করে সে কথা বলে বেড়ায় না এবং ক্লেশও দেয় না, তাদের পুরস্কার তাদের প্রতিপালকের নিকট রয়েছে। তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না।

www.pathagar.com

যে দানের পরে ক্লেশ দেওয়া হয়, তা অপেক্ষা ভাল কথা এবং ক্ষমা শ্রেয়। আল্লাহ্ অভাবমুক্ত, পরম সহনশীল।

হে বিশ্বাসিগণ, দানের কথা প্রচার করে এবং ক্লেশ দিয়ে তোমরা তোমাদের দানকে সেই ব্যক্তির ন্যায় নিষ্ফল করো না, যে নিজের ধন-সম্পদ লোক দেখানোর জন্যে ব্যয় করে থাকে এবং আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাস করে না। তার উপমা একটি শক্ত পাথর, যার উপরে কিছু মাটি থাকে, অতঃপর তার উপর প্রবল বৃষ্টিপাত তাকে মসৃণ করে রেখে দেয়। যা তারা উপার্জন করেছে তার কিছুই তারা তাদের কাজে লাগাতে পারবে না। আল্লাহ্ সত্য প্রত্যাখ্যানকারী সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না।

যারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের জন্যে ও নিজেদের আত্মা বলিষ্ঠ করার জন্যে ধন-ঐশ্বর্য ব্যয় করে, তাদের উপমা যেন উচ্চভূমিতে অবস্থিত একটি উদ্যান, যেখানে মুষলধারে বৃষ্টি হয়, ফলে তার ফলমূল দ্বিগুণ জন্মে। যদি মুষলধারে বৃষ্টি না-ও হয় তবে শিশিরই যথেষ্ট। তোমরা যা ব্যয় কর আল্লাহ্ তার সম্যক দ্রষ্টা।" (সূরা বাকারা ঃ ২৬২-৬৫)

নিম্নোদ্ধৃত হাদীসেও যাকাতদাতার সংহতি এবং সহৃদয়তার প্রয়োজন সম্বন্ধে বলা হয়েছে ঃ

"ইয়াহিয়া ইব্‌ন ইয়াহিয়া থেকে বর্ণিত আছে যে, হুশায়ম এবং আবু বকর ইবন আবী শায়বা থেকে বর্ণিত আছে যে, হাফ্‌স ইব্‌ন গিয়াস এবং আবু খালিদ আল-আহ্‌মার এবং মুহাম্মদ-ইবনুল মুসান্না থেকে বর্ণিত আছে যে, আবদুল ওহ্‌হাব, ইবন আবী আদি এবং আবদুল আ'লা থেকে বর্ণিত আছে যে, দাউদ এবং যুহায়র ইব্‌ন হারব তাঁর নিজের কথায় বর্ণনা করেছেন ঃ ইসমাইল ইব্‌ন ইব্রাহীম আমাদের নিকট বলেছেন, তাঁকে আশ্-শাবা বলেছেন যে, জরীর ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ বলেছেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন ঃ যাকাত আদায়কারী তোমাদের নিকট এসে যেন খুশী হয়ে ফিরে যায় (অর্থাৎ তোমরা যাকাতের পবিত্র দায়িত্ব তেমনভাবই আদায় করবে)।" (ইমাম মুসলিম)

"আবু কামিল ফুযায়ল ইব্‌ন হুসাইন আল-জাহ্‌দারী থেকে বর্ণিত আছে যে, আবদুল ওয়াহিদ ইব্‌ন যিয়াদ থেকে বর্ণিত আছে যে, মুহাম্মদ আবী ইসমাইল থেকে বর্ণিত আছে যে, আবদুর রহমান ইব্‌ন হেলাল

www.pathagar.com

আল-আব্বাসি থেকে বর্ণিত আছে যে, জরীর ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ বলেছেন ঃ কয়েকজন আরব রসূলুল্লাহ্‌ (সা.)-এর নিকটে এসে বলল ; কিছুসংখ্যক যাকাত সংগ্রহকারী আমাদের কাছে আসে এবং তারা আমাদের উপর জুলুম করে। (জরীর ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ বললেন), তখন রসূলুল্লাহ্‌ (সা.) বললেন, 'যাকাত সংগ্রহকারীদের সন্তুষ্ট করবে (খুশী মনে সঠিক পরিমাণে যাকাত প্রদান করে)'। জরীর বললেন, রসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর মুখ থেকে এই কথাগুলো শোনার পর থেকে আর কোন যাকাত সংগ্রাহক খুশীমনে ছাড়া আমার কাছ থেকে বিদায় নিতে পারেনি।"

(ইমাম মুসলিম)

একইভাবে যাকাত কর্মকর্তাগণ যথাসম্ভব সততা, সংস্কৃতি ও সদাচরণের সঙ্গে যাকাতদাতাদের সঙ্গে ব্যবহার করবেন। যাকাত সংগ্রাহকদের প্রতি কুরআন শরীফের নির্দেশ ঃ

"তাদের সম্পদ থেকে 'সাদাকা' গ্রহণ করবে। এ দ্বারা তুমি তাদেরকে পবিত্র করবে এবং পরিশোধিত করবে। তুমি তাদেরকে আশীর্বাদ করবে। তোমার আশীর্বাদ তাদের জন্যে চিত্ত-স্বস্তিকর। আল্লাহ্‌ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।"

(সূরা তওবা ঃ ১০৩)

কুরআনের উপরিউক্ত আয়াত এবং রসূলুল্লাহ্‌ (সা.)-এর মহান আদর্শ অনুযায়ী যাকাত আশীর্বাদের সঙ্গে গ্রহণ করতে হবে এবং যাকাতদাতার জন্যে দোয়া করতে হবে, যেমন "হে আল্লাহ্‌! এঁর এবং এঁর সম্পদের উপর তোমার রহমত বর্ষিত হোক" (اللهم بارك فيه (فيها) وفى ماله (مالها)), অথবা "হে আল্লাহ্‌! এঁকে ক্ষমা কর এবং এঁর কাছ থেকে (যাকাত) গ্রহণ কর" (اللهم اغفر (لها) وتقبل منه (منها)) অথবা "হে আল্লাহ্‌! এরূপ ব্যক্তিকে যিনি অনুসরণ করেন তাঁর উপর তোমার রহমত বর্ষিত হোক" (اللهم صل عليه (عليها) وعلى اله (الها))। যাকাত গ্রহণকালে যাকাত প্রদানকারীর জন্যে দোয়া এবং আল্লাহ্‌র আশীর্বাদ কামনা করবে।

নীচে উদ্ধৃত হাদীস থেকে জানা যাবে যে, উম্মতদের কাছ থেকে যাকাত গ্রহণ কালে রসূলুল্লাহ্‌ (সা.)-এর সুন্না বা রীতি কি ছিল।

হাফ্‌স ইব্‌ন 'উমর থেকে বর্ণিত আছে যে, শু'বা থেকে বর্ণিত আছে যে, 'আমর থেকে বর্ণিত আছে যে, আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন আবী আওফা থেকে

www.pathagar.com

বর্ণিত আছে ঃ লোকজন যখন তাদের দেয় যাকাত রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নিকট নিয়ে আসত তখন তিনি বলতেন, "ইয়া আল্লাহ্! যারা অমুক এবং অমুককে অনুসরণ করেছে তাদের উপর তোমার রহমত নাযিল হোক।" আমার আব্বা নিজ দেয় যাকাত রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নিকট নিয়ে গেলে তিনি [রসূলুল্লাহ্ (সা.)] বলেছিলেন, "ইয়া আল্লাহ্! যারা আবী আউফাকে অনুসরণ করবে তাদের উপর তোমার রহমত নাযিল করো।" (ইমাম বুখারী)

"ইয়াহিয়্যা ইব্ন ইয়াহিয়্যা, আবূ বকর ইব্ন আবী শায়বা, 'আমর আন-নাকিদ এবং ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম থেকে বর্ণিত আছে যে (ইয়াহিয়্যার ভাষায়), ওয়াকী আমাদের জানিয়েছেন যে, শু'বা থেকে বর্ণিত আছে যে, 'আমর ইব্ন মুররা বলেছেন ঃ আমি আবদুল্লাহ ইব্ন আবী আউফা থেকে শুনেছি এবং 'ওবায়দুল্লাহ্ ইব্ন মুআযও আমাদের নিকট বলেছেন (তাঁর ভাষায়) যে, আমার আব্বা আমাদের নিকট বলেছেন যে, শু'বা থেকে বর্ণিত আছে যে, আমর ইব্ন মুররা থেকে বর্ণিত আছে যে, আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবী আউফা বলেছেন, লোকজন যখন রসূলুল্লাহ্ (সা.)-। এর নিকট যাকাত নিয়ে আসত তখন তিনি বলতেন, "ইয়া আল্লাহ! এদের উপর তোমার রহমত নাযিল হোক।" আমার আব্বা নিজ দেয় যাকাত নিয়ে গেলে তিনি [রসূলুল্লাহ (সা.)] বলেছিলেন, "ইয়া আল্লাহ! যারা আবী আউফাকে অনুসরণ করবে তাদের উপর তোমার রহমত নাযিল করো।" (ইমাম মুসলিম)

"ওয়াইল ইব্ন হাজর থেকে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নিকট তাঁর দেয় যাকাত-স্বরূপ একটি সুন্দর মাদী উট পাঠালে তিনি বলেছিলেন, "ইয়া আল্লাহ! তার উপর এবং তার উটগুলোর উপর যেন তোমার রহমত হয়।" (আন-নাসাঈ)

সবশেষে, যাকাতের হকদাররাও যাকাত কর্মচারীদের কাছ থেকে যাকাত দাবী বা গ্রহণ করার সময়ে অবশ্যই ইসলামী রীতিসম্মত ভদ্রতা অনুযায়ী তা করবে। যাকাত গ্রহণ করে তারা আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করবে এবং যাকাতদাতা ও যাকাত-কর্মচারীদের জন্যে দোয়া করবে। এই শুকরিয়া আদায়ের ভাষা নিম্নরূপ হতে পারে ঃ

www.pathagar.com

"রহমানুর রহীম আল্লাহ্‌র শুকরিয়া। ইয়া আল্লাহ! যাকাতদাতা ও যাকাত-কর্মচারীদের উপর তোমার রহমত নাযিল হোক।"

যাই হোক, যদিও ইসলামী নির্দেশ হচ্ছে এই যে, প্রত্যেক ব্যক্তি, নারী বা পুরুষ, ধনী বা দরিদ্র সকলেই সর্বোচ্চ সামাজিক ভদ্রতা পালন করবে, তথাপি কোন যাকাতের হকদার যদি দৈবাৎ অশোভন আচরণও করে তাহলে সে অপরাধে তাকে যাকাত থেকে বঞ্চিত করা কখনো উচিত হবে না।

জনৈক অমার্জিত নও-মুসলমানের ক্ষেত্রে রসূলুল্লাহ (সা.)-এর ব্যবহারের যে আদর্শ রয়েছে, অনুরূপ সকল ক্ষেত্রে সকল মুসলমানের জন্যেই তা পালনীয়।

"আমর আন-নাকিদ থেকে বর্ণিত আছে যে, ইসহাক ইবন সুলায়মান আর-রাযী থেকে বর্ণিত আছে: আমি মালিক এবং ইউনুস ইবন আবদুল আ'লা থেকে শুনেছি (তাঁর ভাষায়), আবদুল্লাহ ইবন ওহাব আমাদের নিকট বলেছেন যে, মালিক ইবন আনাস বলেছেন যে, ইসহাক ইবন আবদুল্লাহ্ বিন আবী তালহা থেকে বর্ণিত আছে যে, আনাস ইবন মালিক বলেছেন: আমি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সঙ্গে হাটছিলাম। রসূল (সা.)-এর পরনে ছিল একটি ঘন সেলাই করা নাজরানী জোব্বা। এমন সময় একজন অমার্জিত বেদুঈন এসে তাঁর জোব্বা ধরে ভয়ানক জোরে ঝাঁকুনি দিল। আমি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কাঁধের দিকে চেয়ে দেখলাম যে, লোকটির ভয়ানক ঝাঁকুনির চোটে জোব্বার সেলাই খুলে গেছে। তারপর সেই লোকটি বলল, "ইয়া মুহাম্মদ! আপনার হিফাযতে যে আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে রক্ষিত সম্পদ আছে সেখান থেকে আমাকে কিছু দিন।" আল্লাহ্‌র রসূল লোকটির দিকে তাকিয়ে হেসে ফেললেন। তারপর আদেশ দিলেন তাকে যেন (যাকাত তহবিল থেকে) দান করা হয়।" (ইমাম মুসলিম)

৮. যে কোন সম্পদ যাকাত করোপযোগী হবার জন্যে অবশ্যই পূর্ণ এক বছরকাল মালিকানাধীন থাকতে হবে, যাকাত আইনের এই মূলনীতির স্বাভাবিক পরিণামে এবং প্রতিটি যাকাত-কেন্দ্রে সর্বদা সম্পদের সরবরাহ্ নিশ্চিত করার জন্যে যাকাত-কর্মচারীদেরকে নিয়মমাফিক সারা বছর ধরে কাজ করে যেতে হবে। এ কারণে এবং যাকাত সংগ্রহকারীদের কাজ সহজতর করার উদ্দেশ্যে মহল্লায় বসবাসকারী প্রত্যেক যাকাতদাতার

www.pathagar.com

নিজের সঠিক করোপযোগী সম্পদের ধরন সম্বন্ধে (যথা—রূপা, সোনা, টাকার নোট, মণিমুক্তা, ব্যবসায়ের মূলধন, কৃষিজ সম্পদ, গৃহ-পালিত পশু ইত্যাদি) যাকাত-কর্মচারীদেরকে জ্ঞাত করলে ভাল হয়। তাহলে কর্মচারীদের পক্ষে যাকাত ধার্য করাটা সহজতর হবে।

৯. প্রত্যেক মহল্লায় বসবাসকারী মুসলমান জনসংখ্যা অনুসারে, এলাকা ভাগ করে অথবা সমগ্র মহল্লাতেই সাপ্তাহিক, পাক্ষিক বা মাসিক পরিদর্শনের ব্যবস্থা করে নিতে হবে, যাতে বহুগুণ হিসাবের ৪র্থ অধ্যায়ের ৩-চ আইন-ধারা অনুযায়ী নিশ্চিত হওয়া যাবে যে, যাকাত সংগ্রাহকরা মাসে অন্ততঃ একবার প্রত্যেক যাকাতদাতার বাড়ীতে বা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের কার্যালয়ে হাযির হবে।

১০. বিভিন্ন শ্রেণীর করোপযোগী সম্পদের উপর যাকাত নিম্নলিখিতরূপে ধার্য করতে হবে ঃ

(ক) বহুগুণ হিসাবের চতুর্থ অধ্যায়ের ৩-চ আইন-ধারা অনুযায়ী রূপা, সোনা, মণিমুক্তা, নোটের টাকা (উচ্চমানের কাঁচা মুদ্রা সমেত) যা সঞ্চয়রূপে রাখা হয়েছে, বিনিয়োগকৃত টাকা, ব্যবসায়ের মূলধন (নগদ অর্থে বা ব্যবসায়ের সম্পদ আকারে)-এর যাকাত আদায় করার জন্যে মাসে অন্তত একবার পরিদর্শন করা উচিত।

(খ) মাঠে চরানো গৃহপালিত পশুর যাকাতের আইন অনুযায়ী ত্রৈমাসিক হিসাবের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত গৃহপালিত পশুর যাকাত-কর আদায়ের জন্যে (মাঠে চরানো ঘোড়া সমেত) বছরে চারবার প্রদক্ষিণ করতে হবে। প্রতিটি তিনমাস-কাল সময় শেষ হওয়ামাত্রই পরিদর্শনে যেতে হবে।

(গ) কুরআন শরীফের আয়াতের নির্দেশ অনুযায়ী ঃ

"...এবং ফসল কাটার দিনেই তার দেয় (যাকাত) আদায় করবে ..."(সূরা আন'আম ঃ ১৪২) এবং রসূল (সা.)-এর সুন্নাহ অনুযায়ী প্রত্যেক জাতের কৃষিজ উৎপাদনের যাকাত ফসল কাটা, মাড়াই, পেষা বা শুকানোর সঙ্গে সঙ্গেই আদায় করতে হবে।

(ঘ) মধু ও কাঁচা রেশমের যাকাত বছরে দুইবার আদায় করতে হবে অর্থাৎ এক মৌসুমে সর্বমোট উৎপাদন কত হল তা জানার পরেই।

www.pathagar.com

(ঙ) গুপ্তধনের যাকাত ধন আবিষ্কৃত হবার সঙ্গে সঙ্গেই আদায় করতে হবে।

(চ) মুক্তাদখল মাত্রের যাকাত মাল লাভ করার পরে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আদায় করতে হবে।

(ছ) ঈদুল ফিতরের যাকাত আইনসঙ্গতভাবে রমযান মাসের যে কোন সময়ে আদায় করা যেতে পারে। কিন্তু রসূল (সা.)-এর নির্দেশ অনুযায়ী ঈদের দিনের সূর্যোদয়ের আগে অর্থাৎ লোকের ঈদের নামাযে যাওয়ার আগে আদায় করতে হবে।

১১. যাকাত আদায়কালে যাকাতদাতা এবং আদায়কারী কর্মচারী উভয়েরই উচিত, করের সীমা, করের হার এবং প্রতি জাতের সম্পদের জন্যে নির্ধারিত সাধারণ যাকাত-আইনসমূহ শ্রদ্ধাবোধের সঙ্গে রক্ষা করা ও পালন করা। কোন যাকাতদাতা বা যাকাত-কর্মচারী যদি এই অতি গুরুত্বপূর্ণ আইনের খেলাফ করেন, তাহলে উর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং/অথবা মুসলমান সমাজের মুরুব্বীগণ তাঁদেরকে কড়া ভর্ৎসনা করবেন। এতেও কাজ না হলে যাকাতদাতা বা আদায়কারী কর্মচারী যেই অন্যায় করে থাকুন না কেন, তাঁর বিরুদ্ধে অধিকতর কড়া ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে; কেননা, এরূপ মতবিরোধ ইসলামী যাকাত আইনের মূল আদর্শেরই বিচ্যুতি ঘটায় অর্থাৎ কুরআনের আদেশ বা রসূল (সা.)-এর নির্দেশের ব্যতিক্রম ঘটায়।

১২. যাকাত যেহেতু কুরআন নির্দেশিত ফরয, তাই প্রত্যেক মুসলমান নারী-পুরুষ, তা ধনীই হোক কি দরিদ্রই হোক, প্রত্যেকেরই উচিত যাকাতের মৌলিক আইনগুলো সম্বন্ধে সঠিক ধারণা রাখা। অর্থাৎ যাকাত সম্বন্ধে কুরআনের আদেশ কি এবং রসূল (সা.)-এর নির্দেশই বা কি তা জানা। যাকাতের মৌলিক আইনগুলো সম্বন্ধে সকল মুসলমানকেই অবহিত করা উচিত এবং মুসলিম দেশসমূহের শিক্ষার পাঠ্যসূচীতেও তা আবশ্যিক বিষয়-রূপে অন্তর্ভুক্ত থাকা উচিত।

১৩. প্রত্যেক যাকাত-কর্মচারী যাকাত-আইনের বিস্তারিত বিষয়গুলো সম্বন্ধে অবশ্যই জ্ঞাত থাকবেন—যে, আইনগুলো রাষ্ট্রের জাতীয় সংসদ কর্তৃক সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

www.pathagar.com

১৪. যাকাত কর্মকর্তাগণের কর্তব্য যে, তাঁরা ধৈর্য, সহৃদয়তা এবং মৃদুতার সঙ্গে যাকাতদাতাদেরকে যাকাত আইনের বিস্তারিত বিধানাবলী বুঝিয়ে বলেন, যাতে তাঁরা সঠিকভাবে নিজেদের দেয় যাকাত আদায় করতে পারেন। এ ধরনের সহায়তা ও উপদেশ সম্পদের করোপযোগিতা, বছর-কালীন মালিকানার হিসাব, দেয় যাকাতের পরিমাণ নির্ধারণ, কৃষিজ সম্পদের ওজন ও পরিমাপ, করোপযোগী সম্পদের বিনিময়, করোপযোগী সম্পদের যৌথ মালিকানা ইত্যাদি বিষয়ে প্রয়োজনীয় হতে পারে।

কোন যাকাত-কর্মচারী যদি যাকাতদাতাদেরকে এ ধরনের প্রয়োজনীয় উপদেশ বা সহায়তাদান না করতে চায়, তাহলে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা বা সমাজের গণ্যমান্য মুসলমানগণ তাঁকে ভর্ৎসনা করবেন। তার পরেও যদি সেই কর্মচারী যাকাতদাতাদের সঙ্গে অসহযোগিতার মনোভাব দেখান তবে তাঁকে যাকাত-কর্মচারীর চাকরি থেকে বরখাস্ত করতে হবে।

১৫. যাকাতদাতাগণ তাঁদের করোপযোগী সম্পদাদি বিষয়ে যে সকল তথ্য প্রদান করেন যাকাত-কর্মচারীগণ অবশ্যই সে সব গ্রহণ করবেন। এতে তাঁরা অগ্রিম তথ্য পেয়ে যাবেন। কিন্তু তাঁদেরকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, দৃশ্যমান নয় এমন সম্পদের ক্ষেত্রে সর্বপ্রকার গোপনীয়তা রক্ষা করতে হবে; কোন রকম তথ্যের অপব্যবহার বা গোপনীয়তা প্রকাশ করে দিলে সেই কর্মচারীর বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১৬. কোন যাকাতদাতা যদি যাকাত না দেওয়ার উদ্দেশ্যে চাতুরীর আশ্রয় গ্রহণ করে বলেন যে, তিনি অন্য সংগ্রাহকদের কাছে যাকাত দিয়ে দিয়েছেন, অথবা যাকাত-কর্মচারীগণ যদি এ ধরনের সম্পদের, যথা কৃষিজ উৎপাদন, মধু, কাঁচা রেশম, গুপ্তধন, রূপার খনি ও সোনার খনির উৎপাদন (যার প্রাথমিক যাকাত ২০%) এবং যুদ্ধলব্ধ মালের একাধিকবার করারোপ করেন অথবা যে সম্পদ করাধীন হবার জন্যে পূর্ণ এক বছরকাল মালিকানাধীন থাকা আবশ্যক সেই সম্পদের উপর বছরে একাধিকবার করারোপ করেন, এবং সবশেষে যাকাত-কর্মচারীগণ যদি যাকাত তহবিলের কোনরূপ তসরুফ করেন, তাহলে এসব অবৈধ সুযোগ ও দুর্নীতি রোধ করার ব্যবস্থা হিসাবে কর্মচারীদের প্রতিলিপি সমেত রসিদ প্রদানের মাধ্যমে যাকাত আদায়ের রীতি চালু করতে হবে। রসিদের মূল

www.pathagar.com

কপি যাকাতদাতার নিকট থাকবে এবং প্রতিলিপিটি শাখা যাকাত-কেন্দ্রে থাকবে। রসিদের প্রতিলিপিতে অবশ্যই এ বিষয়গুলো উল্লেখিত থাকবে :

(ক) যাকাত আদায়ের তারিখ।

(খ) যাকাতদাতার নাম এবং যাকাত আদায়কারী কর্মচারীর নাম।

(গ) যে মহল্লায় যাকাত প্রদান করা হয়েছে তার নাম এবং তা কোন গ্রাম, শহর, জিলা ও দেশের অন্তর্গত সেগুলোর নাম।

(ঘ) যাকাত করাধীন সম্পদের সঠিক বিবরণ (যথা—মাঠে চরানো পশুর জাতি ও শ্রেণী, কৃষিজ সম্পদের জাত অথবা করাধীন রূপা, সোনা এবং/অথবা টাকার নোট সঞ্চয় বা ব্যবসায়ের মূলধন (নগদ বা সম্পদ) হিসাবে রক্ষিত কি না, মণিমুক্তা, গুপ্তধন ইত্যাদি)।

(ঙ) করাধীন সম্পদের সঠিক সংখ্যা, পরিমাণ বা মূল্য এবং আদায়কৃত যাকাতের সঠিক পরিমাণ।

(চ) কৃষিজ সম্পদ, মাঠে চরানো গৃহপালিত পশু, ব্যবসায়ের সম্পদ—এ জাতীয় সম্পদের যাকাত সম্পদ দ্বারা না কি-নগদ অর্থে প্রদান করা হয়েছে, তা।

(ছ) প্রতিলিপি রসিদের গায়ে যাকাত অফিসের সীলমোহর এবং যাকাতদাতা ও আদায়কারী কর্মচারী উভয়ের স্বাক্ষর থাকবে। এই প্রতিলিপি রসিদ দ্বারা জনগণ ও যাকাত-কর্মচারী উভয়েই যাকাত করের উপর কড়া নিয়ন্ত্রণ রক্ষা করতে পারবে।

১৭. প্রত্যেক শ্রেণীর করোপযোগী সম্পদের জন্যে আলাদা প্রতিলিপি সমেত রসিদ রাখতে হবে। যেমন, একই বছরকালীন হিসাবের অধীন বকরী ও ভেড়ার জন্যে প্রতিলিপিসমেত একই রসিদ প্রদান করা যেতে পারে। কিন্তু ভেড়া ও ষাঁড় এবং/অথবা উট হলে একই বছরকালীন হিসাবের অধীন হলেও তাদের জন্যে দুইটি কি তিনটি প্রতিলিপিসমেত রসিদ প্রদান করতে হবে।

অনুরূপভাবে, রূপা, সোনা, টাকার নোট এবং ব্যবসায়ের সামগ্রী একই বছরকালীন হিসাবের অধীন হলে প্রতিলিপিসমেত একই রসিদ প্রদান করা যেতে পারে। কিন্তু, একই মৌসুমে উৎপাদিত ধান ও ডালের জন্যে প্রতিলিপিসমেত আলাদা আলাদা রসিদ প্রদান করতে হবে।

www.pathagar.com

১৮. যাকাত আদায়কারীদের প্রমাণপত্র হিসাবে, তাঁরা যাকাতের মাল শাখা যাকাত কেন্দ্রে জমা দিলে, তাঁদেরকে অবশ্যই যথাযথ রসিদ প্রদান করতে হবে।

১৯. কোন ন্যায্য মালিকের একই শ্রেণীর বা একই জাতের করোপযোগী সম্পদের সংখ্যা, পরিমাণ বা মূল্যের দিক থেকে যাকাত নির্ধারণকালে, উৎপাদনের মোট পরিমাণ, একই দেশের এলাকার ভিতরে অবস্থিত কি না এবং (যে ক্ষেত্রে প্রযোজ্য) সেই সম্পদ পূর্ণ এক বছরকাল মালিকের কর্তৃত্বাধীনে ছিল কি না এবং একই বছরকালের হিসাবাধীন ছিল কি না, তা অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে।

এরূপ ভিন্ন ভিন্ন স্থানে উৎপাদিত করোপযোগী সম্পদ আলাদা আলাদা-ভাবে সংখ্যা. পরিমাণ বা মূল্যের দিক থেকে যাকাত করোপযোগী হোক বা না হোক, যে এলাকায় যে সম্পদ উৎপাদিত হয়েছে তার যাকাত উক্ত এলাকাতেই প্রদান করতে হবে। এ ধরনের ক্ষেত্রে যথাযথ এবং সঠিক যাকাত প্রদানের দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে বর্তায় যাকাতদাতার উপরে অর্থাৎ সম্পদের ন্যায্য মালিকের উপরে যে, কোন এলাকায় কত সম্পদ উৎপাদিত হয়েছে সে সম্বন্ধে তিনি সম্যক অবহিত রয়েছেন। যাই হোক, বিভিন্ন এলাকায় উৎপাদিত সম্পদের যাকাত সম্বন্ধে সেই সেই এলাকার যাকাত কর্মচারীদেরকে অবহিত করার দায়িত্ব মালিকের অর্থাৎ যাকাতদাতার।

২০. স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে মুসলমান জনগণের দৃশ্যমান নয় এমন সম্পদের অনুসন্ধান করার কোন অধিকারই যাকাত কর্মচারীদের নেই। তাই যাকাতদাতা তাঁর দৃশ্যমান নয় এমন সম্পদের করোপযোগিতা নির্ধারণের বিষয়ে সহায়তা করার জন্যে যাকাত কর্মচারীদেরকে বিশেষভাবে অনুরোধ না করলে কর্মচারীগণ যাকাতদাতার সততা ও সংহতির উপর বিশ্বাস স্থাপন করবেন এবং তিনি যাকাতস্বরূপ যা প্রদান করবেন কর্মচারীগণ তাই গ্রহণ করবেন। অপরপক্ষে যদি নিশ্চিতরূপে এমন প্রমাণিত হয় যে, কোন ব্যক্তি যাকাত-কর ফাঁকি দিবার জন্যে ইচ্ছাপূর্বক তাঁর সম্পদ লুকিয়ে রেখেছেন তাহলে উক্ত অপরাধী ব্যক্তি দায়িত্বপ্রাপ্ত যাকাত কর্মকর্তা কর্তৃক তাঁর সম্পদ অনুসন্ধানের অনুমতি দিতে বাধ্য থাকবেন। অপরাধ প্রমাণিত হলে তাঁর কাছ থেকে জোর করে যাকাত আদায় করতে হবে এবং প্রয়োজনবোধে সে ব্যক্তি শাস্তিযোগ্যও হবেন।

www.pathagar.com

২১. স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে যাকাত-কর্মচারীগণ দৃশ্যমান সম্পদ তদন্ত করতে পারেন। কিন্তু এ ধরনের তদন্ত—যার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে কৃষিজ সম্পদ, মাঠে চরানো গৃহপালিত পশু, ব্যবসায়ের মূলধন (নগদ টাকা ও সামগ্রী) এবং খনিজ উৎপাদনের মত সম্পদের আনুমানিক যাকাত-কর কত হতে পারে তা নির্ধারণ করা—অবশ্যই সঠিকভাবে করতে হবে এবং এ-ও লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে তদন্তকালে সম্পদের ন্যায্য মালিক কোন রকম বিরক্তি বোধ না করেন।

দৃশ্যমান নয় এমন সম্পদের ক্ষেত্রে যেরূপ, ঠিক তেমনি দৃশ্যমান সম্পদের ক্ষেত্রেও যদি দেখা যায় যে, যাকাত-কর ফাঁকি দেওয়ার জন্যে মালিক তাঁর সম্পদের কোন অংশ গোপন করেছেন তাহলে উক্ত অপরাধী ব্যক্তি দায়িত্বপ্রাপ্ত যাকাত কর্মকর্তাকে তাঁর সম্পদ অনুসন্ধানের অনুমতি দিতে বাধ্য থাকবেন এবং অপরাধ প্রমাণিত হলে তাঁর কাছ থেকে জোর করে যাকাত আদায় করতে হবে এবং প্রয়োজনবোধে সে ব্যক্তি শাস্তিযোগ্যও হবে।

২২. ইসলাম ধর্মাবলম্বী কোন ব্যক্তি যদি প্রকাশ্যে যাকাত প্রদান করতে অস্বীকার করেন তাহলে যাকাত কর্মকর্তাগণ এবং স্থানীয় ধর্মপ্রাণ গণ্যমান্য মুসলমানগণ অবশ্যই তাঁকে কড়া ভর্ৎসনা করবেন। তাতে কাজ না হলে অনুমোদিত যাকাত কর্মচারীদের নিকট তিনি নিজ সম্পদের তদন্তভার দিতে বাধ্য থাকবেন আর এজন্যে প্রয়োজনবোধে তিনি শাস্তি-যোগ্যও হবেন।

সেই ব্যক্তি যদি তার পরেও কুরআনের আইন অনুযায়ী যাকাত প্রদান না করতে চান তাহলে তাঁকে বিশেষ কমিটির সামনে হাযির করতে হবে—যে কমিটি গঠিত হবে বিশিষ্ট ইসলামী আইনবেত্তাদের সমন্বয়ে এবং যাঁদের কাজ হবে যাকাত প্রদানে অনিচ্ছুক ব্যক্তিটির মানসিকতা বিশ্লেষণ করে দেখা। তাঁরা যদি পরীক্ষা করে দেখেন যে, সে ব্যক্তি সুস্থ মানসিকতার তথাপি আইন পালনে অনিচ্ছুক তবে তাঁকে ধর্মচ্যুত বলে ঘোষণা করে হয় অমুসলিম নাগরিকের মত আর নয়ত মুসলিম এলাকার বাইরে গিয়ে বসবাস করতে বাধ্য করা হবে—যতদিন পর্যন্ত না তিনি ধর্মপথে ফিরে আসেন এবং স্বেচ্ছায় যথাযথভাবে ধর্মীয় বিধিসমূহ পালন করেন।

www.pathagar.com

"বিশ্বাসের পর ও রসূল (সা)-কে সত্য বলে সাক্ষ্যদান করার পর এবং তাদের নিকট স্পষ্ট নিদর্শন আসার পরও যে সম্প্রদায় সত্য প্রত্যাখ্যান করে তাদেরকে আল্লাহ্ কিরূপে সৎপথের নির্দেশ দিবেন? আল্লাহ্ সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়কে সৎপথের নির্দেশ দেন না।

এরাই তারা যাদের প্রতিফল আল্লাহ্, ফেরেশতাগণ এবং মানুষ, সকলেরই অভিশাপ।

তারা এতে স্থায়ী হবে এবং তাদের শাস্তি লঘু করা হবে না এবং তাদেরকে বিরামও দেওয়া হবে না।

তবে এর পর যারা তওবা করে ও নিজেদেরকে সংশোধন করে তারা ছাড়া। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

বিশ্বাস করার পর যারা সত্য প্রত্যাখ্যান করে এবং যাদের সত্য প্রত্যাখ্যান প্রবৃত্তি বৃদ্ধি পেতে থাকে তাদের তওবা কখনো কবুল করা হবে না। এরাই তারা যারা পথভ্রষ্ট।

যারা সত্য প্রত্যাখ্যান করে এবং সত্য প্রত্যাখ্যানকারীরূপে যাদের মৃত্যু ঘটে তাদের পক্ষ থেকে পৃথিবীপূর্ণ স্বর্ণ বিনিময়স্বরূপ প্রদান করলেও তা কবুল করা হবে না। এরাই তারা যাদের জন্যে মর্মন্তুদ শাস্তি রয়েছে; এদের কোন সাহায্যকারী নেই।"

(সূরা আল-ইমরান : ৮৬-৯১)

অনিচ্ছুক ব্যক্তিটি যদি দায়িত্বহীন বা অস্থির মস্তিষ্কের বলে প্রমাণিত হয় তাহলে তার সম্পদ, কুরআন শরীফের নিম্নোদ্ধৃত আয়াত অনুযায়ী, আইনসম্মত তত্ত্বাবধায়কের অধীনে দিয়ে একজন দায়িত্ববান প্রশাসকের দ্বারা পরিচালনা করাতে হবে এবং নিয়মিত যাকাত আদায় করতে হবে:

"তোমাদের সম্পদ, যা আল্লাহ্ তোমাদের উপজীবিকা করেছেন, তা নির্বোধদের হাতে অর্পণ করো না; তা থেকে তাদের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করবে এবং তাদের সঙ্গে সদালাপ করবে।" (সূরা নিসা : ৫)

ইমাম বুখারী সঙ্কলিত নিম্নে উদ্ধৃত হাদীসটিতেও অনিচ্ছুক ব্যক্তির কাছ থেকে জোরপূর্বক যাকাত আদায়ের সমর্থন রয়েছে:

"আবুল-ইয়ামন থেকে বর্ণিত আছে যে, শুয়াইব থেকে বর্ণিত আছে যে, আয-যুহরী এবং আল-লায়েস থেকেও বর্ণিত আছে যে, আবদুর রহমান

www.pathagar.com

ইব্‌ন খালিদ থেকে বর্ণিত আছে যে, ইব্‌ন শিহাব থেকে বর্ণিত আছে যে, উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ বিন উত্‌বা বিন মাসউদ থেকে বর্ণিত আছে যে, আবূ হুরায়রা (রা.) বলেছেন যে, আবূ বকর (রা.) বলেছেন : 'তারা (বিদ্রোহী গোত্রের লোকেরা) রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে (যাকাতস্বরূপ) দিত অথচ আমাকে দিতে অনিচ্ছুক এমন যদি একটা চার মাসের বকরীর বাচ্চাও হয় তবু সেই অনিচ্ছার কারণে আমি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব।' আবূ বকর (রা.)-এর এই বক্তব্য সম্বন্ধে উমর (রা.) বলেছেন : 'নিশ্চয়ই আমি ঘোষণা করব যে, আল্লাহ্ (সঙ্গত কারণে যুদ্ধ করার জন্যে) আবূ বকর (রা.)-এর হৃদয় প্রশস্ত করে দিয়েছেন; এবং আমি স্বীকার করে বলছি যে, তাঁর (যৌক্তিকতা ও মনোভাব) সত্য।" (ইমাম বুখারী)

উল্লেখযোগ্য যে, এই হাদীস অনুসারে আবূ বকর (রা.) উল্লিখিত একটি 'ইনাক' অর্থাৎ চার মাসের দুধ ছাড়ানো বকরীর বাচ্চা যা একেবারে ন্যূনতম যাকাত যা না দিলেও তিনি বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন বলে বলেছেন, এটিকে কোন কোন আইন ব্যাখ্যাতা এই অর্থে গ্রহণ করেছেন যে, এক বছরের কম বয়স্ক শাবকও যাকাতস্বরূপ আদায় করা সঙ্গত। সে যাই হোক, যাকাতের মৌলিক আইন এই রীতিকে সমর্থন করে না বিধায় আবূ বকর (রা.)-এর বাক্যের সেরূপ ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য নয়। আবূ বকর (রা.)-এর সজোর উক্তিকে বরং অতিশয়োক্তিরূপে গ্রহণ করা উচিত, যা তিনি প্রয়োজনবোধে জোরপূর্বক যাকাত আদায়ের দৃঢ় মনোভাব ব্যক্ত করার জন্যে করেছিলেন, যাকাত আদায়ের আইনস্বরূপ বলেন নি।

২৩. নিয়ম অনুযায়ী সম্পদের যাকাত সেই সম্পদ দ্বারাই বা সেই সম্পদ থেকেই প্রদান করা বিধেয়। তবে হাদীসে উল্লিখিত রসূল (সা.)-এর নির্দেশ অনুযায়ী এবং রূপা ও সোনার যাকাতের ৭ নং আইনের ৩য় অধ্যায় অনুযায়ী, মণিমুক্তার যাকাতের ৪ নং আইন অনুযায়ী, ব্যবসায়ের যাকাতের ৩৫ নং আইন অনুযায়ী, মাঠে চরানো গৃহপালিত পশুর যাকাতের ৭ নং আইন অনুযায়ী, কৃষিজ উৎপাদনের যাকাতের ৯ নং আইন অনুযায়ী এবং মধু ও কাঁচা রেশমের যাকাতের ১ নং আইন অনুযায়ী কতগুলো বিশেষ অবস্থাধীনে যাকাত-কর আংশিকভাবে বা সম্পূর্ণই নগদ অর্থে (অর্থাৎ রূপা, সোনা বা স্থানীয় মুদ্রায়) যথাযথ মূল্য পরিমাণে প্রদান করা যেতে পারে।

www.pathagar.com

উপরিউক্ত আইনসমূহের মর্মার্থ অনুযায়ী যাকাত দ্রব্য দ্বারা, না নগদ অর্থ দ্বারা প্রদান করা হবে তা যাকাতদাতার সুবিধার উপর নির্ভর করবে। যেভাবেই যাকাত প্রদান করা হোক না কেন যাকাত আদায়কারী তা প্রত্যাখ্যান করতে পারবেন না)

২৪. রসূলুল্লাহ্ (সা.)-র নির্দেশ অনুযায়ী ঃ

"জনগণের সম্পদ থেকে শ্রেষ্ঠ অংশটুকু নিও না, গড়পড়তা মানের অংশটুকু নিও", এবং ব্যবসায়ের যাকাতের ৩৫ নং আইন অনুযায়ী, এবং মাঠে চরানো গৃহপালিত পশুর যাকাতের ১২ ও ১৩ নং আইন অনুযায়ী, এবং কৃষিজ উৎপাদনের যাকাতের ১০ নং আইন অনুযায়ী, দেয় যাকাত যখন দ্রব্য দ্বারা প্রদান করা হয় (অর্থাৎ ব্যবসায়ের দ্রব্যাদি, গৃহপালিত পশু, কৃষিজ উৎপাদন ইত্যাদি) তখন মোটামুটি ভাল মানের দিতে হবে। কোন অবস্থাতেই যাকাতদাতাকে তাঁর সম্পদের শ্রেষ্ঠ অংশটুকু প্রদান করতে বলা যাবে না বা বাধ্য করা যাবে না।

কোন্ দ্রব্যটি দ্বারা যাকাত দেওয়া হবে তা সব সময়েই যাকাতদাতা নিজে পছন্দ করবেন, যাকাত কর্মচারীগণ উক্ত দ্রব্যের মান বা বয়স (গৃহপালিত পশুর ক্ষেত্রে) যাকাতের আইন অনুযায়ী হলেই তা গ্রহণ করতে বাধ্য।

অপরপক্ষে, সূরা বাকারার ২৬৭ নং আয়াতের নির্দেশের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এবং ব্যবসায়ের যাকাতের ১৩ নং আইন, মাঠে চরানো গৃহপালিত পশুর যাকাতের ১৩ নং আইন এবং কৃষিজ উৎপাদনের যাকাতের ১০ নং আইন অনুযায়ী নিম্নমানের দ্রব্য যাকাতস্বরূপ গৃহীত হতে পারে না; যাকাত কর্মচারীগণ অবশ্যই তা প্রত্যাখ্যান করবেন।

২৫. মাঠে চরানো গৃহপালিত পশু এবং/অথবা কৃষিজ পণ্যের মত করোপযোগী সম্পদের ন্যায্য মালিক যদি তাঁর যাকাত দেয় হবার কালে অনুপস্থিত থাকেন এবং তিনি যদি কাউকে তাঁর পক্ষ থেকে যাকাত আদায় করার জন্যে নিযুক্ত না করে যান, তাহলে যাকাত কর্মচারীদের অধিকার রয়েছে যে তাঁরা অনুপস্থিত ব্যক্তির যাকাতের পরিমাপ করে রাখবেন। অতঃপর ন্যায্য মালিক ফিরে এলে কর্মচারীগণ তাঁর কাছ থেকে উক্ত যাকাত আদায় করবেন।

২৬. যদি এমন হয় যে, কোন মালিকের যাকাত দেয় হবার কালে যাকাত কর্মচারীগণ তাঁর কাছে যেতে পারলেন না, তাহলে যাকাতদাতা

www.pathagar.com

নিজ দায়িত্বে দেয় যাকাতের হিসাব করবেন, কোন্ তারিখে যাকাত দিতে হবে তারও হিসাব রাখবেন এবং অবস্থা অনুসারে ও সম্পদের ধরন অনুসারে হয় যাকাত কর্মচারীদেরকে যাকাত নিয়ে যাবার জন্যে সংবাদ দিবেন অথবা নিজেই স্থানীয় শাখা যাকাত কেন্দ্রে তা পৌঁছে দিবেন—অবশ্যই প্রতিলিপি সমেত রসিদ নিয়ে।

২৭. আমাদের কালে, ব্যবসায়ের যাকাতকে সম্পূর্ণরূপে নগর শুল্ক এবং আবগারী শুল্ক থেকে আলাদা রাখতে হবে এবং অন্যান্য করোপযোগী সম্পদের যাকাতের মতই যাকাতদাতার বাড়ী থেকে নিয়মিত আদায় করে আনতে হবে।

ইসলামী সাম্রাজ্য বিস্তারের প্রাথমিক যুগে ব্যবসায়ের যাকাত ধার্য করতেন বিশেষ কর্মকর্তাগণ এবং তাঁরা পৌর এলাকার নগর শুল্ক ঘাঁটিতে নিয়োজিত থাকতেন। সওদাগরগণ তাঁদের বাণিজ্য সম্ভার নিয়ে এ সব ঘাঁটি পার হবার কালে কসম খেয়ে ঘোষণা করে বলতেন সম্পদ অতি সম্প্রতি অর্জিত কি না, ঋণের দায়ে আবদ্ধ কি না, যাকাত প্রদানের উপযোগী কি না অথবা যাকাত ইতিমধ্যেই দেওয়া হয়ে গেছে কি না।

যে সব এলাকায় হানাফী বা মালিকী মাযহাব প্রচলিত ছিল, সে সকল এলাকায় আপাত সম্পদের যাকাত অবশ্যই রাষ্ট্রের মাধ্যমে দিতে হত। কোন সওদাগর যদি বলতেন যে, যাকাত তিনি নিজেই গরীবদের মধ্যে বিতরণ করে দিয়ে দিয়েছেন তাহলে তাঁর বক্তব্য গ্রাহ্য করা হত না এবং সেখানেই তাঁর দেয় যাকাত আদায় করা হত।

নগর শুল্ক ও শুল্ক ঘাঁটিতে যাকাত আদায়ের বর্তমানে আর কোন কার্যকর মূল্য নেই। তদুপরি এ পদ্ধতিতে যাকাত আদায় করার পিছনে যে হানাফী যুক্তি তা যাকাত করের আসল প্রকৃতির সঙ্গেও সঙ্গতিপূর্ণ হয় না। হানাফী আইন ব্যখ্যাতাদের মতে নগর শুল্ক ও শুল্ক ঘাঁটির কর্মকর্তাদের যাকাত আদায়ের অধিকার এই বাস্তবতার উপর প্রতিষ্ঠিত যে, কোন ব্যক্তি যখন তাঁর ব্যবসায়ের সম্পদ শহর এলাকার বাইরে খোলা গ্রাম এলাকায় নিয়ে যান তখন স্বভাবতই মালামাল চুরি যাবার সম্ভাবনা বেশী দেখা দেয় এবং সে কারণে অধিকতর রাষ্ট্রীয় রক্ষাব্যবস্থার প্রয়োজন হয়।

রাষ্ট্রীয় করের ক্ষেত্রে এ যুক্তি একেবারে যথার্থ হলেও যাকাতের ক্ষেত্রে পুরাপুরি যথার্থ হয় না। রাষ্ট্রীয় কর হচ্ছে নাগরিকদের দেয় কর, যা

www.pathagar.com

সমগ্র জাতির কল্যাণার্থে ব্যয়িত হয়। করদাতা নিজেও এর সুবিধা ভোগ করে থাকেন। অপরপক্ষে, যাকাতের প্রকৃতিই এরূপ যে, যাকাতদাতার নিজের জন্যে এর কোনরূপ সুবিধা ভোগ করা নিষিদ্ধ। কাজেই সওদাগরের পণ্যের নিরাপত্তার জন্যে যাকাত প্রদান দ্বারা কোনরূপ রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা ভোগ করার প্রশ্ন উঠতে পারে না। জনগণের উপর বা সওদাগরগণের উপর রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার বাবদে যে কোন করই আরোপ করা হোক না কেন, তা সরকারী কর; কোন অবস্থাতেই তাকে যাকাত করের সঙ্গে একীভূত করে দেখা উচিত নয়।

২৮. নিম্নে উদ্ধৃত হাদীসটিতে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-র নির্দেশ অনুযায়ী, যে কোন যাকাতদাতার জন্যে নিজের উপকারার্থে নিজ প্রদত্ত যাকাত পুনরায় ক্রয় করা নিষিদ্ধ[১]; হকদার বা যাকাত কর্মকর্তা কারো কাছ থেকেই তা আর ক্রয় করা যাবে না।

"আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইউসুফ থেকে বর্ণিত আছে যে, মালিক ইব্‌ন আনাস বলেছেন যে, যায়েদ ইব্‌ন আসলাম বলেছেন যে, তাঁর পিতা বলেছেন, আমি উমর ইবনুল-খাত্তাব (রা.)-কে (নিম্নরূপ) বলতে শুনেছি: আমি আল্লাহ্‌র নামে একটি ঘোড়া দান করেছিলাম এবং তারপর যে ব্যক্তির দখলে ঘোড়াটি ছিল তিনি সেটি বিক্রি করে দিতে চাইলেন। আমি নিজেই সেটি কিনতে ইচ্ছুক হলাম এবং ভাবলাম তিনি হয়ত সেটি কিছু কম দামেই বিক্রি করবেন। তাই (বিষয়টি সম্বন্ধে) যখন আমি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে জিজ্ঞেস করলাম তখন তিনি বললেন, 'এটি কিনো না। দানস্বরূপ যা একবার দিয়েছ তা কোন অবস্থাতেই আবার গ্রহণ করো না, সে (যার দখলে সেটি রয়েছে) যদি মাত্র এক দিরহামের বদলেও তা দেয়, তবু না। কারণ, দানস্বরূপ প্রদত্ত জিনিস আবার ফিরিয়ে নেওয়া যেন নিজের বমি নিজেই খাওয়া'।"

(ইমাম বুখারী)

তবে, নিম্নে উদ্ধৃত হাদীসটির মর্মার্থ অনুযায়ী এই নিয়মের একটি ব্যতিক্রম করা যেতে পারে। যদি এমন হয় যে, কোন হকদার যাকাত তহবিল থেকে প্রদত্ত কোন জিনিস বিক্রি করার প্রয়োজনে পড়েন, তাহলে

---

১. ইমাম মালিক এবং ইমাম শাফি'ঈসহ অধিকাংশ মুসলিম আইনব্যাখ্যাতার মতে যাকাতদাতা নিজ প্রদত্ত যাকাত আর ক্রয় করতে পারেন না। স্বেচ্ছায় ভিক্ষাস্বরূপ প্রদত্ত কোন দ্রব্যও ক্রয় করা যায় না।

www.pathagar.com

জিনিসটির মূল মালিক সেটি কিনে আবার তৎক্ষণাৎ অন্য কোন গরীব মানুষকে দিয়ে দিতে পারেন এবং তাও তিনি পারেন যদি হকদারের কাছ থেকে জিনিসটি কিনার জন্যে আর কেউ ইচ্ছুক না থাকে। এরকম ক্ষেত্রে মূল মালিকের ভূমিকাটি দ্বারা দ্বিবিধ দানের কাজ হয়ঃ একদিকে হকদারের উপকার হয় আবার একই সঙ্গে দ্বিতীয় দান দ্বারা আরেকজন দরিদ্র ব্যক্তিও উপকৃত হয়।

"ইয়াহিয়া ইব্ন বুকায়ের থেকে বর্ণিত আছে যে, আল্-লাইস থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি উকায়েল ইব্ন শিহাব থেকে শুনেছেন যে, সালিম বলেছেন যে, আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (তাঁদের উভয়ের উপর আল্লাহ্র রহমত নাযিল হোক) বলতেন ঃ উমর ইবনুল-খাত্তাব আল্লাহ্র নামে একটি ঘোড়া দান করেছিলেন, পরে তিনি দেখেন হকদার ব্যক্তি সেই ঘোড়াটি বিক্রি করে দিচ্ছেন। ঘোড়াটি কিনার উদ্দেশ্যে তিনি গিয়ে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-র সঙ্গে সে বিষয়ে আলোচনা করেন। [রসূলুল্লাহ্ (সা.)] বলেন, 'দান ফেরত নিও না'। এ কারণে ইব্ন উমর যখনি কোন দান করা জিনিস (দয়াপরবশ হয়ে) কিনতেন তিনি সেটি দানস্বরূপ (অপর কোন অভাবী জনকে) দিয়ে দিতে ভুলতেন না।" (ইমাম বুখারী)

২৯. যাকাত তহবিল থেকে প্রদত্ত কোন জিনিস হকদারের কাছ থেকে আইনসঙ্গতভাবে অপর কোন ব্যক্তির নিকট হস্তান্তরিত হলে (মূল মালিক ব্যতীত অন্য কোন জন) তখন উক্ত জিনিসটি আর যাকাতের জিনিস থাকে না এবং তখন মূল মালিক ইচ্ছা করলে তা কিনতে পারেন।[১]

৩০. ইসলামী আইনের বিশেষজ্ঞরা সাধারণভাবে একমত যে, যাকাতদাতা আইনসঙ্গতভাবে একজন হকদারের কাছ থেকে বা হকদারের কাছ থেকে আইনসঙ্গতভাবে প্রাপ্ত অপর কোন ব্যক্তির কাছ থেকে, তাঁর নিজেরই যাকাতস্বরূপ বা দানস্বরূপ প্রদত্ত কোন জিনিস উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করতে পারেন।

৩১. যাকাত আইন অনুযায়ী অগ্রিম যাকাত প্রদান করা যেতে পারে যদি সম্পদ বাস্তবে বর্তমান থাকে এবং যাকাত দানকালে যদি সম্পদ মালিকের অধিকারে থাকে এবং সম্পদের জন্যে বছরকালীন হিসাব যদি ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে থাকে। এ ধরনের সম্পদের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে ঃ রূপা, সোনা, নগদ

১. দ্বিতীয় খলীফা উমর ইবনুল-খাত্তাবের রীতির সঙ্গে-সঙ্গতিপূর্ণ।

www.pathagar.com

টাকা, মণিমুক্তা, মাঠে চরানো গৃহপালিত পশু, ব্যবসায়ের মূলধন (নগদ টাকা ও ব্যবসায়ের দ্রব্যাদি)।

কৃষিজ সম্পদ, মধু, কাঁচা রেশম এবং রূপা ও সোনার খনির উৎপাদনের যাকাত যথাসময়ের আগে কিছুতেই দেওয়া উচিত নয়। কারণ, তা অবাস্তব সম্পদের আন্দাজমাফিক যাকাত প্রদানের সামিল হয়ে যায় এবং অজানা পরিমাণের সম্পদের যাকাত প্রদান হয়ে যায়, যা কিছুতেই গ্রহণযোগ্য নয়।

অগ্রিম যাকাত প্রদান সব সময়ে অবশ্যই যাকাতদাতার ইচ্ছা এবং সুবিধার উপর নির্ভর করবে ; যাকাত-কর্মচারীগণ কোন অবস্থাতেই এ বিষয়ে তাঁদেরকে বাধ্য করতে পারবেন না। তদুপরি, অগ্রিম যাকাতের জন্যে প্রতিলিপি সমেত রসিদ অবশ্যই প্রদান করতে হবে।

কড়াকড়িভাবে বলতে গেলে অগ্রিম যাকাত কেবলমাত্র বিশেষ ক্ষেত্রেই প্রদান করা যেতে পারে, যেমন, যাকাতদাতা যদি ইচ্ছাপূর্বক দীর্ঘদিন যাবত অনুপস্থিত থাকবেন, এমন হয়। অবশ্য আরো ভাল হয় যদি যাকাতদাতা কোন একজন দায়িত্বশীল ব্যক্তিকে আইনসঙ্গতভাবে প্রতিনিধি নিযুক্ত করে যান, যিনি যথাসময়ে তাঁর পক্ষ থেকে যাকাত আদায় করবেন।

৩২. যদি এমন হয় যে, যাকাতদাতা নিজে কোনও কারণে যথাসময়ে যাকাত দিতে পারলেন না বা এমনও কোন ব্যবস্থা করতে পারলেন না যে তাঁর পক্ষ থেকে আর কেউ যাকাত দিয়ে দিবেন, সে ক্ষেত্রে তিনি অতীতে দেয় সম্পূর্ণ যাকাত কার্যকরভাবে আদায় করবেন।

যাকাত-কর্মচারীগণ এরূপ অতীতে দেয় যাকাত বাধ্যতামূলকভাবে আদায় করতে পারেন, যদি না এমন হয় যে, ন্যায্য যাকাতদাতা অনিচ্ছাকৃতভাবে অনুপস্থিত থাকতে বাধ্য হয়েছিলেন এবং সে কারণে সম্পদের দিক থেকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন।

৩৩. নিম্নে উদ্ধৃত হাদীসটিতে বিধৃত রসূলুল্লাহ্ (সা.)-র নির্দেশ অনুযায়ী, দুই বা ততোধিক ব্যক্তির ন্যায্য মালিকানাধীন সম্পদ কিছুতেই একত্রিত করা যাবে না, যার ফলে যাকাত কমতে, বাড়তে বা মওকুফ হতে পারে।

"মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ্ আল-আনসারী থেকে বর্ণিত আছে যে, তাঁর পিতা তাঁকে বলেছেন যে, সুমামা তাঁকে বলেছেন যে, আনাস (রা.) তাঁকে বলেছেন : আবু বকর (রা.) তাঁকে রসূলুল্লাহ্ (সা.) নির্দেশিত এই আদেশ

www.pathagar.com

লিখে পাঠিয়েছিলেন এবং (অন্যান্যের মধ্যে এই আদেশটি) যাকাতের ভয়ে যা ভাগ হয়েছে তা একত্র করা যাবে না এবং যা একত্রে আছে তাকে বিভক্ত করা যাবে না।" (ইমাম বুখারী)

ইমাম শাফি'ঈর ব্যাখ্যা অনুযায়ী রসূলুল্লাহ্ (সা.)-র এই নির্দেশ যাকাত আদায়কারীগণের জন্যে, যাতে তাঁরা উচিতের বেশি যাকাত আদায়ের জন্যে আইনবিরোধী উপায়ে দুই বা ততোধিক ব্যক্তির সম্পদ একত্রিত না করেন। এ বিষয়ে আরো সঠিক মত পাওয়া যায় 'যাকাতের ভয়ে' কথাগুলোর মধ্যে যে নির্দেশটি যাকাতদাতার প্রতিই প্রযোজ্য যাতে তাঁরা যাকাত না দিবার বা কম দিবার উদ্দেশ্যে কোনরূপ চাতুর্যের আশ্রয় গ্রহণ না করেন।

ইমাম আবূ হানীফার মতে উপরোক্ত হাদীসটিতে যে আদর্শ নিহিত তা যাকাতদাতা ও যাকাত আদায়কারী উভয়েরই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। বস্তুত সম্পদের করোপযোগিতা হিসাব করার কালে যাকাতদাতা এবং যাকাত আদায়কারী এই উভয়েরই সততা এবং চারিত্রিক সংহতির পরীক্ষা হয়, উভয়ের কাছ থেকেই আশা করা হয় যে মুসলমান হিসাবে এবং কুরআনের আদর্শের প্রতি নিবেদিতপ্রাণ হিসাবে তাঁরা নিজ নিজ দায়-দায়িত্ব পরিপূর্ণভাবে আদায় ও পালন করবেন।

উপরে উদ্ধৃত হাদীসটিতে যে চাতুর্য অবলম্বনের কথা বলা হয়েছে, তা কি কি ধরনের হতে পারে সে সম্বন্ধে মুসলিম আইন ব্যাখ্যাতাগণ নিম্নবর্ণিত উদাহরণসমূহ প্রদান করেছেন ঃ

(ক) তিন ব্যক্তির প্রত্যেকের ৪০টি করে ভেড়া আছে। তাঁরা প্রত্যেকের ভাগে ১টি করে ভেড়া স্বাভাবিক যাকাত প্রদান না করে তাদের তিনজনের সম্পদ একত্রিত করলেন এবং ভান করলেন যে, মোট ১২০টি ভেড়া তাঁদের একজনের এবং সে বাবদ মাত্র ১টি ভেড়া যাকাত দিতে চাইলেন।

(ইমাম মালিক)

(খ) এক ব্যক্তির ৮০টি ভেড়া রয়েছে, তিনি যাকাত ফাঁকি দিবার উদ্দেশ্যে ভান করলেন যে; ভেড়ার পালের মালিক তিনি এবং তাঁর আরো তিন ভাই, অর্থাৎ চার ভাইয়ের প্রত্যেকের মাত্র ২০টি করে ভেড়া রয়েছে।

অথবা দুই ভাইয়ের প্রত্যেকের ৪০টি করে ভেড়া রয়েছে, তাঁরা স্বাভাবিকভাবে দেয় যাকাত ২টি ভেড়ার পরিবর্তে মাত্র ১টি ভেড়া দিবার উদ্দেশ্যে

www.pathagar.com

দুইজনের দুইটি পাল একত্র করে ৮০টি ভেড়ার একটি পাল করলেন এবং ভান করে বললেন যে ৮০টি ভেড়াই একজনের। (ইমাম আবূ ইউসুফ)

(গ) দুই ব্যক্তির ৪০টি করে ভেড়া রয়েছে, যাকাত আদায়কারী দুইটি পালকে একসঙ্গে একজনের একটি পাল হিসাবে ধরলেন এবং যাকাত ধার্য করলেন ১টি ভেড়া; অথচ দুইজনের দুইটি পাল হিসাবে ধরলে উভয় পালই নিসাব অপেক্ষা কম হওয়াহেতু যাকাতমুক্ত থাকত।

অথবা এক ব্যক্তির ১২০টি ভেড়ার একটি পাল রয়েছে, স্বাভাবিকভাবে এর যাকাত ধার্য হবে ১টি ভেড়া; যাকাত সংগ্রাহক যদি এই সম্পদ প্রতিটি ৪০ ভেড়ার করে তিনটি পালে ভাগ করে তিনজনের বলে দেখান, তাহলে সেই অন্যায়ভাবে ভাগ করার ফলে তিনটি পালের যাকাত ধার্য হবে ৩টি ভেড়া। (ইমাম আবূ হানীফা)

৩৪. ব্যক্তিগত মালিকানাধীন বা ওয়াকফ্ কর। যে সকল সম্পদ একান্ত-ভাবে পরহিতব্রতে ব্যবহারের জন্যে দেওয়া হয়েছে (যথা দাতব্য চিকিৎ-সালয়, ইয়াতীমখানা, গরীব, পঙ্গু ও বৃদ্ধদের আশ্রয়াগার ইত্যাদি), বা মানবতার সেবায় নিরত (যথা বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার, অবৈতনিক শিক্ষায়তন, ইত্যাদি), সেগুলো সবই যাকাতমুক্ত থাকবে, কারণ এসব প্রতিষ্ঠান যাকাতের উদ্দেশ্যকেই বাস্তবায়িত করে।

৩৫. যাকাত তহবিলের নিরাপদ রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে প্রত্যেক যাকাত-কেন্দ্র যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং তা করবে প্রত্যেক এলাকার বিশেষ প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে। এরূপ ব্যবস্থাবলীর মধ্যে রয়েছে:

(ক) রূপা, সোনা, নগদ টাকা, মণিমুক্তা ইত্যাদি যাকাত-স্বরূপ প্রাপ্ত দ্রব্য নিরাপদে রাখার উপযোগী বিশেষ কোষাগার।[১]

(খ) ব্যবসায়ের সম্পদ (গৃহপালিত পশু ছাড়া), মধু, কাঁচা রেশম এবং কৃষিজ উৎপাদন (খাদ্যশস্য ব্যতীত) নিরাপদ রাখার উপযোগী রক্ষণাগার।

(গ) যাকাতস্বরূপ আদায়কৃত খাদ্যশস্য নিরাপদে রাখার উপযোগী বিশেষ শস্যাগার।

১. যাকাত কোষাগারকে পৌরসভার বা সরকারী কোষাগারের সঙ্গে যেন কেউ গুলিয়ে না ফেলেন। যাকাত কোষাগার এবং পৌরসভার ও সরকারী কোষাগার ভিন্ন ভিন্ন দফতর এবং তাদের কার্যবিধিও ভিন্ন ভিন্ন।

www.pathagar.com

(ঘ) যাকাতস্বরূপ আদায়কৃত গৃহপালিত পশু রাখা ও তাদের যত্নের জন্যে বিশেষ আস্তাবল, গোয়াল ও চরে বেড়ানোর মাঠ।

আইনসঙ্গত হকদারদের মধ্যে দ্রুত বিতরণের সুবিধার জন্যে যাকাত কোষাগার যাকাত কেন্দ্রের মধ্যেই অবস্থিত হলে ভাল হয় এবং যাকাতের রক্ষণাগার, শস্যাগার, আস্তাবল ইত্যাদিও যাকাত কেন্দ্রের সংলগ্ন বা কাছাকাছি থাকলে ভাল হয়।

৩৬. যাকাত কেন্দ্র ও কেন্দ্র এলাকার নির্মাণ, ভাড়া বা রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে প্রয়োজনীয় সকল খরচ যাকাত তহবিল থেকে বা জনগণের চাঁদা দ্বারা বহন করা যেতে পারে।

৩৭. রসূলুল্লাহ্ (সা.)-র সুন্নাহ্ অনুযায়ী এবং যাকাত করের উপর কড়া নিয়ন্ত্রণ রাখার উদ্দেশ্যে যাকাত আদায়কারীদের (المصدقون) প্রতিদিনের আদায় শেষ করে যাকাত হিসাব নিরীক্ষকের (المحاسبون) নিকট বিস্তারিত হিসাব প্রদান করবেন এবং আদায়ীকৃত যাকাতের মালামাল যাকাত সংরক্ষণকারীর (الخازنون) নিকট বুঝিয়ে দিবেন; সংরক্ষণকারীর দায়িত্ব হল সেগুলো রক্ষা করা এবং কর্মকর্তার অর্থাৎ বিতরণকারীর (القاسمون) নির্দেশ অনুযায়ী যাকাতের আইনসঙ্গত হকদারদের মধ্যে বিতরণ করা।

যাকাত আদায়কারী অবশ্যই সঙ্গে সঙ্গে প্রতিটি যাকাত আদায়ের প্রতিলিপি সমেত রসিদের এক কপি যাকাত করণিকের (الكاتبون) নিকট জমা দিবেন। তিনি তা নথিভুক্ত করে রাখবেন।

এ প্রসঙ্গে রসুল (সা.)-এর আদর্শ কি তা নিম্নে উদ্ধৃত হাদীসটি থেকে জানা যায়ঃ

ইউসুফ ইব্ন মূসা থেকে বর্ণিত আছে যে, আবু উসামা থেকে বর্ণিত আছে যে, হিশাম ইব্ন 'উরওয়া থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি তাঁর পিতা থেকে শুনেছেন যে, আবী হুমাইদ আস্-সাইদী (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা.) আল-আসদ (গোত্রের) ইবনুল-লুতবিয়্যা নামক এক ব্যক্তিকে বানী সুলায়েমের যাকাত আদায়ের জন্যে নিযুক্ত করেছিলেন। তিনি ফিরে এলে (রসূলুল্লাহ্) তাঁর কাছ থেকে হিসাব গ্রহণ করেছিলেন।'

(ইমাম বুখারী)

www.pathagar.com

৩৮. হারিয়ে গেলে বা চুরি হলে যাতে সহজে চিহ্নিত করা যায়, সেজন্যে নগদ টাকা ছাড়া (যথা রূপা ও সোনার মুদ্রা এবং কাগজের নোট) অন্যান্য যাকাত তহবিল এবং আরো বিশেষভাবে, যাকাতস্বরূপ প্রাপ্ত গৃহপালিত পশু ও ব্যবসায়ের সম্পদ সঙ্গে সঙ্গে সীলমোহরকৃত করে ফেলতে হবে। এই সীলমোহরটি বৈশিষ্ট্যযুক্ত এবং যাকাত প্রতিষ্ঠানেরই বিশেষভাবে হতে হবে যা সকলে সহজেই চিনতে পারে এবং বিশিষ্ট প্রাথমিক যুগের আলিমগণ যেরূপ বলেছেন, মোহরের গায়ে "যাকাত" (زكاة) অথবা "সদকা" (صدقة) কথাটি অঙ্কিত থাকতে হবে। অন্যান্য সরকারী সীলমোহরের মতই এই সীলমোহরেরও নকল করা হলে তা গুরুতর অপরাধ বলে বিবেচিত হবে এবং নকলকারী ব্যক্তি শাস্তিযোগ্য হবে।

শাফি'ঈ মাযহাবপন্থী আইনব্যাখ্যাতাদের মতে যাকাতের ভেড়ার কানে এবং যাকাতের উট ও ষাঁড়ের উরুতে দাগ দিতে হবে। বিকল্প পদ্ধতি হিসাবে উল্কী দেওয়া যেতে পারে অথবা অনপনেয় কোন রঙও ব্যবহার করা যেতে পারে।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, প্রয়োজনবোধে, আইনসঙ্গত কারণে প্রাণীর গায়ে চিহ্ন দেওয়া অধিকাংশ মুসলমান আইনবেত্তা সমর্থন করলেও হানাফী মাযহাবপন্থী কোন কোন আইনবেত্তা এর বিরোধী মত পোষণ করেন; তাঁরা এটিকে পশুর প্রতি নির্যাতন এবং সেহেতু অনুচিত বলে জ্ঞান করেন। তবে সাধারণ মত হচ্ছে এই যে, উপকারের প্রয়োজনে প্রাণীকে ব্যথা দেওয়া যেতে পারে। রসূলুল্লাহ্ (সা.) নিজেও যে পশুর গায়ে চিহ্ন দিতেন তার সমর্থন পাওয়া যায় আনাস্ ইবন মালিক বর্ণিত নিম্নে উদ্ধৃত হাদীসটি থেকে:

"ইবরাহীম ইবনুল-মুনযির থেকে বর্ণিত আছে যে, আল-ওয়ালীদ থেকে বর্ণিত আছে যে, আবু 'আমর আল-আউযাঈ' থেকে বর্ণিত আছে যে, ইসহাক ইবন আবী তালহা তাঁকে বলেছেন যে, আনাস ইবন মালিক (রা.) তাঁর নিকট বর্ণনা করেছেন: একদিন ভোরবেলা আমি আবদুল্লাহ্ ইবন আবী তালহার সঙ্গে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নিকট গিয়েছিলাম, যেন তিনি তাঁকে (আবদুল্লাহ্ ইবন আবী তালহাকে) নির্দেশ প্রদান করতে পারেন, আমরা তাঁর নিকটে গিয়ে দেখলাম যে তাঁর হাতে একটি দাগ দেওয়ার বস্তু এবং সেটি দিয়ে তিনি যাকাতস্বরূপ প্রাপ্ত উটগুলোর গায়ে দাগ দিচ্ছেন।"

(ইমাম বুখারী)

www.pathagar.com

৩৯. যাকাত কেন্দ্র থেকে, মুসলিম সর্বসাধারণের উপকার ও জ্ঞাতার্থে, কেন্দ্রাধীন এলাকার যাকাত-করের আয়-ব্যয়ের সঠিক হিসাব অবশ্যই নিয়মিতভাবে প্রকাশ করতে হবে। এরূপ আয়-ব্যয় হিসাবের প্রকাশনা মাসিক অথবা অন্তত ত্রৈমাসিক হতে হবে।

৪০. সব সময় রাষ্ট্রের এবং ধর্মপ্রাণ দায়িত্বশীল মুসলমানদের অধিকার থাকবে যে, তাঁরা বিভিন্ন যাকাত কেন্দ্রের কার্যাবলী তদারক করবেন এবং কোন যাকাত কেন্দ্রে কোনরূপ অনিয়ম চলতে থাকলে তার যথাবিহিত তদন্তের ব্যবস্থা করবেন।

নিম্নে উদ্ধৃত কুরআন শরীফের আয়াতটিতে পরিষ্কার বলা হয়েছে যে, মুসলিম জাতির প্রতি প্রত্যেক সুস্থ মস্তিষ্ক এবং সুস্থ বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তির কতদূর বিশ্বস্ততা ও নিষ্ঠাসম্পন্ন দায়িত্ব রয়েছে ঃ

"এবং সংগ্রাম কর আল্লাহ্‌র পথে যেভাবে সংগ্রাম করা উচিত। তিনি তোমাদের মনোনীত করেছেন। তিনি তোমাদের জন্যে তোমাদের ধর্মে কঠিন কোন বিধান দেন নি ; এই ধর্ম তোমাদের পিতা ইবরাহীমের ধর্মের অনুরূপ। আল্লাহ্ পূর্বে তোমাদের নামকরণ করেছেন 'মুসলিম' এবং এই কিতাবেও করেছেন, যাতে রসূল তোমাদের জন্যে সাক্ষীস্বরূপ হন এবং তোমরা মানব জাতির জন্যে সাক্ষীস্বরূপ হও। সুতরাং তোমরা সালাত কায়েম কর, যাকাত দাও এবং আল্লাহ্‌কে অবলম্বন কর। তিনিই তোমাদের অভিভাবক ; কত উত্তম অভিভাবক এবং কত উত্তম সাহায্যকারী তিনি।" (সূরা হজ্জ ঃ ৭৮)

৪১. নিয়ম অনুযায়ী কোন মহল্লা থেকে আদায়কৃত যাকাত সেই মহল্লায় বসবাসকারী হকদারদের মধ্যেই আগে বিতরণ করতে হবে।

সেই সঙ্গে আবার কুরআন শরীফের সূরা তওবার ৬০ নং আয়াতের মর্মার্থ অনুযায়ী স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে যাকাত তহবিলের একটা মোটামুটি অংশ প্রতিটি যাকাত কেন্দ্রে সংরক্ষিত থাকবে ; এ দ্বারা যে কোন শ্রেণীভুক্ত (অর্থাৎ অনিয়মিত, অস্থায়ী বা নিয়মিত যাকাত ভোগকারী) হকদারদের আকস্মিক প্রয়োজন মিটানো হবে। কোন মহল্লার যাকাত-কেন্দ্রে কোন বিশেষ ধরনের এবং কি পরিমাণ সম্পদ সংরক্ষিত থাকবে তা নির্ভর করবে সেই মহল্লার বিশেষ পরিস্থিতি বা বিরাজিত অবস্থার উপর এবং তা যাকাত কর্মচারীগণ নির্ধারণ করবেন ; প্রত্যেক আইনসঙ্গত

www.pathagar.com

হকদারের প্রয়োজন অনুযায়ী যাকাত তহবিল বিতরণ করার দায়িত্ব তাঁদেরই।

৪২. যাকাতের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সুনিশ্চিত করার প্রয়োজনে যাকাত আইনে এরূপ বিধান থাকা উচিত যাতে উদ্বৃত্ত এলাকা থেকে ঘাটতি এলাকায় যাকাত তহবিল স্থানান্তরিত করা যায়; কিন্তু এতে শর্ত থাকে যে, সেই সম্পদ মহল্লার নিয়মিত এবং অনিয়মিত প্রয়োজন মিটিয়েও নিশ্চিত উদ্বৃত্ত। কোন অবস্থাতেই বিশেষ একটি যাকাত-কেন্দ্রের সমুদয় উদ্বৃত্ত যাকাত বিনা প্রয়োজনে অন্যত্র স্থানান্তরিত করা উচিত নয়, কেননা আকস্মিক প্রয়োজন দেখা দিলে তখন আবার পাঠানো সম্পদ পূর্ব স্থানে ফিরিয়ে আনতে হবে আর নয়ত অন্য কোন কেন্দ্র থেকে এনে অভাব পূরণ করতে হবে, যার ফলে অনর্থক শ্রম ও সময় নষ্ট হবে, ব্যয়ও বাড়বে।

প্রয়োজনের সময়ে সত্বর ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন শাখা যাকাত কেন্দ্রের উদ্বৃত্ত তহবিলের একটা অংশ গ্রাম বা শহর যাকাত কেন্দ্রের নিকট জমা রাখলে ভাল হয়; সেখান থেকে স্বল্পতম সময়ের মধ্যেই তা ঘাটতি এলাকায় পাঠানো সম্ভব হবে।

এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যাকাত তহবিল স্থানান্তর করা সম্বন্ধে ইসলামী আইনবেত্তাদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। মালিকী ও শাফিঈ মাযহাব যাকাত তহবিল স্থানান্তরের বিরোধী; যে এলাকার যাকাত সেই এলাকায় গরীব হকদার আর কেউ না থাকলে তবেই কেবল যাকাত সম্পদ স্থানান্তরিত করা যেতে পারে বলে তাঁরা মনে করেন। ইমাম গাযযালীও অনুরূপ মত পোষণ করেন।

হানাফী মতে যাকাত তহবিল আইনসঙ্গতভাবেই ঘাটতি এলাকায় স্থানান্তরিত করা যায়, যাতে সে সব এলাকার অভাবী মুসলমানদের মধ্যে সাহায্যদ্রব্য বিতরণ করা যায়। এ মত ইসলামী ঐক্যের মর্মবাণীর সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ। তবে চরম জাতীয় জরুরী অবস্থাকালেই যাকাত তহবিল স্থানান্তরিত করার ব্যবস্থা থাকা উচিত, যাতে স্থানীয় আইনসঙ্গত হকদারেরা কোনভাবেই বঞ্চিত না হয়।

৪৩. ঘাটতি এলাকার অভাব পূরণের জন্যে নিকটতম উদ্বৃত্ত এলাকা থেকে তহবিল স্থানান্তরিত করা উচিত যাতে অনর্থক শ্রম, ব্যয়ভার ও সময় নষ্ট না হয়।

www.pathagar.com

৪৪. বিভিন্ন যাকাত-কেন্দ্রের মধ্যে কার্যক্রমের সঙ্গতি রক্ষার জন্যে (শাখা যাকাত কেন্দ্র থেকে সদর যাকাত কেন্দ্র পর্যন্ত), এবং যাকাত প্রতিষ্ঠান যাতে সর্বক্ষণ মুসলিম এলাকায় উদ্ভূত জরুরী অবস্থা মোকাবিলা করতে পারে, সে জন্যে প্রত্যেক যাকাত কেন্দ্রের উদ্বৃত্ত তহবিলের বিস্তারিত বিবরণী উপরস্থ গ্রাম বা শহর যাকাত কেন্দ্রে নিয়মিত (সম্ভব হলে মাসে একবার) দাখিল করতে হবে।

এই সকল বিবরণী থেকে প্রাপ্ত তথ্যাবলী উক্ত গ্রাম বা শহর যাকাত কেন্দ্রে রক্ষা করতে হবে; এরা আবার অবিলম্বে নিজ নিজ কেন্দ্রের উদ্বৃত্ত যাকাত সম্পদের বিবরণী উপরস্থ জিলা যাকাত কেন্দ্রে পাঠাবে।

জিলা কেন্দ্র এই সকল প্রাপ্ত তথ্যাবলী যথাযথভাবে রক্ষা করবে এবং অবিলম্বে নিজ নিজ কেন্দ্রের উদ্বৃত্ত যাকাত সম্পদের বিবরণী উপরস্থ প্রাদেশিক যাকাত কেন্দ্রে পাঠাবে।

প্রাদেশিক যাকাত কেন্দ্র অনুরূপভাবে জিলা কেন্দ্রসমূহ থেকে প্রাপ্ত তথ্যাবলী যথাযথভাবে রক্ষা করবে এবং নিজ কেন্দ্রের সমুদয় উদ্বৃত্ত যাকাত সম্পদের বিবরণী অবিলম্বে দেশের প্রধান যাকাত কেন্দ্রে পাঠাবে।

প্রত্যেক মুসলিম দেশের প্রধান যাকাত কেন্দ্রে প্রাদেশিক যাকাত কেন্দ্রসমূহের বিবরণী অবশ্যই রক্ষা করতে হবে, তারা প্রত্যেকে আবার সেগুলোর উপর ভিত্তি করে একটি বিস্তারিত বিবরণী অনতিবিলম্বে প্রধান যাকাত কেন্দ্রে পাঠাবে; সেখানে উদ্বৃত্ত যাকাত সম্পদসমূহের সর্বমোট পরিমাণের বিবরণী নথিভুক্ত করে রাখা হবে।

মজুদ উদ্বৃত্ত যাকাত তহবিল সংক্রান্ত সকল বিবরণীতে—শাখা যাকাত কেন্দ্র থেকে মুসলিম দেশের প্রধান যাকাত কেন্দ্র পর্যন্ত—অবশ্যই সম্পদের ধরন, সম্পদের সংখ্যা, পরিমাণ এবং/অথবা মূল্য কত তা লিপিবদ্ধ থাকবে।

উপরে বর্ণিত পদ্ধতিতে প্রত্যেক কেন্দ্রের অধীনস্থ এলাকায় প্রাপ্ত উদ্বৃত্ত যাকাত সম্পদের—এবং প্রধান যাকাত কেন্দ্রের ক্ষেত্রে সমগ্র মুসলিম দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে প্রাপ্ত উদ্বৃত্ত যাকাত সম্পদের—সর্বশেষ যথার্থ হিসাব পাওয়া যাবে এবং তা প্রত্যেক যাকাত কেন্দ্রেই থাকবে। প্রয়োজনের কালে বা জরুরী অবস্থার সময়ে অতি দ্রুত উদ্বৃত্ত এলাকা থেকে ঘাটতি এলাকায় সম্পদ সরবরাহ করা সম্ভব হবে।

www.pathagar.com

৪৫. প্রয়োজনের সময়ে বা জরুরী অবস্থার সময়ে উদ্বৃত্ত যাকাত সম্পদ এরূপভাবে স্থানান্তরিত করা যেতে পারে : (ক) গ্রাম বা শহর যাকাত কেন্দ্রের আদেশক্রমে যে কোন উদ্বৃত্ত মহল্লা থেকে অন্য যে কোন ঘাটতি মহল্লায়, (খ) জিলা যাকাত কেন্দ্রের সরাসরি আদেশক্রমে এর অধীনস্থ যে কোন উদ্বৃত্ত এলাকা থেকে অন্য যে কোন ঘাটতি এলাকায়, (গ) প্রাদেশিক যাকাত কেন্দ্রের সরাসরি আদেশক্রমে এর অধীনস্থ যে কোন উদ্বৃত্ত এলাকা থেকে অন্য যে কোন ঘাটতি এলাকায়, (ঘ) প্রত্যেক মুসলিম দেশের প্রধান যাকাত কেন্দ্রের সরাসরি আদেশক্রমে দেশের যে কোন উদ্বৃত্ত এলাকা থেকে অন্য যে কোন ঘাটতি এলাকায়, (ঙ) প্রধান যাকাত কেন্দ্রের সরাসরি আদেশ-ক্রমে মুসলিম দেশসমূহের যে কোন এলাকা থেকে অন্য যে কোন এলাকায়।

৪৬. যখনি কোন বিশেষ 'মহল্লায়' ঘাটতি দেখা দিবে—স্থানীয় প্রয়োজনের তুলনায় যাকাত কর অপর্যাপ্ত বিধায় কি আকস্মিক কোন প্রয়োজন মিটানোর জন্যে যাকাত তহবিলে না কুলানো বিধায়—তখনি সঙ্গে সঙ্গে, উদ্বৃত্ত যাকাত তহবিল স্থানান্তরের অনুরোধ জানিয়ে উপরস্থ গ্রাম বা শহর যাকাত কেন্দ্রে লিখতে হবে। গ্রাম বা শহর কেন্দ্রে বা তাদের অধীন কোন শাখা কেন্দ্রে প্রয়োজনীয় তহবিল পাওয়া গেলে, তখন ভার-প্রাপ্ত কর্মকর্তা ঘাটতি মহল্লায় সম্পদ স্থানান্তরের আদেশ প্রদান করবেন। আর গ্রাম বা শহর কেন্দ্রে বা তাদের অধীন অন্য কোন শাখা কেন্দ্রে প্রয়োজনীয় সম্পদ পাওয়া না গেলে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তৎক্ষণাৎ অবস্থা বিবেচনা করে হয় জিলা কেন্দ্র থেকে সম্পদ চেয়ে পাঠাবেন নতুবা প্রাদেশিক বা প্রধান যাকাত কেন্দ্রকে অনুরোধ জানাবেন। তাদের যে কোনটি উপরে উল্লেখিত ৪৫ নং আইন অনুসারে ঘাটতি এলাকায় তৎক্ষণাৎ সম্পদ সরবরাহের জন্যে সরাসরি আদেশ প্রদান করবে। যেখানে ঘাটতি দেখা দিয়েছে সেই দেশের কোনখানেই যদি উদ্বৃত্ত যাকাত সম্পদ না পাওয়া যায়, তাহলে দেশের প্রধান যাকাত কেন্দ্র অবিলম্বে প্রধান যাকাত কেন্দ্রকে লিখবে। প্রধান কেন্দ্র যত দ্রুত সম্ভব ঘাটতি দেশের নিকটবর্তী দেশ থেকে সেখানে যাকাত সম্পদ সরবরাহ নিশ্চিত করবে।

৪৭. স্থানান্তরিত যাকাত সম্পদের বিবরণ সঙ্গে সঙ্গে লিপিবদ্ধ করে রাখতে হবে, যেখান থেকে পাঠানো হল সেখানে এবং যেখানে পাঠানো হল সেখানে, এই দুই যায়গাতেই; স্থানান্তরের তারিখ, সম্পদের বিবরণ এবং সম্পদের সঠিক সংখ্যা, পরিমাণ এবং/অথবা তার মূল্যের তথ্য।

www.pathagar.com

৪৮. রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নির্দেশ অনুযায়ী যাকাত তহবিলের তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে মুসলিম সমাজ থেকে বাছাই করে ধর্মপ্রাণ এবং বিশ্বাসী বলে সুপরিচিত ব্যক্তিদের নিয়োগ করতে হবে। যাকাত তহবিলের দায়িত্বে যিনি থাকবেন তাঁর দায়িত্ববোধ যে কতটুকু হওয়া উচিত সে বিষয়ে আর বিশেষ করে বলার অপেক্ষা রাখে না। দুর্বল এবং লোভী লোকদের জন্যে এই পদ একটি প্রলোভনের বিষয়।

নিম্নোদ্ধৃত হাদীসটিতে রসূলুল্লাহ্ (সা.) কর্তৃক প্রদত্ত যাকাত কোষাধ্যক্ষের বর্ণনা অনুযায়ী তাঁকে হতে হবে আদেশ প্রাপ্তির পর পরই বিশ্বস্ততার সঙ্গে তা পালনের এবং আনন্দিত চিত্তে একেবারে যথাযথভাবে দায়িত্ব পালনের যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি। অতএব যিনি যাকাত তহবিলের তত্ত্বাবধায়ক হবেন তাঁকে অবশ্যই অনুরূপ যোগ্য ব্যক্তি হতে হবে।

"আবু বকর ইবন আবী শায়বা, আবু আমির আল আশ'আরী, ইবন নুমায়র এবং আবু কুরায়র থেকে (নিম্নলিখিত হাদীসটি) বর্ণিত আছে যে, তাঁরা সকলেই আবু উসামা থেকে শুনেছেন। আবু আমির বলেছেন যে, আবু উসামা বর্ণনা করেছেন যে, বুরাই থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি তাঁর পিতামহ আবু বুরদা থেকে শুনেছেন যে, তিনি আবু মুসা থেকে শুনেছেন যে, রসুলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন ঃ সে-ই বিশ্বাসী মুসলিম তত্ত্বাবধায়ক, যে প্রাপ্ত আদেশ বিশ্বস্ততার সঙ্গে পালন করে (এবং তিনি এ-ও বলে থাকবেন, যা প্রদানের আদেশ করা হয় তা প্রদান করে), আনন্দিত মনে, নির্ভুলভাবে (আইনসঙ্গত হকদারদের মধ্যে যাকাত তহবিল থেকে নির্দেশ মোতাবেক) বিতরণ করে এবং যে যাকাত প্রদানের দায়িত্ববান দুইজনের (অর্থাৎ যাকাতদাতা ও যাকাত কর্মকর্তা) যে কোন একজনের নির্দেশ অনুযায়ী (যাকাত তহবিল) বিতরণ করে।" (ইমাম মুসলিম)

৪৯. যাকাতের মর্মবাণী, এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অনুযায়ীই এটা আবশ্যক যে একবার যাকাত-কর ধার্য করার পর তা অন্তত কিছুকাল যাকাত কেন্দ্রে থাকবে। এ বিষয়ে রসূলুল্লাহ্ (সা.) যে আদর্শ স্থাপন করে গেছেন তা-ই সর্বক্ষেত্রে অনুকরণীয় ঃ

'আবু আসিম থেকে বর্ণিত আছে যে, উমর ইবন সাঈদ থেকে বর্ণিত আছে যে, ইবন আবী মুলাইকা থেকে বর্ণিত আছে যে, উকবা ইবনুল-হারিস (রা.) তাঁকে বলেছেন ঃ রসূলুল্লাহ্ (সা.) আমাদের সঙ্গে

www.pathagar.com

অফিসের মাঝখি পড়েন, তারপর তাড়াতাড়ি ঘরে চলে যান এবং সঙ্গে সঙ্গেই আবার বের হয়ে আসেন। তখন আমি বা কোন একজন (এর কারণ) জিজ্ঞেস করলাম। তিনি উত্তরে বললেন, আমি যাকাত তহবিলের কয়েকটি (রোপা বা সোনার) টুকরা রেখেছিলাম, সারারাত সেগুলো রাখাতে আমার কাছে বোঝাস্বরূপ বোধ হচ্ছিল, সেগুলো ন্যায্য হকদারদের মধ্যে বিতরণ করে এসেছি।" (বুখারী)

যে ছয়টি ইসলামী পদ্ধতির উপর সম্পদের মুক্ত ও প্রতিবন্ধকতাহীন ও প্রবহমানতা নির্ভর করে যাকাত তার একটি। অতএব সকল যাকাত কর্মচারীর পক্ষেই অত্যাবশ্যক যে, তাঁরা রসূল (সা.)-এর সুন্নাহ্ অনুসরণ করবেন এবং সর্বোচ্চ যোগ্যতা প্রদর্শন করে সর্বোচ্চ প্রশাসনিক দক্ষতার সঙ্গেই দায়িত্ব পালন করবেন।

যাকাত তহবিলের যা উদ্দেশ্য সে অনুযায়ীই আইনসঙ্গতভাবে তা ব্যয় করতে হবে, যাতে জনকল্যাণের জন্যে ইসলামের আদর্শ বাস্তবে রূপায়িত হতে পারে।

৫০। হকদার হাজির থাকলে যাকাত কোন অবস্থাতেই না দিয়ে স্থগিত রাখা চলবে না। হকদারের প্রতি যাকাত কর্মচারীদের অবশ্যই রহমানুর রহিম আল্লাহর বন্দা মত গুণের প্রতিফলন থাকতে হবে। নীচে উদ্ধৃত কুরআনের আয়াতে নিষেধ করা হয়েছে যে, যতক্ষণ সম্ভব ততক্ষণ পর্যন্ত যেন কোন অভাবীজনের দাবীকে উপেক্ষা না করা হয়ঃ

"আপনার প্রতিপালক তো আপনাকে অনুগ্রহ দান করবেনই এবং আপনি সন্তুষ্ট হবেন। তিনি কি আপনাকে পিতৃহীন অবস্থায় পান নি এবং আপনাকে আশ্রয়দান করেন নি? তিনি আপনাকে পান পথহারা, অতঃপর পথ নির্দেশ করেন। তিনি আপনাকে পান নিঃস্ব অবস্থায়, অতঃপর অভাবমুক্ত করেন। সুতরাং আপনি পিতৃহীনদের প্রতি রূঢ় হবেন না। এবং সাহায্যপ্রার্থীকে ভর্ৎসনা করবেন না। আপনি আপনার প্রতিপালকের অনুগ্রহের কথা জানিয়ে দিন।" (সুরা দোহা : ৫—১১)

৫১. যাকাত কর্মচারীগণের জন্যে একেবারে আবশ্যিক দায়িত্ব যে তাঁরা নিজ নিজ মহল্লার অবস্থা সম্বন্ধে সদা-সর্বদা সচেতন থাকবেন এবং কতজন যাকাতের হকদার রয়েছে তার সঠিক সংখ্যা সম্বন্ধে অবহিত থাকবেন এবং হকদারদের মধ্যে কোন্ শ্রেণীর কতজন তারও হিসাব

www.pathagar.com

রাখবেন। যাকাত তথ্য সংগ্রহকারীগণ (العارفون) এই অতি জরুরী তথ্য নিজ নিজ মহল্লার যাকাত কেন্দ্রকে জ্ঞাত করবেন।

৫২. কোন্ শ্রেণীভুক্ত যাকাতের হকদারকে ঠিক কি পরিমাণ যাকাত দেওয়া হল তা যাকাত করণিকগণ (الكاتبون) সঙ্গে সঙ্গে লিপিবদ্ধ করে রাখবেন। অন্যাবিধ কোন প্রয়োজনে (যথা, যাকাত ভবন নির্মাণ, দরিদ্রদের কল্যাণার্থে হাসপাতাল নির্মাণ, সংরক্ষণাগার বা শস্যাগার নির্মাণ বা মহল্লা এলাকার অত্যাবশ্যক কোন রাস্তা বা পুল নির্মাণ বা মেরামত) যাকাত তহবিল ব্যবহৃত হলেও তা সঙ্গে সঙ্গে লিপিবদ্ধ করে রাখতে হবে।

৫৩. প্রতিলিপি সমেত রসিদ প্রদানের মাধ্যমে যাকাত তহবিল বিতরণ করতে হবে, একটিতে যাকাত বিতরণকারীর দস্তখত থাকবে, তাতে যাকাত তত্ত্বাবধায়ক কর্তৃক (কোষাধ্যক্ষ, যাকাত গুদাম বা শস্যাগারের তত্ত্বাবধায়ক, যাকাত পশুশালার তত্ত্বাবধায়ক) তাঁকে বিতরণের জন্যে প্রদত্ত যাকাতের বিবরণ থাকবে, এর মূল কপি যাকাত তত্ত্বাবধায়কের নিকট থাকবে এবং প্রতিলিপি তত্ত্বাবধায়কের দস্তখত সমেত শাখা যাকাত কেন্দ্রে রক্ষিত থাকবে। আরেকটিতে হকদারের যাকাত প্রাপ্তির স্বীকৃতি সম্বলিত দস্তখত থাকবে, মূল কপি যাকাত বিতরণকারীর দস্তখত সমেত শাখা যাকাত কেন্দ্রে রক্ষিত থাকবে এবং প্রতিলিপি বিতরণকারীর নিকট থাকবে।

রসিদে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো উল্লেখিত থাকবে :

(ক) তহবিল প্রদানের তারিখ।

(খ) তত্ত্বাবধায়কের রসিদের উপরে বিতরণকারীর নাম এবং যাকাত তহবিল প্রদানকারী তত্ত্বাবধায়কের নাম।

যে রসিদে হকদার দস্তখত করবে তার উপরে হকদারের নাম, বিতরণকারীর নাম এবং যাকাত তহবিলের তত্ত্বাবধায়কের নাম।

যাকাত ভবনের নির্মাণ, ভাড়া, সরঞ্জাম ক্রয় বা মেরামতের ক্ষেত্রে এবং সড়ক বা পুল নির্মাণ বা মেরামতের ক্ষেত্রে যাকাত তহবিলের রসিদের উপর উক্ত কাজের দায়িত্বে নিযুক্ত কর্মচারীদের প্রাপ্তি স্বীকার।

www.pathagar.com

(গ) যে মহল্লায় যাকাত প্রদান করা হবে সেই মহল্লার নাম এবং গ্রাম, শহর ও দেশের নাম।

(ঘ) প্রদত্ত তহবিলের যথাযথ বিবরণ, যথা, গৃহপালিত পশুর জাত, কৃষিজ উৎপাদনের জাত ও শ্রেণী; দ্রব্যাদির বর্ণনা, অথবা প্রদত্ত তহবিল রূপা, সোনা এবং / অথবা টাকার নোট (স্থানীয় মুদ্রার) হলে তার বর্ণনা।

(ঙ) প্রদত্ত তহবিলের সঠিক সংখ্যা, পরিমাণ বা মূল্য।

(চ) হকদারদের শ্রেণী (দরিদ্র, নিঃস্ব, ঋণগ্রস্ত, মুসাফির, ইত্যাদি) ও বিভাগ (অর্থাৎ নিয়মিত, অনিয়মিত বা অস্থায়ী)।

(ছ) রসিদের মূল কপি ও প্রতিলিপি দুইটিতেই যাকাত প্রতিষ্ঠানের সীলমোহর।

তত্ত্বাবধায়ক কর্তৃক বিতরণকারীর নিকট যাকাতের সম্পদ হস্তান্তরের এবং হকদার কর্তৃক যাকাতের মাল প্রাপ্তির স্বীকৃতিজ্ঞাপক প্রতিলিপি সমেত রসিদ প্রদানের উদ্দেশ্য হচ্ছে একদিকে জনগণ কর্তৃক এবং অপর-দিকে যাকাত কর্মকর্তা কর্তৃক যাকাত ব্যয়ের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা।

যাকাত আদায়ের জন্যে যেমন স্বীকৃতিজ্ঞাপক রসিদ প্রদান করা হয় তেমনি যাকাত তহবিল থেকে প্রতিটি ধরনের সম্পদ হকদারদেরকে বিতরণের জন্যেও প্রতিলিপি সমেত রসিদ প্রদান করতে হবে।

৫৪. সবরকম আইনসঙ্গত যাকাত সহায়তা ত্বরিত তৎপরতার সঙ্গে প্রদান করতে হবে এবং নিয়মিত ও অস্থায়ী হকদার এই উভয়ের ক্ষেত্রেই যথাসময়ে করতে হবে।

এই আইন কার্যকরভাবে প্রয়োগ করার জন্যে যে সকল স্থানীয় নিয়মিত যাকাত হকদার বা বেতনভুক বা অস্থায়ী যাকাত সহায়তা ভোগকারী রয়েছেন তাদের একটি তালিকা প্রতিটি মহল্লার শাখা যাকাত কেন্দ্রে রক্ষা করতে হবে।

যাকাত প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনিক গঠনের কারণেই এতে কোন প্রকার আমলাতন্ত্র বা লাল ফিতার দৌরাত্ম্য অনুপ্রবেশের সুযোগ নেই। প্রকৃত-পক্ষে সে ধরনের বাধার ফলে কর্মকর্তাদের মধ্যে যে দুর্নীতি ও অন্যায়ের সুযোগ সৃষ্টি হয়, তা যে শুধুমাত্র যাকাত আইনের মর্মবাণীর

www.pathagar.com

সমাজই অসঙ্গতিপূর্ণ হয় তাই নয়, যে কোন ইসলামী সামাজিক প্রতিষ্ঠান এবং সরকারের সঙ্গেও সঙ্গতিহীন হয়।

যাকাত প্রতিষ্ঠানকে যদি মুসলিম সমাজের মধ্যে যে কোন রকম অন্যায় এবং দুর্ব্যবহার মুকাবিলা করার যন্ত্র হিসাবে কাজ করতে হয়, তাহলে রসূলুল্লাহ্ (সা.) এবং তাঁর সাহাবীগণ কর্তৃক প্রদর্শিত দুইটি অপরিহার্য গুণ—পরিপূর্ণ সততা এবং তৎপরতা—এর প্রতি যাকাত কর্মকর্তাদের ঐকান্তিক অনুরাগ থাকতে হবে। সব সময়েই তাঁরা মনে রাখবেন যে তাঁরা আল্লাহ্র গোলাম, তাঁদের কাজ মুসলিম জনগণের কল্যাণার্থে নিয়োজিত। যাকাত কর্মকর্তাগণ কখনো এরূপ ধারণা পোষণ করবেন না যে, দরিদ্রদের প্রতি যাকাতের আশীর্বাদ বর্ষণ করা হচ্ছে এবং এটা তাঁদের কোন দান। তাঁরা সর্বদাই স্মরণ রাখবেন যে, যে সম্পদের তাঁরা প্রশাসক এবং তত্ত্বাবধায়ক সেটা তাঁদের নিজস্ব নয়, রাষ্ট্রেরও নয়, সেটা কুরআনের ভাষায় আল্লাহ্র একক সম্পদ এবং আইনসঙ্গত হকদারদের ন্যায্য সম্পদ।

মু'আয ইবন জাবালের প্রতি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর যে নির্দেশ তা সর্বকালের সকল যাকাত প্রশাসকের জন্যেই আদর্শস্বরূপ :

"মুহাম্মদ থেকে বর্ণিত আছে যে, আবদুল্লাহ্ থেকে বর্ণিত আছে যে, যাকারিয়া ইবন ইসহাক থেকে বর্ণিত আছে যে, ইয়াহিয়া ইবন আবদুল্লাহ্ ইবন সায়ফী থেকে বর্ণিত আছে যে, ইবন আব্বাসের আশ্রিত সহচর আবী মাবাদ থেকে বর্ণিত আছে যে, ইবন আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) মু'আয ইবন জাবালকে ইয়ামান পাঠানোর সময়ে বলেছিলেন : "নিশ্চয়ই তুমি কিতাবী লোকদের কাছে যাচ্ছ। তাদের মধ্যে গিয়ে সাক্ষ্য প্রদান করতে বল যে আল্লাহ্ ছাড়া মাবুদ নেই এবং মুহাম্মদ আল্লাহ্র রসূল। তারা তোমার আদেশ পালন করলে তখন তাদের জানাও যে আল্লাহ্ তাদের উপর পাঁচ ওয়াক্ত সালাত কায়েম করেছেন। তারা তা পালন করলে তখন জানাও যে আল্লাহ্ তাদের উপর দান (অর্থাৎ যাকাত) ফরয করেছেন যা ধনীদের কাছ থেকে নেওয়া হবে এবং তাদের মধ্যে যারা দরিদ্র তাদেরকে প্রদান করা হবে। তারা তা পালন করলে তখন সাবধান, তাদের সম্পদের শ্রেষ্ঠ অংশটুকু (যাকাতস্বরূপ) গ্রহণ করো না। নিপীড়িতদের অনুরোধ শ্রবণ করো কারণ নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ও তাদের মাঝখানে কোন পরদা নেই।" (বুখারী)

www.pathagar.com

অতএব দাবী আইনসঙ্গত হলে এবং প্রয়োজনীয় তহবিল স্থানীয়-ভাবে বা কোন উদ্বৃত্ত এলাকা থেকে পাওয়া গেলে যাকাত কর্মচারীগণ যাকাত সহায়তা বিলম্বিত করতে পারেন না বা আটকেও রাখতে পারেন না।

কেবলমাত্র বিশেষ উদ্ভূত পরিস্থিতিতে (যেমন—জাতীয় দুর্যোগ, সমগ্র জাতি যুদ্ধে জড়িয়ে পড়া, ইত্যাদি) যখন হয়তো যাকাত সম্পদের প্রয়োজন পড়তে পারে, তখন যাকাত তহবিল বিতরণে বিলম্ব ঘটতে পারে বা প্রতিজন হকদারের প্রাপ্য অংশ সাময়িকভাবে কমানো যেতে পারে।

৫৫. যাকাত সহায়তার যে কোন দাবীর হককে যাচাইয়ের জন্যে যাকাত কর্মকর্তাদের (অর্থাৎ তথ্য সংগ্রাহক) দ্বারা সত্যিকারের অবস্থা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করতে পারে। বিশেষ করে ঋণগ্রস্তদের ক্ষেত্রে এবং বিলম্বিত অথবা অস্থায়ী সাহায্য প্রার্থীদের ক্ষেত্রে এরূপ করতে হবে।

যাই হোক, তাৎক্ষণিক, দ্রুত ও সম্ভবত এর সঙ্গে অনুসন্ধানসাপেক্ষ প্রার্থীকে অনুরোধমাত্র খাদ্য, বস্ত্র, চিকিৎসা এবং/অথবা আশ্রয় যথেষ্ট পরিমাণে মঞ্জুর করতে হবে। প্রার্থীর দাবীর যথার্থতা সম্বন্ধে যাকাত কর্মকর্তাদের মনে সন্দেহ থাকলেও তা কেটে দিতে হবে।

৫৬. অনুসন্ধানের পরে যদি দেখা যায় যে, উক্ত প্রার্থীর দাবি যথার্থ নয় কিন্তু সে আবার চক্রান্তের অভিযোগে অপরাধীও নয়, তাহলে তার দাবি বাতিল করে দিয়ে লিখিত নোটিশ পাঠাতে হবে। নোটিশে তদন্তকারী তথ্য সংগ্রাহকের এবং স্থানীয় শাখা যাকাত কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার দস্তখত থাকবে। নোটিশে যাকাত আইনের আলোকে বিপরীত সিদ্ধান্তের সন্তোষজনক কারণ উল্লেখিত থাকতে হবে। (এই একই দাবী-দার ব্যক্তি পরবর্তীকালে যদি যাকাতের ন্যায়সঙ্গত হকদার হয়, তাহলে তখন তাকে অবশ্যই যাকাত প্রদান করতে হবে)।

এ রকম ক্ষেত্রে উল্লেখিত ব্যক্তিকে অনুসন্ধান চলাকালীন সময়ে যাকাত তহবিল থেকে কত পরিমাণ সাহায্য গ্রহণ করেছেন তার জন্যে জবাবদিহি করতে হবে না। তবে যাকাতের মর্মবাণীর দাবী যে গ্রহীতা ব্যক্তি বিনা অধিকারে যাকাত গ্রহণ করে যে আল্লাহর কাছে ঋণী রয়েছে তা উপলব্ধি করবে এবং অন্যায়ভাবে কোন একজন ন্যায্য হকদারের পাওনা গ্রহণ করার জন্যে আল্লাহর কাছে মাফ চাইবে।

www.pathagar.com

কোন ব্যক্তির যাকাত সহায়তার দাবী অসঙ্গত বলে একবার যথার্থভাবে প্রমাণিত হলে তখন সে উদারতার সঙ্গে যাকাত কর্মকর্তার সিদ্ধান্তকে গ্রহণ করবে, নতুবা বিরূপ মনোভাব পোষণ করলে তা ইসলামে ন্যায়বিচারের মর্যাদার অসম্মান হবে। নিম্নোদ্ধৃত কুরআনের আয়াতে পরিষ্কার উল্লেখ রয়েছে যে, এরূপ ক্ষেত্রে কি ধরনের মনোভাব পোষণ করতে হবে। অসন্তুষ্ট দাবীদারের পক্ষে কোনরূপ বিরূপ মনোভাব পোষণ করাকে নিন্দনীয় বলা হয়েছে ঃ

"তোমাদের মধ্যে এমন লোক আছে যে, সদকা (যাকাত) সম্পর্কে তোমাকে দোষারোপ করে, অতঃপর এর কিছু তাদের দেওয়া হলে তারা পরিতুষ্ট হয় এবং এর কিছু তাদের না দেওয়া হলে তারা বিক্ষুব্ধ হয়।

কত ভাল হত যদি তারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল তাদের যা দিয়েছেন তাতে পরিতুষ্ট হত এবং বলত, 'আল্লাহ্ই আমাদের জন্যে যথেষ্ট, আল্লাহ্ আমাদের দিবেন নিজ করুণায় এবং তাঁর রসূল ও আমরা আল্লাহ্রই প্রতি আসক্ত।' (সূরা তওবা ঃ ৫৮-৫৯)

৫৭. অনুসন্ধানের ফলে যদি এরূপ প্রমাণিত হয় যে, কোন ব্যক্তির আর্থিক সচ্ছলতা থাকা সত্ত্বেও সে চক্রান্ত করে যাকাত তহবিল থেকে সাহায্য গ্রহণ করেছে, তাহলে তাকে গৃহীত সম্পদ ফেরতদানে বাধ্য করা হবে। তদুপরি জেনেশুনে অপরাধ করার কারণে তাকে শাস্তিও প্রদান করতে হবে।

৫৮. যাকাতের সকল যথার্থ দাবী, যা অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান ও চিকিৎসার তাৎক্ষণিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত হয়, অবশ্যই সঙ্গে সঙ্গে মিটাতে হবে এবং প্রার্থী গ্রামবাসী বা মহল্লাবাসী জানাশোনা সঙ্গতিপন্ন লোক না হলে অনুসন্ধানেরও প্রয়োজন হবে না। মহল্লাবাসী হলে তখন উপরে উল্লেখিত ৫৫ নং আইন অনুসারে অবশ্যই তদন্ত করতে হবে।

৫৯. রসূলুল্লাহ্ (স.)-এর নির্দেশ অনুসারে, যাকাতদাতা সব সময়েই কোন ন্যায্য হকদারকে সাহায্য প্রদানের জন্যে যাকাত কর্মকর্তার নিকটে পাঠাতে পারেন, কর্মকর্তাগণও উক্ত হকদারের দাবী মেনে নিতে বাধ্য এবং অবশ্যই দাবীদারকে যাকাত তহবিল থেকে সাহায্য প্রদান করবেন।

দাবীর জন্যে যাকাত কর্মকর্তা যদি কোন অনুসন্ধান করতে চান তবে তা অবশ্যই ৫৫ নং আইন অনুযায়ী করতে হবে।

www.pathagar.com

৬০. দায়িত্বশীল যাকাত কর্মকর্তা যদি জানতে পারেন যে, এমন একজন অভাবী মুসলমান রয়েছে যে এখনো যাকাতের দাবী করেনি অথচ সে একজন ন্যায্য হকদার, তাহলে উক্ত কর্মকর্তার দায়িত্ব হবে যে, তিনি সেই অভাবী ব্যক্তিকে তৎক্ষণাৎ সাহায্য পাঠিয়ে দেন। সেই অভাবী ব্যক্তি তখন মিথ্যা গর্বের বশে হয়ত যাকাতের সাহায্য ফিরিয়ে দিবে না। অভাবে পড়লে যাকাত দাবী করা প্রত্যেক মুসলমানের ইসলামী দায়িত্ব।

৬১. মুসলিম রাষ্ট্রের কোন অমুসলিম নাগরিকের যদি কোন প্রকার রাষ্ট্রীয় বা সামাজিক সাহায্যতার প্রয়োজন হয়, তাহলে তা রাষ্ট্রীয় তহবিল অর্থাৎ জনগণের কোষাগার অথবা কোন সামাজিক বীমা ব্যবস্থা থেকে প্রদান করতে হবে। কিন্তু যাকাত তহবিল থেকে নয়, যাকাত কেবলমাত্র অভাবী মুসলিম জনগণেরই উপকারের জন্যে। তথাপি মানবতা এবং ইসলামী দাতব্যের খাতিরে যে কোন মারাত্মক জরুরী অবস্থায় (যথা দুর্ঘটনা, ধ্বংস-কাণ্ড, আকস্মিক মারাত্মক রোগ, বিপদগ্রস্ত মুসাফির) অন্য কোন সাহায্যতার ব্যবস্থা না থাকলে অমুসলিম ব্যক্তিকেও খাদ্য, বস্ত্র, আশ্রয় বা চিকিৎসার তাৎক্ষণিক সাহায্য প্রদান করতে হবে। তবে যাকাত তহবিলের এই ব্যয় যত তাড়াতাড়ি সম্ভব জনগণের কোষাগার থেকে পূরণ করতে হবে অথবা উক্ত অমুসলিম ব্যক্তির সামর্থ্য থাকলে সে নিজে পূরণ করে দিবে।

৬২. যাকাত তহবিল বন্টনের সাধারণভাবে গৃহীত আইন হচ্ছে এই ঃ

নিয়মিত হকদার অর্থাৎ যারা নিয়মিত যাকাত পেনসন বা জীবিকা-ভাতা পাবার উপযুক্ত তাদেরকে বাৎসরিক উপজীবিকা প্রদান করতে হবে, যাতে তারা সাধারণ, ভদ্রসম্মত জীবনযাপন করতে পারে। ক্রীতদাস এবং বন্দী ব্যতীত কোন অস্থায়ী ও অনিয়মিত হকদারদেরকে একসঙ্গে কোন সম্পদের নিসাব যত তার চেয়ে বেশী পরিমাণে—অর্থাৎ যা যাকাত করোপ-যোগী হয়ে যায়—দেওয়া উচিত নয়। ক্রীতদাস এবং বন্দীদের কথা ভিন্ন, কেন না তাদের মুক্তিপণের জন্যে অনেক বেশি অর্থের প্রয়োজন হতে পারে।

অতএব ৫ উটের বোঝা পরিমাণ খাদ্যশস্য বা তার সমমূল্যের নগদ অর্থ [রসূলুল্লাহ্ (সা).-এর আমলে ২০০ দিরহাম রূপা] কোন সাময়িক বা অস্থায়ী সাহায্যপ্রার্থীকে একবারে সাহায্যস্বরূপ প্রদান করা উচিত নয়। কোন হকদারকে একসঙ্গে ৪০টি ভেড়া, ৩০টি ষাঁড় বা ৫টি উট দেওয়া উচিত নয়, কেন না এই সংখ্যা নিসাবের সমপরিমাণ।

www.pathagar.com

যে দেশের অধিবাসীদের প্রধান খাদ্য গম সেখানে গমের মূল্য যদি হয়, ধরা যাক, মণপ্রতি ১০ টাকা অর্থাৎ ৫ উটের বোঝা পরিমাণের (৪২ মণ, ১,৬৮০ সের বা ১,৫৬৮ কিলো) মূল্য হয় ৪২০/-টাকা, সেখানে কোন সাময়িক বা অস্থায়ী হকদারকে একসঙ্গে সর্বাধিক ৪১৯/-টাকা পর্যন্ত দেওয়া যেতে পারে।

এই আইনের আওতাধীনে কোন বিশেষ ক্ষেত্রে ঠিক কত পরিমাণ সাহায্য প্রদান করা যেতে পারে তা নির্ধারণের মূলনীতি হচ্ছে এই যে, যাকাতের লক্ষ্য হল হকদারকে পুনর্বাসিত করা, তাকে চিরদারিদ্র্যের মধ্যে বাঁচিয়ে রাখা নয়। সে অনুযায়ী, যাকাত সহায়তার প্রকৃতি ও পরিমাণ অবশ্যই নির্ভর করবে জীবন-যাত্রার প্রচলিত মান এবং প্রত্যেক হকদারের বিশেষ অবস্থা ও প্রয়োজনের উপর। এমন কি যে হকদারের পারিবারিক দায়িত্ব রয়েছে, তার যে সকল সদস্যের জন্যে নীতিগত ও আইনগত দায়-দায়িত্ব রয়েছে, তাদের ক্ষেত্রে প্রত্যেক সদস্যের—পুরুষ, নারী এবং/অথবা শিশুর কথা আলাদা আলাদাভাবে বিবেচনা করতে হবে যে, তারাও যাকাতের ন্যায্য হকদার।

যাকাতের হকদারদের শ্রেণীবিভাগ এবং যাকাত বিতরণের একটি সাধারণ পরিকল্পনা নিচে দেওয়া হল ঃ

(ক) নিয়মিত হকদার। এদের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে ঃ

১. অসহায়, দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত, অসুস্থ ও পঙ্গু ব্যক্তিরা (নাবালক বা বয়স্ক, পুরুষ বা স্ত্রী) যারা নিতান্ত সহায়-সম্বলহীন (مساكين) এবং ব্যক্তিগতভাবে নিয়মিত আজীবন যাকাত ভোগ করবে। নগদ টাকা, খাদ্যদ্রব্য, বস্ত্র, আশ্রয়, ইত্যাদি যেভাবে তাদের পক্ষে সুবিধাজনক হয় এবং তৎসঙ্গে দৈহিক বা মানসিক যতটুকু বিশেষ চিকিৎসা প্রদান সম্ভব হয় তারা তা পাবে।

২. অভাবী বিধবা, পিতৃহীন শিশুদের অভাবী মা, পিতৃমাতৃহীন অভাবী ইয়াতিমরা। যারা ব্যক্তিগতভাবে যে কোন সুবিধাজনক আকারে নিয়মিত যাকাত ভোগ করবে এবং তৎসহ চিকিৎসার ব্যবস্থা—ছেলেদের ক্ষেত্রে যতদিন তারা আইনগতভাবে সাবালক না হয় ততদিন পর্যন্ত, এবং মেয়েদের ক্ষেত্রে বিবাহপূর্বকাল পর্যন্ত অথবা যতদিন পর্যন্ত না তারা নিজেরা উপার্জনক্ষম

www.pathagar.com

হয়। অভাবী ইয়াতিম ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া ও প্রশিক্ষণের জন্যেও বিশেষ সাহায্য প্রদান করতে হবে।

৩. হকদার যাকাত কর্মচারিগণ, ফি সাবিলিল্লাহ্ বা আল্লাহ্‌র পথে যাঁরা নিযুক্ত রয়েছেন এবং যাঁদের জীবন ইসলামের খেদমতে উৎসর্গীকৃত; মুসাফিরদের সুবিধার্থে প্রতিষ্ঠিত সরাইখানা বা বিশ্রামাগারের তত্ত্বাবধায়ক এবং নিয়মিত কর্মচারিগণ, এঁরা সবাই ব্যক্তিগতভাবে সুবিধাজনক হারের সম্পদে নিয়মিত যাকাত পেনসন বা জীবিকা নির্বাহের পারিশ্রমিক পাবেন। তদুপরি যতদিন তাঁরা কর্তব্যরত থাকেন ততদিন পর্যন্ত চিকিৎসার সুবিধাও লাভ করবেন।

৪. যাকাত হাসপাতাল, ডাক্তারখানা, ইয়াতিমখানা, স্কুল এবং মুসলমান শিশু বা বয়স্ক যারা পঙ্গু, অন্ধ, বোবা বা খঞ্জ, তাদের পুনর্বাসন ও শিক্ষার জন্যে স্থাপিত প্রতিষ্ঠানসমূহকে আলাদা আলাদাভাবে যাকাত তহবিল থেকে নিয়মিত অনুদান প্রদান করতে হবে, যাতে সেগুলোর ভাড়া বা রক্ষণাবেক্ষণ বা প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদির ব্যয় সঙ্কুলান হয়।

(খ) অস্থায়ী হকদার। এদের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছেঃ

১. দরিদ্র সাধারণ (الفقراء), অসহায় দরিদ্র (المساكين), যাঁদের হৃদয় আসক্ত হয়েছে তাঁরা (المؤلفة قلوبهم), মুক্তিপ্রাপ্ত দাসরা (في الرقاب); মুক্তিপ্রাপ্ত যুদ্ধবন্দীরা (في الرقاب) এবং মুসলিম দেশের ভিতরে সংঘটিত জল-স্থল-বিমান দুর্ঘটনার দুঃস্থ ব্যক্তিরা যারা সর্বহারা হয়েছে বা এমন মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে যে চরম দুর্দশাগ্রস্থ হয়ে পড়েছে, তাদের সবাইকে যাকাত সহায়তা প্রদান করেত হবে। যতদিন পর্যন্ত না তাঁরা জীবিকা অর্জনে সক্ষম হতে পারবে ততদিন পর্যন্ত তারা অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয় ও চিকিৎসা বাবদ সহায়তালাভ করতে থাকবে।

২. ন্যায়সঙ্গত যুদ্ধের জরুরী অবস্থাকালের সকল অত্যাবশ্যক প্রয়োজনের জন্য যথাঃ মুসলিম এলাকা ও জনগণের নিরাপত্তার জন্যে যুদ্ধ (ফি সাবিলিল্লাহ্), যথাঃ প্রতিরোধ নির্মাণ, সমরাস্ত্র সরবরাহ, খাদ্য-দ্রব্য সরবরাহ এবং যুদ্ধরত সৈনিকদের চিকিৎসা বাবদ ব্যয়; যুদ্ধের ফলে বাস্তুহারা মুসলমানদের জন্যে তাৎক্ষণিক সহায়তা, ইত্যাদি।

www.pathagar.com

(গ) সাময়িক হকদার। এদের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছেঃ

১. সকল দরিদ্র সাধারণ, সহায়-সম্বলহীন দরিদ্ররা, যাঁদের হৃদয় আসক্ত হয়েছে তাঁরা, যাদেরকে দীর্ঘস্থায়ী সাহায্য ছাড়া কেবলমাত্র তাৎক্ষণিক সহায়তা দ্বারাই পুনর্বাসিত করা যায়।

২. ক্রীতদাস ও বন্দী (মুসলিম যুদ্ধবন্দী—(في الرقاب) যাঁদের মুক্তিপণের অর্থ যাকাত তহবিল থেকে প্রদান করা হবে। এ ধরণের ক্ষেত্রে সাহায্যের পরিমাণ নিসাব অতিক্রম করলেও তা দিতে হবে।

৩. মুসলিম দেশের এলাকার ভিতরে সংঘটিত জল-স্থল-বিমান দুর্ঘটনায় দুঃস্থ ব্যক্তিগণ কম বা বেশী যতটুকু ক্ষতিগ্রস্তই হোক না কেন তারা ফি সাবিলিল্লাহ্ স্বরূপ তাৎক্ষণিক যাকাত সহায়তা পাবে; অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, চিকিৎসা, নগদ অর্থ, ইত্যাদি যেরূপ সাহায্যেরই প্রয়োজন হয় সেরূপই পাবে।

৪. ন্যায্য ঋণগ্রস্তদের (الغارمون) অবস্থা অনুসারে যাদের ঋণ সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে যাকাত দ্বারা পরিশোধ করে দেওয়া যেতে পারে—এই শর্তে যে ঋণদাতা তাঁর টাকার খুবই প্রয়োজনে পড়েছেন এবং গ্রহীতার পক্ষে সুবিধাজনক সময়ের জন্যে তিনি অপেক্ষা করতে পারেন না।

ঋণের পরিমাণ যদি স্বল্প হয় (নিসাব অপেক্ষা কম) তাহলে তহবিলে কুলালে যাকাত দ্বারা পুরা ঋণই পরিশোধ করে দেওয়া যেতে পারে, তহবিলে না কুলালে আংশিক ঋণ শোধ করা যেতে পারে। কিন্তু ঋণ যদি বড় হয় বা এমন হয় যে, ঋণদাতার তক্ষুণি পুরা অর্থের প্রয়োজন নেই তাহলে ঋণদাতা তাঁর তখনকার প্রয়োজন মিটাবার আন্দাজ টাকা, খাদ্য, বস্ত্র, আশ্রয় বা চিকিৎসা যাকাত তহবিল থেকে গ্রহণ করতে পারেন। যাকাত তহবিল থেকে আংশিক ঋণ শোধ করা হয়ে গেলে তখন বাদবাকী ঋণ পরিশোধের দায়িত্ব হবে ঋণগ্রহীতার, তিনি অতঃপর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তা শোধ করে দিবেন।

৫. বিপদাপন্ন পর্যটকগণ বা মুসাফিরগণ (ابن السبيل) তাঁদের তাৎক্ষণিক প্রয়োজনীয় খাদ্য, বস্ত্র, চিকিৎসা, আশ্রয় বা ভ্রমণ সমাপ্ত করার, কি দেশে ফিরে যাবার জন্যে প্রয়োজনীয় সাহায্য (যাতায়াতের ব্যবস্থা বা নিসাবের চেয়ে কম নগদ টাকা) পাবেন।

www.pathagar.com

৬. কোন দরিদ্র মুসলমান মারা গেলে তার কাফনের টাকা যাকাত তহবিল থেকে প্রদান করা যেতে পারে।

৭. যাকাত ভবন, হাসপাতাল, ডাক্তারখানা, ইয়াতিমখানা, দরিদ্র পঙ্গুদের পুনর্বাসন ও শিক্ষার জন্যে বিশেষ প্রতিষ্ঠান, ইত্যাদি; স্কুল, সরাইখানা, বিশ্রামাগার, গুদাম, শস্যাগার, আস্তাবল, ইত্যাদি নির্মাণ, মেরামত বা এগুলোতে সরঞ্জাম সরবরাহ করা এবং সরকারী তহবিলে সংকুলান না হলে দরিদ্র এলাকায় রাস্তা বা পুল নিমাণ বা মেরামত দ্বারা জনগণের কল্যাণ সাধন করা।

এই সমস্ত ন্যায়সঙ্গত প্রয়োজনে কি পরিমাণ যাকাত তহবিল বরাদ্দ করা হবে তা সব সময় অবশ্যই নিভর করবে অন্যান্য ব্যক্তিগত দাবীর তুলনায় কতটুকু বেশী জরুরী প্রয়োজন তার উপর এবং বাজারে প্রচলিত শ্রম ও সরঞ্জামাদির দর ইত্যাদির উপর।

৬৩. সকল যাকাত পেনসন এবং জীবনযাপনের ভাতা ন্যায্য হক-দারদের মধ্যে নিয়মিত মাসিক হিসাবে প্রদান করা উচিত।

৬৪. সকল যাকাত হকদারদের নৈতিক দায়িত্ব হচ্ছে যে, তারা যাকাত সহায়তাস্বরূপ প্রাপ্ত সম্পদের অপব্যবহার করবে না। অপরপক্ষে তাদের ইসলামী কতব্য হচ্ছে যে, যতদিন তারা ন্যায্য হকদার থাকে ততদিন পর্যন্ত যাকাত দাবী এবং গ্রহণ করবে। অনুরূপভাবে এটাও তাদের ইসলামী কর্তব্য যে, আর্থিক অবস্থা ভাল হলে তখন তারা নিজেরাই যাকাত সহায়তা গ্রহণ থেকে বিরত থাকবে।

যে সকল হকদারের অবস্থা পরবর্তীকালে সচ্ছল হয় এবং ফলেতারা আর যাকাতের হকদার থাকে না তাদের উচিত নিজেরাই উদ্যোগী হয়ে যাকাত-কর্মকর্তাদেরকে জানানো যে, তাদের এখন অবস্থা সচ্ছল হয়েছে এবং আর যাকাতসহায়তার প্রয়োজন নেই। যে সকল পুনর্বাসিত ব্যক্তি যাকাত-কর্মকর্তাদেরকে নিজেদের সচ্ছলতার সংবাদ দিবে না বরং অবস্থা গোপন করে যাকাতসহায়তা গ্রহণ করতেই থাকবে, তারা গুনাহগার হবে এবং ধরা পড়লে শাস্তিযোগ্য হবে।

৬৫. মুসলিম রাষ্ট্রের কোন অমুসলিম নাগরিক যদি মুসলিম এলাকার ভিতরে কোন জল-স্থল-বিমান দুর্ঘটনায় মুসলিম নাগরিকদের একই সঙ্গে

www.pathagar.com

দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে তাহলে মুসলিমদের জন্যে যে পরিমাণ যাকাতসহায়তা প্রদান করা হবে অমুসলিমদের জন্যেও সেই পরিমাণ সাহায্য রাষ্ট্রীয় কোষাগার বা অন্যান্য হিন্দু মুসলমান নাগরিকদের ব্যক্তিগত দান থেকে প্রদান করতে হবে। দুর্ঘটনায় যদি কেবলমাত্র অমুসলমানরাই দুর্দশাগ্রস্ত হয় তাহলে প্রয়োজনীয় সাহায্য কেবলমাত্র রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকেই প্রদান করতে হবে, মুসলিম-অমুসলিম নাগরিকদের ব্যক্তিগত দানও তার সঙ্গে যুক্ত হতে পারে।

৬৬. কোন বিশেষ পরিমাণ যাকাত, নগদ অর্থ বা অন্যবিধ সম্পদ যাই হোক না কেন, একবার দায়িত্বশীল যাকাত-কর্মকর্তা কর্তৃক কোন বিশেষ হকদারের জন্যে নির্দিষ্ট করে রাখা হলে পরে যাকাত-তত্ত্বাবধায়ক তা আর দ্বিতীয় কোন ব্যক্তিকে দিতে পারবেন না—দেওয়া উচিত নয়। কোন বিদ্বেষপরায়ণ তত্ত্বাবধায়কের এরূপ কোন অন্যায় কাজ ধরা পড়লে তিনি শাস্তিযোগ্য হবেন এবং তাঁকে সঙ্গে সঙ্গে বরখাস্ত করতে হবে।

যাকাত-কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা দ্বারা তত্ত্বাবধায়কদের প্রতি প্রদত্ত সকল আদেশ বিশ্বস্ততার সঙ্গে যথাযথভাবে পালন করতে হবে। এই আদেশ ছাড়া যাকাত বিতরণের কোন অধিকার যাকাত তত্ত্বাবধায়কের নেই, আদেশের কোন অংশ পরিবর্তনেরও অধিকার নেই।

৬৭. যাকাতের হকদার কোন ব্যক্তি যদি এমন হয় যে, শুধুমাত্র প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম বা যন্ত্রপাতির অভাবে কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করতে পারছে না, তাহলে ৬২-খ নং আইন অনুসারে তাকে যাকাত তহবিল থেকে সরঞ্জাম বা যন্ত্রপাতি কিনার জন্যে আর্থিক সাহায্য প্রদান করা যেতে পারে।

অনুরূপভাবে, ৬২-খ নং আইন অনুসারে গ্রাম এলাকার ন্যায্য হকদারদেরকে যাকাত তহবিল থেকে সহায়তা প্রদান করা যেতে পারে, যাতে তারা অনাবাদী জমি আবাদ করে নিজেদের অবস্থার উন্নতি সাধন করতে পারে। ৬২ নং আইনের ৪ নং অধ্যায় অনুসারে, কোন পরিবারকে যদি জমি ক্রয় দ্বারা পুনর্বাসিত করতে হয়, তাহলে উক্ত পরিবারকে প্রদত্ত জমির সর্বাধিক মূল্য হতে পারবে নগদ মূল্যের যত নিসাব তার ঠিক কম পরিমাণকে পরিবারের সদস্য সংখ্যা দ্বারা গুণ করলে যত হয়, তা।

৬৮. নীচে উদ্ধৃত হাদীসটিতে বিধৃত রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সুন্নাহ্ অনুযায়ী, যাকাত একবার ন্যায্য হকদারকে প্রদান করা হলে উক্ত সম্পদ আর

www.pathagar.com

যাকাতরূপে থাকে না, হকদারের যথার্থ সম্পদ হয়ে যায়। সে প্রয়োজনমাফিক ইচ্ছা করলে তা মূল মালিক ব্যতীত অন্য যে কোন ব্যক্তির নিকট বিক্রি করে দিতে পারে বা কিছু অংশ তার নিজের পছন্দমত কাউকে প্রদানও করতে পারে। শেষোক্ত ক্ষেত্রে সম্পদটির আর যাকাতের কোন পরিচয়ই থাকে না, তা হয়ে যায় বন্ধু কর্তৃক বন্ধুকে প্রদত্ত ব্যক্তিগত উপহার।

"জুহায়ের ইব্‌ন হরব থেকে বর্ণিত আছে যে, ইসমাইল ইব্‌ন ইবরাহীম থেকে বর্ণিত আছে, যে তিনি খালিদ থেকে শুনেছেন যে, তিনি হাফসা থেকে শুনেছেন যে, উম্মে আতিয়া (আল-আনসারিয়া) তাঁকে বলেছেন: রসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে যাকাত তহবিল থেকে একটি ভেড়া পাঠিয়েছিলেন এবং আমি তা থেকে কিছু অংশ আয়েশা (রা)-কে পাঠিয়েছিলাম। তারপর রসূলুল্লাহ্ (সা) যখন আয়েশা (রা)-র ঘরে এলেন তখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'ঘরে কি কিছু (খাবার) আছে?' 'আয়েশা (রা) জবাব দিলেন, 'না, নুসায়বাকে (উম্মে আতিয়া) আপনি যে ভেড়াটি পাঠিয়েছিলেন তার কিছু অংশ তিনি আমাদের পাঠিয়েছিলেন, শুধু তা আছে।' তখন তিনি বললেন, 'নিশ্চয়ই তা (আমাদের জন্যে) হালাল হয়েছে'।"

(মুসলিম)

"হযরত 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট কিছু গরুর গোশ্‌ত আনা হয়েছিল এবং তাঁকে বলা হয়েছিল: বারিরাহ্‌কে যাকাতস্বরূপ যা দেওয়া হয়েছিল এ সেই গোশ্‌ত। তখন তিনি বলেছিলেন, তার জন্যে এ হচ্ছে যাকাত কিন্তু আমাদের জন্যে উপহার।"

(মুসলিম)

৬৯. মুসলিম আইন ব্যাখ্যাতারা সাধারণভাবে একমত যে, একজন সাময়িক যাকাতগ্রহীতা পর পর দুই এমনকি তিনবার পর্যন্ত যাকাত সহায়তা গ্রহণ করতে পারে।

৭০. করোপযোগী সম্পদের ন্যায্য মালিকের পক্ষে যাকাত-কর মুসলিম জাতির প্রতি অবশ্য দেয় পবিত্র ঋণস্বরূপ। কিন্তু যাকাতের হকদারদের ক্ষেত্রে যে কোন আকারে দেয় যাকাতসহায়তা কোন পরিশোধযোগ্য ঋণ নয়। এ চিরদিনের জন্যে সম্পূর্ণ শর্তহীন মহৎ দান এবং যাকাত গ্রহীতার কোন দায়দায়িত্বই থাকে না যে, গৃহীত যাকাত আবার কোনদিন

৬৯. একজন সাবেক ক্রীতদাসী। উম্মুল মু'মিনীন হযরত 'আয়েশা (রা) তাকে মুক্তি দেন।

www.pathagar.com

ফেরত দিতে হবে বা অবস্থা সচ্ছল হলে তার সমপরিমাণ কোন সম্পদ সাহায্যস্বরূপ কাউকে প্রদান করতে হবে। এটা পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে হবে যে, সকল ন্যায়সঙ্গত হকদারের জন্যেই যাকাত হচ্ছে আল্লাহ্‌র দেওয়া অধিকার এবং কোন কোন আধুনিক লেখক মত প্রকাশ করেছেন যে, যাকাত ঋণস্বরূপ প্রদত্ত হয় সেরূপ কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না।

ঋণ হচ্ছে অভাবের তাড়না থেকে সাময়িক অব্যাহতি মাত্র এবং তা অভাবীদের ঘাড়ে আরো বেশী বোঝাস্বরূপ হয়। এ কারণে যাকাতকে ঋণের সমতুল্য বলে ধারণা করলে তা কুরআন শরীফ প্রদত্ত যাকাতের ধারণা বা রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নির্দেশ, কোনটিরই সঙ্গে আদৌ সঙ্গতিপূর্ণ হবে না এবং তা অভাবী মুসলমানদের সত্যিকারের পুনর্বাসনের পথে মারাত্মক অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে, তদুপরি তা যাকাত প্রতিষ্ঠানের সর্বময় গুরুত্ব ও উদ্দেশ্যকেই ব্যর্থ করে দিবে।

৭১. কোন যাকাতের হকদার যখন যাকাত সহায়তার দাবী পেশ করবে তখন তাকে খুবই বিবেক বিবেচনাসম্পন্ন হতে হবে। দরিদ্র মুসলমানের যখন আর কোন উপায় থাকে না, তখন তার শেষ অবলম্বন থাকে যাকাত অর্থাৎ যখন সকল প্রচেষ্টা সত্ত্বেও বা কোনরূপ দৈহিক অক্ষমতাহেতু বা সাধ্যের অতীত কোন দুর্যোগহেতু (যথা প্রাকৃতিক দুর্যোগ, যুদ্ধ) মানুষ নিজেদের নিতান্ত ন্যায়সঙ্গত প্রয়োজনটুকু (অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, চিকিৎসা) মিটাতে পারে না, তখন যাকাতই তার ন্যায়সঙ্গত অবলম্বন হয়।

ভাগ্যের সামান্য বিপর্যয় ঘটলেই কোন মুসলমান তৎক্ষণাৎ যাকাত প্রার্থী হতে পারে না। ইসলাম তার অনুসারীদেরকে বলে যে, তারা যেন সকল বিপদ-আপদ ও কষ্টকে সাহস, ধৈর্য ও তিতিক্ষার সঙ্গে মুকাবিলা করে এবং নিজস্ব চেষ্টায়ই যেন আল্লাহ্‌র অশেষ দান অর্জন করে নেয়, কেননা বাইরের কোন সাহায্য অপেক্ষা আত্মবলই শ্রেয়।

"পূর্ব এবং পশ্চিম দিকে তোমাদের মুখ ফিরানোতে কোন সওয়াব নেই; সওয়াব আছে, কেউ আল্লাহ্, পরকাল, ফিরিশ্‌তা, কিতাবসমূহ ও নবীদেরকে বিশ্বাস করলে এবং আল্লাহ্‌র প্রতি ভালবাসায় আত্মীয়-স্বজন, পিতৃহীন, অভাবগ্রস্ত, ভ্রমণকারী, সাহায্য প্রার্থীদেরকে এবং দাসমুক্তির জন্যে অর্থদান করলে. সালাত কায়েম করলে, যাকাত প্রদান করলে এবং

www.pathagar.com

প্রতিশ্রুতি রক্ষা করলে, অভাব-অনটনে, দুঃখ-দারিদ্র্যে ও সংগ্রাম-সংকটে ধৈর্য ধারণ করলে। এরাই তারা যারা সত্যপরায়ণ এবং এরাই সাবধানী।"
(সূরা বাকারা : ১৭৭)

"হে বিশ্বাসীগণ! ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে তোমরা সাহায্য প্রার্থনা কর। আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে আছেন।" (সূরা বাকারা : ১৫৩)

নিম্নবর্ণিত হাদীসটিতেও বিপদের কালে ধৈর্য ও তিতিক্ষার মূল্যকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে : আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইউসুফ থেকে বর্ণিত আছে যে, মালিক থেকে বর্ণিত আছে যে, ইব্‌ন শিহাব থেকে বর্ণিত আছে যে, আতা ইব্‌ন ইয়াযীদ আল-লায়সী থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি আবু সাঈদ খুদরী (রা.)-কে বর্ণনা করতে শুনেছেন যে, আনসারদের মধ্যে কিছু লোক রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নিকট কিছু (ভিক্ষা) চাইল, তখন তিনি তাদেরকে তা দিলেন। তারপর আবার তারা তাঁর কাছে (ভিক্ষা) চাইল, তখন তিনি নিজের হাতে যা ছিল সবই তাদেরকে দিয়ে দিলেন এবং বললেন, 'আমার কাছে ভাল যা আছে তা কখনোই তোমাদেরকে দিতে বিরত হব না এবং যে (অপরের নিকট কিছু চাওয়া থেকে) বিরত থাকে, আল্লাহ্ তার গৌরব বৃদ্ধি করবেন। আর যে প্রাচুর্যের জন্যে প্রার্থনা করবে, আল্লাহ্ তাকে সন্তুষ্ট করবেন। আর যে ধৈর্য ও তিতিক্ষার পরিচয় দিবে, আল্লাহ্ তাকে ধৈর্য ও তিতিক্ষায় বড় করবেন এবং ধৈর্য ও তিতিক্ষা অপেক্ষা মহত্তর কোন গুণ আল্লাহ্ কোন মানুষকে দান করেন নি।" (বুখারী)

৭২. সক্ষম, অভাবী মুসলিমদের পুনর্বাসনের কাজ অধিকতরভাবে করার জন্যে সকল যাকাত-কেন্দ্রকেই কর্ম বিনিয়োগের মাধ্যম হিসাবে স্বেচ্ছায় কাজ করার জন্যে প্রস্তুত থাকতে হবে,। এজন্যে প্রতিটি যাকাত-কেন্দ্রকে নিজ নিজ এলাকার সম্ভাব্য কর্ম বিনিয়োগ স্থানসমূহের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতে হবে। দেশের প্রধান যাকাত কেন্দ্র সমগ্র দেশের মূল মাধ্যম হিসাবে কর্মখালি অনুযায়ী বিনিয়োগের ব্যবস্থা করবে।

৭৩. যাকাত তহবিলে দ্রব্যরূপে যে সম্পদ পাওয়া যায় তা নিয়মানুযায়ী দ্রব্যরূপেই বিতরণ করা উচিত। তবে প্রয়োজনবোধে দ্রব্যরূপে প্রাপ্ত যাকাত (ব্যবসায়ের জিনিস, গৃহপালিত পশু, কৃষিজ উৎপাদন, মধু, কাঁচা রেশম ইত্যাদি) অথবা গৃহপালিত পশুজাত দ্রব্যাদি (দুধ, পশম, চামড়া, গোশ্‌ত ইত্যাদি) কোন যাকাত কেন্দ্র ইচ্ছা করলে প্রচলিত বাজারদরে

www.pathagar.com

বিক্রি করে নগদ টাকা আইনসঙ্গত হকদারদের মধ্যে সরাসরি বিতরণ করতে পারে, হাসপাতালের সরঞ্জামাদি, ঔষধ বা অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস-পত্রাদি ক্রয় করতে পারে যাতে হাসপাতাল, ইয়াতিমখানা ইত্যাদির খরচ সঙ্কুলান হয়।

৭৪. কোন যাকাত কেন্দ্র দ্রব্যরূপে প্রাপ্ত যাকাত বিক্রি করতে চাইলে তা কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার দায়িত্বে, তাঁর লিখিত আদেশ অনুসারে করতে হবে এবং যাকাত করণিক, তত্ত্বাবধায়ক এবং হিসাবরক্ষক তৎক্ষণাৎ তা বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ করে রাখবেন এবং বিক্রয়লব্ধ টাকা ব্যবহার না হওয়া পর্যন্ত যাকাত কেন্দ্রে জমা রাখবেন।

৭৫. দুধ, পশম, গোশ্‌ত, চামড়া ইত্যাদি বা যা কিছু গৃহপালিত পশু থেকে যাকাতস্বরূপ পাওয়া যায়, তা হয় ন্যায্য হকদারদের মধ্যে বিতরণ করতে হবে নতুবা তাদের কল্যাণের জন্যে ব্যয় করতে হবে; কল্যাণের জন্যে ব্যয় করলে যাকাত হাসপাতাল, ইয়াতিমখানা, অন্যান্য যাকাত প্রতিষ্ঠান এবং যাকাত সরাইখানা ও বিশ্রামাগারকে প্রাধান্য দিতে হবে।

৭৬. যাকাত তহবিল কোন সময়েই ব্যবসায়ের কাজে লাগানো উচিত নয়। যথার্থ কারণ হচ্ছে এই যে, ব্যবসায়ে খাটানো টাকার ঝুঁকি রয়েছে এবং অন্তত কিছু সময়ের জন্যে হলেও তহবিল তাৎক্ষণিকভাবে কাজে লাগানো যায় না। তাই যাকাত তহবিলের নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ করে এবং আইন-সঙ্গত হকদারদের ন্যায্য স্বার্থের হানি করে যাকাত ব্যবসায়ে খাটানো হলে যাকাত আইনের মূল আদর্শের বিচ্যুতি ঘটে।

যাকাত আইন অনুযায়ী যাকাত তহবিলের নিরাপদ রক্ষণাবেক্ষণ এবং তা সব সময়ে হকদারদের তাৎক্ষণিক ব্যবহারের জন্যে তৈরী রাখা কুরআন এবং হাদীসের নির্দেশ।

৭৭. যাকাত প্রদান করাটা কোন অবস্থাতেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যাকাতদাতার ব্যক্তিগত উপকারের জন্যে নয়। এই অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ আইনটির উপরই যাকাত-আইনের কার্যোপযোগিতা নির্ভর করে। এই আইনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে যাকাত-আইনে রয়েছে ঃ

(ক) যাকাতদাতা নিজের আপনজন, বৈবাহিক সূত্রের আত্মীয়-স্বজন, যাঁর সঙ্গে তাঁর সত্যিকারের বা গুরুত্বপূর্ণ উত্তরাধিকারের সম্পর্ক

www.pathagar.com

রয়েছে[১] তাঁদেরকে যাকাত দিতে পারবেন না বা দেওয়ার নির্দেশ দিতে পারবেন না। এদের অন্তর্ভুক্ত হল ঃ যাকাতদাতার স্ত্রী বা স্বামী, ছেলেমেয়ে, পিতামাতা, দাদা-দাদী এবং অন্যান্য উর্ধ্বতন সরাসরি রক্তসম্পর্কিতরা এবং নাতী-নাতনী ও অন্যান্য অধঃস্তন সরাসরি রক্তসম্পর্কিতরা, ভাই-বোন, সৎ-ভাই, সৎ-বোন, চাচা-চাচী, ভাইপো-ভাইঝি এবং অন্যান্য দূরের রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়-স্বজনরা যাদের সম্পদে তাঁর আইনগত উত্তরাধিকারের সম্ভাবনা রয়েছে।

যাই হোক নীচে উদ্ধৃত আবু সাঈদ খুদ্‌রী বর্ণিত হাদীসটি অনুসারে, কোন কোন সুবিখ্যাত আইন ব্যাখ্যাতা—ইমাম শাফি'য়ী তাঁদের অন্যতম—মত প্রকাশ করেছেন যে, কোন মহিলা ইচ্ছা করলে তাঁর যাকাত আইন-সঙ্গতভাবেই তার স্বামীকে প্রদান করতে পারেন।

"ইবন আবী মরিয়ম থেকে বর্ণিত আছে যে, মুহাম্মদ ইব্‌ন জাফর থেকে বর্ণিত আছে যে, যায়েদ বলেছেন যে, তিনি ইয়াদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ থেকে শুনেছেন যে, আবু সাঈদ খুদরী (রা.) বর্ণনা করেছেন ঃ (এক ঈদের দিনে) ঈদুল-আযহা বা ঈদুল-ফিতরের দিনে রসূলুল্লাহ্ (সা.) নামাযের স্থানে গমন করলেন। ফিরে এসে তিনি জনগণকে আহবান করে তাদেরকে দান করার আদেশ প্রদান করলেন। তিনি বলেন, 'হে জনগণ, দান কর।' তারপর তিনি মহিলাদের নিকট গমন করলেন এবং তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'হে মহিলাগণ, দান কর। আমি নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছি যে, তোমাদের মধ্যে অধিকাংশই জাহান্নামের আগুনে পুড়বে।' তারা জিজ্ঞেস করল, 'ইয়া রসূলাল্লাহ্! কেন আমরা জাহান্নামী হব?' তিনি বললেন, 'তোমরা বেশী অভিশাপ দাও এবং তোমাদের স্বামীদের প্রতি বিশ্বাসের মর্যাদা রক্ষা কর না। হে মহিলাগণ! (শিক্ষার অভাবহেতু) জ্ঞানের অভাবে এবং ধর্ম-জ্ঞানের অভাবে তোমাদের দ্বারা দৃঢ় চরিত্রের পুরুষদের হৃদয়ের যতটা ক্ষতি সাধন হয় এমন আর কিছুতে আমি হতে দেখিনি'।

"অতঃপর তিনি চলে গেলেন। তিনি নিজের বাড়ীতে এলে ইব্‌ন মাসউদের স্ত্রী যয়নব এসে তাঁর সঙ্গে দেখা করার অনুমতি প্রার্থনা করলেন।

১. হানাফী মাযহাব আরো এগিয়ে গিয়ে বলে যে, যাকাতদাতার সঙ্গে সত্যিকারের বা গুরুত্বপূর্ণ উত্তরাধিকারের সম্পর্কে থাকার কারণে আপনজন বা বৈবাহিক সূত্রে আত্মীয়স্বজনকে যাকাত দিলে সম্পদের মালিকানার পুরাপুরি হস্তান্তর হয় না, তাই তা বাতিল।

www.pathagar.com

তাঁকে গিয়ে বলা হল, 'ইয়া রসূলাল্লাহ্! যয়নব এসেছে।' তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'যয়নব তো দুইজন, কোন্‌জন এসেছে?' তাঁকে জানানো হল, 'ইব্‌ন মাসউদের স্ত্রী যয়নব।' তিনি বললেন, 'আচ্ছা, তাকে ভিতরে আসতে দাও।' তখন তারা তাকে ভিতরে যাবার অনুমতি দিল এবং সে জিজ্ঞেস করল, 'ইয়া রসূলাল্লাহ্! নিশ্চয়ই আজ আপনি আমাদের উপর দান করার হুকুম করেছেন এবং আজ আমার নিকট একটি (সোনার বা রূপার) অলংকার ছিল, সেটি আমি দান করতে ইচ্ছা করেছিলাম। কিন্তু ইব্‌ন মাসউদ অভিমত প্রকাশ করলেন যে আমার দানের উপর তাঁর নিজের এবং তাঁর সন্তানের হক (অন্যদের চেয়ে) বেশী।' আল্লাহ্‌র রসূল বললেন, 'ইব্‌ন মাসউদ সত্য বলেছে। তোমার দান গ্রহণের জন্যে তোমার স্বামী এবং তোমার সন্তানই সবচেয়ে বড় হকদার'।" (বুখারী)

হানাফী মাযহাবের আইন ব্যাখ্যাতাদের মতানুসারে এবং এই হাদীস থেকেও পরিষ্কারই বোঝা যায় যে, ঈদের দিনে রসূলুল্লাহ্ (সা.) যে দানের কথা বলেছিলেন তা সাধারণ দান, বিশেষভাবে যাকাতের দান নয়। তাই ইব্‌ন মাসউদের স্ত্রী যয়নবের দানের বিষয়টি ছিল ঐচ্ছিক দান (صدقة التطوع), সেটাকে স্বামী, স্ত্রী বা আপনজনকে যাকাত প্রদান করা বলে দেখানো যায় না।

উপরোক্ত হাদীসটি থেকে যে নীতিজ্ঞান পাওয়া যায়, তা হচ্ছে সেই প্রাচীন নীতিকথা যে দান বাড়ীতেই শুরু হয়। ইব্‌ন মাসউদ খুবই দরিদ্র ব্যক্তি ছিলেন। তিনি বাস্তবিকই তাঁর স্ত্রীর দানের সর্বাগ্রে হক্‌দার ছিলেন। রসূল (সা.) তাই অন্য যে কোন হকদার অপেক্ষা তাঁকে এবং তাঁর সন্তানের দাবীকেই অগ্রগণ্য বলে সমর্থন করেছিলেন।

বাস্তবিক, অভাবী আপনজন এবং আত্মীয়-স্বজনকে দান করা কুরআনেরই নির্দেশ, যাকাতের দায়িত্ব ছাড়াও এ নির্দেশ পালন করতেই হবে।

"আল্লাহ্ ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ ও আত্মীয়-স্বজনকে দানের নির্দেশ দেন এবং তিনি নিষেধ করেন অশ্লীলতা, অসৎ কাজ ও সীমালংঘন; তিনি তোমাদের উপদেশ দেন যাতে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর।"

(সূরা নাহ্‌ল: ৯০)

"তারা কি লক্ষ্য করে না, আল্লাহ্ যার জন্যে ইচ্ছা তার জীবনোপকরণ বর্ধিত করেন অথবা তা হ্রাস করেন? এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্যে।

www.pathagar.com

অতএব আত্মীয়-স্বজনকে তাদের প্রাপ্য দিও এবং অভাবগ্রস্ত ও পর্যটক-দেরকেও দিও। যারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি কামনা করে এ তাদের জন্যে শ্রেয় এবং তারাই সফলকাম।" (সূরা রূম ঃ ৩৭-৩৮)

"পূর্ব এবং পশ্চিম দিকে তোমাদের মুখ ফিরানোতে কোন সওয়াব নেই, সওয়াব আছে কেউ আল্লাহ্‌, পরকাল, ফিরিশ্‌তা, কিতাবসমূহ এবং নবীগণে বিশ্বাস করলে এবং আল্লাহ্‌র প্রতি ভালবাসায় আত্মীয়-স্বজন ; পিতৃহীন, অভাবগ্রস্ত, পর্যটক, সাহায্যপ্রার্থীদেরকে এবং দাসমুক্তির জন্যে অর্থদান করলে, সালাত কায়েম করলে, যাকাত প্রদান করলে এবং প্রতিশ্রুতি রক্ষা করলে, অভাব-অনটনে, দুঃখ-দারিদ্র্যে ও সংগ্রাম-সঙ্কটে ধৈর্য ধারণ করলে। এরাই তারা, যারা সত্যপরায়ণ এবং এরাই সাবধানী।"

(সূরা বাকারা ঃ ১৭৭)

ইসলাম মুসলিম সমাজের মধ্যে স্বেচ্ছাকৃত দানকে উৎসাহিত করার কালে মুসলমানদেরকে বিশেষভাবে তাগাদা দেয়, যেন তারা নিজেদের অসচ্ছল আপনজন ও বৈবাহিক সূত্রে আত্মীয়-স্বজনের কথা স্মরণ রাখে। পরিবার থেকে পরিবারের সদস্যদেরই দ্বারা দারিদ্র্য দূর করা সামাজিক কল্যাণ সাধন ও স্থিতিশীলতার অন্যতম নিশ্চিত মাধ্যম। নীচে উদ্ধৃত হাদীসটিতে সেই সত্যকেই সজোরে গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে ঃ

"আবূ বকর ইব্‌ন আবী শায়বা, যুহায়ের ইব্‌ন হরব্‌ ও আবূ কোরায়ের থেকে (আবূ কোরায়েরের ভাষায়) বর্ণিত আছে যে, ওয়াকী বর্ণনা করেছেন যে, সুফিয়ান বলেছেন যে, মুজাহিম ইব্‌ন যুফর বলেছেন যে, মুজাহিদ বলে-ছেন যে, আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ্‌ (সা.) বলেছেন ঃ আল্লাহ্‌র পথে ব্যয়িত একটি দীনার ক্রীতদাসের জন্যে ব্যয়িত একটি দীনার, একজন দুঃস্থ ব্যক্তিকে দানস্বরূপ প্রদত্ত একটি দীনার এবং তোমার নিজ পরিবারের প্রয়োজনে ব্যয়িত একটি দীনারের (মধ্যে) সর্বাধিক পুরস্কারযোগ্য দীনার হল সেটি যেটি তুমি নিজ পরিবারের প্রয়োজনে ব্যয় করেছ'।"

(মুসলিম)

এ ধরনের অন্য যে কোন স্বেচ্ছাকৃত দান এবং আপনজন ও আত্মীয়-স্বজনকে দান দ্বারা যাকাতের এতটুকুই পরিবর্তন হয় যে, এর ফলে যাকাত-স্বরূপ দেয় সম্পদ পরিমাণে কমে যায়, হয়ত বা নিসাবের নীচে নেমে যায়।

www.pathagar.com

তাই করোপযোগী সম্পদের কোন ন্যায্য মালিকের যদি গরীব আত্মীয়-স্বজন থাকে তবে এটা তাঁর ইসলামী দায়িত্ব হয়ে যায় যে, তিনি তাঁদেরকে সহায়তা প্রদান করবেন, এর ফলে করোপযোগী সম্পদের পরিমাণ হ্রাস পেলে পাবে। যাকাতের সম্পদ হ্রাস পাবে, এই অজুহাতে গরীব আত্মীয়-স্বজনকে সাহায্য না করার অর্থ ইসলামী ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের বাস্তবতার মর্মবাণী-কেই অস্বীকার করা।

স্বেচ্ছায় দানের ফলে যদি কোন ব্যক্তির সম্পদের করোপযোগিতা নষ্ট না হয় বা দানের ফলে যদি কর কেবল পরিমাণে হ্রাস পায়, তাহলে সেই যাকাতের দায়-দায়িত্ব লোপ পায় না; তখন সম্পদের ধরন অনুসারে, আইন অনুযায়ী যথারীতি যাকাত-কর প্রদান করতে হবে।

অপরপক্ষে স্বেচ্ছাকৃত দানের ফলে কোন ব্যক্তির করোপযোগী সম্পদ যদি সংখ্যা, পরিমাণ বা মূল্যের দিক থেকে নিসাবের নীচে নেমে যায়, তাহলে স্বাভাবিকভাবেই যাকাতের দায়-দায়িত্ব আর থাকবে না।

(খ) কোন যাকাতদাতা নিজের অবেতনভুক্ত কর্মচারীকে নিজের যাকাত দিতেও পারেন না, দিবার জন্যে সুপারিশও করতে পারেন না; কারণ উক্ত কর্মচারীর জীবনযাত্রার যাবতীয় ব্যয় বহনের নৈতিক এবং আইনগত দায়িত্ব তাঁর।

(গ) কোন যাকাতদাতা নিজের মুক্তিপ্রদত্ত ক্রীতদাসকে নিজের যাকাত দিতেও পারেন না, দিবার জন্যে সুপারিশও করতে পারেন না, কারণ, নিম্নে উদ্ধৃত কুরআন শরীফের আয়াত অনুযায়ী মুক্তিপ্রদত্ত নও-মুসলিম যাতে স্বাধীন মানুষের মত অভাব-অনটনমুক্ত হয়ে নবজীবন শুরু করতে পারে তার জন্যে নিজ সম্পদের একটা অংশ তাকে প্রদান করা যাকাতদাতার নৈতিক এবং আইনগত দায়িত্ব।

"তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসদাসীদের মধ্যে কেউ তার মুক্তির জন্যে লিখিত চুক্তি করতে চাইলে, তাদের সঙ্গে চুক্তিতে আবদ্ধ হও, যদি তোমরা জান যে তাদের মুক্তিদানে কল্যাণ রয়েছে। আল্লাহ্ তোমাদের যে সম্পদ দিয়েছেন তা থেকে তোমরা তাদেরকে দান করবে ---- ।"

(সূরা নূর ঃ ৩৩-৩৪)

www.pathagar.com

৭৮. যাকাত-আইনমতে যাকাত তহবিল কড়াকড়িভাবে ন্যায্য হকদারদের মধ্যেই বিতরণ করা এবং তা দ্বারা সরাসরি হকদারদের স্বার্থ রক্ষা করা কুরআন শরীফের সূরা তওবার ৬০ নং আয়াতের নির্দেশ।

এই মৌলিক গুরুত্বপূর্ণ আইনের হেতু—যার উদ্দেশ্য হচ্ছে মুসলিম সমাজের মধ্যে অভাব ও দুর্দশা নিয়ন্ত্রণ করা—যাকাত তহবিল কোন অবস্থাতেই সমাজের সেই সব সদস্যের সরাসরি উপকারার্থে ব্যবহার করা যাবে না যারা তাদের জীবনযাত্রার মানের কারণে যাকাতের ন্যায্য হকদার শ্রেণীর বহির্ভূত রয়েছে বা এমন কাজে ব্যবহার করা যাবে না, যা দরিদ্র মুসলিম জনগণের জন্যে জরুরী এবং অত্যাবশ্যক বিবেচিত না হবে। তাই যাকাত-আইনে নিষেধ আছে ঃ

(ক) যাকাত তহবিলের সম্পদ বা টাকা দ্বারা মসজিদ নির্মাণ করা এবং যাকাতের সঙ্গে সম্পর্কিত নয় এমন কোন ভবন নির্মাণ করা।

হানাফী মাযহাবের আইন ব্যাখ্যাতাদের মতে যাকাতের তহবিল দ্বারা মসজিদ নির্মাণ করা আইনসঙ্গত নয় এ কারণে যে, তা দ্বারা সম্পদের মালিকানা যাকাতদাতা থেকে হকদারের নিকট সম্পূর্ণভাবে হস্তান্তরিত হয় না। যাই হোক, হানাফী মাযহাবের এই নির্দেশ যেহেতু সূরা তওবার ৬০ নং আয়াতের নির্দেশিত বিশেষ উদ্দেশ্যসমূহের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায় না (যথা ক্রীতদাস এবং ঋণগ্রস্তদের ক্ষেত্রে), তাই যাকাত তহবিল দ্বারা মসজিদ নির্মাণ করা যাবে না, এই যুক্তি খুব জোরালো হয় না। বরং নিষেধটি এ কারণেই অধিক যুক্তিযুক্ত হয় যে ধনী-দরিদ্র সকল মুসলমানের জামায়াতে নামায পড়ার জন্যে মসজিদ একেবারে অত্যাবশ্যক নয়, বরং সুবিধাজনক, তাই যাকাতের সঙ্গে একান্তভাবে সম্পর্কিত নয় এরূপ অন্যান্য জন-ভবনের মত মসজিদ নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বও সামগ্রিকভাবে মুসলিম সমাজের এবং সে দায়িত্ব পালন করা হবে জনগণের তহবিল (পৌর বা রাষ্ট্রীয় তহবিল) দ্বারা অথবা ব্যক্তিগত বা জনসাধারণের চাঁদা দ্বারা।

সুবিধার জন্যে যাকাত কেন্দ্র যে মসজিদ সংলগ্ন স্থানে অবস্থিত হওয়া উচিত, তদ্দ্বারা এই সত্যটি পরিবর্তিত হয় না যে, মসজিদ কেবলমাত্র যাকাতের হকদারদেরই ব্যবহারের জন্যে নয়।

(খ) নিম্নে উদ্ধৃত এবং ইবনু মাসউদ বর্ণিত হাদীসটি অনুসারে যাকাত আইনে সেই ব্যক্তিকে (স্থানীয় বাসিন্দা) যাকাত সহায়তা প্রদান নিষিদ্ধ,

www.pathagar.com

যাঁর ঋণমুক্ত যাকাত করোপযোগী সম্পদ রয়েছে, যে সম্পদের মূল্য রূপার জন্যে নির্ধারিত নিসাবের এক-চতুর্থাংশের বেশী (অর্থাৎ, দেশবাসীর প্রধান খাদ্যশস্যের ৫ উটের বোঝার পরিমাণের—৪২০ সের বা ৩৯১'৯১ কিলো —মূল্যের এক-চতুর্থাংশের সমান বা বেশী)।

"ইব্‌ন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত আছে ঃ রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি সচ্ছল হয়েও সম্পদ প্রার্থনা করে সে রোজ কিয়ামতের দিনে তার প্রার্থনা মুখে কদাকার রূপ বা ঘা অথবা আঁচড়ের দাগস্বরূপ নিয়ে উপস্থিত হবে।' (উপস্থিতদের মধ্যে একজন) জিজ্ঞেস করল, 'হে রসূলাল্লাহ্, কি পরিমাণ থাকলে মানুষ সচ্ছল হয়?' তিনি উত্তরে বললেন, 'পঞ্চাশ দিরহাম[১] বা তার সমমূল্যের সোনা'।" (তিরমিযী)

নীচে উদ্ধৃত এবং আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর বর্ণিত হাদীস অনুসারে যাকাত-আইনে কোন স্থানীয় অধিবাসী যার অধিকারে ঋণমুক্ত এমন সম্পদ রয়েছে যা স্বভাবত যাকাত করোপযোগী নয় এবং তা এমন পরিমাণে যে, তদ্দ্বারা তার নিজের ও নিজের উপর নির্ভরশীলদের খাদ্য, বস্ত্র, আশ্রয়, চিকিৎসার সঙ্কুলানমাত্র হয় অথবা এমন কোন স্থানীয় অধিবাসী যে দৈহিক ও মানসিকভাবে নিজের জীবিকা উপার্জন করতে সক্ষম এবং যে সম্মানজনকভাবে নিজের জীবিকা অর্জন করতে সক্ষম, এমন ব্যক্তিকে যাকাত সহায়তা প্রদান নিষিদ্ধ।

"আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে বলতে শুনেছেন ঃ যে ব্যক্তি আর্থিকভাবে সচ্ছল এবং যে ব্যক্তি দৈহিক ও মানসিকভাবে (কাজ করতে) সক্ষম তাদের (উভয়ের) জন্যে সাহায্য অবৈধ।" (তিরমিযী ও আবূ দাউদ)

(ঘ) যাকাত-আইন অনুযায়ী কোন সচ্ছল ব্যক্তির নাবালক ছেলে-মেয়েকে যাকাত-সহায়তা প্রদান করা যাবে না। নাবালক ছেলেমেয়ের লালন-পালনের যাবতীয় দায়িত্ব তাদের পিতার। অপর পক্ষে, সচ্ছল ব্যক্তির ছেলেমেয়ে আইনত সাবালক হবার পরে যদি আর্থিক অসচ্ছলতায় পড়ে বা সহায়-সম্বলহীন হয়ে পড়ে বা কোন কারণে তার পিতামাতা বা আত্মীয়-স্বজন থেকে বা অন্য কোন উপায়ে জীবিকা অর্জন করতে না পারে, তাহলে

---

১. রূপার মূল নিসাব ছিল ২০০ দিরহাম অর্থাৎ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর আমলের ৫ উটের বোঝা খাদ্যশস্যের দাম পঞ্চাশ দিরহামে মূল্যের এক-চতুর্থাংশ হয়।

www.pathagar.com

তার কথা 'ব্যক্তিগত' হিসাবে বিবেচনা করতে হবে এবং তাকে যাকাতসহায়তা প্রদান করতে হবে।

(ও) নীচে উদ্ধৃত কুরআন শরীফের আয়াতের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে, ভিক্ষা করা যার স্বভাব বা যে পেশাগতভাবে ভিক্ষুক তাকে যাকাত দেওয়া নিষিদ্ধ।

"এ অভাবগ্রস্ত লোকদের প্রাপ্য; যারা আল্লাহ্‌র পথে এমনভাবে ব্যাপৃত যে জীবিকার সন্ধানে ঘুরাফেরা করতে পারে না; চায় না বলে অজ্ঞ লোকেরা তাদেরকে অভাবমুক্ত বলে মনে করে; তুমি লক্ষণ দেখে তাদের চিনতে পারবে। তারা লোকের কাছে নাছোড় হয়ে চায় না, যে ধন-সম্পদ তোমরা ব্যয় কর আল্লাহ্ তা সবিশেষ অবহিত আছেন।" (সূরা বাকারা : ২৭৩)

বাস্তবিক ইসলাম ভিক্ষাবৃত্তিকে ঘৃণা করে, ভিক্ষা করা যে-কোন মুসলিম নারী-পুরুষের জন্যে প্রয়োজনীয় আত্মমর্যাদার পরিপন্থী। ইসলাম অনুসারী-দেরকে আইনসঙ্গত উপায়ে সৎ জীবিকা অর্জনের জন্যে সচেষ্ট হতে বলে এবং আরো বলে যে, তারা যেন নিজেদের উপার্জন থেকে তাদের অপেক্ষাকৃত কম ভাগ্যবান ভাইদের উদ্দেশ্যে দান করে যাতে তারা অন্যের দুয়ারে ভিক্ষা না করে।

"উমর ইব্‌ন হাফস বিন গিয়াস থেকে বর্ণিত আছে : আমার আব্বা আমাকে বলেছেন যে, আল-আ'মাশ থেকে বর্ণিত আছে যে, আবূ সালেহ থেকে বর্ণিত আছে যে আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেছেন : রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন 'নিশ্চয়ই যে কোন মানুষের পক্ষে লোকের নিকট ভিক্ষা করা অপেক্ষা সকাল বেলা রশি নিয়ে'—এবং আমার মনে হয় তিনি বলেছেন —'পাহাড়ে গিয়ে লাকড়ি এনে তা বিক্রি করে (তা দিয়ে খাবার কিনে) খাওয়া এবং তা থেকে দান করা উত্তম'।" (বুখারী)

"হাম্মাদ ইবন আস্-সাম্নী থেকে বর্ণিত আছে যে, আবূ আল-আহ্-ওয়াস থেকে বর্ণিত আছে যে, আবূ বাশরের বর্ণনা অনুসারে, তিনি কায়েস ইবন আবি হাজম থেকে শুনেছেন যে, আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেছেন : আমি রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে (এরূপ) বলতে শুনেছি : 'নিশ্চয়ই যে কোন মানুষের পক্ষে লোকের নিকট ভিক্ষা করা অপেক্ষা সকাল বেলা গিয়ে লাকড়ি যোগাড় করে পিঠে (বহন) করে এনে তা থেকে দান করা এবং স্বাধীনভাবে জীবিকা নির্বাহ করা উত্তম। ভিক্ষা কেউ দিক বা না

www.pathagar.com

দিক।[১] সত্য যে উপরের হাত (প্রদানকারী হাত) নীচের হাত (প্রার্থনাকারীর হাত) অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং (সৎভাবে জীবিকা উপার্জনকারী হাত) অপরাধী হাত অপেক্ষা উত্তম'।" (মুসলিম)

কিরূপ গরীবকে যাকাত প্রদান করতে হবে, সে সম্বন্ধে রসূলুল্লাহ্ (সা.) যে সংজ্ঞা প্রদান করে গেছেন তার পরে আর কোন সন্দেহের অবকাশ নেই যে, যাকাতের সুবিধা ও রহমত কাদের জন্যে ঃ

"হাজ্জাজ ইব্ন মিনহাল থেকে বর্ণিত আছে যে, শু'বা থেকে বর্ণিত আছে যে, মুহাম্মদ ইব্ন যিয়াদ বলেছেন ঃ আমি আবূ হুরায়রা (রা.)-কে বলতে শুনেছি যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি এক দুই বেলার খাবার সংগ্রহ করতে পারে না, সে দুঃস্থ নয়, দুঃস্থ সে-ই যার ন্যায়সঙ্গত প্রয়োজনটুকু মিটে না অথচ লজ্জাবশে লোকের নিকট চাইতেও পারে না।" (বুখারী)

"কুতায়বা ইবন সাঈদ থেকে বর্ণিত আছে যে, আল-মুগীরা (আল-হিজামী) বর্ণনা করেছেন যে, আবূ আয্-যিনদ থেকে বর্ণিত আছে, আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি (স্বভাববশত) লোকের নিকট ঘুরে ঘুরে দুই এক টুকরা রুটি পায় না বা দুই একটি খেজুর পায় না সে দুঃস্থ নয়'। (উপস্থিত ব্যক্তিরা) জিজ্ঞেস করল, 'ইয়া রসূলুল্লাহ্! তাহলে কোন্ ব্যক্তি দুঃস্থ?' তিনি উত্তর দিলেন, 'যে ব্যক্তির সচ্ছল হবার কোন পথ নেই এবং (যার অভাব লোকের দ্বারা) পূরণ না হওয়ায় সে দানও গ্রহণ করে না এবং লোকের কাছে প্রার্থনাও করে না'।" (মুসলিম)

"ইয়াহিয়্যা ইবন ইয়াহিয়্যা এবং কুতায়বা ইবন সাঈদ থেকে (নিম্নলিখিত হাদীসটি) বর্ণিত আছে যে, হাম্মাদ ইবন যায়েদ থেকে বর্ণিত আছে যে, হারূন ইবন রিয়াব বলেছেন যে, কিনানা ইবন নু'য়ায়েম আল-আদাওয়ী তাকে বলেছেন যে, কাবিসা ইবন মুখারিক আল-হিলালী বলেছেন ঃ আমি (এক ব্যক্তির জন্যে) যামিন হয়েছিলাম (এবং সে কারণে খুবই প্রয়োজনে পড়েছিলাম)। তখন আমি সে বিষয়ে পরামর্শ করার জন্যে রসূলুল্লাহ্

১. অর্থাৎ অনুরোধ রক্ষা করলেও উপকারীজনের নিকট কৃতজ্ঞ থাকতে হয়, আর প্রত্যাখ্যান করলে প্রার্থনাকারী অসম্মানিত হয়।

www.pathagar.com

(সা.)-এর নিকট গিয়েছিলাম। তিনি আমাকে বললেন, 'আমাদের কাছে যাকাত তহবিল না আসা পর্যন্ত এখানে অপেক্ষা কর, যাকাত এলে সেখান থেকে তোমাকে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া যাবে।' (কাবিসা) বললেন, তারপর তিনি (রসূল (সা.)) বললেন, 'হে কাবিসা! তিনটি ক্ষেত্রে সাহায্য প্রার্থনা করা ন্যায়সঙ্গত: কোন ব্যক্তি যখন অপরের যামিনদার হয় (এবং সে কারণে অভাবে পড়ে) তখন (যামিনের সম্পদ) পুনরুদ্ধার না হওয়া পর্যন্ত সে ন্যায়সঙ্গতভাবে সাহায্য চাইতে পারে, এবং দুর্যোগহেতু যদি কোন ব্যক্তির সম্পদ বিনষ্ট হয়ে যায় তাহলে আবার স্বাভাবিক জীবন যাপনে সক্ষম না হওয়া পর্যন্ত'—অথবা তিনি হয়ত বলেছিলেন, 'বাঁচবার উপায় না হওয়া পর্যন্ত—সে ন্যায়সঙ্গতভাবে সাহায্য চাইতে পারে; এবং কোন ব্যক্তির উপর যখন বিপদ আসে এবং তার সমাজের তিনজন স্বচ্ছল ব্যক্তি যদি সাক্ষ্য দেয় যে 'অমুকের উপর সত্যি সত্যি বিপদ এসেছে, তাহলে সেই ব্যক্তি স্বাভাবিক জীবন যাপনে সক্ষম না হওয়া পর্যন্ত'—অথবা তিনি হয়ত বলেছিলেন, 'বাঁচবার উপায়' না হওয়া পর্যন্ত—তার সাহায্য চাওয়া ন্যায়সঙ্গত। এই তিন ছাড়া অন্য যে কোন ব্যক্তি সাহায্য চাইলে, হে কাবিসা, তা অবৈধ হবে, যে ব্যক্তি তা গ্রহণ করবে সে অবৈধ উপার্জন ভোগ করবে'।"

(মুসলিম)

৭৯. দরিদ্র কোন মুসলমান যদি ঋণ রেখে মারা যায় তবে সেই ঋণ সরাসরি শোধ করার জন্যে যাকাত তহবিল কোন অবস্থাতেই ব্যবহার করা যাবে না। মৃত ব্যক্তির ঋণ শোধ করার দায়িত্ব স্বভাবতই তার আইনসঙ্গত উত্তরাধিকারীর উপর বর্তায়। তাই এ ধরনের কোন ঋণ শোধের জন্যে যাকাত দাবী করা হলে তা অবশ্যই ৬২ নং আইনের গ-৪ ধারা অনুসারে করতে হবে।

৮০. নীচে উদ্ধৃত হাদীস অনুযায়ী যাকাতের উপকার গ্রহণ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নিজের জন্যে, তাঁর পরিবার-পরিজন এবং তাঁদের আশ্রিতদের জন্যে নিষিদ্ধ ছিল[১] (যুদ্ধলব্ধ মালের এক-পঞ্চমাংশ অবশ্য এই নিষেধের অন্তর্ভুক্ত নয়)।

---

১. রসূল (সা.)-এর পরিবার বলতে সাধারণত বনু হাশিম গোত্রকে বোঝায় অর্থাৎ হাশিম ইবন আবদুল মান্নাফের বংশধরগণ, আরো বিশেষ করে বলতে গেলে, আব্বাস ইবন আবদুল মুত্তালিব, আল-হারিস ইবন আবদুল মুত্তালিব, আলী ইব্ন আবু তালিব, আকিল ইবন আবু তালিব এবং তাঁদের বংশধর ও আশ্রিতকে বোঝায়। কোন কোন আলিম বাড়াবাড়ি করে বলেন যে, সমগ্র কুরায়শ গোত্রই রসূলের পরিবারভুক্ত।

www.pathagar.com

"উবায়দুল্লাহ্ ইবন মুয়ায আল-আনোয়ারী বর্ণনা করেছেন ঃ আমার আব্বা আমাকে বলেছেন যে, শূবা থেকে বর্ণিত আছে যে, যিয়াদের ছেলে মুহাম্মদ বর্ণনা করেছেন যে, তিনি আবূ হুরায়রা (রা.)-কে বলতে শুনেছেন ঃ আল-হাসান ইবুন আলী যাকাতের মাল থেকে একটি খেজুর নিয়ে মুখে দেন। তখন রসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, 'ছি! ছি! ওটা ফেলে দাও। তুমি জান না যে আমরা সাহায্যের দ্রব্য অর্থাৎ যাকাত তহবিল গ্রহণ করতে পারি না।"

(মুসলিম)

"আবদুর রহমান ইবুন সাল্লাম আল-জুমাহী থেকে বর্ণিত আছে যে, আর্-রাবিয়া অর্থাৎ ইবুন মুসলিম বর্ণনা করেছেন যে, তিনি যায়েদের ছেলে মুহাম্মদ থেকে শুনেছেন যে, তিনি আবু হুরায়রা (রা.) থেকে শুনেছেন যে, রসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট যখনই কোন খাবার আনা হত তিনি সে সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করতেন। যদি বলা হত যে উপহার, তাহলে তিনি তা গ্রহণ করতেন এবং যদি বলা হত যে তা সাহায্য (অর্থাৎ যাকাত তহবিলের), তাহলে তিনি তা গ্রহণ করতেন না।"

(মুসলিম)

বনূ হাশিম গোত্রের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিরা যে যাকাতের উপকার গ্রহণ করতে পারে না তা রসূল (সা).-এর সুন্নাহর উপরই নির্ভর করে। রসূল (সা.)-এর আশ্রিত আবূ রাফিয়া যখন তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, "আমার জন্যে কি যাকাত জায়েয?" তখন তিনি উত্তর দিলেন, "না, তুমি আমাদের আশ্রিত।"

(আল-আইনী)

মুসলিম আইনব্যাখ্যাতাগণ এই আইনকে সকল সময়ে প্রযোজ্য বলে মনে করেন এবং বনূ হাশিম বংশধরদের এবং তাঁদের আশ্রিতদের সকলের প্রতিই তা প্রযোজ্য।[১] উপরোক্ত হাদীসের ঠিক ঠিক কথাগুলো অবশ্য এরূপ মতের সমর্থন করে না। তাদের কোনটিতেই নির্দিষ্ট করে এরূপ বলা নেই যে, রসূলুল্লাহ (সা)-র সমসাময়িকদের জীবনকালের পরেও বনূ হাশিম গোত্রীয়দের কেউ যাকাতের উপকার গ্রহণ করতে পারবে না। কুরআন শরীফেও এরূপ কোন নিষেধ নেই।

১. হানাফী মাযহাবমতে বনু হাশিম গোত্রীয়দের জন্যে শুধুমাত্র যাকাত গ্রহণ নিষিদ্ধ কিন্তু কেউ আর্থিক দুরবস্থায় পড়লে তিনি ন্যায়সঙ্গতভাবেই কারো স্বেচ্ছাকৃত দান গ্রহণ করতে পারেন।

www.pathagar.com

ইসলামী প্রতিষ্ঠান যাকাতের প্রবর্তক স্বয়ং কেবল নিজের জন্যেই নয়, তাঁর পরিবারের সদস্যদের এবং আশ্রিত সবার জন্যে যাকাতের উপকার-লাভ নিষিদ্ধ করে গেছেন, এটা নিঃসন্দেহে তাঁর মহত্তম জীবনের প্রশংসনীয় কাজগুলোর অন্যতম। বাস্তবিক সমাজ কল্যাণের উদ্দেশ্যে সততা ও নিঃস্বার্থপরতার এর চেয়ে বড় উদাহরণ আর হতে পারে না; তিনি ছিলেন আন্দোলনের সর্বোচ্চ নেতা এবং যাকাত তহবিলের প্রধান তত্ত্বাবধায়ক। তদুপরি এই নিষেধ দ্বারা রসূলুল্লাহ (সা)-এর শত্রুদের জন্যে তাঁকে দোষা-রোপ করার সুযোগও চিরদিনের জন্যে বন্ধ হয়ে গেল যে, রসূল (সা.) নিজের এবং তাঁর আত্মীয়-স্বজনদের ঐশ্বর্য বৃদ্ধির জন্যে অনুসারীদেরকে সম্পদ দান করার আদেশ দিয়েছিলেন।

কিন্তু রসূলুল্লাহ (সা.)-এর আমলে এই নিষেধের যথার্থ কারণ থাকলেও ইসলামের প্রাথমিক কাল অতিবাহিত হবার পরে আর এই নিষেধের প্রয়োজন ছিল না। আইনের দৃষ্টিতে সকল মুসলমানই সমপর্যায়ভুক্ত। তাই এই দৃষ্টিতে এবং ইসলামী ন্যায়বিচারের দৃষ্টিতে এর সমর্থন মিলে না যে, বনু হাশিম গোত্রীয় বা তাঁদের আশ্রিত হওয়াহেতু বা আত্মীয় হওয়া-হেতু আজও একজন অভাবী মুসলমান যাকাত সহায়তা লাভ করবেন না এবং ফলে তিনি হয়ত নিতান্ত দুরবস্থায় পড়বেন বা ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ করতে বাধ্য হবেন বা দুঃস্থ অবস্থায় মারা যাবেন।

একেবারে আবেগবিহীনভাবে বিবেচনা করলে রসূলুল্লাহ (সা.)-এর পরে এবং বর্তমান সময়ে তো বটেই, বনু হাশিম গোত্রীয় বংশধরগণ বা তাঁদের আশ্রিত ব্যক্তিগণ যাঁরা দরিদ্র তাঁদেরও আর সকল মুসলমানের মতই সম-ভাবে যাকাতের সুযোগ-সুবিধা, সাহায্য-পুনর্বাসন ইত্যাদি লাভ করা উচিত। এক্ষেত্রে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থাও অবশ্যই থাকতে হবে যে, হাশিমীয় গোত্রের কেউ বা তাঁদের আশ্রিত ব্যক্তি কেউ রক্তের দাবীতে অন্যান্যদের চেয়ে কোন বেশী অগ্রাধিকার লাভ করতে পারবেন না।

৮১. ঈদুল-ফিতরের যাকাতের ২২ নং আইনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে—প্রত্যেক বছর, রমযান মাস জুড়ে—শাখা যাকাত কেন্দ্রসমূহের কর্মকর্তাগণ নিজ নিজ মহল্লার 'ফিতর' আদায়ের বিশেষ ব্যবস্থা করবেন এবং নিয়মিত, অস্থায়ী বা সাময়িক যাকাত ভোগকারীদের সমেত মহল্লার সকল ন্যায্য হক-দারদের মধ্যে ন্যায়নিষ্ঠার সঙ্গে বিতরণ করবেন।

www.pathagar.com

রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নির্দেশ অনুযায়ী, ফিতর অবশ্যই ঈদের দিনের সূর্যোদয় পর্যন্ত সময়ের মধ্যে অর্থাৎ লোকের নামাযে যাবার আগে আদায় করতে হবে।

"আদম (অর্থাৎ ইব্ন আবি আয়াশ) থেকে বর্ণিত আছে যে, হাফ্স ইব্ন মায়সারা থেকে বর্ণিত আছে যে, মূসা ইবন উকবা থেকে বর্ণিত আছে যে, নাফিয়া তাঁকে বলেছেন যে, ইবন উমর (তাঁদের উভয়ের উপর আল্লাহ্র রহমত বর্ষিত হোক) বর্ণনা করেছেন: রসূলুল্লাহ (সা.) নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, লোকে যেন (ঈদের) নামাযে যাবার আগে ঈদুল ফিতরের যাকাত আদায় করে।" (বুখারী)

৮২. ১৬ নং নিয়ম অনুযায়ী কর্মকর্তাগণ ফিতরাও, যাকাতের মতই একই রকমভাবে, প্রতিলিপিসমেত যথারীতি রসিদ দিয়ে আদায় করবেন।

৮৩. নিয়ম অনুযায়ী, ঈদুল ফিতরের যাকাত প্রত্যেক মহল্লার স্থানীয় যাকাত কেন্দ্র থেকে উপস্থিত ন্যায্য হকদারদের মধ্যে সরাসরি বিতরণ করতে হবে। তবে কোন অসুস্থ বা পঙ্গু হকদার এবং যাকাত হাসপাতাল, ইয়াতীম-খানা ইত্যাদির বাসিন্দা বা কর্মচারী যদি কোন কারণে বিতরণের সময়ে উপস্থিত থাকতে না পারেন তাহলে যাকাত কর্মচারীগণ অবশ্যই তা তাঁদের নিকটে পৌঁছে দিবেন।

৮৪. নিয়মিত যাকাতের মতই ঈদুল ফিতরের যাকাতও একইভাবে বিতরণ করতে হবে। ৫৩ নং নিয়ম অনুযায়ী ফিতরার প্রাপ্তি স্বীকার করে প্রতিলিপিসমেত দুইটি রসিদ প্রদান করে; একটি তত্ত্বাবধায়ক কর্তৃক ফিতরা তহবিল বিতরণকারীকে প্রদানের এবং আরেকটি হকদার কর্তৃক ফিতরা প্রাপ্তির।

৮৫. সকল প্রকার ফিতরা তহবিল নিয়মিত যাকাত তহবিল থেকে আলাদাভাবে রক্ষা করতে হবে এবং ঈদুল ফিতর উপলক্ষে তা সবই হকদার-দের মধ্যে বিতরণ করতে হবে।

৮৬. ঈদুল ফিতরের যাকাতের ২৪ নং আইনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে, ফিতরার উদ্দেশ্য যাতে পরিপূর্ণভাবে এবং সন্তোষজনকভাবে পূর্ণ হতে পারে সেজন্যে তা ঈদের দিন সকালের মধ্যে অর্থাৎ ঠিক ঈদের নামাযের পূর্বেই বিতরণ করে দিতে হবে। অবস্থা অনুসারে, যথা ঈদ যখন শীতকালের ছোট

www.pathagar.com

দিনে পড়ে, ফিতরা রমযান মাসের শেষ দিনেই বিতরণ করে দেওয়া যেতে পারে।

৮৭. ৭৮-ও নং আইনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ঈদুল ফিতরের যাকাত কোন অবস্থাতেই এমন ব্যক্তিকে দেওয়া যাবে না যে অভ্যাসগত বা পেশাগত-ভাবে ভিক্ষুক বলে পরিচিত।

৮৮. নিয়মিত যাকাতের মতই ঈদুল ফিতরের যাকাতও আল্লাহর উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ইবাদতস্বরূপ এবং বিশেষভাবে আল্লাহর হক। এর উদ্দেশ্য হল, যে সকল মুসলমান অসচ্ছল এবং টানাটানি অবস্থায় রয়েছে, তারা একমাস রমযানের সমাপ্তিতে পবিত্র ঈদের দিনটিতে যেন অভাবমুক্ত থাকে এবং প্রতিজন মুসলমান অতি আনন্দের এই উৎসবে ভালভাবে শরীক হতে পারে। তাই ৬১ নং আইনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ঈদুল ফিতরের যাকাত অমুসলিমকে না দেওয়াই সঙ্গত, কেননা পবিত্র রমযান মাস বা ইসলামী প্রতিষ্ঠান যাকাতের সঙ্গে তাদের কোন সম্পর্ক নেই।

৮৯. যুদ্ধের সময়ে দেশের প্রধান যাকাত কেন্দ্র যুদ্ধলব্ধ মালের (الغنيمة। خمس) ২০% যাকাত গ্রহণের এবং তা যুদ্ধ-বিধ্বস্ত এলা-কায় বিতরণের ব্যবস্থা করবে। এজন্যে প্রধান যাকাত কেন্দ্র কর্তৃক নিযুক্ত বিশেষ যাকাত কর্মচারীগণ যুদ্ধরত সৈনিকদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকবেন এবং যাকাত প্রশাসনের সাধারণ আইনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে নিজেদের দায়িত্ব পালন করে যাবেন।

৯০. যুদ্ধলব্ধ মালের যাকাতের ২ নং আইন অনুযায়ী ২০% যাকাত আদায়ের দায়িত্ব পালন করবেন উক্ত মাল নিয়ন্ত্রণের দায়িত্বে নিযুক্ত কর্তৃপক্ষ।

৯১. যুদ্ধলব্ধ মালের ২০% যাকাত দ্বারা গঠিত তহবিলের যথাযথ নিয়ন্ত্রণের জন্যে সেগুলোকে নিয়মিত যাকাতের ন্যায়ই দায়িত্বশীল যাকাত কর্মকর্তাগণের নিকট হস্তান্তর করতে হবে অর্থাৎ ১৬ নং আইন অনুযায়ী প্রতিলিপিসমেত রসিদের মাধ্যমে এর মূল কপি ২০% যাকাত প্রদানের দায়িত্বে নিয়োজিত কর্তৃপক্ষের নিকট থাকবে এবং অপর কপি প্রধান যাকাত-কেন্দ্রে নথিভুক্ত থাকবে।

৯২. যুদ্ধলব্ধ মালের ২০% যাকাত আদায়ের দায়িত্বে নিয়োজিত এবং যুদ্ধরত বাহিনীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যাকাত-কর্মচারীগণ প্রয়োজনবোধে যুদ্ধক্ষেত্রেই ন্যায্য হকদারদের মধ্যে আংশিক বা সম্পূর্ণ যাকাতের মাল বিতরণ করতে

www.pathagar.com

পারেন। তবে সেখানে কোন ন্যায্য হকদার না থাকলে যুদ্ধলব্ধ মালের সম্পূর্ণ যাকাত অন্যান্য যুদ্ধ বিধ্বস্ত এলাকায় পাঠিয়ে দিতে হবে।

৯৩. ন্যায্য হকদারদের নিকট যাকাত সহায়তা যাতে স্বল্পতম সময়ের মধ্যে পৌঁছে তার নিশ্চয়তা বিধানের জন্যে যুদ্ধরত সৈনিকদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যাকাত কর্মচারীগণ যুদ্ধলব্ধ মালের ২০% যাকাত দ্বারা গঠিত তহবিলের প্রাপ্তির সম্ভাবনা সম্বন্ধে বিবরণী নিয়মিতভাবে প্রধান যাকাত কেন্দ্রে পাঠাবেন।

৯৪. যুদ্ধলব্ধ মালের ২০% যাকাত দ্বারা গঠিত তহবিল যদি স্থানীয়-ভাবে বিতরণের প্রয়োজন না হয় তবে তা যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার ভিতরে নিকটতম যাকাত-কেন্দ্রে পাঠিয়ে দিতে হবে। ৪৩ নং আইন অনুসারে, প্রয়োজনবোধে, এ ধরনের উদ্বৃত্ত তহবিল সব সময়েই অন্যান্য যুদ্ধ-ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় পুনঃ প্রেরণ করতে হবে; প্রথমে পাঠাতে হবে যাকাত কেন্দ্রের নিকটবর্তী এলাকায়।

৯৫. ৪৭ নং আইনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে, যুদ্ধলব্ধ মালের ২০% যাকাত দ্বারা গঠিত তহবিলের হিসাব সঙ্গে সঙ্গে লিপিবদ্ধ করতে হবে; দায়িত্বে নিযুক্ত যাকাত কর্মকর্তাগণ প্রাপ্তির স্থানে লিপিবদ্ধ করবেন এবং যে যাকাত কেন্দ্রে পাঠানো হয় সেখানেও লিপিবদ্ধ করবেন। লিপিবদ্ধ করার কালে সম্পদ স্থানান্তরের সঠিক তারিখ, স্থানান্তরিত সম্পদের সঠিক ধরন এবং তাদের সংখ্যা, পরিমাণ এবং/অথবা মূল্য উল্লেখ করতে হবে।

৯৬. যুদ্ধলব্ধ মালের ২০% যাকাত দ্বারা গঠিত তহবিলের বিতরণ যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার গ্রাম বা শহর-নগর যাকাত কেন্দ্রসমূহেই বাস্তবায়িত করতে পারেন—সরাসরি ন্যায্য হকদারদের মধ্যে বিতরণ দ্বারা অথবা স্থানীয় শাখা যাকাত কেন্দ্রের মাধ্যমে।

৯৭. যুদ্ধলব্ধ মালের ২০% যাকাত দ্বারা গঠিত তহবিলের বিতরণ প্রত্যেক ক্ষেত্রে, সম্পদ অধিকারের পর যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি বাস্তবায়িত করতে হবে।

৯৮. ফিতরা তহবিলের ক্ষেত্রে যেরূপ তেমনি যুদ্ধলব্ধ মালের ২০% যাকাত দ্বারা গঠিত তহবিলও নিয়মিত যাকাত তহবিল থেকে সম্পূর্ণ পৃথক করে রাখতে হবে।

www.pathagar.com

৯৯. যুদ্ধলব্ধ মালের যাকাতের ২০% দ্বারা গঠিত তহবিল নিয়মিত যাকাত তহবিলের ন্যায় একইরকমভাবে বিতরণ করতে হবে অর্থাৎ ৫৩ নং আইন অনুযায়ী, প্রতিলিপি সমেত দুইটি রসিদের ভিত্তিতে, যদ্দারা তত্ত্বাবধায়ক কর্তৃক বিতরণকারীর নিকট তহবিল হস্তান্তরের এবং হকদার যে সম্পদ বুঝে পেলেন তার প্রাপ্তি লিপিবদ্ধ থাকবে।

১০০. যুদ্ধলব্ধ মালের ২০% দ্বারা গঠিত তহবিল নিয়মিত যাকাত তহবিলের মতই বাস্তবে উপস্থিত হকদারদের শ্রেণী ও সংখ্যার ভিত্তিতে বিতরণ করতে হবে।

বাস্তবিক, কুরআন শরীফের সূরা আনফালের ৪১ নং আয়াতে নির্দিষ্ট করে উল্লেখ করা নেই যে, যুদ্ধলব্ধ মালের পঞ্চমাংশ পাঁচটি সমান অংশে ভাগ করতেই হবে, পাঁচ শ্রেণীর হকদারদের সকলে উপস্থিত থাকুক বা নাই থাকুক এবং প্রত্যেক শ্রেণীর বাস্তব প্রয়োজন যাই থাকুক না কেন।[১] তাই, উপরোক্ত আয়াতে উল্লিখিত পাঁচ শ্রেণীর হকদারের মধ্যে এক বা একাধিক শ্রেণী যদি অনুপস্থিত থাকে তাহলে যত শ্রেণীর হকদার বাস্তবে উপস্থিত আছে তাদেরই কল্যাণার্থে সমগ্র মাল বিতরণ না করার কোন সঙ্গত কারণ থাকতে পারে না।

১০১. যুদ্ধলব্ধ মালের ২০% যাকাত দ্বারা গঠিত তহবিল অবশ্যই প্রথমত, সত্যিকারের যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্তদের উপকারার্থে ব্যয়িত হওয়া উচিত; অর্থাৎ সেই সব বেসামরিক ব্যক্তিদের জন্যে যাঁরা ইসলামের কারণে তাঁদের সম্পদ হারিয়েছেন বা ত্যাগ করেছেন।

"আর জেনে রাখ যে যুদ্ধে তোমরা যা লাভ কর তার এক-পঞ্চমাংশ আল্লাহর, রসূলের, রসূলের স্বজনদের, পিতৃহীনদের, দরিদ্রদের এবং পর্যটকদের যদি তোমরা বিশ্বাস কর আল্লাহতে এবং তাতে মীমাংসার দিন[২] যা আমি আমার বান্দার প্রতি অবতীর্ণ করেছিলাম, যখন দুই দল পরস্পরের সম্মুখীন হয়েছিল এবং আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান।"

(সূরা আনফাল : ৪১)

---

১. ইমাম শাফিঈর মতে যুদ্ধজয়ের মালের পঞ্চমাংশকে সমান পাঁচটি ভাগে বিভক্ত করতেই হবে।

২. বদরের যুদ্ধের দিন যখন বিশ্বাসী এবং অবিশ্বাসী এই দুই দলের ভাগ্যের মীমাংসা হয়েছিল।

www.pathagar.com

নিয়মিত যাকাতের মত যুদ্ধজয়ের মালের যাকাতও আল্লাহ্‌র প্রতি ইবাদতের সামিল কাজ এবং তা বিশেষভাবে আল্লাহ্‌র হক। যুদ্ধলব্ধ মালের যাকাতের উদ্দেশ্য হচ্ছে শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত বেসামরিক ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদেরকে তাঁদের দুঃখজনক দুর্দশার মাঝে একটু সাশ্রয়ের ব্যবস্থা করা। এ হচ্ছে তাঁদেরকে প্রতিশ্রুত 'ফী সাবীলিল্লাহ্' (আল্লাহ্‌র কারণে) এবং তাঁরা যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করেও শত্রুপক্ষ থেকে প্রাপ্ত যুদ্ধজয়ের মালের—যা জাতীয় কল্যাণার্থে এবং আরো বিশেষ করে বলতে গেলে, যুদ্ধের 'উপশম' স্বরূপ, প্রাপ্য এবং যা সম্পূর্ণভাবে মুসলিম রাষ্ট্রের ব্যবস্থাধীনে ব্যবহার করা হবে—তার অতিরিক্ত পাওনা।

"আল্লাহ্ নির্বাসিত ইহুদীদের কাছ থেকে তাঁর রসূলকে যা দিয়েছেন তার জন্যে তোমরা ঘোড়ায় কিংবা উটে আরোহণ করে যুদ্ধ করনি, আল্লাহ্ তো যার উপর ইচ্ছা তাঁর রসূলদেরকে কর্তৃত্ব দান করেন, আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।'

আল্লাহ্ এই জনপদবাসীদের নিকট থেকে তাঁর রসূলকে যা কিছু দিয়েছেন তা আল্লাহ্‌র, তাঁর রসূলের, রসূলের স্বজনদের এবং পিতৃহীন বালক-বালিকার, অভাবগ্রস্ত ও মুসাফিরদের যাতে তোমাদের মধ্যে যারা বিত্তবান কেবলমাত্র তাদের মধ্যেই ঐশ্বর্য আবর্তন না করে। রসূল যার অনুমতি দেন তা তোমরা গ্রহণ কর এবং যা নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাক এবং তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর, আল্লাহ্ শাস্তিদানে কঠোর।

এই সম্পদ অভাবগ্রস্ত মুহাজিরদের জন্যে, যারা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের সাহায্যে অগ্রসর হয়ে নিজেদের ঘরবাড়ী ও সম্পত্তি থেকে উৎখাত হয়েছে; তারাই তো সত্যাশ্রয়ী।"

(সূরা হাশর ঃ ৬-৮)

রসূলুল্লাহ (সা)-এর আমলে যুদ্ধলব্ধ মালের ২০% যাকাত দ্বারা গঠিত তহবিল পাঁচ অংশে ভাগ করা হত ঃ একভাগ রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিজের জন্যে, একভাগ অভাবী আত্মীয়-স্বজনদের জন্যে, একভাগ ইয়াতীমদের জন্যে একভাগ নিঃস্ব দরিদ্রদের জন্যে এবং একভাগ মুসাফির বা পর্যটকগণের, জন্যে। রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মৃত্যুর পরে হযরত আবু বকর (রা), উমর (রা) এবং এমন কি তাঁদের পরবর্তী শাসকগণ যুদ্ধলব্ধ মালের পঞ্চমাংশ

www.pathagar.com

মাত্র তিন ভাগে বিভক্ত করতেন। অর্থাৎ, একভাগ ইয়াতীমদের জন্যে, একভাগ নিঃস্ব দরিদ্রদের জন্যে এবং একভাগ পর্যটকগণের জন্যে। হানাফী মাযহাবের আইন ব্যাখ্যাতাগণ এই মত সমর্থন করে বলেন যে, রসূলুল্লাহ (সা), যে যুদ্ধলব্ধ মালের যাকাতের এক-পঞ্চমাংশ গ্রহণ করতেন তা ছিল তাঁর নবুয়তের কারণে, রসূলুল্লাহ্ (সা)-র মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সে দাবীও লোপ পেয়েছে। তদুপরি হানাফী মাযহাবের আইনজ্ঞগণ মনে করেন যে, রসূল (সা)-এর মৃত্যুর পরে তাঁর আত্মীয়-স্বজনরা স্বাভাবিক কারণেই যুদ্ধলব্ধ মালের যাকাতের দাবীদার শুধু এ কারণেই হতে পারেন যে, তাঁরা বাদবাকী তিন শ্রেণীর হকদারদের অন্তর্ভুক্ত, সেখানে অবশ্য তাঁদের অগ্রাধিকার থাকতে পারে।

সবশেষে, হানাফী মতে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র আত্মীয়-স্বজনদের যে যুদ্ধলব্ধ মালের এক-পঞ্চমাংশের দাবী, তা ইসলামের জন্যে, আল্লাহ্র রসূলের সহায়তার জন্যে তাঁরা যে ত্যাগ স্বীকার করেছিলেন সে কারণে (قرب النصرة), রসূলের সঙ্গে তাঁদের রক্তসম্পর্কের (قرب القرابة) কারণে নয়।[১]

শাফি'ঈ মাযহাব এর বিরোধী মত পোষণ করে বলে যে, যুদ্ধলব্ধ মালের এক-পঞ্চমাংশে রসূল (সা)-এর যে অংশ ছিল তা রসূল (সা)-এর ওফাতের পরে রাষ্ট্র পাবে এবং রসূল (সা)-এর যে আত্মীয়-স্বজনদের যে অংশ তা চিরদিন বলবৎ থাকবে।

অতএব শাফি'ঈ মাযহাবমতে যুদ্ধলব্ধ মালের এক-পঞ্চমাংশকে এখনও পাঁচ ভাগেই বিভক্ত করতে হবে; রসূল (সা)-এর অংশ রাষ্ট্রকে দিতে হবে। এবং তা জাতির কল্যাণার্থে এবং বিশেষ করে রাষ্ট্রকে সুরক্ষিত করার কাজে ব্যয় করতে হবে; এবং রসূল (সা)-এর আত্মীয়-স্বজনদের অংশ উত্তরাধিকার আইন অনুযায়ী তাঁদের বংশধরদের মধ্যে ছোট-বড়, গরীব-ধনী নির্বিশেষে সমভাবে ভাগ করে দিতে হবে, অর্থাৎ একজন পুরুষ দুইজন মহিলার সমান অংশ পাবেন। বাস্তবে শাফি'ঈ মাযহাবমতে একেবারে সর্বশেষ পথটি গ্রহণ করে রসূল (সা)-এর আত্মীয়-স্বজনদেরকে তাঁদের অংশ প্রদানের জন্যে "দুনিয়ার চারকোণা খুঁজে জমায়েত করতে হবে।"

১. আবূ বকর আর্-রাযীও এই মত সমর্থন করে বলেন যে, যুদ্ধলব্ধ মালের এক-পঞ্চমাংশে রসূল (সা)-এর আত্মীয়দের যে দাবী তা তাঁদের রক্তসম্পর্কের কারণে নয়, ইসলাম প্রতিষ্ঠা ও বিস্তারে তাঁরা রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে যে সহায়তাদান করেছিলেন, সে কারণে।

www.pathagar.com

রসূল (সা)-এর অংশ সম্বন্ধে শাফি'ঈ মত রসূলুল্লাহ (সা)-এর সুন্নাহ মোতাবেক। এটা সর্বজনবিদিত যে, যুদ্ধলব্ধ মালের এক-পঞ্চমাংশে তাঁর নিজের যে ভাগ থাকত তা তিনি কখনোই নিজের জন্যে ব্যয় করতেন না, বরং তা সবই দরিদ্রদের ও ইয়াতীম ছেলেমেয়েদের কল্যাণের জন্যে ব্যয় করতেন এবং তাঁর নিকট আগত বিভিন্ন প্রতিনিধি ও অভ্যাগতদের মধ্যে উপহারস্বরূপ বিতরণ করতেন। নবজাত মুসলিম রাষ্ট্রের প্রতীক রসূল (সা)-এর মহৎ আদর্শ থেকেই আমরা সঠিক নিদর্শন পেতে পারি যে তাঁর অংশ বর্তমানেও আমরা কিভাবে ব্যয় করতে পারি। এই বিষয়ে শাফি'ঈ মতই সঙ্গত বলে মনে হয় যে, রসূলুল্লাহ (সা)-এর পরে তাঁর অংশ রাষ্ট্রকে প্রদান করতে হবে, আর এই সম্পদ মুসলিম জাতির সাধারণ কল্যাণার্থে ব্যয়িত হবে।

অপরপক্ষে শাফী'ঈ মত যে, রসূল (সা)-এর আত্মীয়-স্বজনদের অংশ তাঁদের বংশধরদের মধ্যে উত্তরাধিকার আইন অনুযায়ী সমভাবে বিতরণ করতে হবে এবং সেজন্যে তাঁদেরকে "দুনিয়ার চারকোণা খুঁজে জমায়েত করতে হবে," কেবল যে বাড়াবাড়ি এবং অবাস্তব তাই নয়, একেবারেই অসম্ভব কাজ। বিষয়টি বিবেচনা না করে তাঁরা এখানে ভাবপ্রবণতার আশ্রয়ী হয়ে পড়েছেন। এ বিষয়ে হানাফী মাযহাবের মত যে, যুদ্ধলব্ধ মালের এক-পঞ্চমাংশে রসূল (সা)-এর আত্মীয়-স্বজনদের যে অংশ তা রক্ত সম্পর্কের কারণে নয় বরং রসূল (সা)-কে সহায়তাদানের কারণে এবং রসূলুল্লাহ (সা)-এর ওফাতের পরে তাঁদের সে দাবী বাতিল হয়ে গেছে, এটা নিশ্চয়ই ইসলামী সাম্য ও সুবিচারের মর্মবাণীর সঙ্গে সর্বাধিক সঙ্গতিপূর্ণ।

বাস্তবিক, আমরা ইতিহাস থেকে জানতে পারি যে, রসূলুল্লাহ (সা) যুদ্ধলব্ধ এক-পঞ্চমাংশের মাল তাঁর আত্মীয় নির্বিশেষে সকলকেই প্রদান করতেন না।[১] তাঁদের সকলের মধ্যে উত্তরাধিকার আইন অনুসারে ধনী-গরীব নির্বিশেষে নিশ্চয়ই তিনি সমপরিমাণেও বিতরণ করতেন না এবং কুরআন শরীফের কোনখানেই এমন উল্লেখ নেই যে, যুদ্ধলব্ধ মালের কোন অংশ, পঞ্চমাংশ বা পঞ্চমাংশের পঞ্চমাংশ, উত্তরাধিকার আইন অনুসারে বন্টন করতে হবে।

শুধুমাত্র হাশিম ইবন আবদুল মনাফের এবং আবদুল মুত্তালিবের বংশ-ধরদেরকেই এক-পঞ্চমাংশের ভাগ দেওয়া হত, নওফেল এবং আবদুস

১. রক্তসম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও আবু লাহাব ও তাঁর পরিবারবর্গ নিশ্চয়ই এক-পঞ্চমাংশ মালের পাওনাদারদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না।

www.pathagar.com

শামসের বংশধরদেরকে দেওয়া হত না। তদুপরি ইতিহাস থেকে আমরা জানতে পারি যে, রসূলুল্লাহ (সা) এই এক-পঞ্চমাংশের ভাগ তাঁর নিজ বিবেচনা অনুযায়ী প্রতিজন হকদারের প্রয়োজন মত প্রদান করতেন, ঋণগ্রস্তদেরকে ঋণ থেকে মুক্তির জন্যে সহায়তা দান করতেন, অবিবাহিত দরিদ্রকে বিয়ে করার জন্যে প্রয়োজনীয় সাহায্য প্রদান করতেন, ইত্যাদি।

এ বিষয়ে কুরআন শরীফের বিস্তারিত নির্দেশের অভাবে রসূল (সা)-এর সুন্নাহ্‌র আদর্শই যুদ্ধলব্ধ মালের এক-পঞ্চমাংশের বিতরণের ক্ষেত্রে গ্রহণ করতে হবে ; সেটাই স্বাভাবিক এবং মুসলিম দুনিয়ার সকল আইন ব্যাখ্যাতাই সার্বজনীনভাবে তা গ্রহণ করবেন।

আর যে একটি বিষয় মুসলিম আইনব্যাখ্যাতাদের বিশেষ বিবেচনার অপেক্ষা রাখে তা হচ্ছে কুরআন শরীফের সূরা আনফালের ৪১ নং আয়াতে এবং সূরা হাশরের ৭নং আয়াতের উল্লিখিত "লি যিল কুরবা" (لذى القربى) কথাটির সঠিক ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ সম্বন্ধে। এ দ্বারা কেবলমাত্র রসূল (সা)-এর আপন আত্মীয়-স্বজনকেই বোঝানো হয়েছে বলে সাধারণত ব্যাখ্যা করা হয়ে থাকে। কিন্তু তথাপি কথাটির সঠিক অর্থ হয় "স্বজনদের জন্যে" (অর্থাৎ, নিকটবর্তীদের জন্যে) এবং বিশেষ করে "তাঁর (রসূলের) স্বজনদের জন্যে" নয়। অভিধানিক অর্থ অনুযায়ী তাই—ব্যাপকতর অর্থে কথাটির ব্যাখ্যা করলেই ঠিক হয় এবং এর অন্তর্ভুক্ত হবে সকল অসামরিক মুসলিমগণ [রসূল (সা)-এর সঙ্গে রক্তের সম্পর্কে সম্পর্কিত হোন বা না হোন] যাঁরা সামরিক বাহিনীকে যথার্থভাবে সাহায্য করেন এবং যাঁরা যুদ্ধস্থলের নিকটবর্তী হবার কারণে দৈহিক ও বৈষয়িকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হন। কারণ সত্যিকার অর্থে তাঁরাই হচ্ছেন আল্লাহর পথে জিহাদের নিকটবর্তী (قرب النصرة)।

কুরআনের আদর্শের আলোকে, আইনের দৃষ্টিতে সকল মুসলমান সমান বিবেচনায়, হানাফী মত গ্রহণ করেই আমরা বলব যে, যুদ্ধলব্ধ মালের এক-পঞ্চমাংশে রসূল (সা)-এর বংশধরদের আর অধিকার নেই, এবং কুরআনের সকল আদেশই অলঙ্ঘনীয় জেনে, বলব যে, একমাত্র এই ব্যাখ্যাই উভয় শর্ত পূরণ করে এবং কুরআনের সূরা আনফালের ৪১ নং আয়াতের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে স্বীকার করে যে, পাঁচটি শ্রেণীর কোন একটি শ্রেণীর হকদারেরই অধিকার লুপ্ত হয়ে যেতে পারে না।

www.pathagar.com

বাস্তবিক, কোন কোন আলিম এবং আইনব্যাখ্যাতা মত প্রকাশ করেন যে, কুরআন শরীফের কোন কোন অংশ বাতিল হবার কারণে আইনগতভাবে আর বাধ্যবাধকতা নেই। কুরআন শরীফের নিম্নলিখিত আয়াতেই সেই মতের সারহীনতা প্রমাণ করে ঃ

"সত্য ও ন্যায়ের দিক থেকে তোমার প্রতিপালকের বাণী সম্পূর্ণ এবং তাঁর বাক্য পরিবর্তন করার কেউ নেই; তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।"

—(সূরা আন'আম ঃ ১১৫-১১৬)

উপরিউক্ত আলোচনাসমূহের আলোকে যুদ্ধলব্ধ মালের ২০% যাকাতের আইনসঙ্গত হকদারদেরকে নিম্নলিখিত শ্রেণীতে বিভক্ত করা যেতে পারে ঃ

(ক) রসূল (সা)। তাঁর অংশ ন্যায়সঙ্গতভাবেই মুসলিম রাষ্ট্র পাবে এবং রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাধীনে, যুদ্ধের প্রয়োজনে, নিয়মিত যাকাত তহবিলের মতই 'ফি সাবিলিল্লাহ (আল্লাহর পথে)' ব্যয়িত হবে অর্থাৎ এ দ্বারা প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ, সৈন্যবাহিনীকে অস্ত্রশস্ত্র, খাদ্য ও চিকিৎসা প্রদান, যুদ্ধের ফলে আশ্রয়চ্যুত মুসলিমদেরকে তাৎক্ষণিক সাহায্য প্রদান ইত্যাদি ব্যবস্থা গৃহীত হবে এবং সাফল্যের সঙ্গে যুদ্ধ চালিয়ে যাবার জন্যে প্রয়োজনীয় অন্যান্য সকল কাজেও ব্যয়িত হবে।

(খ) স্বজনগণ বা নিকটবর্তীগণ (আল্লাহর পথে "জিহাদে")। এঁদের অন্তর্ভুক্ত হবেন সকল অসামরিক মুসলমান যাঁরা সৈনিকদেরকে সক্রিয়ভাবে সাহায্য করেন এবং সে কারণে যুদ্ধের নিকটবর্তী হওয়াহেতু দৈহিক বা অন্যভাবে ক্ষতির সম্মুখীন হন।

(গ) ইয়াতীমগণ। যারা যুদ্ধহেতু ইয়াতীম হয়ে তাৎক্ষণিক সাহায্যের প্রয়োজনে পড়েছেন তাদেরকে অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে। যুদ্ধলব্ধ মালের যে ২০% যাকাতে ইয়াতীমেরদের হক, তা ছেলে হলে আইনত সাবালক না হওয়া পর্যন্ত এবং মেয়ে হলে বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত বা যতদিন পর্যন্ত না তারা সম্মানজনকভাবে নিজেদের জীবিকা নিজেরা অর্জন করতে পারে ততদিন পর্যন্ত।

(ঘ) দুঃস্থ অসহায়রা। যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্তদেরকে অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে; অর্থাৎ ইসলামের জন্যে যুদ্ধের কারণে যে সকল অসামরিক ব্যক্তি সহায়-সম্বলহীন হয়েছে।

www.pathagar.com

(৬) পর্যটক বা মুসাফিরগণ। যুদ্ধের ফলে অসহায় মুহাজির ব্যক্তিদেরকে অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে, অর্থাৎ সেই সব অসামরিক ব্যক্তিদেরকে যারা যুদ্ধের কারণে দুস্থ ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে নিজেদের ঘর-বাড়ি পরিত্যাগ করে যুদ্ধ এলাকা থেকে দূরে আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে।

কোন ব্যক্তি যুদ্ধলব্ধ মালের ২০% যাকাত ভোগ করছেন বলে তাঁর নিয়মিত সাধারণ যাকাত ভোগের হক কিছুতেই বাতিল হবে না।

রসূলুল্লাহ (সা)-এর বংশধরগণ যুদ্ধলব্ধ মালের ২০% শুধু এই দাবীতেই পেতে পারেন যে, তাঁরা কুরআন শরীফের সূরা আনফালের ৪১ নং আয়াতে উল্লিখিত এবং উপরিউক্ত পাঁচ শ্রেণীর হকদাররের কোন এক শ্রেণীভুক্ত।

১০২. নিয়মিত যাকাত তহবিলের মতই যুদ্ধলব্ধ মালের ২০% যাকাত ন্যায্য হকদারদের মধ্যে বিতরণের সময়েও ৬২ নং আইন অনুযায়ী, প্রচলিত জীবন যাত্রার মান এবং প্রতিজন হকদারের বিশেষ অবস্থা ও প্রয়োজনের কথা বিবেচনা করতে হবে। কোন হকদারের যদি পারিবারিক দায়িত্ব থাকে তাহলে পরিবারের প্রতিজন নারী-পুরুষ-শিশুর প্রত্যেককে যুদ্ধলব্ধ মালের এক-পঞ্চমাংশের যাকাতের এক একজন হকদার বলে বিবেচনা করতে হবে।

১০৩. যে সব বিশেষ যাকাত-কর্মচারী যুদ্ধরত সৈনিকদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থেকে দায়িত্ব পালন করেন তাঁরা যদি নিয়মিত আজীবন যাকাত-ভাতার হকদার হন তাহলে সেই যাকাত তাঁরা যুদ্ধলব্ধ মালের ২০% যাকাত তহবিল থেকে গ্রহণ না করে নিয়মিত যাকাত তহবিল থেকে গ্রহণ করবেন।

১০৪. যুদ্ধরত সৈনিকরা যারা শত্রু সম্পদ দখল করে الغانمون তারা কোন অবস্থাতেই যুদ্ধলব্ধ মালের এক-পঞ্চমাংশ বা ২০% যাকাত দাবী করতে পারবে না। তাদের দাবী বাকি চার-পঞ্চমাংশের উপর—যদি না অধিকতর গুরুতর জাতীয় প্রয়োজনে রাষ্ট্র কর্তৃক তা ব্যয়িত হয়।

www.pathagar.com

শেষ কথা

পূর্ববর্তী পৃষ্ঠাগুলোতে আমরা যাকাত প্রতিষ্ঠানকে পদ্ধতিগত সুসংহত-রূপে আলোচনা করেছি। অবশ্যই কেবলমাত্র মুসলিম (বা মুসলিম প্রধান) রাষ্ট্রের কর্তৃত্বাধীনেই এরকম প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করা সম্ভব। তাহলে প্রশ্ন উঠে যে, অমুসলিম রাষ্ট্রে যে সকল মুসলিম বসবাস করেন তাঁদের জন্যে কি ধরনের আইন দ্বারা যাকাত প্রশাসন পরিচালিত হবে? এবং যে সকল স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্রে এখন পর্যন্ত কোন দায়িত্বশীল প্রতিষ্ঠান নেই সেখানে কি করে সুশৃঙ্খলভাবে যাকাত আদায়, সততার সঙ্গে রক্ষণা-বেক্ষণ এবং ন্যায়বিচারের সঙ্গে বিতরণ করা হবে?

এর উত্তরে অবশ্য গুরুত্বের সঙ্গে বলতেই হবে যে, ইসলামী জীবন পদ্ধতির অন্তর্নিহিত নীতিই হল প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানের মূল্য এবং গুরুত্বের উপর ইসলাম বিশেষ জোর দেয় এবং বলে যে, প্রত্যেক মুসলমানের জীবনের সকল ক্ষেত্রে যেন প্রতিষ্ঠানের সুফল স্বরূপ শৃঙ্খলা ও সহযোগিতা-মূলক মনোভাবের শক্তিময় প্রকাশ ঘটে। কাজেই মুসলমানের জন্যে প্রতিষ্ঠান এক অত্যাবশ্যক বিষয়, তাকে জীবনের কর্মসূচী থেকে বাদ দেওয়া বা পরিত্যাগ করার অর্থ কার্যকর জীবন বিধান স্বরূপ ইসলামকে দুর্বল করে ফেলা। অন্য কথায় প্রতিষ্ঠানকে বাদ দিলে ইসলামী জীবন-যাপন অসম্ভব হয়ে পড়ে।

ইসলামের সামাজিক অর্থনৈতিক গঠনে যাকাতের স্থান এতই ব্যাপক গুরুত্বপূর্ণ যে একে পুনর্গঠিত করার জন্যে সর্বোচ্চ অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা অত্যাবশ্যক এবং একমাত্র সেভাবেই একে অভাবমুক্ত সমাজ গঠনের জন্যে কার্যকরভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। একে যদি অ-প্রাতিষ্ঠানিকভাবে কার্যকর করতে দেওয়া হয় তাহলে যাকাতের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য কিছুতেই

www.pathagar.com

পুরাপুরিভাবে, সাফল্যের সঙ্গে অর্জন করা সম্ভব হবে না। তার প্রমাণ হচ্ছে আজকের অসংখ্য মুসলিম দেশে প্রকটভাবে বিরাজমান দারিদ্র্য যার সমাধান কিছুতেই হচ্ছে না। এটা সত্য যে, ঈমানের অংশ হিসাবে যাকাত সকল মুসলমানের জন্যেই অবশ্য প্রদেয়—কোন প্রতিষ্ঠান থাকুক কি নাই থাকুক—কিন্তু তথাপি এটাও সমান সত্য যে, যাকাতদাতার সকল সততা ও সদিচ্ছা সত্ত্বেও সমাজের প্রতিজন সদস্যের বাস্তব অবস্থা সম্বন্ধে সঠিকভাবে অবহিত থাকা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় না এবং পক্ষপাতহীনভাবে ন্যায়সঙ্গতরূপে যাকাত বিতরণ করাও সম্ভব হয় না। হকদার সম্বন্ধে অসম্পূর্ণ তথ্য এবং তাদের মধ্যে আবার ব্যক্তিগতভাবে পরিচিতজনদের প্রতি স্বাভাবিক ভাবপ্রবণতাবশত এরূপ পক্ষপাত, যে তাঁর যাকাত বিশেষ একজনকেই দিতে হবে, এসবের ফলে এরূপ হতে পারে যে অপেক্ষাকৃত কম প্রয়োজন যার সে বেশী অভাবীজন অপেক্ষা পরিমাণে অধিক যাকাত উপভোগ করছে।

তদুপরি এটাও অস্বীকার করা যায় না যে, সংগঠিত আকারে যাকাত পদ্ধতি ভেঙে যাওয়ার পর থেকে মুসলমানদের মধ্যে, বিশেষ করে বড় বড় যাকাতদাতাগণের মধ্যে আস্তে আস্তে এক ধরনের শৈথিল্যের প্রবণতা বিস্তার লাভ করেছে এবং এই প্রবণতা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। অসংগঠিত অবস্থায় যাকাত প্রতিষ্ঠান ব্যর্থ হতে এবং পরিণামে মুসলিমদের মধ্যে এটা কেবলমাত্র একটা কথার কথাতে পরিণত হতে বাধ্য।

শুধু এ কারণে, যেখানেই মুসলিম জনসাধারণ রয়েছে সেখানে প্রত্যেক সদস্যের ইসলামী কর্তব্য যে, সংখ্যায় তাঁরা কমই হোন আর বেশীই হোন, এমনভাবে নিজেদেরকে সংগঠিত করবেন যেন তাঁরা কুরআন শরীফের নির্দেশাবলী পুরাপুরিভাবে পালন করতে পারেন এবং ইসলামী জীবনবিধানের যে সংহতি তা অর্জন করতে পারেন।

www.pathagar.com

সহায়ক বইসমূহ

১। কুরআন শরীফ (মূল আরবী পাঠ)।

২। দি গ্লোরিয়াস কুরআন, টীকাসমেত ইংরাজী অনুবাদ, অনুবাদক এম. এম. পিকথল।

৩। আল-কাশ্‌শাফ, আরবী পাঠ, ইমাম যামাখশারী (মাহ্‌মুদ ইবন উমর, ওফাত ৫৩৮ হি.)।

৪। সহীহ আল-বুখারী, আরবী পাঠ, হাদীস শরীফ, সংকলক ইমাম আল বুখারী (আবু আবদুল্লাহ ইবন ইসমাঈল, ওফাত ২৫৬ হি.)। টীকা কাযী উল-কুযযাত এবং শায়খুল ইসলাম আল বদর আল-আইনী (ওফাত ৮৫৫ হি.), যাকাত অধ্যায়।

৫। সহীহ মুসলিম, আরবী পাঠ, হাদীস শরীফ, সংকলক ইমাম মুসলিম আন্‌-নিশাপুরী (আবু হুসেন মুসলিম ইবনুল-হাজ্জাজ, ওফাত ২৬১ হি.), যাকাত অধ্যায়।

৬। আল-আসার, আরবী পাঠ (মুহাম্মদ ইবনুল হাসান আশ্‌-শায়বানী, ওফাত ১৮৯ হি.)।

৭। তানবীরুল-হাওয়ালিক, আরবী পাঠ। ইমাম মালিকের (আবু আবদুল্লাহ মালিক ইবন আনাস, ওফাত ১৭৯ হি.) "মুয়াত্তা" গ্রন্থের টীকা, টীকা-কার ইমাম আস্‌-সুয়ূতী (জালাল উদ্দীন আবদুর রহমান, ওফাত ৯৫৭ হি.), যাকাত অধ্যায়।

৮। আল-হিদায়া, আরবী পাঠ, ইমাম আস্‌-মারগীনানী (বুরহানুদ্দীন, ওফাত ৫৯৩ হি.), যাকাত অধ্যায়।

৯। কানজুদ্‌-দাকাইক, আরবী পাঠ, ইমাম আন-নাসফী (আবুল বরকত আবদুল্লাহ ইবুন আহমদ, ওফাত ৭১০ হি.), যাকাত অধ্যায়।

www.pathagar.com

১০। আল-আহকাম, আরবী পাঠ, আল আওয়ারদী (আবুল হাসান আলী ইব্‌ন মোহাম্মদ, ওফাত ৪৫০ হি.)।

১১। আল-উম্ম, আরবী পাঠ, ইমাম আশ-শাফিঈ (আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইদ্রিস, ওফাত ২০৪ হি.), যাকাত অধ্যায়।

১২। আল-আসরার, আরবী পাঠ, আবূ যায়েদ আদ-দাব্বুসী (আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর, ওফাত ৪৩০ হি.)।

১৩। কিতাবুল-আমওয়াল, আরবী পাঠ, আবূ ওবায়েদ আল-কাসিম ইবন সালাম (ওফাত ২২৪ হি.)।

১৪। আদ্-দাখিরা, আরবী পাঠ, আল-কারাফী (শিহাবুদ্দীন আহমদ ইবন ইদরীস, ওফাত ৬৮৪ হি.)।

১৫। আল-এহকাম, আরবী পাঠ, ইমাম ইবন হাযম (আবূ মুহাম্মদ আলী ইবন আহমদ, ওফাত ৪৫৬ হি.)।

১৬। কিতাবুল-মাকাঈল, আরবী পাঠ, আল-ওয়াকিদী (মুহাম্মদ ইবন উমর, ওফাত ২০৭ হি.)।

১৭। ইয়াহিয়া উলূম উদ্‌দীন, আরবী পাঠ, ইমাম আল-গাযালী (আবূ হামিদ মুহাম্মদ ইবন মুহাম্মদ, ওফাত ৫০৫ হি.)। যাকাত অধ্যায়।

১৮। আত্-তাবাকাত, আরবী পাঠ, ইবন সা'দ (মুহাম্মদ ইবন সাদ বিন মানিয়া আয্-যুহরী, ওফাত ২৩০ হি.)।

১৯। আল-মা'রিফ, আরবী পাঠ, ইমাম আল-বায়হাকী (আবূ বকর আহমদ ইবনুল হুসেন, ওফাত ৪৫৮ হি.)।

২০। ওয়াফায়াতুল-আ'য়ান, আরবী পাঠ, ইবন খাল্লিকান (কাযী আহমদ, ওফাত ৬৮১ হি.)।

২১। মিশকাতুল-মাসাবীহ, আরবী পাঠ, আত্-তাবরিযী (শেখ ওয়ালীউদ্দীন মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ, ওফাত ৭৩৭ হি.)।

২২। সীরাতুন্নবী, উর্দু পাঠ, আল্লামা শিবলী নু'মানী (ওফাত ১৩৩৩ হি.) এবং সৈয়দ সুলায়মান নদভী (ওফাত ১৩৭৪ হি.)।

২৩। কাশফুল-মাহজুব, আল-হুজুইরী (আবুল হাসান ইব্‌ন উসমান, ওফাত আনু. ৪৬৯ হি.), (ইংরাজী অনুবাদ আর. এ. নিকলসন)।

www.pathagar.com

২৪। কামুসুল-মুহিত, আল-ফিরোজাবাদী (কাজী মজিদ উদ্দীন মুহাম্মদ ইবন ইয়াকুব, ওফাত ৮১৪ হি.)।

২৫। ইসলাম এ্যাণ্ড দি থিওরী অব ইনটারেস্ট, ডঃ এ. আই. কোরেশী (১৯৪৬ খৃ.)।

২৬। দি মডার্ন আয়ডোলেট্রি, জেফেরী মার্ক (১৯৩৩ খৃ.)।

২৭। ব্যাঙ্কিং অ্যাণ্ড কারেন্সী, আরনেস্ট সাইকস (১৯২৫ খৃ.)।

২৮। পাবলিক ফিনান্স ইন ইসলাম, এম. এ. সিদ্দিকী (১৯৪৮ খৃ.)।

২৯। রিভাইভ্যাল অব যাকাত, শাহ আতাউল্লাহ।

৩০। রিকনস্ট্রাকশন অব রিলিজিয়াস থট ইন ইসলাম, আল্লামা মুহাম্মদ ইকবাল (১৯৩৪ খৃ.)।

৩১। দি স্পিরিট অব ইসলাম, সৈয়দ আমীর আলী (১৮৪৬ খৃ.)।

৩২। বুড্ডিস্ট রেকর্ডস অব দি ওয়েস্টার্ন ওয়ার্লড, এম. বীল।

৩৩। দি গ্রেটনেস অ্যাণ্ড ডিকলাইন অব দি রোমান এম্পায়ার, জি. ফেরো।

৩৪। হিস্টরিয়া দ্য লা-কনকুইস্তা দ্য-মেক্সিকো, আন্তনিও সলিস।

৩৫। ক্রনিকা দ্য লা-কনকুইস্তা দ্য মেক্সিকো, বার্নাল দায়াজ দেল-ক্যাস্তিলো।

৩৬। এল. এসতাদো দ্য ইউকাতান, ডঃ র্যাফায়েল দ্য যায়াস এনরিকেজ (১৯০৮ খৃ.)।

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট

বাংলা-পাক-ভারত উপমহাদেশের প্রচলিত ওযনে যাকাত ও সদ্‌কায়ে ফিতরের শরীয়তগত পরিমাণ :

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ولا سيما

على سيدنا محمد ن المجتبى و من بهديه اهتدى -

اما بعد -

সোনা-রূপার নিসাব তোলা মাশার হিসাবে এবং ছা' ও অর্ধ ছা'-এর পরিমাণ আমাদের সের-ছটাকের হিসাবে কি পরিমাণ, এই ব্যাপারে ভারতবর্ষের অধিকাংশ আলিমের পর্যালোচনা ও ফতওয়া প্রায় এক ও অভিন্ন।

রূপার নিসাব—বায়ান্ন তোলা ছয় মাশা
সোনার নিসাব—সাত তোলা ছয় মাশা
এক ছা'—আশি তোলা সেরের সাড়ে তিন সের
অর্ধ ছা'— " " " " পৌনে দুই সের

কিন্তু এই বিষয়ে মওলানা আবদুল হাই লাক্ষ্ণৌভী (র) এবং লাক্ষ্ণৌ-এর অন্য কয়েকজন আলিমের পর্যালোচনার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে এবং পার্থক্যও সামান্য নহে। কেননা তাঁদের মতে রূপার নিসাব ছত্রিশ তোলা সাড়ে পাঁচ মাশা এবং সোনার নিসাব পাঁচ তোলা আড়াই মাশা, আর অর্ধ ছা' প্রায় এক সের পনের তোলা।

একথা সুস্পষ্ট যে, এই বিরাট ব্যবধানের প্রভাব সম্পদের সাথে সম্পর্কিত শরীয়তের যাবতীয় হুকুমের উপর পড়ে থাকে। এই কারণেই দীর্ঘদিন যাবত সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে এই প্রশ্ন বিরাজমান ছিল, বিশেষত

www.pathagar.com

এই ব্যাপারে দারুল উলুমের দারুল ইফতায়ে এক সময়ে অনেক প্রশ্ন জমা হয়। এ ছাড়া 'রমযানুল মুবারকে রাহবারে দিকান'-এর সংখ্যায় অবহিত হওয়া গেল যে, হায়দরাবাদের একদল আলিম এই ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করার পর মওলানা লাক্ষ্মৌভীর লেখা অনুযায়ী যাকাত এবং সদকায়ে ফিতর, ইত্যাদির পরিমাণ সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেছেন। এই কারণে আরো প্রশ্নের ভীড় হতে থাকে।

এজন্যে ফকীহ্গণের (মুসলিম আইনবেত্তা) স্পষ্ট বর্ণনার আওতায় ভারতবর্ষে প্রচলিত ওযনসমূহের মধ্যে ঐ সকল শরীয়তগত পরিমাপের পরিপূর্ণ বিশ্লেষণ করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। আমরা সাধ্য ও যোগ্যতা অনুযায়ী ঐ সকল পরিমাপের অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণের ব্যাপারে সম্ভাব্য চেষ্টা করেছি। এতে যা কিছু ফলোদয় হয়েছে তা নিম্নে উপস্থাপন করছি ঃ

ফকীহ্গণের বিবরণ

শরীয়তগত ওযন	বিনিময়ে প্রচলিত ওযন
দিরহাম	৭০ যব
মিস্কাল	১০০ যব
বাগদাদী ছা'	৮ রাতল
দিরহামের হিসাবে রাতল	১০০ দিরহাম
মিস্কালের হিসাবে রাতল	৯০ মিস্কাল
মুদ্-এর হিসাবে রাতেল	অর্ধ মুদ্
ইস্তারের হিসাবে রাতল	২০ ইস্তার
দিরহামের হিসাবে ছা'	১,০৪০ দিরহাম
মিস্কালের হিসাবে ছা'	৭২০ মিস্কাল
মুদ্-এর হিসাবে ছা'	৪ মুদ্
ইসতারের হিসাবে ছা'	১৬০ ইস্তার

উল্লিখিত বিস্তারিত বর্ণনা শরহে বেকায়া, দুর্রে মুখতার, বাহ্রুর-রায়িক, শামী, মাজমা'উল-আন্হুর, জামি'উর-রুমূয প্রভৃতি সাধারণ ফিক্হ গ্রন্থে উল্লিখিত রয়েছে, যার মধ্য থেকে কয়েকটি উদ্ধৃতি নিম্নে প্রদত্ত হল ঃ

www.pathagar.com

(١) وفى فتح القدير زكواة المال قال ابو عبيد فى الاموال ولم يزل المثقال فى اباد الدهر محدودا لا يزيد ولا ينقص - وكلام السجاوندى فى قسمة التركات خلافه - قال الدينار بصنجة اهل الحجاز عشرون قيراطا والقيراط خمس شعيرات فالدينار عندهم مائة شعيرة وعند اهل سمرقند مائة وستون شعيرة (الى قوله) فلا حاجة الى الاشتغال بتقييد ذلك وهو تعرف الدينار على عرف سمرقند وكون دينار الحجاز هو المقصود اذ الحكم قد خرج من هناك ويوضح ذالك قوله صلى الله عليه وسلم المكيال مكيال اهل المدينة والوزن وزن مكة - لفظ النسائى عن احمد ابن سليمان ووثقه -
(فتح القدير ج - ١ - ص ٥٢٣)

১. আবু 'উবায়েদ 'কিতাবুল আমওয়াল'-এ উল্লেখ করেছেন যে, দীনার সব সময়ের জন্য নির্ধারিত ও নির্দিষ্ট পরিমাণে ব্যবহৃত হয়ে আসছে, তাতে কখনো হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটেনি।

---------------- বন্টনের ক্ষেত্রে সাজাওয়ান্দীর বক্তব্য এর বিপরীত। কেননা তিনি বলেছেন যে, হিজাযবাসীদের ওযন অনুযায়ী দীনারে হচ্ছে বিশ কীরাত আর কীরাতে হচ্ছে পাঁচ যব। এই পরিপ্রেক্ষিতে তাঁদের মতে এক দীনারে হচ্ছে একশ যব। সমরকন্দীদের মতে এক দীনারে হচ্ছে ছিয়ানব্বই যব। অতঃপর তিনি বলেছেন যে, সমরকন্দীদের ওযনের পর্যালোচনায় লিপ্ত হওয়া অর্থহীন, কারণ এ ব্যাপারে হিজাযী ওযনই উদ্দেশ্য; এই হিজায হতেই যাকাত সম্পর্কিত হুকুমের উদ্ভব হয়েছে।

হযরত রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন যে, পরিমাপ যন্ত্রের সাহায্যে পরিমাপ করার ক্ষেত্রে মদীনাবাসীদের পরিমাপ এবং বাটখারার সাহায্যে ওযন করার ব্যাপারে মক্কাবাসীদের ওযন গৃহীত হবে। ইমাম নাসাঈ, আহমদ ইব্‌ন সুলায়মানের রিওয়ায়েতের সূত্রে বর্ণনা করেছেন এবং এই হাদীসকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন। (ফতহুল কাদীর ঃ ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫২৩)

(٢) فى الدر المختار الدينار عشرون قيراطا والدرهم اربعة عشر قيراطا والقيراط خمس شعيرات فيكون الدرهم

www.pathagar.com

الشرعي سبعون شعيرة والمثقال مائة شعيرة اهـ قال الشامي لعله شعيرة معتدلة لم تقشر وقطع من طرفيها مادق وطال (در مختار مع الشامي ص ٣٠ ج-٢) مثله في البحر الرائق ج ٢ -ص ٢٢٧ ومثله في شرح الوقاية ومجمع الانهر وجامع الرموز -

২. দুররুল-মুখতারে উল্লেখ আছে যে, দীনারে বিশ কীরাত, দিরহামে চৌদ্দ কীরাত এবং কীরাতে পাঁচ যব। অতএব শরীয়তগত এক দিরহামে সত্তর যব এবং মিস্কালে একশ যব।

আল্লামা শামী এই উক্তির ব্যাখ্যায় বলেছেন যে, উল্লেখিত যব খোসাসহ মাঝারি আকারের হওয়া চাই এবং উহার উভয় পার্শ্বের লেজের মত সরু লম্বা অংশটি কর্তিত হওয়া চাই। (দুররে-মুখতার, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩০) বাহরুর-রায়িক, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২২৭, এমনিভাবে শরহে বেকায়া, মাজমাউল আনহুর এবং জামি'উর-রামুযে এ কথার উল্লেখ আছে ঃ

(٣) وفي الدر المختار والصاع المعتبر ما يسع الفا واربعين درهما من ماش او عدس اهـ قال الشامي اعلم ان الصاع اربعة امداد والمد رطلان والرطل نصف من والمن بالدرهم مائة وستون درهما وبالاستار اربعون والاستار بكسر الهمزة بالدرهم ستة ونصف وبالمثاقيل اربعة ونصف كذا في درالبحار والمد والمن سواء كل منهما ربع صاع رطلان بالعراقي والرطل مائة وثلاثون درهما واختلف في الصاع فقال الطرفان ثمانية ارطال بالعراقي وقال الثاني خمسة ارطال وثلث وقيل لا خلاف (الى قوله) وهذا هو الاشبه لان محمدا لم يذكر خلاف ابي يوسف ولو كان لذكره لانه اعرف بمذهبه - (شامي ج-٢-ص ٧٩)

৩. দুররুল-মুখতারে উল্লেখ আছে যে, শরীয়তে হুকুমের ক্ষেত্রে যে সা' ধর্তব্য হয়ে থাকে তা হচ্ছে এমন পরিমাপ যন্ত্র যার মধ্যে এক হাজার চল্লিশ দিরহামের সমওযনের মাসকলাই কিংবা মসুর ধরে। আল্লামা শামী এই কথার ব্যাখ্যায় লিখেছেন যে, চার মুদ্-এ এক সা' এবং দুই রাতল-এ এক মুদ্ আর অর্ধ মণে রাতল (হিজাযীগণের পরিভাষায়) এবং দিরহামের

www.pathagar.com

হিসাবে এক মণ-এ একশ ষাট দিরহাম, ইসতারের হিসাবে চল্লিশ ইসতারে এক মণ আর ইসতারে দিরহামের হিসাবে সাড়ে ছয় দিরহাম এবং মিসকালের হিসাবে সাড়ে চার মিস্‌কাল (অনুরূপ দুররুল-বিহারে উল্লেখিত রয়েছে), কাজেই মুদ্‌ এবং মণ পরিমাণে সমান। উহাদের প্রত্যেকটি সা'-এর এক চতুর্থাংশের সমান যা ইরাকী দুই রাতল-এর সমান এবং রাতল একশ ষাট দিরহামের সমান।

সা'-এর ওযন সম্বন্ধে মতভেদ আছে। ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ বলেন যে, ইরাকী আট রাতল-এ এক সা'। ইমাম আবূ ইউসুফ বলেন যে, পাঁচ রাতল এবং এক রাতল-এর এক তৃতীয়াংশে এক সা'।

আবার কেউ কেউ এও বলেছেন যে, সা' সম্পর্কে (হানাফী ইমামদের মধ্যে) কোন মতপার্থক্য নেই। বরং সর্বসম্মতভাবে আট রাতল-এ এক সা' হয়ে থাকে এবং এটা (মতভেদ না থাকাই) অধিকতর স্থানোপযোগী। কেননা ইমাম মুহাম্মদ (র) এই সম্বন্ধে ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতপার্থক্যের কথা উল্লেখ করেন নি। যদি মতভেদ থাকত তাহলে তিনি অবশ্যই তা উল্লেখ করতেন। কারণ তিনি ইমাম আবূ ইউসুফের মাযহাব সম্পর্কে অধিকতর অবহিত ছিলেন। (শামী : ২য় খণ্ড, পৃঃ ৭৯)

(৩) وفى شرح الوقاية ونصف صاع من العراقى فهو منوان على ان المن اربعون استارا ، والاستار اربعة مثاقيل ونصف مثقال فالمن مائة وثمانون مثقالا اهـ

৪. শরহে বেকায়ায় উল্লেখ রয়েছে, ইরাকী অর্ধ সা'-এ দুই মণ। আর এক মণ-এ চল্লিশ ইসতার এবং ইসতারে সাড়ে চার মিস্‌কাল। সুতরাং এক মণ-এ হচ্ছে একশ আশি মিস্‌কাল।

ফকীহ্‌দের উপরিউক্ত বিশদ বর্ণনা ভারতবর্ষের অধিকাংশ আলিম এবং হযরত মওলানা আবদুল হাই লাক্ষ্ণৌভীর নিকট সম্মত ও স্বীকৃত ব্যাপার এবং তাঁরা সকলে উল্লেখিত বর্ণনার উপরই নিজ নিজ হিসাবের ভিত্তি রেখেছেন।

কিন্তু মতভেদ এখান হতে সৃষ্টি হয়েছে যে, মওলানা লাক্ষ্ণৌভীর সত্তর যব যা দিরহামের পরিমাণ তাকে দুই মাশা দেড় রতি সাব্যস্ত করেছেন।

www.pathagar.com

অপরপক্ষে ভারতবর্ষের অধিকাংশ আলিম উহাকে তিন মাশা এক রতি ও এক রতির এক-পঞ্চমাংশ স্থির করেছেন। এভাবে মওলানা লাক্ষ্ণৌভীর বিশ্লেষণ অনুযায়ী এক মিস্‌কালে তিন মাশা এক রতি এবং অন্য সকল আলিমের পর্যালোচনা মোতাবেক সাড়ে চার মাশা। আবার যেহেতু ছা'-এর ওযনও ফলতঃ দিরহাম ও মিস্‌কাল হতেই নেওয়া হয়ে থাকে সেহেতু উহার হিসাবে সা'-এর ওযনেও তারতম্য হয়ে যায়। আর এ কথা পরিষ্কার যে, যখন এক দিরহামের ওযনে এক মাশারও অধিক পার্থক্য দেখা দিয়েছে তখন দুইশ দিরহামে (যাকাতের নিসাব) কত বিরাট পার্থক্য হয়ে যাবে। এমনিভাবে যখন এক মিস্‌কালে দেড় মাশার ব্যবধান হয়েছে তখন বিশ মিস্‌কালে অবশ্যম্ভাবীরূপে ত্রিশ মাশার ব্যবধান হবে, সা'-এর ক্ষেত্রেও তফাত এমনিভাবে বুঝে নিতে হবে। এখন আমাদের চিন্তার বিষয় হচ্ছে যে, সত্তর যব এবং একশ যবের ওযন মাশার হিসাবে কি পরিমাণ তাহলে দিরহাম ও মিস্‌কালের সঠিক ওযন জ্ঞাত হওয়া যাবে। অতঃপর এর মাধ্যমে সোনা-রূপার সঠিক নিসাব এবং সদকায়ে ফিতর-এর সঠিক পরিমাণ অবগত হওয়া সহজ হবে।

আমরা সত্তরটি যব এবং একশটি যব পৃথক পৃথকভাবে পূর্ণ সতর্কতার সাথে ওযন করেছি। ফকীহ্‌দের বর্ণনানুযায়ী যবও মধ্যম আকারের শিষ-কাটা ও খোসা সম্বলিত ছিল। আমরা নিজেরা কয়েক বার ওযন করি এবং বিভিন্ন পোদ্দার দ্বারা ওযন করাই। প্রথমে বর্তমানে প্রচলিত মাশার সাথে ওযন করাই। এতে দেখা গেছে যে, সত্তর যবে তিন মাশা পাঁচ রতি এবং একশ যবে পাঁচ মাশা দুই রতি হয়। কিন্তু বর্তমানে প্রচলিত মাশা তোলা মূল তোলা মাশা হতে কিছুটা কম। কেননা এ সময়ে বাজারে প্রচলিত ইংরেজী টাকার মুদ্রাকে এক তোলা স্থির করা হয়, যা মূলত সাড়ে এগার মাশা; মূল তোলা হতে চার রতি কম। এই হিসাবমতে মাশায় এক-তৃতীয়াংশ রতি কম হয়, তিন মাশার এক রতি এবং পাঁচ মাশায় পৌনে দুই রতি কম হয়। তাহলে ধরে নেওয়া যায় যে, এই ওযনের হিসাবে সত্তর যবে তিন মাশা চার রতি অর্থাৎ মোট প্রায় আটাশ রতি হয়। এরপর অধিক সাবধানতার জন্য রতির সাথে ওযন করাবার ইচ্ছা পোষণ করি। এই উদ্দেশ্যে বাজার হতে লাল কাইসদানা যার প্রতিটি এক রতি হয়ে থাকে, একত্রে ওযন করা হয়। এতে দেখা গেল যে, এই কাইসদানাগুলোর ওযনের

www.pathagar.com

মধ্যে গরমিল রয়েছে। যাতক কাইসদানায় সত্তর যবের ওযন আটাশ রতি এবং একশ যবের ওযন একচল্লিশ রতি হল। যাতক কাইসদানায় সত্তর যবের ওযন সাতাশ রতি, যাতক কাইসদানায় সত্তর যবের ওযন ছাব্বিশ রতি, আবার অন্য কতক কাইসদানায় পঁচিশ রতি।

এমনিভাবে কাইসদানায় একশ যবের ওযনও চল্লিশ রতি, কতক কাইসে উনচল্লিশ রতি, কতক কাইসে আটত্রিশ রতি আবার কতক কাইসে ছত্রিশ রতি দেখা গেল।

ওযনের তারতম্যের কারণ সম্বন্ধে অনুসন্ধান ও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো হল। এর ফলশ্রুতিতে জানা গেল যে, এর কারণ হল অধিকাংশ কাইসের পারস্পরিক আকারগত পার্থক্য। কেননা স্বর্ণকার এবং পোদ্দার কর্তৃক যে পরিমাণ কাইস একত্রিত করা হয় তাদের মধ্যে এরূপ তারতম্য ছিল যে সাধারণ দৃষ্টিতেও সেগুলো ছোটবড় মনে হচ্ছিল। আমরা সঠিক ওযন জ্ঞাত হওয়ার জন্যে যে রকম মাঝারি আকারের যব বেছে নিয়েছিলাম কাইসও তদ্রূপ মাঝারি আকারের নেওয়া প্রয়োজন ছিল। এজন্যে সম্ভাব্য অনুসন্ধান ও যাচাই-পরখের মাধ্যমে মাঝারি ধরনের কাইস জমা করা হল, যাদের মধ্যে দেখতেও কোন পার্থক্য মনে হচ্ছিল না। সেগুলোর দ্বারা পুনরায় নতুনভাবে ওযন করায় দেখা গেল যে, সত্তর যবে পঁচিশ রতি এবং একশ যবে পূর্ণ ছত্রিশ রতির সমান হয়। পুনরায় এ ক্ষেত্রেও বিভিন্ন পদ্ধতিতে ওযন করি এবং অন্যদের দ্বারা ওযন করাই। এতে দেখা গেল যে, প্রত্যেকবার একই ওযন হল। এর দ্বারা জানা গেল যে, দিরহামে (যার শরীয়তী পরিমাণ সত্তর যব) তিন মাশা এক রতি এবং মিস্‌কালে (যার পরিমাণ একশত যব) পূর্ণ সাড়ে চার মাশা।

এ ওযনই ভারতবর্ষের অধিকাংশ আলিম এবং দিল্লীর বিশেষজ্ঞরা লিপিবদ্ধ করেছেন। একমাত্র দিরহামের ওযনে এক রতির এক-পঞ্চমাংশ আমাদের হিসাবে কম রইল। অবশ্য এটা পরিষ্কার যে, পরিমাণে এই কম হওয়াটা অনুভব করা যায় না।

এ সকল যাচাই-পরখ ও অনুসন্ধান এবং বিভিন্ন ধরনের কাইস ও মাশা ইত্যাদি দ্বারা বারবার ওযন করায় একথা তো সম্পূর্ণরূপে সুনির্ধারিত বিশ্বাসযোগ্য হয়ে গেছে যে, দিরহামের ওযন দুই মাশা দেড় রতি এবং মিস্‌-কালের ওযন তিন মাশা এক রতি। লক্ষ্ণৌর আলিমরা যা লিখেছেন, তা

www.pathagar.com

কোন রকম এবং কোন হিসাবমতে বিশুদ্ধ নয়। কেননা তাঁদের বিশ্লেষণ অনুযায়ী দিরহামে সাড়ে সতের রতি এবং মিসকালে পঁচিশ রতি হয়। এই সমুদয় অনুসন্ধান ও পরীক্ষা-নিরীক্ষায় এবং পুনঃ পুনঃ ওযনে সত্তর যব (অর্থাৎ, দিরহাম)-এর ওযন পঁচিশ রতি আর একশ যব (অর্থাৎ মিস্‌কাল)-এর ওযন কোনক্রমে ছত্রিশ রতি হতে কম হয় না।

বিস্ময়ের ব্যাপার যে, মওলানা আবদুল হাই লাক্ষ্ণৌভীর মত বিজ্ঞ ও পারদর্শী ব্যক্তির হিসাবে কেমন করে এমন বিরাট পার্থক্য হল। এই বিষয়ে চিন্তা করতে গিয়ে মনে পড়ল যে, হয়ত বা মওলানা সাহেব শুধু চার যব এবং এক রতির পরস্পর ওযন করেছেন। জানা না থাকার কারণে এর মধ্যে পার্থক্য অনুভব করতে পারেন নি। আবার এর উপরেই সত্তর যব এবং একশ যবের হিসাব করে দিরহাম ও মিস্‌কালের ওযন নির্ধারণ করে-ছেন। সত্তর যব এবং একশ যবকে সমষ্টিগতভাবে ওযন করেন নি। তা না হলে এই ভ্রম কখনো হত না। সুতরাং এ ধারণার বাস্তবতা যাচাইয়ের নিমিত্ত চারটি যব এবং এক রতির ওযন করলাম। এতে ঐ ধারণার সত্যতা ও যথার্থতা এভাবে সপ্রাণিত হল যে, বাহ্যিক দৃষ্টিতে তা সম্পূর্ণ-রূপে সমান মনে হল। পুনরায় একে আরো দৃঢ়ভাবে প্রমাণিত করার লক্ষ্যে মাত্র তিনটা যব এবং এক রতির ওযন করলাম। এতেও প্রকাশ্য দৃষ্টিতে উহা সমান মনে হল। এই দুইটি ওযনের মধ্যে পার্থক্য এত অস্পষ্ট ছিল যে, উহা আঁচ করা কষ্টকর ছিল। এ দ্বারা প্রমাণিত হল যে, মূল এক রতির ওযন নয় পূর্ণ চার যব আর নয় পুরাপুরি তিন যব, বরং তিন হতে কিছু পরিমাণ কম, আর এই ন্যূনতা শুধু এক রতি ওযন করার মধ্যে প্রকাশ পায় না।

যে সকল আলিম এক রতির পরিমাণ চার যব কিংবা তিন যব লিখেছেন তাঁরা এর দ্বারা কাছাকাছি হওয়ার অর্থ নিয়েছেন ; অথবা তাঁদের এই মতের পিছনে এ কারণও থাকতে পারে যে, তারা শুধু এক রতির ওযন প্রত্যক্ষ করেছেন এবং সামান্য ওযনে ক্ষুদ্র পার্থক্য ধরা পড়ে নি।

মোট কথা এই সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ ও প্রয়াসের পর এটা তো বিশ্বাসে পরিণত হয়েছে যে, দিরহামের ওযন দুই মাশা দেড় রতি এবং মিস্‌কালের ওযন তিন মাশা এক রতি কখনো হতে পারে না।

এখন শুধু এতটুকু কথা অবশিষ্ট রয়ে গেছে যে, আমরা যে বিভিন্ন ধরনের কাইস এবং বাজারের মাশার দ্বারা ওযন করেছি এবং প্রত্যেক

www.pathagar.com

প্রকারে কিছু-না-কিছু তারতম্য পাওয়া গেছে, উহাদের মধ্য হতে কোন ওযনকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। এই ব্যাপারে প্রথমত আমাদে নিজস্ব অনুসন্ধানের দিক দিয়েও ঐ ওযনই অগ্রগণ্য এবং সঠিক যা ভারতবর্ষের অধিকাংশ আলিমের বিশ্লেষণের সাথে পূর্ণ সামঞ্জস্যশীল অর্থাৎ সত্তর যব পঁচিশ রতির এবং একশ যব ছত্রিশ রতির সমান। কেননা এই ওযন মাঝারি আকারের যব এবং মধ্যম আকারের কাইস দ্বারা করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত অধিকাংশ আলিমের বিশ্লেষণের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হওয়াটাই এই অগ্রাধিকারের জন্যে যথেষ্ট। কারণ, এ সকল খ্যাতনামা আলিম হিজরী সপ্তম শতাব্দী হতে হিজরী ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত বিভিন্ন যুগে এবং বিভিন্ন স্থানে নিজ নিজ পরীক্ষা-নিরীক্ষা সংরক্ষণ করেছেন। এর বিস্তারিত বর্ণনা আসছে এবং সকলের বিশ্লেষণই সামঞ্জস্যপূর্ণ। স্বভাবতই এটা অসম্ভব যে, সকলেই একই ভুলের উপর একত্রিত হয়েছেন।

ভারতবর্ষের প্রাচীন আলিমদের বিচার-বিশ্লেষণ

মওলানা আবুল ফতহ রুকনুদ্দীন ইবন হিসাব মুফতী নাগোরী, যিনি কাযীউল কুযযাত শায়খ হাম্মাদ উদ্দীন আহমদ (র)-এর তরফ হতে নহরওয়ালা শহরে (গুজরাট প্রদেশ) ইসলামী সরকারের পক্ষ হতে মুফতী পদে নিয়োজিত ছিলেন এবং ঐ সময়েই অত্যন্ত অনুসন্ধানের মাধ্যমে 'ফাতাওয়া-ই-হাম্মাদিয়া' প্রণয়ন করেছিলেন, তাতে শরী'য়তী ওযনের ব্যাপারে তিনি ভারতবর্ষের শীর্ষস্থানীয় আলিমদের বিচার-বিশ্লেষণ সন্নিবেশ করেন। উহাতে তিনি মওলানা মু'ঈনুদ্দীন-এর প্রান্তিক টীকার বরাতে 'শরহে কানয' হতে উপাদান সংগ্রহ করেন। অবশ্য এটা জানা যায়নি যে, এ শরহে কানয কোন্ ধরনের গ্রন্থ এবং উহা কোন্ যুগে রচিত। তবে এতটুকু পরিষ্কার যে, এ মনীষী ভারতবর্ষের প্রাচীন আলিমদের অন্যতম এবং নিম্নলিখিত উদ্ধৃতাংশ بوزن البلاد (আমাদের দেশের ওযনে) দ্বারা দিল্লী ও তদসন্নিহিত এলাকাসমূহকে বোঝাচ্ছেন। এ উদ্ধৃতির পূর্বে ঐ গ্রন্থেই درهم البلاد يعني حضرة دهلي (আমাদের শহরের অর্থাৎ দিল্লীর দিরহাম) উল্লেখ আছে।

والقيراط حبة واربعة اخماس حبة فيكون وزن الدرهم
خمسة وعشرون حبة وخمس حبة وكل الولجة ثلاثة دراهم

www.pathagar.com

و عشرون حبة و خمسا حبة لان تولجة اليوم ستة و تسعون
حبة لان كل تولجة فى اصطلاح هنا اثنا عشر ماشجة و كل ماشجة
ثمانية حبة فعلى هذا يكون نصاب الفضة بوزن بلادنا اثنين
و خمسين تولجة نصف تولجة فالواجب تولجة و ربع تولجة
و ست حبات ونصاب الذهب بوزن بلادنا سبع تولجات و نصف
تولجة والواجب ثمن تولجة و نصف ثمن تولجة وذالك ما لماشجة
ماشجتان وربع ماشجة وهذا هو التحقيق فى هذا الباب -
(فتاوى حمادية ج-١-ص ٤٣)

আর কীরাত একদানা (রতি) ও একদানার (রতির) চার-পঞ্চমাংশ। এজন্যে এক দিরহামের ওযন পঁচিশ রতি ও এক রতির এক-পঞ্চমাংশ। প্রত্যেক তোলায় তিন দিরহাম বিশ রতি এবং এক রতির দুই-পঞ্চমাংশ। কারণ, আজকাল তোলা ছিয়ানব্বই রতির। আমাদের পরিভাষায় বার মাশায় এক তোলা আর আট রতিতে এক মাশা। এ দিক দিয়ে রূপার নিসাব আমাদের দেশের ওযন হিসাবে সাড়ে বায়ান্ন তোলা এবং তা হতে দেয় যাকাতের পরিমাণ হয়েছে এক তোলা তিন মাশা ছয় রতি এবং সোনার নিসাব আমাদের দেশের ওযনে সাড়ে সাত তোলা এবং তা হতে দেয় যাকাতের পরিমাণ হয়েছে সোয়া দুই মাশা। এই ব্যাপারে এটাই হচ্ছে চূড়ান্ত বিশ্লেষণ।

(ফাতাওয়া হাম্মাদিয়া ঃ ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৩)

মওলানা মু'ঈনুদ্দীনের উপরিউক্ত পর্যালোচনা এবং দিল্লী ও ভারতবর্ষের অধিকাংশ আলিমের পর্যালোচনা অবিকল এক। এছাড়া এই ফাতাওয়া হাম্মাদিয়ায় শায়খ বাহাউদ্দীন ইবরাহীম ইব্‌ন আবদিল্লাহ্ তাজেরে মুলতানীর হিজরী ৬৯৪ সনের একটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। তিনি ভারতবর্ষে প্রচলিত ওযনে দিরহাম, দীনার এবং ছা' ও মুদ্-এর পরিপূর্ণ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন এবং মক্কা মুয়ায্যমা শরীয়তী দিরহাম ও দীনার এবং মুদ্ ও ছা'-এর নির্ভরযোগ্য ও প্রামাণ্য পরিমাপযন্ত্র ভারতবর্ষে আনয়ন করে দিল্লীর টাকশালে সেগুলোর ওযন করানোর পর সংরক্ষণের ব্যবস্থা করান। তাঁর অবিকল বক্তব্য নিম্নরূপ ঃ

من شرح الهداية و حكى ان ابراهيم بن عبد الله التاجر
الملتانى لما دخل مكة سنة اربع و تسعين و ست مائة بالغ فى

www.pathagar.com

لتحقيق الدرهم او زن سبعة و المثقال و الصاع والمد و اتى بالدرهم مكة و مثقالها وصاعها و مدها و و زنها وحرزها بدارالضرب فى حضرة دهلى اجلها الله تعالى فصار الدر هم الشرعى ثلث ماشجة واربع شعيرات و ربع شعير - و المثقال الشرعى درهما من دراهم بلدنا وخمس درهم ونصف شعير و عشرها والمد ثلثة اساتير وثلث استار باستار بلدنا والصاع ثلثة عشر استارا و ثلث استار بلدنا وهذا لا يصلح الاعتماد و التعويل عليه وان اعول بعض علماء عصرنا لانه اشتبه صاع عمر رض - فى زمن الحجاج و قد قرب ذلك الزمان من عهد النبى صلى الله عليه و سلم فكيف يعتمد على صاع اتى به فى هذا العصر وقد تطاول الزمان وتغير الكائيل والصيعان -

(حماديه ج ۱-ص ۴۳)

হিদায়ার ব্যাখ্যাগ্রন্থে আছে যে, ইব্রাহীম ইব্ন আবদিল্লাহ্ তাজেরে মুলতানী হিজরী ৬৯৪ সনে মক্কা মু'য়ায্যমায় গমন করেন এবং সাতের ওযন হিসাবে দিরহাম (যা যাবতীয় শরীয়তী হুকুমে বিবেচিত হয়) এবং মিস্কাল, ছা' ও মুদ্-এর যাচাই-পরখের ব্যাপারে বেশ আয়াস স্বীকার করেন। মক্কা মু'য়ায্যমা হতে একটি করে দিরহাম, মিস্কাল, ছা' এবং মুদ্ সঙ্গে নিয়ে আসেন এবং ওযন করে এগুলোকে দিল্লীর টাকশালে সংরক্ষণ করান। উপরিউক্ত ওযনের নীট ফল দাঁড়ায় যে, শরীয়তী দিরহাম তিন মাশা সোয়া চার যবের সমান। শরীয়তী মিস্কালে দিল্লীতে প্রচলিত দিরহামের এক দিরহাম, এক দিরহামের এক-পঞ্চমাংশ অর্ধ যব ও এক যবের এক-দশমাংশ। আমাদের শহর দিল্লীতে প্রচলিত ইসতারের হিসাবে মুদ্ হচ্ছে তিন ইসতার ও এক ইসতারের এক-তৃতীয়াংশ। কিন্তু ছা' ও মুদ-এর এই ওযন নির্ভরযোগ্য নয় যদিও কিছুসংখ্যক আলিম এর উপরও নির্ভর করেছেন। নির্ভরযোগ্য না হওয়ার কারণ এই যে, হাজ্জাজের শাসনামলে হযরত 'উমর (রা)-এর ছা' গোলমালে হয়ে পড়েছিল অথচ সে যুগ নবুয়তী যুগের একেবারে নিকট-বর্তী ছিল। কাজেই এখন ঐ ছা'-এর উপর কেমন করে নির্ভর করা যেতে পারে, যা এত দীর্ঘকাল পরে সেখান হতে নেওয়া হয়েছে। জানা নেই এই অবসরে সেখানকার কায়ল (পরিমাণ) এবং ছা'-তে কি কি পরিবর্তন হয়েছে) (হাম্মাদিয়া ঃ ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৩)

শায়খ ইবরাহীম তাজেরে মুলতানীর বিশ্লেষণ যা হিজরী সপ্তম শতাব্দীতে অত্যন্ত যত্ন সহকারে করা হয়েছিল, তাও দিরহাম ও মিস্‌কালের ওযনের ব্যাপারে দিল্লী ও ভারতবর্ষের অধিকাংশ আলিমের বিশ্লেষণের অনুরূপ। কেননা তাতে দিরহামের ওযন তিন মাশা সোয়া চার যব বর্ণনা করেছেন আর অধিকাংশ আলিম তিন মাশা এক রতি এবং এক রতির পঞ্চমাংশ উল্লেখ করেছেন। সোয়া চার যবে এক রতি ও এক রতির এক-পঞ্চমাংশ হওয়া পরিষ্কার ব্যাপার। এমনিভাবে মিস্‌কালের ওযন দিল্লীর পূর্ণ এক দিরহাম, এক দিরহামের এক-পঞ্চমাংশ এক যবের অর্ধেক ও এক-দশমাংশ বলে ব্যক্ত করেছেন। ঐ সময়ে দিল্লীর দিরহাম চার মাশার ছিল। ফাতাওয়া হাম্মাদীয়ায় উপরিউক্ত বক্তব্যের প্রথমে নিম্নলিখিত বাক্য রয়েছে এবং তা দ্বারা বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে :

ودرهم بلدنا اعنى حضرة دهلى اربعة وستون شعيرا لانه
اربع ماشجة وكل ماشجة ستة عشر شعيرا (٢٢)

আমাদের দিল্লী শহরে দিরহামে চৌষট্টি যব। কেননা দিরহামে চার মাশা আর প্রতি মাশায় ষোল যব। (হাম্মাদিয়া : পৃ. ৪২)

এর দ্বারা জানা গেল যে, মিসকালের ওযন মাশা-রতির হিসাবে প্রায় চার মাশা ছয় রতি হয়। এ দিল্লীর পরবর্তী যুগের আলিমদের বিশ্লেষণ হইতে মাত্র দুই রতি বেশী এবং লাক্ষ্ণৌর আলিমদের বিশ্লেষণীতে এ আরও অধিক দূরবর্তী। যুগের বায়হাকী হযরত কাযী সানাউল্লাহ্ সাহেব পানিপথী (র), যিনি হিজরী ১২২৫ সনে ইন্তিকাল করেন এবং হযরত শাহ আবদুল আযীয (র)-এর স্বনামধন্য ছাত্রদের অন্যতম ছিলেন এবং স্বয়ং হযরত শাহ সাহেবও যাঁকে 'যুগের বায়হাকী' উপাধি দিয়েছিলেন, তিনি তাঁর সময়ে সরকারের তরফ হতে কাযী ছিলেন। তাঁর গ্রন্থ 'মা-লা বুদ্দা মিন্‌হু'তে আছে :

نصاب زر بست مثقال است كه هفت ونيم توله باشد ونصاب
سيم دوصد درهم ست كه پنجاه وشش روپيه سكه دهلى وزن
ان مى شود -

"সোনার নিসাব বিশ মিস্‌কাল যাতে সাড়ে সাত তোলা হয় এবং রূপার নিসাব দুইশ দিরহাম যাতে দিল্লীর মুদ্রায় ছাপ্পান্ন টাকার ওযন হয়।"

www.pathagar.com

মিশকাত শরীফের ব্যাখ্যাতা দিল্লীর খ্যাতনামা আলিম হযরত কুতুব-উদ্দীন সাহেব হিজরী ১২৫৪ সনে স্বীয় মাযহাবের 'হক' নামক গ্রন্থে লিখেন :

درهم تین ماشه ایک رتی اور پانچواں حصه رتی کا هوتا هے
پس دوسو درهم میں چاندی چھه سو تیس ماشه هوتی هے اور
ان پر زکوة کے پانچ درهم هیں اور پانچ درهم میں چاندی هے
پندره ماشه چھه رتی پس اگر روپیه هیں باره باره ماشه کے
جیسے کلدار سکه هی کل کے اور دہلی اور پتلی دار تو چھه سو
تیس ماشه کے ساڑھے باون روپے هوئے اوپر زکوة کا هوا ایک
روپیه باره ماشه کا اور پانچ آنه اور اگر روپیه هیں ساره
گیاره ماشه کے مثلا لکھنؤ وغیره کے تو چون روپے باره آنه چھه
پائی اور چھه جزء تیئیس پائی کے پس سے هوئے اوپر ایک
روپیه ساڑھے گیاره ماشه کا اور پانچ آنه دس پائی اور
بائیس جزء تیئیس جزء پائی کے میں سے زکوة هوتی حسب
تفصیل ذیل -

تعیین زکوة	وزن چاندی	تعیین زکوة	شماردرهم
١٥ ماشه ٦ رتی	٦٣٠ ماشه	٥ درهم	٢٠٠ درهم
	زکوة-		سکه باره ماشه کا -
	ایک روپیه پانچ آنه		٥٢ روپیه ٨ آنه
	زکوة		سکه ١١ ١/٢ کا
١٠ ٢٢/٢٣ پائی	ا روپیه ٥ آنه	٦ ٢/٢٣ پائی	٥٤ روپیه ١٢ آنه

اور نصاب اسکی یعنی سو تین یعنی بیس مثقال یہاں کے حساب
سے ساڑھے سات تولہ بھر ہوتے ہیں مظاہر حق - ص-١٠٨ ج-٢

"এক দিরহামে তিন মাশা এক রতি ও এক রতির এক-পঞ্চমাংশ হয়। কাজেই দুইশ দিরহামে ছয়শ ত্রিশ মাশা হয় এবং তাতে যাকাত হবে পাঁচ দিরহাম। এই পাঁচ দিরহামে রূপা হচ্ছে পনর মাশা ছয় রতি।

www.pathagar.com

যদি রৌপ্যমুদ্রা বার মাশার হয় তবে ছয়শ ত্রিশ মাশায় সাড়ে বায়ান্ন টাকা হয়। এতে যাকাত হবে বার মাশার মুদ্রায় এক টাকা পাঁচ আনা। যদি রৌপ্যমুদ্রা সাড়ে এগার মাশার হয় যেরূপ লক্ষ্নৌ ইত্যাদি স্থানে প্রচলিত, তবে ছয়শ ত্রিশ মাশায় চুয়ান্ন টাকা বার আনা ছয় সমস্ত তেইশ ভাগের ছয় পাই হয়। এতে যাকাত সাড়ে এগার মাশার এক টাকা পাঁচ আনা দশ সমস্ত তেইশ ভাগের বাইশ পাই। বিস্তারিত বিবরণ নিম্নের ছকে প্রদত্ত হল ঃ

দিরহাম	দেয় যাকাত	রৌপ্যের ওযন	দেয় যাকাত
২০০	৫ দিরহাম	৬৩০ মাশা	১৫ মাশা ৬ রতি

বারমাশার রৌপ্যমুদ্রা	দেয় যাকাত
৫২ টাকা ৮ আনা	১ টাকা ৫ আনা

সাড়ে এগার মাশার রৌপ্যমুদ্রা	দেয় যাকাত
৫৪ টাকা ১২ আনা ৬$\frac{৬}{২৩}$ পাই	১ টাকা ৫ আনা ১০$\frac{২২}{২৩}$ পাই

স্বর্ণের যাকাতের নিসাব হল বিশ মিস্‌কাল। ভারতবর্ষের হিসাবে সাড়ে সাত তোলা হয়।

(মাযাহিরে হক, ২য় খণ্ড, পৃ ১০৮)

ভারতবর্ষের অভিধানগত বিশ্লেষণ

'হাপ্তে কুলযুম'-এর লেখক যিনি ভারতবর্ষের নামকরা অভিধান-বেত্তা তিনিও দিরহামের ওযন তিন মাশা চার যব লিখেছেন। 'গিয়াসুল্লুগাত'-এর লেখকও দিরহামের ওযন সাড়ে তিন মাশা লিখেছেন এবং মিস্‌কাল সম্পর্কে বলেছেন, "মিস্‌কাল একটি ওযনের নাম যাতে সাড়ে চার মাশা হয়ে থাকে।"

যদিও এতে অনেকের মতভেদ রয়েছে তবুও শক্তিশালী মত হচ্ছে এটিই।

ভারতবর্ষের চিকিৎসকদের বিশ্লেষণ

আশরাফুল-হুকামা জনাব হাকীম মুহাম্মদ শরীফ খান দেহলভী ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ভারতবর্ষের খ্যাতনামা চিকিৎসক হিসাবে স্বীকৃত ছিলেন। তাঁর 'ইলাজুল-আমরায' নামক ফার্সী গ্রন্থের শেষে ওযনসমূহের আলোচনার উপর একটি স্বতন্ত্র পরিচ্ছেদ আছে, যার শেষে তিনি লিখেছেন,

www.pathagar.com

"যে সকল ওযন এই দেশে প্রচলিত ও প্রসিদ্ধ রয়েছে তা এই যে, চার সরিষা দানায় এক বরঞ্জ, চার বরঞ্জে এক যব, দুই যবে এক রতি, আট রতিতে এক মাশা, সাড়ে তিন মাশায় এক দিরহাম, সাড়ে চার মাশায় এক মিস্কাল, বার মাশায় এক তোলা, চৌদ্দ মাশায় এক আলমগীরী...দাম, একুশ মাশায় এক পাকা ...দাম..., ত্রিশ পাকা দামে এক আকবরী সের, চল্লিশ পাকা দামে এক শাহজাহানী সের, চুয়াল্লিশ পাকা দামে এক আলমগীরী সের, আটচল্লিশ পাকা দামে এক ফররুখশাহী সের প্রচলিত রয়েছে।

এই বিশ্লেষণেও দিরহাম ও মিস্কালের ওযন ভারতবর্ষের প্রাচীন আলিমদের বিশ্লেষণেরই মত। অবশ্য রতির ওযন দুই যব বলা হয়েছে। সম্ভবত ঐ সময়ের যব আকারে বড় ছিল অথবা নিরীক্ষাকারীদের সামনে ঘটনাক্রমে বড়গুলো ছিল। এছাড়া এর দ্বারা এতটুকু তো ভালরূপে অবগত হওয়া গেল যে, এক রতিতে চার যব নয়।

(বিশেষ জ্ঞাতব্য) এই বিশ্লেষণের মাধ্যমে ভারতবর্ষের সেরের বিভিন্ন ওযন জ্ঞাত হওয়া গেল, তোলার হিসাবে যা নিম্নরূপ, তার সাথে বর্তমানে প্রচলিত কিছু সেরের উল্লেখ করা হল ঃ

আকবরী সের	শাহজাহানী সের	আলমগীরী সের
৫২½ (সাড়ে বায়ান্ন) তোলা	৭০ (সত্তর) তোলা	৭৭ (সাতাত্তর) তোলা
ফররুখ শাহী সের	ইংরাজী সের	বর্তমানে দেওবন্দ ও মুযাফ্ফর নগরে প্রচলিত সের
৮৪ (চুরাশি) তোলা	৮০ (আশি) তোলা	৮৮ (আটাশি) তোলা

'মাখযান' নামক গ্রন্থে দিরহাম ও মিস্কালের ওযন হতে ভিন্নতর লেখা হয়েছে। কিন্তু সেই ভিন্নতা সম্ভবত এর উপর ভিত্তি করে উদ্ভব হয়েছে যে, দিল্লী ও বাংলার তোলার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। দিল্লীর তোলা বার মাশা এবং বাংলার তোলা দশ মাশার সমান। খোদ মাখযানে এর পরিষ্কার বর্ণনা আছে। তোলার ওযন মাশার মধ্যে বিভিন্ন হওয়ার কারণে দিরহাম ও মিস্কালের মধ্যে স্বাভাবিকভাবে পার্থক্য হয়ে যায়।

এই সকল আলোচনা ও পর্যালোচনার নির্যাস ছিল এই যে, দিরহাম ও মিস্কালের সঠিক ওযন তোলা ও মাশা দ্বারা করা হয়। এখন মূল

www.pathagar.com

উদ্দেশ্যের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করা উচিত যে, সোনা-রূপার নিসাব এবং সদকায়ে ফিত্‌র-এর পরিমাণ কি হয়েছে যার বিস্তারিত বর্ণনা নিম্নরূপ ঃ

সোনা-রূপার হিসাব

যখন এটা সর্বসম্মত ব্যাপার যে, রূপার নিসাব দুইশ দিরহাম এবং উপরিউক্ত যাচাইয়ের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়ে গেল যে, এক দিরহামের ওযন তিন মাশা এক রতি ও এক রতির এক-পঞ্চমাংশ, কাজেই হিসাব বের করায় স্পষ্ট হয়ে গেল যে, রূপার নিসাব বায়ান্ন তোলা ছয় মাশা। যেহেতু আমাদের বর্তমান সময়ে প্রচলিত টাকা সাড়ে এগার মাশার, সেহেতু টাকার হিসাবে ৫৪ টাকা ১২ আনা ৬$\frac{২}{৩}$ পাই যাকাতের নিসাব ধার্য হয়েছে।

এমনিভাবে এটাও স্বীকৃত যে, সোনার শরীয়তগত নিসাব বিশ মিস্‌কাল। আর উপরিউক্ত পর্যালোচনার মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে যে, মিসকালের ওযন চার মাশা। সুতরাং তোলার হিসাবে সোনার নিসাব সাড়ে সাত তোলা। ত্রয়োদশ শতাব্দীর দিল্লীর বিশেষজ্ঞগণ এরূপ উল্লেখ করেছেন। শায়খ বাহাউদ্দীন তাজেরে মুলতানীর পরীক্ষার নিরিখে প্রায় চল্লিশ রতি অর্থাৎ পাঁচ মাশার চাইতেও কিছু বেশী সোনার নিসাব অর্থাৎ সাত তোলা এগার মাশা। অতএব সাবধানতা এর মধ্যেই নিহিত যে, সাড়ে সাত তোলাকে নিসাব মনে করে এর উপর যাকাত দেওয়া হবে এবং যে ব্যক্তি সাড়ে সাত তোলা সোনার মালিক হবেন তাঁকে যাকাত দেওয়ার খাত হিসাবে গণ্য করা যাবে না।

জ্ঞাতব্য ঃ শরীয়তগত দিরহামের যে ওযন উপরে বর্ণনা করা হয়েছে, শরীয়তের যাবতীয় হুকুম-আহ্‌কাম ও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে যেখানেই দিরহামের উল্লেখ করা হয়েছে, তদ্দ্বারা এই শরীয়তগত দিরহামই বোঝানো হয়েছে। এজন্যে হানাফীদের মতে স্ত্রীলোকের মোহরের যে ন্যূনতম পরিমাণ দশ দিরহাম, তাতে দুই তোলা সাড়ে সাত মাশা রূপা হয়। মোহরে ফাতেমী, যার পরিমাণ ৫০০ দিরহাম বলে বর্ণিত আছে, তার পরিমাণ বর্তমান টাকায় ১৩৬ টাকা ১৫ আনা সাড়ে ৩ পাই এবং তোলার হিসাবে ১৩১ তোলা ৩ মাশা হয়।

www.pathagar.com

ছা'-এর ওজন এবং সদকায়ে ফিতর-এর নির্ভুল পরিমাণ

ইহা তো স্বীকৃত ও সম্মত ব্যাপার যে, সদকায়ে ফিতর-এর পরিমাণ হল গমে অর্ধ সা' এবং যবে এক সা'। হানাফীদের নিকট এটাও স্থিরীকৃত যে, সা' দ্বারা 'ইরাকী সা' উদ্দেশ্য আর 'ইরাকী সা' আটষট্টি রাতল-এর হয়ে থাকে। আবার সা'-রাতল এর ওযন তোলা মাশার-হিসাবে জ্ঞাত হওয়ার কয়েকটি পদ্ধতি আছে।

প্রথম পদ্ধতি মিস্‌কালের মাধ্যমে : ফকীহ্‌দের বিশদ বর্ণনানুযায়ী যার আলোচনা এই গ্রন্থের প্রথম দিকে হয়েছে, এক রাতল-এর ৯০ মিস্‌কাল আবার নব্বইকে আট দিয়ে গুণ দিলে ৭২০ মিস্‌কাল সা'-এর ওযন হয় এবং উপরিউক্ত বিশ্লেষণ দ্বারা প্রমাণিত হয়ে গেছে যে, এক মিস্‌কালে সাড়ে চার মাশা। এমতাবস্থায় পূর্ণ সা' (৩,২৪০) মাশা অর্থাৎ ২৭০ তোলার এবং অর্ধ সা' (১৩৫) একশ পঁয়ত্রিশ তোলার, যাতে ৮০ তোলার ইংরেজী সেরের হিসাবে ৩ সের ৬ ছটাকে পূর্ণ সা' এবং ১ সের ১১ ছটাকে অর্ধ সা'।

দ্বিতীয় পদ্ধতি দিরহামের মাধ্যমে : 'দুররে মুখতার' ইত্যাদির বর্ণনা অনুযায়ী পূর্ণ সা' এক হাজার চল্লিশ দিরহামের এবং উপরিউক্ত যাচাই অনুযায়ী দিরহামে তিন মাশা এক রতি ও এক রতির এক-পঞ্চমাংশ হয়। এই হিসাব মতে পূর্ণ সা'তে ২৭৩ তোলা এবং অর্ধ সা'তে ১৩৬ তোলা ৬ মাশা হয়। অর্থাৎ ৮০ তোলার ইংরেজী সেরে পূর্ণ সা'তে ৩ সের ৬ ছটাক ৩ তোলা হয় এবং অর্ধ সা' তে ১ সের ১১ ছটাক ১½ তোলা হয়। এই দুই ধরনের হিসা-বের মধ্যে পূর্ণ সা'-এর ক্ষেত্রে ৩ তোলা এবং অর্ধ সা'-এর ক্ষেত্রে ১½ তোলার পার্থক্য হয়। এই কারণেই যিনি দুররুল মুখতারের লেখকের ধারায় দিরহাম দ্বারা হিসাব করেছেন, তাঁর কাছে সা'তে ২৭৩ তোলা হয়েছে আবার যিনি বেকায়া-এর ব্যাখ্যাতা সদরুশ-শরীয়তের অনুকরণে মিস্‌কালের সাহায্যে হিসাব করেছেন তাঁর কাছে সা'তে ২৭০ তোলা হয়েছে।

তৃতীয় পদ্ধতি মুদ্-এর মাধ্যমে : মুদ্ এক পরিমাপ-যন্ত্রের নাম। 'শামী' প্রভৃতি গ্রন্থের বিবরণানুযায়ী চার মুদে এক সা'। ভারতবর্ষের ওযনের হিসাবে মুদ্-এর ওযন জ্ঞাত হওয়ার জন্যে কয়েকটি পন্থা রয়েছে। প্রথমত, ঐ সকল আলিমদের উক্তি যাঁরা মুদ্‌কে গম ইত্যাদি দ্বারা পূরণ করে ওযন করেছেন এবং নিজেদের বিশ্লেষণ লিখেছেন। এর মধ্যে একটা তো ঐ উক্তি যা শায়খ বাহাউদ্দীন তাজেরে মুলতানীর ঘটনায় হাম্মাদিয়ার বয়াতে উল্লিখিত

www.pathagar.com

হয়েছে। এতে দিল্লীর ওযনে এক মুদ্‌কে তিন ইস্‌তার ও এক ইসতারের এক-তৃতীয়াংশ এবং সা'কে তের ইস্‌তার ও এক ইস্‌তারের এক-তৃতীয়াংশ স্থির করা হয়েছে। যেহেতু দিল্লীর ইস্‌তারের ওযন জানা নেই সেহেতু এই পন্থা যথেষ্ট নয়। দ্বিতীয়ত, আমার পরম শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষক ও পথ-নির্দেশক হাকীমুল উম্মত মুজাদ্দিদুল মিল্লাত হযরত মওলানা আশরাফ আলী থানভী (র)-র পুস্তিকা 'আল্‌ তারায়িফ ওয়ায্‌-যারায়িফ'-এর দ্বিতীয় খণ্ডের ১২ পৃষ্ঠায় আছে ঃ

ایک مد حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب (نانوتوی
اول صدر مدرس دارالعلوم دیوبند) کے پاس تھا جسکی
مسلسل سند حضرت زید بن ثابت کے مد تک (جو انہوں نے
حضرت رسول اللہ صلعم کے مد سے ناپ کر بنایا تھا)
پہنچتی ہے اسکو حضرت مولانا تھانوی قدس سرہ نے دو
مرتبہ بھر کر وزن کیا (کیونکہ نصف صاع دو مد کا ہوتا ہے)
تو اٹھاسی تولہ کے سیر سے ڈیڑھ سیر ڈیڑھ چھٹانک ہوا تھا
(الطرائف ص ۱۲)

হযরত মওলানা মুহাম্মদ ইয়া'কুব নানুতভী সাহেব (প্রথম প্রধান মুদাররিস, দারুল উলূম দেওবন্দ)-এর কাছে একটি মুদ্‌ ছিল যার ধারাবাহিক সূত্র হযরত যায়দ ইব্‌ন সাবিত (রা) এর মুদ্‌ পর্যন্ত (যা তিনি হযরত রসুলুল্লাহ্‌ (সা)-এর মুদ্‌ এ পরিমাপ করে তৈরি করেছিলেন) পৌঁছে। হযরত মওলানা থানভী তা দুইবার ওযন করেন (কারণ দুই মুদ্‌-এ অর্ধ সা' হয়)। এতে দেখা গেল যে, আটাশি তোলার সেরে এক সের সাড়ে নয় ছটাক হয়। (আল্‌ তারায়িফ, পৃ. ১২)

এই হিসাবে পূর্ণ সা'-এর ওযন দুইশ আশি তোলা ছয় মাশা এবং অর্ধ সা'-এর ওযন একশ চল্লিশ তোলা তিন মাশা হয়।

আল্লামা শামী বর্ণনা করেছেন, এক মুদ্‌ দুইশ ষাট দিরহামের সমান হয়। আর দুইশ ষাট দিরহামের ওযন উপরিউক্ত বিশ্লেষণ অনুযায়ী আটশ উনিশ মাশা অর্থাৎ আটষট্টি তোলা তিন মাশা হয়। যেহেতু পূর্ণ সা'-এর চার মুদ্‌ কাজেই একে চার দ্বারা গুণ দেওয়ায় পূর্ণ দুইশ তিয়াত্তর তোলা সা'-এর

www.pathagar.com

এবং একশ ছত্রিশ তোলা ছয় মাশা অর্ধ সা'-এর ওযন হয়। এটা অবিকল ঐ হিসাব যা উপরে দিরহামের মাধ্যমে বর্ণনা করা হয়েছে।

চতুর্থ পদ্ধতি ইস্তারের মাধ্যমে : শামীর বরাতে আলোচিত হয়েছে যে, এক মুদ্ কিংবা এক মণ বা দুই রাতল (এই তিনটি বস্তু সম ওযনের) চল্লিশ ইসতারের সমান। আর এক ইস্তার সাড়ে ছয় দিরহাম বা সাড়ে চার মিস্কালের সমান। এ অবস্থায় যদি দিরহামের সাহায্যে ইস্তারের হিসাব করা হয় এবং পুনরায় তা দ্বারা মুদ্ ইত্যাদির হিসাব করা হয় তা হলে চল্লিশ ইস্তারে দুইশ ষাট দিরহাম হয় এবং দুইশ ষাট দিরহামে আটষট্টি তোলা তিন মাশা হয়, যা এক মুদ্ কিংবা দুই রাতলের ওযন। যখন পূর্ণ সা' জাত হওয়ার জন্য একে চার দ্বারা গুণ করা হবে তখন দুইশ তিয়াত্তর তোলায় হিসাব বের হয়ে আসবে। আর যদি মিস্কালের সাহয্যে ইস্তারের হিসাব করা হয় তা'হলে চল্লিশ ইস্তারে একশ আশি মিস্কাল হবে, যাতে আটশ দশ মাশা অর্থাৎ সাড়ে সাতষট্টি তোলা হবে। পূর্ণ সা' করার জন্য একে চার দ্বারা গুণ দিলে দুইশ সত্তর তোলা হবে। এটা হচ্ছে অবিকল ঐ হিসাব যা সর্বপ্রথম মিস্কালের সাহায্যে বর্ণনা করা হয়েছে।

মোটকথা সা'-কে ভারতবর্ষের ওযন তোলা-মাশায় রূপান্তরিত করার চারটি পদ্ধতি উপরে বর্ণিত হয়েছে। এ সকল ওযনের ফলশ্রুতি হচ্ছে এই যে, যেখানে মিস্কাল দ্বারা হিসাব করা হয়েছে সেখানে দুইশ সত্তর তোলায় সা' হয়েছে এবং যেখানে দিরহামের সাহায্যে হিসাব করা হয়েছে, সেখানে সা' হয়েছে দুইশ তিয়াত্তর তোলায়। ফকীহ্দের উপরিউক্ত বর্ণনার মধ্যে ওলট-পালট হয়ে পরিশেষে এই দুইটি অবস্থার উদ্ভব হয়, যাতে পূর্ণ সা'-এর ক্ষেত্রে মাত্র তিন তোলার এবং অর্ধ সা'তে দেড় তোলার ব্যবধান হয়। একমাত্র 'তারায়িফ' নামক পুস্তিকার বরাতে দুই মুদ্-এর ওযনের যে হিসাব, লেখা হয়েছে তা দ্বারা জানা যায় যে, দুইশ আশি তোলা ছয় মাশায় সা' হয়, যাতে পূর্ণ সা'-এ সাড়ে দশ তোলার এবং অর্ধ সা'-এ সোয়া পাঁচ তোলার পার্থক্য হয়। এভাবে সামান্য পার্থক্যের ভিত্তিতে তিনটি হিসাবের উদ্ভব হয়েছে।

প্রথমত, মিস্কালের সাহায্যে পূর্ণ সা'-এ দুইশ সত্তর তোলা এবং অর্ধ সা'-এ একশ পঁয়ত্রিশ তোলা।

www.pathagar.com

দ্বিতীয়ত, দিরহামের মাধ্যমে পূর্ণ সা'-এ দুইশ তিয়াত্তর তোলা এবং অর্ধ সা'-এ একশ ছয়ত্রিশ তোলা ছয় মাশা।

তৃতীয়ত, মুদ্-এর সাহায্যে হযরত মওলানা মুহাম্মদ ইয়া'কূব নানূতভী (র)-এর মুদ্ অনুযায়ী পূর্ণ সা'-এ দুইশ আশি তোলা ছয় মাশা এবং অর্ধ সা'-এ একশ চল্লিশ তোলা তিন মাশা।

উপরিউক্ত তিনটি হিসাবের মধ্য হতে যেটাকেই গ্রহণ করা হবে, তাতে সদকায়ে ফিত্র আদায় হয়ে যাবে। কিন্তু যেহেতু শেষোক্ত ওযনের মধ্যে আধিক্য পাওয়া যায়, সেহেতু তদনুযায়ী আদায় করার মধ্যে অধিক সতর্কতা নিহিত রয়েছে। যখন তোলা-মাশার হিসাবে সা' ও অর্ধ সা'-এর ওযন জানা গেল, তখন নিজ নিজ শহরের সের ছটাকের হিসাব বের করা সহজ হয়ে পড়েছে। কিন্তু আমাদের দেশে সাধারণভাবে ইংরেজী আশি তোলার সের প্রচলিত রয়েছে এবং আমাদের দেশে সাধারণত সদকায়ে ফিত্র গম দ্বারা আদায় করা হয়ে থাকে, এজন্যে তার হিসাব পরিষ্কারভাবে লিখে দেওয়া বাঞ্ছনীয়।

গম দ্বারা সদকায়ে ফিত্র-এর দেয় পরিমাণ অর্ধ সা' এবং অর্ধ সা' প্রথম হিসাব অনুযায়ী আশি তোলা সেরের এক সের এগার ছটাক। দ্বিতীয় হিসাব অনুযায়ী এক সের এগার ছটাক দেড় তোলা এবং তৃতীয় হিসাব অনুযায়ী পৌনে দুইসের তিন মাশা, যার মধ্যে খুব বেশী বলতে গেলে সোয়া পাঁচ তোলার আধিক্য রয়েছে। এজন্যে এর মধ্যে সাবধানতা রয়েছে যে, এক সদকায়ে ফিত্রের ক্ষেত্রে পৌনে দুইসের গম দেওয়া।

দেওবন্দ, মুজাফ্ফরনগর এবং তদসংলগ্ন এলাকায় যেহেতু আটাশি তোলার সের চালু রয়েছে কাজেই এই হিসাব অনুযায়ী সেখানে এক সদকায়ে ফিত্রের পরিমাণ এক সের সাড়ে নয় ছটাকে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ মওলানা লাক্ষ্ণৌভী যে সা'-এর ওযন এক সের পনের তোলা ধার্য করেছেন, সে সম্পর্কে আমরা যতদূর অনুসন্ধান করেছি তাতে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পেরেছি যে, তা কোন হিসাব অনুযায়ী শুদ্ধ নয়। তাঁর এই ভ্রমের কারণ এটাই মনে হচ্ছে যে, যা দিরহামের ওযন যাচাইয়ের ব্যাপারে উপস্থাপন করা হয়েছে তা হচ্ছে এই যে, শুধুমাত্র এক রতিকে যবের সাথে ওযন করা হয়েছে। এর মধ্যে সামান্য পার্থক্য অনুভূত হয়নি।

www.pathagar.com

এর পরে চার যবে রতি স্থির করে একমাত্র হিসাবের মাধ্যমে তাকে ছাঁ' পর্যন্ত পৌঁছানো হয়েছে। যদি এর সঙ্গে সত্তর যবকে ওযন করা হত তা'হলে এই ভ্রম থাকত না।

এই লেখার মূল উদ্দেশ্য ছিল এতটুকু যে, এর মাধ্যমে সোনা-রূপার যাকাতের নিসাব এবং সদকায়ে ফিত্‌রের পরিমাণের বিশ্লেষণ হয়ে থাকে। কিন্তু যখন দিরহাম ও মিস্‌কালের ওযনের বিশ্লেষণ হয়ে গেল এবং সাধারণভাবে যে সকল ওযন ফিক্‌হ্ গ্রন্থে উল্লিখিত হয়ে থাকে তা দিরহাম ও মিস্‌কালের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়; এজন্যে বাঞ্ছনীয় মনে হল যে ওযন সম্পর্কে ফিক্‌হ্ গ্রন্থসমূহে যে সকল শব্দ ব্যবহৃত হয়, সেগুলোর হিসাব তোলা-মাশার হিসাবে লিপিবদ্ধ করা। তা এখানে ছকে বর্ণিত হল :

ফিক্‌হী ওযন	ভারতবর্ষে প্রচলিত ওযন	মন্তব্য
তসূজ	প্রায় পৌনে এক রতি	এক তসূজ-এ দুই যব এবং এক রতিতে তিন যবের কিছু কম।
কীরাত	এক রতি ও এক রতির চৌদ্দ ভাগের এগার ভাগ অর্থাৎ প্রায় পৌনে দুই রতি .	ফকীহ্‌দের বর্ণনানুযায়ী এক কীরাতে পাঁচ যব, চৌদ্দ কীরাতে এক দিরহাম এবং পঁচিশ রতিতে এক দিরহাম। এই হিসাব অনুযায়ী এক কীরাতে এক রতি ও এক রতির চৌদ্দ ভাগের এগার ভাগ।
দানিক বা দাংগ	প্রায় সাত রতি	চার কীরাতে এক দানিক (বাহ্‌রুল-জাওয়াহির) আর এক কীরাতে পৌনে দুই রতি। কাজেই চার কীরাতে সাত রতি।
দিরহাম	তিন মাশা এক রতি ও এক রতির এক-পঞ্চমাংশ	ফকীহ্‌দের বর্ণনানুযায়ী দিরহামের ওযন সত্তর যব। মাশার সাহায্যে ওযন করাতেও এই ওযনই হয়েছে।

www.pathagar.com

ফিকহী ওযন	ভারতবর্ষে প্রচলিত ওযন	মন্তব্য
মিস্কাল	চার মাশা চার রতি	ফকীহ্দের বর্ণনানুযায়ী মিস্কালের ওযন একশ যব। আমাদের ওযনে একশ যব হয়েছে।
রাতল	চৌত্রিশ তোলা দেড় মাশা	শামী প্রভৃতির বর্ণনানুযায়ী রাত্ল্-এর ওযন একশ ত্রিশ দিরহাম। তোলার ওযনে এই-ই হয়।
মুদ্	আটষট্টি তোলা তিন মাশা	শামী প্রভৃতির বর্ণনানুযায়ী মুদ্-এর ওযন দুইশ ষাট দিরহাম, যার ওযন তোলা হিসাবে এটাই হয়।
মণ	আটষট্টি তোলা তিন মাশা	শামী প্রভৃতির বর্ণনানুযায়ী মণ-এর ওযন দুইশ ষাট দিরহাম, যার ওযন তোলার হিসাবে এটাই হয়।
ইস্তার	দিরহামের হিসাবে এক তোলা আট আনা তিন রতি ও সাত ভাগের দুই রতি।	শামী প্রভৃতির বর্ণনানুযায়ী এক ইস্তারে ছয় দিরহাম এবং এর ওযন এটাই হয়।
	মিস্কালের হিসাবে এক তোলা আট মাশা দুই রতি	এক ইস্তারে সাড়ে চার মিস্কাল, যার ওযন এক তোলা আট মাশা দুই রতি।
উকিয়া	সাড়ে দশ তোলা	ফকীহ্দের বর্ণনানুযায়ী দিরহামের হিসাবে উকিয়ার ওযন চল্লিশ দিরহাম যার ভারতীয় ওযন এটাই হয়।
ছা'	দিরহামের হিসাবে দুইশ সত্তর তোলা এবং মিসকালের হিসাবে দুইশ তিয়াত্তর তোলা	এর বিস্তারিত বিবরণ মূল পুস্তিকায় উল্লিখিত হয়েছে।

www.pathagar.com

ফিক্‌হী ওজন	ভারতবর্ষে প্রচলিত ওযন	মন্তব্য
অর্ধ ছা'	দিরহামের হিসাবে একশ পঁয়ত্রিশ তোলা এবং মিসকালের হিসাবে একশ ছত্রিশ তোলা ছয় মাশা।	এর বিস্তারিত বিবরণ মূল পুস্তিকায় উল্লিখিত হয়েছে।
ওয়াসাক	দিরহামের হিসাবে পাঁচ মণ আড়াই সের (আশি তোলার সেরে)।	উপরে ছা'-এর যে ওযন উল্লিখিত হয়েছে তা দ্বারাই এর ওযন বের করা হয়েছে।
	মিস্‌কালের হিসাবে পাঁচ মণ পৌনে পাঁচ সের (আশি তোলার হিসাবে)।	ফকীহ্‌দের বর্ণনানুযায়ী ষাট ছা'-এ এক ওয়াসাক্‌।

[পরিশিষ্ট অংশ ফাউণ্ডেশন কর্তৃক সংযোজিত]

ইফাবা—৯১-৯২—প্র/১৫০১(উ)—৩২৫০

www.pathagar.com

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ